দুনিয়ার পাঠক এক হও!
আমারবই.কম
amarboi.com

ড্যাফনে দু মরিয়ে-র

রেবেকা

রূপান্তর : নিয়াজ মোরশেদ

অনুবাদ

ড্যাফনে দ্যু মরিয়ে

রেবেকা

রূপান্তর ■ নিয়াজ মোরশেদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেবেকা

মূলঃ ড্যাফনে দ্যু মরিয়ে
রূপান্তরঃ নিয়াজ মোরশেদ

প্রথম প্রকাশঃ ১৯৮৭

এক

কাল রাতে স্বপ্ন দেখেছি, ফিরে গেছি আবার ম্যানডারলেতে—অদ্ভুত, অদ্ভুত সুন্দর সেই ম্যানডারলেতে। দেখলাম আমি যেন দাঁড়িয়ে আছি বিরাট লোহার ফটকটার সামনে। ভেতরে ঢুকতে চাই কিন্তু পারছি না। শিকল পেঁচিয়ে তালা বন্ধ করা ফটক। চিৎকার করে ডাকলাম লজ কীপারকে। কোন সাড়া নেই। ফটকের মরিচা ধরা গরাদের ভেতর দিয়ে উঁকি দিলাম। জনমানুষের চিহ্নও নেই। পরিত্যক্ত হয়েছে ম্যানডারলে। সত্যিই পরিত্যক্ত হয়েছে।

চিমনি দিয়ে ধোঁয়া বেরুচ্ছে না। জাফরি কাটা জানালাগুলো দাঁত ভ্যাংচাচ্ছে যেন। তারপর সব স্বপ্নে পাওয়া মানুষের মত আমিও আচমকা এক অতিপ্রাকৃত শক্তি লাভ করলাম, অশরীরীর মত বন্ধ ফটক পেরিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। গাড়ি-বারান্দার দিকে এঁকে বেঁকে চলে যাওয়া ড্রাইভওয়ে ধরে এগিয়ে চললাম। পথটা আগের চেয়ে অনেক সরু হয়ে গেছে। আমি যখন ছিলাম তখন তো এমন ছিল না! নিচু একটা দোলায়মান ডাল থেকে মাথা বাঁচাতে গিয়ে একটু ঝুঁকতেই বুঝতে পারলাম কারণটা। প্রকৃতি বাধা না পেয়ে ফিরে এসেছে তার স্বাভাবিক স্বভাবে। ঘাস, আগাছা দু'ধার থেকে চাপতে চাপতে প্রায় শেষ করে ফেলেছে রাস্তাটাকে। দু'পাশে সাজানো বাগান ছিল। এখন তার অস্তিত্বই নেই। প্রথম যেদিন এ বাড়িতে এসেছিলাম, এই পথ ধরে এগিয়ে গিয়েছিলাম, সেদিনকার কথা মনে পড়ল। প্রস্ফুটিত ফুলদলে হাসছিল বাগানটা। এখন ফুল তো নেই-ই, ফুলের গাছগুলোও নেই। তাদের জায়গা নিয়েছে নির্বিঘ্নে বেড়ে ওঠা আগাছারা।

বিষণ্ন মনে এগিয়ে গেলাম আমি বিশাল প্রাসাদোপম বাড়িটির দিকে। ম্যানডারলের দিকে। সেই ম্যানডারলে, শতাব্দীর পুরোনো, বিখ্যাত—বিখ্যাত পশ্চিম ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে সুন্দর, সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ বাড়ি হিসেবে; বিখ্যাত তার ইতিহাস, তার সৌন্দর্য, তার শিল্পিত অবয়ব এবং শিল্প সামগ্রীর সংগ্রহের জন্যে। স্বপ্নে আমি পৌঁছুলাম বাড়িটার সামনে। তারপর কী দেখলাম? ওহ! কী করে আমি বর্ণনা করব কী দেখলাম! হাতুড়ির ঘা পড়ছিল যেন বুকের ভেতর। এ কী দশা হয়েছে ম্যানডারলের—আমাদের সেই ম্যানডারলের! পূর্ণ চাঁদের আলোয় চক চক করছে ধূসর পাথরের পুড়ে যাওয়া গা। হ্যাঁ পুড়ে গিয়েছিল ম্যানডারলে—গিয়েছিল না, পুড়িয়ে দেয়া হয়েছিল। শূন্য কালো খোলসটা কেবল পড়ে আছে এখন। দু'চোখ ভেঙে অশ্রু নামল আমার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম এক কালে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেখানে বাগান ছিল সেদিকে। আগাছার বাড় বাড়ন্ত এখন। কঙ্কালের হাড়ের মত শিকড়-বাকড়, শাখা-প্রশাখা থাবা বিস্তার করেছে। বাগান ছাড়িয়ে ওপাশে ম্যানডারলের লালিত উপবন। একসময় কী সুন্দর ঝক ঝক করত বনটার নিকানো তলা! এখন সেখানেও মাথা তুলেছে আগাছার ঝোপ। বনের ওপাশে শান্ত সৈকত, শূন্য। তার ওপাশে সাগর। জ্যোৎস্নার রুপালি চাদর বিছিয়ে আছে। এমন শান্ত নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধ সাগর কখনও দেখেছি আমি? অথচ জানি, সেদিন—সেরাতে এমন ছিল না মোটেই ছোট্ট উপসাগরটা। পরে, আমি যখন এসেছি তখনও এত শান্ত সাগর কোন দিন দেখিনি—

ঘুম ভেঙে গেল আমার। বুঝতে পারলাম নিতান্ত বাস্তব যা তা-ই দেখেছি স্বপ্নে। ম্যানডারলে সত্যিই এখন পরিত্যক্ত ধ্বংসস্তূপ। আগুনই ওকে ধ্বংস করেছে। ম্যানডারলে চলে গেছে। নিয়ে গেছে আমার সব নৈরাশ্য। ওখানে থাকতে যে আতঙ্ক, যে বেদনা পুঞ্জিভূত হয়েছিল আমার মনে, সব থেকে মুক্তি দিয়ে গেছে আমাকে। ধন্যবাদ ঈশ্বরকে! সেই ভয়ানক দুঃস্বপ্নের ইতি হয়েছে!

ম্যানডারলে থেকে অনেক দূরে, ইংল্যাণ্ড থেকে অনেক দূরে, ইটালির এক হোটেলে ঘুম ভেঙেছে আমার। হাই তুললাম একবার। আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে চোখ মেলে অবাক হয়ে গেলাম। নীল আকাশে এরই মধ্যে ঝলমলিয়ে উঠেছে সূর্য। স্বপ্নের সেই জ্যোৎস্না ভরা রাতের চেয়ে কত অন্য রকম! সামনে নতুন একটি দিন। দীর্ঘ দিন সন্দেহ নেই: ঘটনাহীন; তবে শান্ত, নিরিবিলি, ভাবনাহীন। ম্যানডারলের কথা আমরা ভুলেও উচ্চারণ করব না। আমার স্বপ্নের কথা আমি বলব না। কারণ ম্যানডারলে আর আমাদের নেই। সেই ভয়ঙ্কর স্মৃতি ভুলবার জন্যে আমরা—আমি আর ও পালিয়ে এসেছি ম্যানডারলে থেকে। ওখানে আর কোনদিন যাব না আমরা। যেতে পারব না। অতীতকে কবর দিয়ে নতুন জীবন শুরু করেছি এখানে।

কিন্তু কী সেই কারণ যা আমাদের তাড়িয়ে এনেছে অদ্ভুত সুন্দর ম্যানডারলে থেকে এই বিদেশ বিভূঁইয়ে? বলছি, শুনুন।

খুব বেশিদিন আগে শুরু নয় এ কাহিনীর। আমার বয়েস তখন সতেরো। মণ্টি কার্লোর এক হোটেলে মিসেস ভ্যান হপারের সাথে লাঞ্চ সারতে বসেছি আমি। মিসেস ভ্যান হপার আমার অন্নদাত্রী। তাঁর মাইনে করা সহচরী আমি। হ্যাঁ, এটাই আমার পেশা ছিল তখন। পয়সার বিনিময়ে সঙ্গ দিতাম আমেরিকান বিধবা মিসেস ভ্যান হপারকে।

আমি যখন খুব ছোট তখন এক বিমান দুর্ঘটনায় মারা যায় আমার বাবা মা। অনাদরে অবহেলায় মানুষ হয়েছি আত্মীয়ের বাড়িতে। তারপর প্রথম সুযোগেই বেরিয়ে এসেছি সে বাড়ি থেকে। কাজ নিয়েছি মিসেস ভ্যান হপারকে সঙ্গ দেয়ার। আমি বেরিয়ে আসায় আমি যতটুকু স্বস্তি পেয়েছি তার চেয়ে বেশি স্বস্তি পেয়েছে আমার আত্মীয়রা। সুতরাং কোনদিক থেকেই কোন দায় নেই আমার।

মিসেস ভ্যান হপার ধনী। যখন যেখানে যেভাবে খুশি সেভাবে থাকার মত ধনী। বছরের একটা বড় সময় তিনি ভাগাভাগি করে কাটান পশ্চিম ইংল্যাণ্ড এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দক্ষিণ ফ্রান্সে। যখনকার কথা বলছি তখন আমাদের দক্ষিণ ফ্রান্সে দিন কাটানোর কাল চলছে। বিখ্যাত অবকাশযাপন কেন্দ্র মন্টি কার্লোর নামী এক সাগরমুখী হোটেলে উঠেছি আমরা। এখানেই প্রথম দেখা হয় আমার ম্যানডারলের মালিকের সঙ্গে। এবং প্রথম দেখায়ই প্রেম—আমার দিক থেকে। ও-ও কি প্রথম দেখায় প্রেমে পড়েছিল আমার? হয়তো, হয়তো না; আমি ঠিক জানি না, এখনও বুঝতে পারিনি। আমার ভেতর ভাল লাগার মত কী ছিল তখন এক মাথা বব করা চুল আর প্রসাধনহীন কচি একটা মুখ ছাড়া? গায়ে ছিল ঢোলা কোট, স্কার্ট আর আমার নিজের বানানো জাম্পার। তাছাড়া স্বভাবে লাজুক, অসামাজিক—অনেকটা জবুথুবু ধরনের, অপরিচিত জনদের সামনে ইঁদুরের মত ভীরু। এমন মেয়েকে প্রথম দর্শনেই ভাল লাগবে কার? বাবা মাকে হারানোর পর তখন পর্যন্ত কারও কাছ থেকে এক বিন্দু সহানুভূতি তো পাইনি যে ভাবব দেখামাত্র আমার প্রেমে পড়ে যাবে কোন রাজপুত্তুর।

রোজকার মত রেস্তোরাঁর কোণের দিককার এক টেবিলে বসেছেন মিসেস ভ্যান হপার। সামনের চেয়ারে আমি। খাবারের অর্ডার দিয়ে বৃদ্ধা কুতকুতে চোখজোড়া তুলে তাকালেন চারদিকে। অপ্রসন্ন হয়ে উঠল মুখ।

'একটাও নাম করা লোক দেখছি না,' বিরক্তির সঙ্গে বললেন তিনি। 'না একটা ফিল্মস্টার, না কোটিপতি। কর্তৃপক্ষকে বলতে হবে আমার বিল যেন কমিয়ে করে। ভেবেছে কী ওরা? কেন উঠি এখানে? ওদের এই সব বয় বেয়ারার মুখ দেখার জন্যে?'

এ ধরনের অভিযোগ শুনে শুনে কান পচে গেছে আমার। নাম করা লোকদের দেখার ভেতরেই যেন জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ মহিলার। হোক না তা দূর থেকে শুধু একটুখানি দেখা। আলাপ পরিচয় হলে ভাল, না হলেও ক্ষতি নেই; দেখেই খুশি তিনি। আর সে জন্যেই—এখানে এলে এই বিলাসবহুল, ব্যয়বহুল হোটেলে ওঠেন মিসেস ভ্যান হপার।

আমাদের টেবিল সাগরমুখী একটা জানালার পাশে। নিঃশব্দে সাগর দেখছিলাম আমি, দেখতেই থাকলাম। মিসেস হপারের অভিযোগ শুনেও না শোনার ভান করলাম। ওয়েটার খাবার দিয়ে গেল। এবার একটু শান্ত হলেন মিসেস হপার। খেতে তিনি ভালবাসেন এবং খাওয়ার আনন্দ পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করার জন্যে খান অখণ্ড মনোযোগের সাথে। তাতে সুবিধাই হয় আমার। অন্তত খাওয়ার সময়টায় তাঁর বকবক শুনতে হয় না।

খাওয়া প্রায় শেষ আমাদের, এই সময় পেছনে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। সেই সাথে ওয়েটারের গদ গদ কণ্ঠস্বর:

'এই দিকে, মঁসিয়ে, সিল ভ্যু প্লে।'

সোজা হয়ে বসলেন মিসেস ভ্যান হপার। কাঁটা চামচ নামিয়ে রেখে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন। পর মুহূর্তে উত্তেজনায় জ্বল জ্বল করে উঠল তাঁর চোখ। টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে নিচুকণ্ঠে বলার ভঙ্গিতে বললেন:

'উনি ম্যাক্স ডি উইনটার,' ভঙ্গিটা নিচুকণ্ঠে বলার মত হলেও, আমার বিশ্বাস, মিসেস হপারের কথা আশপাশের সবগুলো টেবিলের মানুষ শুনতে পেল। আমি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকালাম তাঁর দিকে। উনি বলে চললেন, 'ওই যে, আমাদের পাশের টেবিলে বসছেন। আগে একদিন বোধহয় তোমাকে বলেছি ওঁর কথা। ম্যানডারলের মালিক। দেখ, ভদ্রলোককে একটু মনমরা দেখাচ্ছে না? স্ত্রী মারা যাওয়ার ধাক্কাটা এখনও বোধহয় সামলে উঠতে পারেননি।'

থামলেন মিসেস হপার। তাঁর মুখ দেখে স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, ভদ্রলোকের সাথে আলাপ করার ছুতো খুঁজছেন তিনি। এক মুহূর্ত ভেবে আমাকে বললেন:

'ছুটে চলে যাও তো ওপরে। সেদিন আমার বোনের ছেলের কাছ থেকে যে চিঠিটা এসেছে—ওই যে, যেটার ভেতর ছবি আছে কতকগুলো—নিয়ে এসো এক্ষুণি।'

বুঝলাম ছুতো পেয়ে গেছেন তিনি। বোনের ছেলেই সেই ছুতো। আমি উঠে রওনা হলাম সিঁড়ির দিকে। মিস্টার ম্যাক্স ডি উইনটারের জন্যে মায়া হচ্ছে। আগামী অন্তত আধটা ঘণ্টা কী দুঃখ যে আছে বেচারার কপালে তা তিনি কল্পনাও করতে পারছেন না! আমার ধারণা কোন স্পর্শকাতর আত্মসম্মান জ্ঞান সম্পন্ন মানুষের পক্ষে দু'মিনিটের বেশি আলাপ চালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয় মিসেস ভ্যান হপারের সাথে। এত কথা বলেন মহিলা, আর এমন ভঙ্গিতে যে রীতিমত অশ্লীল মনে হয়। হয়তো প্রশংসাই করছেন, কিন্তু এমন খোঁচা মারা সুরে যে তেলে বেগুনে জ্বলে উঠতে ইচ্ছে করবে। যার সাথে আলাপ করেন সে বেচারা যদি বিনয়ী স্বভাবের হয় তো ডুবেছে। না পারে কড়া কথা বলে মহিলাকে থামাতে, না পারে সহ্য করতে। ম্যাক্স ডি উইনটার লোকটা কেমন, কে জানে?—ভাবতে ভাবতে আমি এগিয়ে গেলাম।

পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় আড়চোখে এক পলক তাকালাম তাঁর দিকে। সত্যিই কেমন যেন বিষণ্ন ভাব তাঁর চেহারায়। মুখটা ফ্যাকাসে, কালো চোখ দুটো হতাশ, একটু যেন উদ্ভ্রান্ত দৃষ্টি। একবার দেখেই বুঝতে পারলাম, স্ত্রীর মৃত্যুর কারণে হোক, বা অন্য যে কোন কারণেই হোক, মন ভাল নেই ভদ্রলোকের। আমার সাধ্যে কুলালে মিসেস ভ্যান হপারের সাথে কথা বলার হাত থেকে বাঁচাতাম তাঁকে। কিন্তু তা যে সম্ভব নয়।

যতটা ভেবেছিলাম তার চেয়ে বেশি সময় লাগল আমার ফিরতে। দেখলাম রেস্তোরাঁ ছেড়ে লাউঞ্জে এসে বসেছেন দু'জন। পাশাপাশি এক সোফায়। হ্যাঁ, চিঠি নিয়ে আমার ফিরে আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধরতে পারেননি মিসেস ভ্যান হপার। হয়তো সামান্য কিছু মুখে দিয়েই উঠে পড়েছিলেন মিস্টার ডি উইনটার। এবং 'নামকরা লোক'টার সাথে পরিচিত হওয়ার সুযোগ হাত ছাড়া হয়ে যায় দেখে বোনের ছেলের চিঠির অপেক্ষা না করে মরিয়া হয়ে তাঁর সাথে আলাপ করেছেন মিসেস হপার। এছাড়া আর কোন কারণ আমি খুঁজে পেলাম না দু'জনের লাউঞ্জে এসে বসার। মিসেস হপার তাঁর সাফল্যের উত্তেজনায় টগবগ করছেন। আমাকে দেখেই হাতের ইশারায় ডাকলেন। এগিয়ে গিয়ে নীরবে আমি চিঠিটা তুলে দিলাম তাঁর হাতে। পাশে বসা ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন আমার প্রতি সৌজন্য দেখিয়ে। তাঁর এই সৌজন্য দেখানোটা যে অপ্রয়োজনীয়; আমার মত তুচ্ছ মেয়েকে সৌজন্য দেখানোর কোন দরকার যে নেই, এটা বোঝানোর জন্যেই যেন মিসেস হপার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আদেশের সুরে বলে উঠলেন:

'মিস্টার ডি উইনটার আমাদের সাথে কফি খাবেন। যাও, ওয়েটারকে বলে এসো আরেক কাপের কথা।'

মানুষজনের সামনে সচরাচর আমার সাথে এমন সুরেই কথা বলেন মিসেস হপার। যেন বুঝিয়ে দিতে চান আমি তাঁর মাইনে করা দাসী ছাড়া আর কিছু নই। এক দিনের কথা মনে আছে, আমাকে ওঁর মেয়ে বলে ধরে নিয়েছিল একজন; তারপর আমাদের দু'জনেরই সে কী বিব্রতকর অবস্থা! মনে মনে আশা করলাম তেমন কিছু ঘটবে না এখন, এক্ষুণি বসে পড়বেন ভদ্রলোক, আমি যাব ওয়েটারের খোঁজে। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম ভদ্রলোক দাঁড়িয়েই আছেন। এবং শেষ পর্যন্ত তিনিই হাতের ইশারায় ডাকলেন ওয়েটারকে। মিসেস হপারের দিকে তাকিয়ে বললেন:

'কিছু মনে করবেন না, আপনারা দু'জনেই আমার সাথে কফি খাবেন।'

এরপর কী ঘটছে না ঘটছে কিছু বোঝার আগেই দেখলাম আমার শক্ত খটখটে চেয়ারটায় বসেছেন ভদ্রলোক, আর আমি বসে আছি সোফায়, মিসেস ভ্যান হপারের পাশে।

ক্ষণিকের জন্যে অপ্রস্তুত দেখাল আমার মনিবানীকে। এমনটি আশা করেননি তিনি। অবশ্য শিগগিরই সামলে নিলেন। একটু আগে আমার কাছ থেকে নেয়া চিঠিটা ভদ্রলোকের দিকে বাড়িয়ে ধরে মৃদু হাসলেন।

'দেখেই আপনাকে চিনেছি আমি,' বললেন মিসেস হপার। 'এবং মনে মনে বলেছি, "আরে, বিলির বন্ধু মিস্টার ডি উইনটার না!" এই যে দেখুন, এই খামে আছে বিলি আর ওর নতুন বউ-এর ছবি। ওরা পাম বীচ-এ গেছে হানিমুন করতে। বিলির পাশে ওই মেয়েটি—ও-ই হচ্ছে ডোরা, আমাদের বিলির বউ। মিষ্টি মেয়ে না? কী সরু কোমর দেখুন, আর চোখগুলো কী বিরাট! একেবারে মেতে আছে ছেলেটা ওকে নিয়ে। ওদের আলাপ কিন্তু সেই যে ক্ল্যারিজে যে পার্টি দিয়েছিল বিলি সেখানে নয়। ওই পার্টিতেই তো আপনাকে প্রথম দেখেছিলাম। আপনার বোধহয় মনে নেই আমার কথা। থাকবেই বা কী করে? আমাদের মত বুড়িদের আর কে মনে রাখে?'

দাঁত বের করে একটু হাসলেন মিসেস ভ্যান হপার।

'আপনার ধারণা কিন্তু ঠিক নয়, আপনার কথা আমার মনে আছে,' বললেন ভদ্রলোক। 'ছবিতে কিন্তু বিলিকেও দারুণ দেখাচ্ছে। ভালই কাটাচ্ছে পাম বীচে।'

'আপনি নিশ্চয়ই গিয়েছেন ওখানে?'

'না। ওধরনের জায়গা আমার ভাল লাগে না।'

বলতে বলতে পকেট থেকে সিগারেট কেস বের করে মিসেস হপারের দিকে বাড়িয়ে ধরলেন মিস্টার ডি উইনটার। কিছুক্ষণের জন্যে ছেদ পড়ল তাঁদের আলাপে। 'ধন্যবাদ,' বলে একটা সিগারেট নিয়ে ঠোঁটে লাগালেন মিসেস হপার। মিস্টার ডি উইনটার নিজেও একটা নিয়ে দেশলাই জ্বাললেন। আর আমি তাঁকে কল্পনার চোখে দেখতে লাগলাম ফ্লোরিডা উপকূলের পটভূমিতে দাঁড় করিয়ে। নাহ, মেলাতে পারলাম না কিছুতেই। পনেরো শতকের দেয়াল ঘেরা, সরু সরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তাওয়ালা শহরেই ওঁকে মানায় ভাল। চেহারায় এমন একটা ভাব-গম্ভীর আভিজাত্য, পাশাপাশি অদ্ভুত এক সরলতা যে মনে হয় আজকের দিনে না জন্মে উনি যদি মধ্যযুগে জন্মাতেন তাহলেই উপযুক্ত হত। ওঁর গায়ে এখনকার ইংলিশ টুইডের জায়গায় থাকত গলায়, হাতায় লেস লাগানো পোশাক। রাতের বেলায় চলাফেরা করতেন, ঢোলা আলখাল্লা পরে। সরু সিঁড়ি, অলিপথ, মাটির নিচের সুড়ঙ্গ পেরিয়ে গিয়ে দাঁড়াতেন প্রাচীন কোন দ্বারের কাছে। কোমরে থাকত খাপে পোরা তলোয়ার···আমাদের এই নতুন দুনিয়ার দিকে তাকাতেন দূর অতীত থেকে···

মগ্ন হয়ে এসব কথা ভাবতে ভাবতে কখন যে ওঁদের আলাপের খেই হারিয়ে ফেললাম নিজেও বুঝতে পারলাম না। সংবিৎ ফিরতে শুনলাম আমার মনিবানী হাসতে হাসতে বলছেন:

'বিলির যদি ম্যানডারলের মত একটা বাড়ি থাকত নিশ্চয়ই ও পাম বীচে হুড়োহুড়ি করে বেড়াত না। শুনেছি একেবারে নাকি রূপকথার রাজপুরী আপনার ম্যানডারলে!' ভদ্রলোক বিগলিত হয়ে হাসবেন আশা করে থামলেন তিনি। কিন্তু হতাশ হতে হলো তাঁকে। গম্ভীর মুখে সিগারেট টানতে লাগলেন মিস্টার ডি উইনটার। আমার মনে হলো ম্যানডারলের উল্লেখে একটু যেন অস্বস্তি বোধ করছেন তিনি।

'আমি ছবি দেখেছি ম্যানডারলের,' বলে চললেন মিসেস ভ্যান হপার, 'সত্যিই অপূর্ব! তিনশো বছরের পুরোনো, তাই না? বিলি বলছিল, অমন প্রাসাদ নাকি ও জীবনে দেখেনি! আমি ভাবছি কখনও যদি বাড়িটা ছাড়তে হয়, সইতে পারবেন তো আপনি?'

অব্যক্ত এক চাপা বেদনার ছায়া পড়তে দেখলাম ভদ্রলোকের মুখে। অন্য কেউ হলে এ প্রসঙ্গে আর একটা কথাও উচ্চারণ করত না। কিন্তু উনি তো অন্য কেউ নন, মিসেস ভ্যান হপার। উনি বলতেই লাগলেন। কণ্ঠস্বর একটু একটু করে চড়ছে।

'অবশ্য আপনারা, ইংরেজরা সবাই সমান—আমি বলতে চাইছি বাড়ির ব্যাপারে, কখনও অহঙ্কারী হতে চান না ও জিনিস নিয়ে। চিত্রকলার একটা সংগ্রহশালা আছে না আপনার ম্যানডারলেতে? শুনেছি দারুণ সব ছবি আছে ওখানে!' ব্যাখ্যা করার ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকালেন মহিলা। 'মিস্টার ডি উইনটার এমন বিনয়ী, দেখবে এখনই বলবেন, "না না, তেমন কিছু না।" মিস্টার ডি উইনটার, আপনার পূর্বপুরুষরা তো মাঝে মধ্যে রাজপরিবারের সদস্যদের স্বাগত জানাতেন ম্যানডারলেতে, তাই না?'

অসহ্য! যেচে পড়ে পরিচিত হয়ে একজন মহিলা একজন ভদ্রলোকের সাথে এমন ধরনের কথা বলতে পারে কোন রুচিতে আমি বুঝে পেলাম না। অবশ্য ভদ্রলোকের জবাব শুনে আমার ক্ষোভ দূর হয়ে গেল।

'এথেলরেডের পরে আর কাউকে আমাদের বাড়িতে অভ্যর্থনা জানানো হয়নি,' বললেন তিনি। 'জানেন তো সবাই ওঁর নাম দিয়েছিল "অপ্রস্তুত"। কোন সময়ই উনি প্রস্তুত থাকতেন না। সত্যি কথা বলতে কি, যে সময়টায় আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়িতে ছিলেন, তখনই ওঁকে দেয়া হয়েছিল নামটা। কক্ষনো ঠিক সময়ে ডিনারে হাজির হতে পারতেন না।'

হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন মিসেস ভ্যান হপার। এথেলরেডের নামই শোনেননি তিনি। কী বলবেন বুঝতে পারলেন না কয়েক মুহূর্ত। তারপর কষ্ট করে একটু হেসে জবাব দিলেন:

'সত্যিই! আমি জানতাম না। আমার ইতিহাসের জ্ঞান—বুঝতেই পারছেন, খুব সামান্য। তাছাড়া আপনাদের ইংল্যাণ্ডের রাজা রাজড়াদের নাম সব সময় তালগোল পাকিয়ে যায় আমার।'

থামলেন মহিলা। আমি অনুভব করলাম ঝাঁ করে লাল হয়ে গেল আমার মুখ। সমস্যা হচ্ছে অন্য দু'জনের চেয়ে অনেক কম আমার বয়েস। আরেকটু বড় হলে ভদ্রলোকের চোখে চোখ রেখে মৃদু হাসতাম আমি। ওঁর অবিশ্বাস্য আচরণ অদ্ভুত এক বাঁধন রচনা করছে আমাদের ভেতর। তবু, বয়েস কম বলেই বোধহয়, আমার মনিবানীর ব্যবহারে লজ্জা না বোধ করে পারছি না।

আমার অবস্থাটা বুঝতে পারলেন যেন মিস্টার ডি উইনটার। আমার দিকে ফিরে মৃদু নম্রকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন, আরেক কাপ কফি খাব কিনা। মাথা নাড়লাম আমি। এরপর প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যেই যেন মিস্টার ডি উইনটার মিসেস হপারকে জিজ্ঞেস করলেন:

'মণ্টি কার্লো কেমন লাগছে?'

মুহূর্তে সপ্রতিভ হয়ে উঠলেন মিসেস হপার।

'এই আর কী,' বললেন তিনি, 'আগের মত নেই আর। তবু এসেছি, ভবিষ্যতেও আসব। বলতে পারেন, মণ্টি কার্লোর ভক্ত আমি। এসময়টায় এখানকার আবহাওয়ায় যত ভাল থাকি দুনিয়ার আর কোথাও তেমন থাকি না। তা আপনার ব্যাপারটা কী? আপনি কেন এখানে? বেড়াতে না কোন কাজে?'

'কোনটাই না,' জবাব দিলেন মিস্টার ডি উইনটার। 'মনে হলো, চলে এলাম। বাড়ি ছেড়ে কোথাও যাওয়া দরকার মনে করছিলাম, প্রথমেই মনে পড়ল মণ্টি কার্লোর নাম।'

বেদনার কালো ছায়াটা আবার ঘনিয়ে উঠল ভদ্রলোকের মুখে। কিন্তু মিসেস হপারের চোখে তা পড়ল না, হয়তো পড়লেও তিনি গ্রাহ্য করলেন না। বললেন:

'নিশ্চয়ই ম্যানডারলেকে মিস করবেন আপনি। বছরের এ সময়টায় ওখানকার প্রকৃতি অপরূপা হয়ে ওঠে বলে শুনেছি।'

'হ্যাঁ, বসন্তেই সবচেয়ে সুন্দর দেখায় ম্যানডারলেকে,' সংক্ষিপ্ত জবাব মিস্টার ডি উইনটারের।

কিছুক্ষণের জন্যে নীরবতা নেমে এল আমাদের ভেতর। আমি আবার কল্পনার চোখে দেখতে লাগলাম সামনে বসা ভদ্রলোককে: কালো আলখাল্লা পরে আলতো পায়ে হেঁটে চলেছেন রাতের বেলায় প্রায়ান্ধকার অলিপথ ধরে। মিসেস ভ্যান হপারের গলা ইলেকট্রিক বেলের মত ভেঙে খান খান করে দিল আমার স্বপ্নকে।

'বুঝলেন, মিস্টার ডি উইনটার, প্রচুর লোক এখন এখানে, তবু বলব মণ্টি এবার ভীষণ নিষ্প্রাণ। নাম করা মানুষ আসেইনি বলতে গেলে। ডিউক অভ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিড্‌লসেক্স এসেছেন তাঁর ইয়ট নিয়ে, কিন্তু এখনও দেখা হয়নি আমার সাথে।' আমার জানামতে কোনদিনই হয়নি। যেটা হয়েছে, উনি দূর থেকে দেখেছেন ডিউককে। 'নেল মিডলসেক্সকে চেনেন নিশ্চয়ই,' বলে চললেন মহিলা, 'অদ্ভুত না? লোকে বলাবলি করছে ওঁর পরের বাচ্চাটা নাকি ডিউকের নয়, কী রকম বাজে রটনা বলুন তো? আমি একদম বিশ্বাস করিনি…'

কতক্ষণ চলত এরকম বলতে পারি না। ওয়েটার এসে বাঁচিয়ে দিল মিস্টার ডি উইনটারকে। জানাল এক দর্জি এসে বসে আছে মিসেস হপারের কামরায়।

সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালেন মিসেস হপার।

'আর দেরি করিয়ে দেব না আপনাদের,' বললেন মিস্টার ডি উইনটার। 'আজকাল ফ্যাশন এত তাড়াতাড়ি বদলায়, উপরে যেতে যেতে হয়তো দেখবেন আরেকবার বদলে গেছে।'

খোঁচাটা স্পর্শ করল না মিসেস হপারকে। নির্দোষ কৌতুক হিসেবে নিলেন তিনি ওটাকে। বললেন:

'আপনার সাথে আলাপ করে কী যে ভাল লাগল, মিস্টার ডি উইনটার! যে ক'দিন আছেন এখানে তার ভেতর আবার আপনার সঙ্গে দেখা হলে খুশি হব। একদিন আসুন না আমার স্যুইট এ, পান করা যাবে এক সাথে। কালই নয় কেন? কাল সন্ধ্যায় আমার দু'একজন বন্ধু বান্ধব আসবে। আপনিও আসুন না।'

ভদ্রলোকের মুখ দেখে বুঝতে পারলাম, না আসার অজুহাত খুঁজছেন। বেচারার জন্যে মায়া হলো আমার। আমার মতই নিঃসঙ্গ উনি মণ্টি কার্লোর এই অজস্র মানুষের ভেতর থেকেও। আমার খুশির ভাব যেন টের না পান সে জন্যে চোখ নামিয়ে নিলাম আমি। তারপরই শুনলাম ওঁর গলা:

'দুঃখিত। কাল আমি সসপেল-এ যাব, কখন ফিরব ঠিক নেই।'

আর কিছু না বলে বা বলার সুযোগ না দিয়ে চলে গেলেন মিস্টার ডি উইনটার। কিন্তু মিসেস হপার মোটেই সহজভাবে নিতে পারলেন না তাঁর এই প্রত্যাখ্যানটাকে। দিনের বাকি সময়টুকু ভীষণ খিঁচড়ে রইল তাঁর মেজাজ। অনর্থক খিটিমিটি করলেন দর্জির সাথে। কারণে অকারণে বকা ঝকা করলেন আমাকে। অবশেষে সন্ধ্যা ছ'টায় এক ককটেল পার্টিতে গিয়ে শান্ত হলেন তিনি।

দুই

পরদিন সকালে গলা ব্যথা আর একশো দুই জ্বর নিয়ে ঘুম থেকে উঠলেন মিসেস ভ্যান হপার। তাঁর নির্দেশে ডাক্তারকে ফোন করলাম আমি। খবর পাওয়া মাত্র ডাক্তার এসে ওঁকে পরীক্ষা করে রায় দিলেন সাধারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা।

'তবে কয়েক দিন আপনাকে পুরোপুরি বিশ্রাম নিতে হবে,' বললেন ডাক্তার। 'আমি অনুমতি না দেয়া পর্যন্ত বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবেন না। আপনার হার্টের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দটা আমার ঠিক পছন্দ হলো না। আমার মনে হয়,' আমার দিকে ফিরে বললেন তিনি, 'একজন ট্রেইণ্ড নার্সের ব্যবস্থা করা ভাল। তুমি একা সামলাতে পারবে না। খুব বেশি দিন না, এই ধরো দিন পনেরোর জন্যে।'

আমার মনে হলো এ রীতিমত অসম্ভব। আমি থাকতে আবার একজন নার্স নিয়োগ করবেন মিসেস হপার?—মনে হয় না। তাই আমি প্রতিবাদ করলাম ডাক্তারের কথার। কিন্তু আশ্চর্য! আমাকে থামিয়ে দিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ মেনে নিলেন তিনি। নার্স নিয়োগ করলে বেশ একটা হৈ চৈ যে হবে তাতে সন্দেহ নেই—অযাচিত ভাবে মানুষের সহানুভূতি পাবেন, সেই সাথে বন্ধু বান্ধবদের ঘন ঘন দেখতে আসা; তার ওপর চিঠি, ফুল, উপহার ইত্যাদি ইত্যাদি। আমার ধারণা এসব কথা ভেবেই তিনি রাজি হলেন।

আমি বেঁচে গেলাম। বিরক্তিকর মেয়েমানুষটার সাথে আগামী কয়েকটা দিন সর্বক্ষণ কাটাতে হবে না ভেবে অদ্ভুত এক প্রশান্তি অনুভব করলাম মনে।

ডাক্তার সাহেব ফিরে গিয়ে একজন নার্স পাঠিয়ে দিলেন। মেয়েটা এসেই একটা ইঞ্জেকশন দিল মিসেস হপারকে, কয়েকটা বড়ি গেলাল, জ্বর দেখল। তারপর গা হাত পা টিপে দিতে লাগল। সম্ভবত প্রথম দর্শনেই ওকে পছন্দ হয়ে গেছে মিসেস হপারের, কারণ একটু পরে দেখলাম ওর সঙ্গে কলকণ্ঠে গল্প করছেন তিনি। আমাকে বললেন, ওঁর বন্ধু বান্ধবদের যেন ফোন করে জানিয়ে দেই আজ সন্ধ্যার পার্টিটা বাতিল করা হয়েছে। ফোনগুলো শেষ করে জানালার কাছে কিছুক্ষণ বসে থাকলাম আমি। তারপর নিচে নামার অনুমতি চাইলাম। নার্সের সাথে আলাপে এমন মশগুল মিসেস ভ্যান হপার যে আমার কথা ভাল মত শোনারও প্রয়োজন বোধ করলেন না। বললেন:

'যাবে তো যাও, আমাকে জ্বালাচ্ছ কেন?'

নিচে নেমে এলাম আমি। খাওয়ার সময় হয়নি, তবু, লোকজনের ভীড় শুরু হওয়ার আগেই খেয়ে নেই, ভেবে ডাইনিং রুমে ঢুকলাম। আশা করেছিলাম খালি দেখব ডাইনিং রুম। সাধারণত একটার আগে কেউ খেতে আসে না, এখন বাজে পৌনে বারোটা। খালিই দেখলাম, কেবল আমাদের পাশের টেবিলটা ছাড়া। মিস্টার ডি উইনটার বসে আছেন। আমার ধারণা ছিল উনি সসপেল-এ গেছেন। কোন সন্দেহ রইল না, আমাদের মুখোমুখি হওয়ার ভয়ে অসময়ে খেয়ে নিচ্ছেন তিনি। ইচ্ছে হলো ছুটে পালাই। কিন্তু ঘরের মাঝামাঝি পৌঁছে ভদ্রলোককে খেয়াল করেছি। উনিও দেখেছেন আমাকে, এই অবস্থায় ফিরে যাওয়াটা দৃষ্টিকটু দেখায়। ভদ্রলোক হয়তো ভাবতে পারেন, তাঁকে দেখে পালালাম।

এরকম পরিস্থিতিতে কখনও পড়িনি আমি। মনে হলো, একটু যদি বড় হতাম! একটু যদি অন্য রকম হতাম স্বভাবে। সোজা সামনের দিকে তাকিয়ে আমাদের টেবিলের কাছে পৌঁছুলাম। বিদঘুটে এক আড়ষ্টতা গ্রাস করেছে আমাকে। যেমন সামনে তাকিয়ে ছিলাম তেমন তাকিয়ে থেকেই বসতে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে দণ্ড দিতে হলো জবুথবু আচরণের। কনুইয়ের ধাক্কায় উল্টে ফেললাম টেবিলের ফুলদানীটা। টেবিলক্লথটা ছয়লাপ হয়ে গেল পানিতে। সরে বসতে হবে এ চিন্তা মাথায় আসার আগেই আমার কোলেও গড়িয়ে পড়ল খানিকটা পানি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসহায় ভাবে ওয়েটারের দিকে তাকানো ছাড়া আর কিছু করতে পারলাম না আমি। কিন্তু ওয়েটার তখন ঘরের অন্য প্রান্তে। আমার দুরবস্থার কথা টেরও পেল না সে। উঠে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকব ভাবছি, মিস্টার ডি উইনটার এগিয়ে এলেন আমাকে উদ্ধার করতে, হাতে শুকনো ন্যাপকিন।

'কী করলেন বলুন তো?' একটু রূঢ় শোনাল তাঁর গলা। 'দেখি, সরুন; এই ভেজা টেবিলক্লথে তো আর খেতে বসতে পারবেন না।'

ন্যাপকিন দিয়ে টেবিলের পানি মুছতে লাগলেন তিনি। ইতোমধ্যে ওয়েটার বুঝতে পেরেছে এখানে কিছু ঘটেছে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এল সে।

'না, না, কিছু হবে না,' আমি বললাম। 'আমি একা, ভেজায় আমার কোন অসুবিধা হবে না।'

ওয়েটার উল্টে পড়া ফুলদানীটা সোজা করে ফুলগুলো আবার সাজিয়ে রাখতে লাগল।

'রাখো ওটা,' আগের মতই রুক্ষ স্বরে তাকে বললেন মিস্টার ডি উইনটার। 'আমার টেবিলে আরেক জনের খাবার দাও। মাদমোয়াজেল আমার সাথে লাঞ্চ করবেন।'

বিব্রত ভঙ্গিতে আমি তাকালাম তাঁর দিকে। বললাম, 'না না, কোন দরকার নেই। এটা উচিত—'

'না কেন?'

কী বলব বুঝে পেলাম না। আমি জানি নিছক ভদ্রতা করে উনি তাঁর সাথে খেতে বলছেন আমাকে। আমার সঙ্গ মোটেই ভাল লাগবে না, মাঝখান থেকে ওঁর খাওয়াটাই মাটি হবে।

'প্লীজ,' আমি বললাম, 'আমার সাথে ভদ্রতা দেখানোর কোন দরকার নেই। ওয়েটার টেবিলটা মুছে দিলেই—'

'ভদ্রতা দেখাচ্ছি কে বলল? আপনি আমার সাথে খেলে সত্যিই খুশি হব। অমন বিদঘুটেভাবে ফুলদানীটা উল্টে না ফেললেও আমি আপনাকে আমন্ত্রণ জানাতাম।' আমার চোখে মুখে অবিশ্বাস ফুটে উঠতে দেখেই সম্ভবত তিনি মৃদু হেসে আবার বললেন, 'আমার কথা বিশ্বাস করতে পারছেন না তাই না? ঠিক আছে, আগে বসুন তো, তারপর ভেবে চিন্তে দেখবেন বিশ্বাস করা যায় কি না ইচ্ছে না হলে কথা বলবেন না আমার সাথে।'

আর প্রতিবাদ জানানোর সাহস হলো না আমার। নিঃশব্দে গিয়ে বসলাম তাঁর টেবিলে। ওয়েটার খাবার দিয়ে গেল।

'নিন, শুরু করুন,' বলে খাওয়ায় মন দিলেন তিনি। অসহায়ের মত কয়েক মুহূর্ত বসে থেকে আমিও প্লেট টেনে নিলাম।

বেশ কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খেলাম আমরা। অবশেষে মিস্টার ডি উইনটার নীরবতা ভাঙলেন:

'আপনার বান্ধবীকে দেখছি না! কিছু হয়েছে নাকি?'

ভদ্রমহিলার ইনফ্লুয়েঞ্জার কথা বললাম।

'ও, আমি দুঃখিত,' বললেন তিনি। একটু থেমে আবার বললেন, 'কাল খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাজে ব্যবহার করেছি আপনাদের সাথে। আপনারা চলে যাওয়ার পর লজ্জাই লাগছিল আমার।'

'না, না, বাজে ব্যবহার কেন হবে! একটু যদি হয়েও থাকে আমার মনে হয় সেটা ভালই হয়েছে। বিখ্যাত কাউকে দেখলে উনি এমন কৌতূহলী হয়ে ওঠেন—'

'বিখ্যাত! আমাকে ওঁর বিখ্যাত মনে হলো কেন?'

'সম্ভবত ম্যানডারলের কারণে।'

আবার কিছুক্ষণ নিঃশব্দে খেলাম আমরা। তারপর মিস্টার ডি উইনটার বললেন:

'আপনার বান্ধবী আপনার চেয়ে অনেক বড় বয়েসে। আত্মীয় নাকি?'

'না, আত্মীয় না, বান্ধবীও না,' আমি বললাম, 'আমি ওঁর মাইনে করা সহচরী। বছরে নব্বই পাউণ্ড দেন আমাকে।'

'মাইনে করা সহচরী! সাহচর্য কেনা যায় এমন কথা তো কোনদিন শুনিনি! ধারণাটাতেই কেমন একটা প্রাচীন প্রাচীন গন্ধ আছে। অনেকটা বাজারে দাস কেনার মত।'

'তা বলতে পারেন।'

'তাহলে একাজ করেন কেন আপনি?'

'না করে উপায়? নব্বই পাউণ্ড অনেক টাকা আমার কাছে।'

'আপনার মা বাবা নেই?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

'না—দু'জনই মারা গেছে। বিমান দুর্ঘটনায়।'

'ও।' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে মিস্টার ডি উইনটার বললেন, 'আপনার নামটা কিন্তু ভারি সুন্দর।'

'ধন্যবাদ।'

'একটা ব্যাপারে আপনার আর আমার অদ্ভুত মিল—আমরা দু'জনেই একা পৃথিবীতে। আমার একটা বোন অবশ্য আছে—সে না থাকার মতই। মাসে দু'মাসে একবার দেখা হয়। বিয়ে হয়ে গেছে। নিজের সংসার নিয়ে আছে নিজের মত। আর আছে এক থুত্থুরে দাদী বুড়ি, বছরে তিনবার নিয়ম করে তার সঙ্গে দেখা করি—কর্তব্য পালন আর কি। ব্যস, আর কোন আপনজন নেই। বন্ধুবান্ধবও না। এদিক থেকে বিচার করলে মিসেস ভ্যান হপার ভাগ্যবতী। মাত্র নব্বই পাউণ্ডের বিনিময়ে আপনার মত মেয়ের সাহচর্য কিনতে পেরেছেন।'

'একটা কথা ভুলে যাচ্ছেন,' আমি বললাম, 'আপনার বাড়ি বা আশ্রয়—যা-ই বলুন না কেন—আছে একটা, আমার নেই।' বলেই বুঝতে পারলাম, ভুল করে ফেলেছি। অবর্ণনীয় সেই বেদনার ছাপটা ফুটে উঠেছে মিস্টার ডি উইনটারের মুখে। কয়েক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন তিনি, যেন গভীর কোন যন্ত্রণা সামলালেন। তারপর অস্ফুটে বললেন:

'হ্যাঁ, ইট কাঠ পাথরের একটা স্তূপ।'

ইতস্তত করতে লাগলেন তিনি। ভাবলাম ম্যানডারলে সম্পর্কে বলবেন হয়তো। কিন্তু না, আতঙ্ককর কিছু যেন গলা চেপে ধরেছে তাঁর। মুখ খুলেও বন্ধ করে ফেললেন। পকেট থেকে কেস বের করে সিগারেট ধরালেন একটা। লম্বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন:

'সহচরী এখন তাহলে ছুটিতে? ছুটিটা কী করে কাটাবেন, ভাবছেন উনি?'

নিচে নামতে নামতে ভাবছিলাম, মিসেস ভ্যান হপারের অসুস্থতার সুযোগে একদিন মনাকো থেকে ঘুরে আসব। আমার স্কেচ খাতাটা নেব সঙ্গে। লাঞ্চ করে রওনা হব, সন্ধ্যার আগে ফিরে আসব। ভদ্রলোককে বললাম একথা।

'আমি গাড়িতে করে নিয়ে যাব আপনাকে,' আমার কথা লুফে নিয়ে বললেন তিনি।

আমি প্রতিবাদ করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোন কাজ হলো না। উনি বললেন: 'আজই নয় কেন? যান, হ্যাট পরে আসুন। আমি গাড়ি নিয়ে আসছি সামনে।'

লিফটে চড়ে উপরে উঠতে উঠতে কালকের কথা মনে পড়ল আমার। মিসেস ভ্যান হপারের অনর্থক বকর বকর শুনে আর ভদ্রলোকের শীতল সৌজন্য দেখে কী ভুল ধারণাটাই না করেছিলাম তাঁর সম্বন্ধে। উনি মোটেই শীতল নন, রুক্ষ তো ননই। বরং উল্টোটা। এমন সদালাপী সুন্দর মানুষ খুব বেশি দেখিনি আমার এই সতেরো বছরের জীবনে।

সেই বিকেলটার কথা স্পষ্ট মনে আছে আমার। মাথার ওপরে ছেঁড়া ছেঁড়া মেঘে ছাওয়া আকাশ, পাশে নীল সমুদ্র, মুখে দুরন্ত বাতাসের ঝাপটা। আমার উচ্ছ্বসিত হাসি, এখনও কানে বাজছে আমার, সেই সাথে ওঁর হাসির প্রতিধ্বনি। কয়েক ঘণ্টার ভেতরে আমার জীবনটা যেন বদলে গেল আমূল। আমি আর সেই কিশোরী মেয়েটি নই। আমি বড় হয়ে গেছি। বড়, গুরুত্বপূর্ণ একজন মানুষের সাথী হওয়ার যোগ্য হয়ে উঠেছি। আমার দ্বিধা, সংকোচ, লজ্জা, আড়ষ্টতা কোথায় ভেসে গেছে!

সেদিনের প্রতিটি ঘটনা আমার মনে আছে—আমি কী পরে ছিলাম তা পর্যন্ত। ঢোলা ফ্লানেলের সুট—তার আবার কোটের চেয়ে স্কার্টের রঙ হালকা হয়ে গেছে বেশি পরার ফলে। দৃষ্টিকটু রকমের চওড়া কানাওয়ালা আদ্যিকালের ডিজাইনের হ্যাট, বহুবার মেরামত করা থ্যাবড়া জুতো, নোংরা দস্তানা। সব মিলিয়ে ভদ্রলোকের সামনে যাওয়ার মত ছিল না আমার পোশাক। বাবা মারা যাওয়ার পর কোন দিনই আমার পোশাক খুব ভাল ছিল না, এ নিয়ে সব সময় মানসিক ভাবে সংকুচিত থাকতাম আমি। কিন্তু এই প্রথম কোন রকম সংকোচ বা দ্বিধা আমাকে পীড়িত করল না।

সন্ধ্যার আগেই ফিরে এলাম আমরা। আমাকে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়ে মিস্টার ডি উইনটার বললেন, 'রাতে রেস্তোরাঁয় দেখা হবে না। বাইরে খাব আমি। বিকেলটার জন্যে ধন্যবাদ।'

একা একা সিঁড়ি বেয়ে হোটেলের পেভমেন্টে উঠলাম। উচ্ছলতা শেষ। আবার সেই কিশোরীসুলভ জড়তা পেয়ে বসছে আমাকে। শূন্য মনে হচ্ছে সব কিছু। আবার নিঃসঙ্গ আমি। একা একা সাপার খেতে হবে। শোয়ার সময় হতে এখনও অনেক দেরি। কী করে কাটাব এতটা সময়? বিকেল বেলার সুখ আমার সন্ধ্যাটাকে মাটি করে দিয়েছে। উপরে যাওয়ার ইচ্ছে বা সাহস কোনটাই হচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

না। মিসেস ভ্যান হপারের কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে জান বেরিয়ে যাবে। বুড়ি ঘুমাক তারপর যাব ঘরে, এই ভেবে লাউঞ্জের এক কোণে গিয়ে বসলাম। ওয়েটারকে ডেকে চা দিতে বললাম এক কাপ।

সাপারের সময় না হওয়া পর্যন্ত ওখানেই বসে কাটালাম। তারপর ঢুকলাম ডাইনিং হলে। জানি আমাদের পাশের টেবিলে, কেউ থাকবে না, তবু প্রথমেই ওই টেবিলটার দিকে চোখ গেল আমার। তারপর অকস্মাৎ হঠাৎ আলোয় চমকে ওঠার মত অনুভব করলাম, আমি প্রেমে পড়েছি ওঁর।

তিন

এর পর আরও বহুবার আমরা বেড়াতে বেরিয়েছি। মিসেস ভ্যান হপারের ইনফ্লুয়েঞ্জা অফুরন্ত এক সুখের দুয়ার খুলে দিয়েছে আমার সামনে। যখনই সময় পাই—সকালে, বিকেলে—ছুটে যাই নিচে গাড়ি-বারান্দায়। দেখি উনি বসে আছেন ড্রাইভারের সীটে। কাগজ পড়ছেন। আমি পাশে গিয়ে দাঁড়াতেই—সে যত নিঃশব্দেই হোক না কেন উনি টের পেয়ে যান, এবং কাগজটা ভাঁজ করে পেছনের সীটে রাখতে রাখতে বলেন:

'আজ কোথায় যেতে চায় সহচরী?' ঝুঁকে হয়ে খুলে দেন গাড়ির দরজা। আমি উঠে বসে বলি; 'যেখানে খুশি।'

রওনা হয়ে যায় গাড়ি।

এই ভাবে দিনগুলো কোন দিক দিয়ে যে পেরিয়ে গেল আমি জানি না। শুধু জানি আমার অফুরন্ত সুখের খোলা দুয়ার এক সকালে বন্ধ হয়ে গেল মুখের ওপর। সেরে উঠলেন মিসেস ভ্যান হপার। ডাক্তার যদিও তাঁকে তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠার অনুমতি দেননি, তবু তিনি উঠে দাঁড়ালেন। নিজেই বিদায় করে দিলেন নার্সকে। ব্রেকফাস্টের সময় আমি যখন কফি ঢেলে দিচ্ছি তাঁর কাপে, একটা চিঠি ছুঁড়ে দিলেন আমার সামনে। বললেন:

'শনিবার নিউ ইয়র্ক রওনা হচ্ছে হেলেন। ন্যান্সি মণির অ্যাপেনডিক্স অপারেশন করতে হবে, ওরা কেব্‌ল পাঠিয়েছে। আমি ঠিক করে ফেলেছি, আমরাও যাচ্ছি। ইউরোপে থাকতে থাকতে বিরক্ত হয়ে উঠেছি, এবার কিছুদিন দেশের মাটিতে কাটিয়ে আসি।...কেমন লাগছে তোমার নিউ ইয়র্ক যাওয়ার কথা শুনে?'

আকাশ ভেঙে পড়ল আমার মাথায়। মনে হলো, এর চেয়ে জেলে যাওয়াও বোধহয় ভাল ছিল—তাতে আর কিছু না হোক এই মণ্টি কার্লোতে থাকতে পারতাম। নিশ্চয়ই আমার মুখের ভাব দেখে মনের কথা আন্দাজ করতে পারলেন মিসেস হপার।

'কী বেয়াড়া মেয়েরে বাবা!' বললেন তিনি। 'নতুন জায়গায় যাওয়ার কথা শুনে কোথায় খুশি হবে, তা না, হাঁড়ির তলার মত হয়ে গেল মুখ। কেন?—নিউ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইয়র্কে অসুবিধাটা কী? কী সুন্দর, কী বিরাট শহর! কত রকমের মজা! পছন্দ মত বন্ধু বান্ধব পাবে, সারাদিন আমার পেছন পেছন ঘুরতে হবে না। আমি ভেবেছিলাম মণ্টি কার্লো খুব একটা ভাল লাগেনি তোমার।'

'তবু অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম এ জায়গায়,' ভগ্নকণ্ঠে, বললাম আমি।

'নিউ ইয়র্কেও অভ্যস্ত হয়ে যাবে। ব্যস, এ নিয়ে আর কথা নয়। আমি যাচ্ছি, তুমিও যাবে আমার সাথে। হেলেন যে জাহাজে যাচ্ছে আমি ওটাতেই যেতে চাই। আর মানে কালই আমাদের রওনা হতে হবে। তুমি যাও, নিচে গিয়ে রিসেপশন অফিসের কেরানীটাকে বলো দয়া করে একটু করিৎকর্মা হয়ে আমাদের জন্যে প্যারিসের দুটো টিকেটের ব্যবস্থা করতে পারে কিনা। দুপুরের ট্রেনের হলে ভাল হয়।'

ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হলো আমার। কিন্তু মিসেস ভ্যান হপারের সামনে তা সম্ভব নয়।

'জি, যাচ্ছি,' বলে বাথরুমে গিয়ে ঢুকলাম আমি। দরজা বন্ধ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লাম মেঝেতে পাতা কর্ক-ম্যাটের ওপর। অবশেষে ঘনিয়ে এল তাহলে বিদায়ের ক্ষণ! সব শেষ! কাল থেকে আমি আবার যা ছিলাম তাই! বুড়ির গহনার বাক্স আর কাপড় চোপড় বইব দাসীর মত। আর উনি নতুন কেনা পাখনা লাগানো হ্যাট আর দামী ফার কোট পরে বসে থাকবেন পায়ের ওপর পা তুলে।

হ্যাঁ, সব শেষ। ক'টা দিন সুখ করে নিলাম আর কি। কিন্তু যাওয়ার আগে ম্যাক্স-এর (আমরা এখন একজন আরেক জনকে নাম ধরে ডাকি। ম্যাক্সের ইচ্ছাতেই সম্ভব হয়েছে এটা) কাছ থেকে বিদায় নিতে হবে। যাওয়ার আগে লাউঞ্জে দেখা করব। ও কেমন ভাবে নেবে খবরটা? নিশ্চয়ই খুব একটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে পারবে না, বুড়ি থাকবে সামনে। আমিও পারব না। ভাল করে কথাই হয়তো বলতে পারব না। ও কি পারবে? মনে হয় না। এমন হঠাৎ ছাড়াছাড়ির কথা ওর কল্পনায়ও থাকবে না। হতভম্ব হয়ে যাবে নিশ্চয়ই...

দরজায় টোকা পড়ল। 'কী করছ এতক্ষণ বাথরুমে?'

'আসছি!' চিৎকার করে সত্যিই কিছু একটা করছিলাম এটা বোঝানোর জন্যে বেসিনের কলটা জোরে একবার ছেড়ে বন্ধ করলাম। তারপর বেরিয়ে এলাম দরজা খুলে।

'কী ব্যাপার!' ঝামটে উঠলেন মিসেস ভ্যান হপার, 'কত কাজ রয়েছে ঘাড়ের ওপর, আর তুমি বাথরুমে ঢুকে বসে আছ!'

'জি, এই যাচ্ছি,' বলে রওনা হলাম আমি।

নিশ্চয়ই এক বা দু'সপ্তাহের ভেতর ম্যানডারলেতে ফিরে যাবে ও। টেবিলের ওপর স্তূপ হয়ে থাকবে চিঠি। আমার চিঠিও হয়তো থাকবে ওগুলোর ভেতর। পড়ে ড্রয়ারে রেখে দেবে ও উত্তর দিতে হবে ভেবে। তার পর ভুলে যাবে। সপ্তা খানেক বা আরও পরে হঠাৎ কোন এক সকালে মনে পড়বে, তখন তড়িঘড়ি করে দু'কলম লিখে পোস্ট করে দিতে বলবে ভৃত্যকে। সেই চিঠিতে হয়তো লেখা থাকবে, 'নিউ ইয়র্ক আশা করি ভাল লাগছে তোমার...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিসেপশনের কেরানী কানে ফোন লাগিয়ে বসে আছে। মাউথ পিসটায় হাতচাপা দিয়ে বলল: 'কালই চলে যাবেন!' একটু বিস্ময়, একটু খেদ মেশানো কণ্ঠস্বর তার, 'সামনের সপ্তায় ব্যালে শুরু হবে, মিসেস ভ্যান হপার জানেন?'
দিবাস্বপ্ন ছেড়ে বাস্তবে ফিরে এলাম আমি।

ইনফ্লুয়েঞ্জার পর এই প্রথম রেস্তোরাঁয় লাঞ্চ করতে এসেছেন মিসেস ভ্যান হপার। তাঁর পেছন পেছন বিরাট হল ঘরটায় ঢোকার সময় কেমন এক শূন্য শূন্য অনুভূতি হলো আমার পেটের ভেতর। ম্যাক্স আজ দুপুরে হোটেলে খাবে না। ক্যান-এ গেছে। কালই জানিয়েছিল আমাকে। সুতরাং দেখা হয়ে যাওয়া এবং তারপর মিসেস হপারের কাছে কৈফিয়তের পর কৈফিয়ত দিতে থাকার ভয় নেই। কিন্তু আমার দুশ্চিন্তা, ওয়েটার এসে যদি জিজ্ঞেস করে: 'মাদমোয়াজেল কি রাতে অন্যান্য দিনের মত মঁসিয়ের সাথেই খাবেন?' লোকটা যখন টেবিলের কাছে এল পেটের ভেতর অস্বস্তিকর অনুভূতিটা তীব্রতর হলো আমার। কিন্তু ভাগ্য ভাল, সে কিছু বলল না।
দিনটা বাঁধাছাঁদা করতে করতে কেটে গেল। সন্ধ্যায় মিসেস হপারের বন্ধু বান্ধবরা এল বিদায় জানাতে। সবাই চলে যাওয়ার পর বসার ঘরে বসে খেয়ে নিলাম আমরা। তারপর সোজা বিছানায় গেলেন মিসেস। কিন্তু ওর সাথে এখনও দেখা হয়নি আমার। রিসেপশন থেকে কিছু লাগেজ লেবেল আনার নাম করে বেরিয়ে এলাম স্যুইট থেকে। রাত তখন সাড়ে ন'টা। লাউঞ্জে দেখলাম, নেই সে। রিসেপশনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। কেরানীটা বাঁকা একটা হাসি হেসে বলল:
'মিস্টার ডি উইনটারকে খুঁজছেন? একটু আগে উনি ফোন করেছিলেন ক্যান থেকে, মাঝ রাতের আগে ফিরবেন না।'
'আমি এক প্যাকেট লাগেজ লেবেলের জন্যে এসেছি,' বললাম, কিন্তু লোকটার চোখ দেখে বুঝতে পারলাম তাকে ধোঁকা দিতে পারিনি।
চলে এলাম কাউন্টার থেকে। আশা করেছিলাম লাউঞ্জে দেখা হবে। হলো না।
রাতটা কেঁদে কাটল আমার। সকালে উঠলাম লাল চোখ নিয়ে।
'কী ব্যাপার, চোখ এরকম লাল!' নাশতার সময় বললেন মিসেস হপার, 'ঠাণ্ডা লাগেনি তো?'
'না,' জবাব দিলাম, 'মনে হয় না।' একটা কাঠি জোগাড় করে পকেটে রাখলাম। চোখ যদি আরও লাল হয়, অজুহাত হিসেবে ঠাণ্ডা লাগিয়ে ফেলা যাবে।
'বাঁধাছাঁদা শেষ করে এমন বসে থাকা, কী যে বিরক্তিকর!' বললেন মিসেস হপার। 'সকালের ট্রেনেই রিজার্ভেশন করা উচিত ছিল। একটু বেশি সময় প্যারিসে থাকতে পারতাম তাহলে।... আচ্ছা, এখনও তো সময় আছে! যাও, রিসেপশনে গিয়ে কেরানীকে বলে দেখ তো, রিজার্ভেশনটা বদলাতে পারে কিনা!'
'জি।'
শোয়ার ঘরে ঢুকে ড্রেসিং গাউন খুলে আমার সেই এক এবং অদ্বিতীয় ফ্লানেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্কার্ট পরলাম, ওপরে চাপালাম ঘরে তৈরি জাম্পারটা। তারপর বুড়ির মুণ্ডপাত করতে করতে বেরিয়ে এলাম করিডরে। একটুখানি সময়ও আমাকে নিজের মত করে কাটাতে দেবে না!

লিফটের জন্যে অপেক্ষা করলাম না। ঝড়ের গতিতে উঠে গেলাম ওপরে। একেকবারে তিনটে করে সিঁড়ি টপকালাম। ওর রুম নাম্বার আমার জানা ছিল, ১৪৮। দরজার সামনে পৌঁছে হাঁপাতে হাঁপাতে ধাক্কা দিয়ে চললাম কপাটে। ভেতর থেকে চিৎকার শোনা গেল:

'কে? দরজা খোলাই আছে।'

নব ঘুরিয়ে খুলে ফেললাম দরজা। তারপরই অনুশোচনা হতে লাগল। অনেক রাতে শুয়েছে, এখনও হয়তো ওঠেনি বিছানা ছেড়ে। এই সময় বিরক্ত করা! কিন্তু আমার প্রয়োজনটাও যে জরুরী। দ্বিধা কাটিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

খোলা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে শেভ করছে ও। পাজামার ওপরে উটের চামড়ার জ্যাকেট পরে আছে। পায়ের শব্দ শুনে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল। আমাকে দেখে সামান্য বিস্ময়ের ছাপ পড়ল মুখে।

'তুমি!' বলল ও, 'কিছু হয়েছে?'

'না, বিদায় জানাতে এলাম। একটু পরেই চলে যাচ্ছি আমরা।'

কয়েক সেকেণ্ড ও অপলক তাকিয়ে রইল আমার দিকে। তারপর আলতো করে রেজারটা ওয়াশ স্ট্যাণ্ডের ওপরে রেখে বলল:

'দরজা বন্ধ করে দাও।'

করলাম আমি, এবং সেখানেই দাঁড়িয়ে রইলাম দু'হাত পাশে ঝুলিয়ে।

'কী বলছ তুমি বুঝতে পারছি না,' বলল ও।

'সত্যিই আমরা চলে যাচ্ছি। কথা ছিল দুপুরের ট্রেনে যাওয়ার, কিন্তু একটু আগে হঠাৎ বাতিক চেপেছে বুড়ির সকালের ট্রেনেই রওনা হবে। যাওয়ার আগে তোমার কাছ থেকে বিদায় নেয়া উচিত মনে হলো, তাই—'

'আগে বলোনি কেন?'

'কাল সকালে উনি ঠিক করেছেন। তাড়াহুড়োর ভেতর সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। ওঁর মেয়ে শনিবার নিউ ইয়র্ক রওনা হচ্ছে, আমরা তার সাথেই যাচ্ছি। প্যারিসে আমরা একসাথে হব। ওখান থেকে শেরবুর্গে গিয়ে জাহাজে উঠব।'

'বুড়ি তোমাকে নিউ ইয়র্কে নিয়ে যাচ্ছে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু—কিন্তু আমার যেতে ইচ্ছে করছে না। বুড়িকে আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

'তাহলে যাচ্ছ কেন?'

'আর কী করার আছে আমার? বেতনের বিনিময়ে কাজ করি ওঁর। সঙ্গে না গেলে চাকরিটা যাবে।'

রেজারটা আবার তুলে নিল ম্যাক্স। নিঃশব্দে দাড়ি কাটা শেষ করল। তার পর ঘুরে আমার মুখোমুখি হলো।

'বসো,' বলল ও, 'আমি, কাপড় পরে আসছি। বেশিক্ষণ লাগবে না, পাঁচ মিনিট।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়ারের ওপর রাখা ছিল কাপড়গুলো। তুলে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল ম্যাক্স। কথা মত পাঁচমিনিটের মধ্যেই বেরোল। পুরোপুরি তৈরি। 'চলো,' আমাকে বলল, 'টেরেসে বসবে, আমি ততক্ষণে ব্রেকফাস্ট সেরে নেব।'

'না, না, আমার সময় নেই,' ঘড়ি দেখে বললাম আমি। 'রিজার্ভেশন বদলানোর জন্যে এক্ষুণি অফিসে যেতে হবে।'

'এখন তুমি কোথাও যাবে না। কথা আছে তোমার সাথে।' এমন এক কর্তৃত্বের সুরে ও কথাগুলো বলল, আমি প্রতিবাদ করতে পারলাম না। নিঃশব্দে এগোলাম ওর পেছন পেছন। লিফটে করে নামলাম নিচে। সেখান থেকে গিয়ে বসলাম টেরেসে পাতা চেয়ারে। বোর্ডারদের বিশেষ কোন নির্দেশ না থাকলে এখানেই ব্রেকফাস্ট সার্ভ করা হয়।

'তুমি কী খাবে!' জিজ্ঞেস করল ম্যাক্স।

'কিছু না, আমার খাওয়া হয়ে গেছে,' আমি বললাম, 'আর চার মিনিট বসতে পারব তোমার সাথে।' ভীষণ অস্থির বোধ করছি ভেতরে ভেতরে। মাত্র দেড় ঘণ্টা বাকি সকালের ট্রেন ছাড়তে। এর ভেতর রিজার্ভেশন বদলানোর ব্যবস্থা করতে হবে এবং তল্পিতল্পা সমেত স্টেশনে যেতে হবে। হাতে সত্যিই সময় নেই। ম্যাক্স কি তা বুঝতে পারছে না?

'কফি, একটা সেদ্ধ ডিম, টোস্ট, মার্মালেড আর একটা কমলা লেবু,' ওয়েটারকে নির্দেশ দিল সে। তারপর আমার দিকে ফিরে বলল, 'তাহলে মণ্টি কার্লো দেখা শেষ হলো মিসেস ভ্যান হপারের? এবার ঘরে ফিরবেন? আমিও। বুড়ি যাবে নিউ ইয়র্কে, আমি ম্যানডারলেতে। কোনটা পছন্দ তোমার? যে কোন একটা বেছে নিতে হবে।'

'এটা ঠাট্টার বিষয় নয়,' আমি বললাম, 'টিকেটগুলো বদলাতে হবে, এবার আমাকে বিদায় দাও।'

'দেখ তুমি যদি ভেবে থাকো আমি নাশতার সময় ঠাট্টা মস্করা করি তাহলে ভুল করছ,' বলল ও। 'সকাল বেলায় এমনিতেই আমার মেজাজ খিঁচড়ে থাকে। আমি আবার বলছি, দুটোর একটা বেছে নিতে হবে তোমাকে। হয় মিসেস ভ্যান হপারের সাথে আমেরিকায় যাবে, নয় তো আমার সাথে ম্যানডারলেতে।'

'মানে—বলতে চাইছ সেক্রেটারি বা ওই জাতীয় কিছু দরকার তোমার?'

'না, আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাইছি, গাধা।'

ওয়েটার এল ব্রেকফাস্ট নিয়ে। আমি বসে রইলাম হাত কোলে করে। ওয়েটার চলে যাওয়ার পর বললাম:

'তুমি বুঝতে পারছ না, ম্যাক্স, আমার মত মেয়েকে মানুষ বিয়ে করে না—'

'মানে?' হাত থেকে চামচ নামিয়ে রেখে প্রায় গর্জে উঠল ও।

'মানে—আমি ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারব না,' দ্বিধার সঙ্গে বললাম আমি। 'আমার দুনিয়া আর তোমার দুনিয়া এত আলাদা…'

'আমার দুনিয়া! সেটা কী শুনি?'

'আঁ…নিশ্চয়ই ম্যানডারলে। আমি কী বলতে চাইছি বুঝতে পারছ আশা করি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চামচটা তুলে নিল আবার ম্যাক্স। মার্মালেড নিয়ে মাখাতে লাগল টোস্টে।

'তুমি মিসেস ভ্যান হপারের মতই মূর্খ, বোকা। ম্যানডারলে সম্পর্কে কতটুকু জানো তুমি? তোমাকে ওখানে মানাবে কিনা সে বিচার করার মালিক তো আমি। ভাবছ, হঠাৎ করে দুর্দমনীয় এক আবেগ এসে গেছে আমার ভেতর আর তারই তাড়নায় আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাইছি? ভাবছ, তোমার নিউ ইয়র্কে যেতে ইচ্ছে করছে না শুনে আমার দয়ার সাগর অন্তরে করুণা উথলে উঠেছে, যেমন ভাবতে তোমাকে যখন গাড়িতে করে বেড়িয়ে নিয়ে বেড়াতাম। দয়া দেখাচ্ছি তোমাকে, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'এক দিন হয়তো তুমি বুঝতে পারবে,' মার্মালেড মাখানো টোস্টে একটা কামড় দিয়ে বলল ম্যাক্স, 'পরোপকার করাটা আমার সবচেয়ে বড় গুণ নয়। যাক গে, এই মুহূর্তে, আমার ধারণা, কোন কিছুই বোঝার মেজাজে নেই তুমি। আমার প্রশ্নের জবাব দাও, আমাকে বিয়ে করছ না করছ না?'

কী বলব বুঝতে পারছি না। এ যে স্বপ্নেরও অতীত, কল্পনারও বাইরে। নিজের কানকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না। মনে হচ্ছে, সত্যিই ঠাট্টা করছে না তো ম্যাক্স? ভুল শুনিনি তো আমি?

'তার মানে এতদিন যা ভেবেছি ভুল ভেবেছি,' আমাকে নীরব দেখে বলল ও। 'আমার ধারণা হয়েছিল তুমি ভালবেসে ফেলেছ আমাকে। চমৎকার ভালবাসা যাহোক!'

'আমি—আমি তোমাকে ভালবাসি,' আমি বললাম। 'ভয়ানক ভালবাসি। কাল তোমাকে না দেখে ভীষণ কষ্ট পেয়েছি সারাদিন। সারারাত কেঁদেছি। আমার—আমার মনে হচ্ছিল, তোমার সাথে আর কখনও দেখা হবে না।'

আমার কথা শুনে হেসে ফেলল ও। টেবিলের ওপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল: 'পাগল! এখনও ছেলেমানুষ রয়ে গেছ। একদিন, ধরো তোমার বয়েস যখন পঁয়ত্রিশ হবে, এই মুহূর্তটির কথা স্মরণ করিয়ে দেব তোমাকে, আমার কথা সেদিন তুমি বিশ্বাস করবে না।'

রাগ হল আমার নিজে ওপর। কেন বললাম, ওর কথা ভেবে কেঁদেছি সারারাত? নিশ্চয়ই মেয়েরা এসব কথা স্বীকার করে না পুরুষদের কাছে।

'তাহলে ঠিক হয়ে গেল,' বলল ম্যাক্স, 'মিসেস ভ্যান হপারের নয়, এখন থেকে আমার সহচরী তুমি। তোমার কাজ এখন যা আছে মোটামুটি তা-ই থাকবে। যেটুকু বাড়বে তা হলো, আমার লাইব্রেরীর জন্যে নতুন নতুন বই জোগাড় করতে হবে, ড্রইংরুমে ফুলের ব্যবস্থা করতে হবে আর ডিনারের পর বেযিক (তাসের এক ধরনের খেলা) খেলতে হবে আমার সাথে।'

আমি এখনও বুঝতে পারছি না, ও সত্যি বলছে না ঠাট্টা করছে। চোখ তুলে আমার মুখে দুশ্চিন্তার ছায়া দেখল ও। বলল:

'এমন ভাবে, এমন পরিবেশে বোধহয় বিয়ের প্রস্তাব আশা করোনি তুমি। দুঃখিত। লোকটা আমি একটু গদ্য প্রকৃতির। তাছাড়া হঠাৎ এমন একটা খবর তুমি শুনিয়েছ, এছাড়া উপায়ও ছিল না আমার। যাকগে যা হয়েছে হয়েছে, আমরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেনিসে যাব হানিমুন করতে। অবশ্য বেশিদিন ওখানে থাকতে পারব না; ম্যানডারলের সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দিতে হবে না?'

ম্যানডারলের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে...মানে—মানে সত্যি বলছে ও! হঠাৎই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল, সত্যিই ব্যাপারটা ঘটতে চলেছে, আমি ওর স্ত্রী হব, ম্যানডারলের বাগানে এক সাথে হাঁটব, হয়তো হাত ধরাধরি করে। তারপর...

ভবিষ্যতের কাল্পনিক সব সুখ ছবি একের পর এক আমার চোখের সামনে দিয়ে ভেসে যেতে লাগল। আমি মিসেস ডি উইনটার, মিসেস ম্যাক্সিমিলিয়ান ডি উইনটার, ম্যানডারলের কর্ত্রী।

খাওয়া শেষ ওর। টেবিল থেকে ন্যাপকিন তুলে নিয়ে হাত মুছতে মুছতে বলল, 'খবরটা মিসেস ভ্যান হপারের কাছে ভাঙবে কে! তুমি না আমি?'

কী সুন্দর সহজভাবে বলল! কিন্তু আমার মন আশঙ্কায় পূর্ণ হয়ে উঠল। বুড়ি নিশ্চয়ই বোমার মত ফেটে পড়বে।

'তুমিই বলো,' আমি জবাব দিলাম। 'ভীষণ রেগে যাবেন উনি।'

'বেশ চলো তাহলে।'

উঠে দাঁড়াল ও। আমিও। কেউ কোন কথা না বলে টেরেস পেরিয়ে লিফটে উঠলাম। দোতলায় লিফট থেকে নেমে ও আমার হাত ধরল। করিডর ধরে হাঁটতে হাঁটতে মৃদু কণ্ঠে বলল:

'বিয়াল্লিশ বছর, খুব বেশি মনে হচ্ছে তোমার?'

'না, না,' তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম। 'ছেলে ছোকড়াদের আমার পছন্দ নয়।'

'ক'টা ছেলে ছোকড়ার সাথে মিশেছ জীবনে?' মৃদু হেসে বলল ও।

মিসেস ভ্যান হপারের স্যুইটের দরজায় পৌঁছুলাম আমরা।

'বুড়ির সঙ্গে যখন কথা বলব তুমি সামনে থেকো না,' বলল ম্যাক্সিম। 'তার আগে একটা কথা বল তো, কত তাড়াতাড়ি আমাদের বিয়ে হতে পারে? বেশি আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। আনুষ্ঠানিকতা করতে গেলেই দেরি হবে। তার চেয়ে সোজাসুজি ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের অফিসে গিয়ে কাগজটায় সই করব আমরা, তারপর গাড়ি নিয়ে রওনা হয়ে যাব ভেনিসে বা তোমার যেখানে খুশি।'

'চার্চে না!' সবিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'নতুন বউ-এর মত সাদা পোশাক পরব না? তোমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যোগ দেবে না আমাদের বিয়েতে?'

'কী দরকার? তোমাকে তো বলেইছি, আত্মীয় স্বজনের সাথে খুব একটা সম্পর্ক নেই আমার।'

বুকের ভেতরটায় কেমন একটু মোচড় দিয়ে উঠল আমার। তিন কুলে কেউ নেই, তবু এমন ভাবে আমার বিয়ে হবে কল্পনা করিনি কখনও।

'হ্যাঁ, বলো, কী ভাবে হবে?' আমাকে নীরব দেখে ম্যাক্সিম জিজ্ঞেস করল।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়ই,' সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করলাম আমি, 'তোমার ইচ্ছে মতই হবে। সত্যি কথা বলতে কি আনুষ্ঠানিকতা আমারও পছন্দ নয়। আনুষ্ঠানিকতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানেই তো ভীড় ভাট্টা।'

হাতল ঘুরিয়ে দরজা খুলল ও। স্যুইটের প্রবেশ মুখের ছোট্ট প্যাসেজটায় ঢুকলাম আমরা।

'কে! তুমি নাকি?' বসার ঘর থেকে চিৎকার শোনা গেল মিসেস ভ্যান হপারের। 'কোথায় ছিলে? তিন তিনবার ফোন করেছি অফিসে, তিনবারই শুনলাম ওরা কেউ তোমাকে দেখেনি। গেছিলে কোথায়?'

'দোষটা আসলে আমার, বলতে বলতে বসার ঘরে ঢুকল ম্যাক্সিম। ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মিসেস ভ্যান হপারের বিস্মিত একটা চিৎকার শুনতে পেলাম, তারপর আর কোন শব্দ ওঘর থেকে এল না। আমি আর দাঁড়িয়ে না থেকে আমার ঘরে চলে গেলাম।

দু'জনের ভেতর কী কথা হলো না হলো জানি না, কয়েক মিনিট পরেই ও এল আমার ঘরে। বলল:

'সব ঠিক আছে। প্রথম ধাক্কায় অবশ্যই বাক্যহারা হয়ে গিয়েছিলেন, এখন সামলে নিচ্ছেন আস্তে আস্তে। যাও কথা বলো ওঁর সাথে। আমি নিচে যাচ্ছি। বুড়ি সকালের ট্রেনটাই যেন ধরতে পারেন সে ব্যবস্থা করতে হবে।'

আর কোন কথা না, একটা খুশির অভিব্যক্তি না, কাছে এসে আমার হাতটা পর্যন্ত ধরল না। দরজায় দাঁড়িয়ে কথা ক'টা বলে মৃদু হেসে বেরিয়ে গেল ও করিডরে।

সব ঠিক আছে শোনার পরও দুরু দুরু বুকে ঢুকলাম আমি বসার ঘরে। উনি তখন জানালার কাছে। সিগারেট টানছেন। আমার পায়ের শব্দে ঘুরে দাঁড়ালেন।

'তারপর?' বললেন মিসেস ভ্যান হপার, তীর্যক একটা হাসি মুখে, 'ডুবে ডুবে এত পানি খেয়েছ, আমি টেরই পাইনি! কী করে ঘটালে?'

কী বলব বুঝতে পারলাম না আমি।

'তোমার ভাগ্যটা ভালই বলতে হবে, আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল। এখন বুঝতে পারছি দিনগুলো কী করে কাটিয়েছ, কেন সকাল বিকাল দু'বেলা তোমাকে নিচে নামতে হয়েছে, কেন তোমার এত প্রিয় স্কেচ খাতায় একটা দাগও পড়েনি এ ক'দিনে।'

অপরাধী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। উৎকট কৌতূহল নিয়ে আমার আপাদমস্তক পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন মিসেস ভ্যান হপার। অবশেষে মুখ খুললেন:

'ও বলল, কয়েক দিনের মধ্যেই নাকি বিয়ে করবে তোমাকে। আবার-ওই কথাই বলতে হচ্ছে, কপাল ভাল তোমার, আত্মীয় স্বজন কেউ নেই। থাকলে মনে হয় না এত সহজ হত ব্যাপারটা। যাকগে, আমার কী, আমি আর নেই এসবের ভেতর। খালি ভাবছি, ওর বন্ধু বান্ধবরা কী ভাবে নেবে। তোমার সাথে ওর বয়েসের ব্যবধানটা বুঝতে পারছ?'

'ওর মাত্র বিয়াল্লিশ,' আমি বললাম, 'আর আমি তো যথেষ্ট বড়।'

হাসলেন তিনি। মেঝের ওপরই ছাই ঝাড়লেন সিগারেটের। তারপর বিদ্রূপ করলেন যেন আমাকে: 'নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও কিছুক্ষণ আমাকে নিরীক্ষণ করলেন মিসেস ভ্যান হপার, ভঙ্গিটা চিড়িয়াখানার জন্তু দেখার মত। দৃষ্টিটা ভাল লাগল না আমার। বড় বেশি নির্লজ্জ। তারপর ঘনিষ্ঠ, বন্ধুর সাথে বন্ধু কথা বলছে এমন সুরে জিজ্ঞেস করলেন:

'একটা কথা বলো তো, তোমরা কিছু করেছ?—মানে বিয়ের আগে করা উচিত নয় এমন কিছু?'

কী বলতে চাইছে মহিলা বুঝতে পারলাম না। বললামও সে-কথা:

'আপনার কথা ঠিক বুঝতে—'

এবার শব্দ করে হাসলেন তিনি। কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা…বুঝতে পেরেছি। আমাকে তাহলে একা প্যারিস যেতে হচ্ছে, অ্যাঁ? আর এখানে বসে তোমরা দু'জন বিয়ের লাইসেন্সে সই করবে? ও আমাকে দাওয়াত করেনি জানো?'

'আসলে ও চায় না আমাদের বিয়ের সময় কেউ থাকুক।'

'হুম্‌ম। সব দিক ভেবে চিন্তে দেখেছ আশাকরি। এতদিন তো মানুষের আশ্রয়ে কাটিয়েছ, এখন হুট করে ম্যানডারলের মত বাড়ির কর্ত্রীত্ব নিতে পারবে? আমি তো দিব্যচোখে দেখতে পাচ্ছি, তুমি পারবে না। তোমার কোন অভিজ্ঞতা নেই। গুছিয়ে কথাই বলতে পারো না, কী করে সামলাবে ম্যানডারলের জাঁকাল পার্টিগুলো?'

আমি ইতস্তত করছি। যে মনোভাব থেকেই বলুন, কথাগুলো মোটামুটি ঠিক বলেছেন ভদ্রমহিলা।

'আমি চাই তুমি সুখী হও,' বলে চললেন তিনি। 'স্বীকার করছি, ডি উইনটার মানুষ হিসেবে চমৎকার। কিন্তু কার জন্যে? তোমার হয়তো শুনে খারাপ লাগবে, তবু বলতে বাধ্য হচ্ছি, ব্যক্তিগতভাবে আমার বিশ্বাস তুমি মারাত্মক ভুল করতে যাচ্ছ—একদিন এ নিয়ে অনুশোচনা করবে।'

জানালার দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন আবার তিনি। সিগারেটে লম্বা করে একটা টান দিলেন। তারপর বলে চললেন:

'নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, কেন তোমাকে ও বিয়ে করছে? তোমাকে ভালবাসে এমন ভেবে সুখ পেতে চাইলে পেতে পারো, কিন্তু আসল কথাটা জেনে রাখো, একাকীত্ব আর ও সইতে পারছে না। ওই বিশাল বাড়িতে একা থাকা সোজা নয়। এ ঘর থেকে বেরোনোর আগে নিজের মুখে বলে গেছে…'

চার

গ্রীষ্মের শুরুতে আমরা এলাম ম্যানডারলেতে। ম্যাক্সিম যেমন বলেছিল তেমনি অপূর্ব সাজে সেজে আছে প্রকৃতি। চারদিকে ফুল আর পাখির সমারোহ।

গাড়িতে ম্যাক্সিমের পাশে বসে উৎসুক নেত্রে চেয়ে আছি সামনের দিকে যে বাড়ি একটু পরেই আমার বাড়ি হবে তাকে দেখার জন্যে। তারপর একটা বাঁক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিতেই চোখের সামনে ভেসে উঠল ম্যানডারলে।

দূর থেকে বিশাল গম্ভীর বাড়িটা দেখার সঙ্গে সঙ্গে দমে গেল আমার ভেতরটা। প্রথম স্কুলে যাওয়ার সময় বাচ্চাদের যেমন হয় অনেকটা তেমন। সাধ্য থাকলে এক ছুটে লুকিয়ে পড়তাম কোথাও। বিয়ের পর গত কয়েকটা সপ্তায় যেটুকু আত্মবিশ্বাস আমার ভেতর গড়ে উঠেছে, নিমেষে সবটুকু উড়ে গেছে যেন। ওখানে নিশ্চয়ই সবাই আশা করছে অপরূপা, মহিয়সী কেউ—রেবেকার মত কেউ আসছে ম্যানডারলের নতুন কর্ত্রী হয়ে। রেবেকা ম্যাক্সিমের প্রথম স্ত্রী। বছর খানেক আগে দুঃখজনক ভাবে পানিতে ডুবে মারা গেছে। শুনেছি প্রকৃতি তার দেয়ার মত যত গুণ আছে—সৌন্দর্য, মাধুর্য, সংস্কৃতি, মোহনীয়তা এমন কি দয়াশীলতা পর্যন্ত—সব অকৃপণ হাতে দিয়েছিল তাকে। পাশাপাশি আমি—আমার ধারণা ওসব গুণের কোনটাই নেই আমার ভেতর। সবাই কী ভাবে নেবে আমাকে? —ভেবে ঘেমে উঠলাম আমি।

'সবাই তোমাকে দেখার জন্যে এমন অধীর হয়ে আছে!' ম্যাক্সিম আমার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল, 'আমার মনে হয় না বিয়ের খবর পাওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত আর কিছু নিয়ে চিন্তা করেছে ওরা। লজ্জা বা সঙ্কোচ কিছু নেই। তুমি যা, শুধু যদি তা-ই থাকতে পারো, ওরা অনায়াসে আপন করে নেবে তোমাকে। বাড়িটার কথা যদি বলো, দেখাশোনা করার অনেক কিছু আছে ওখানে। ঘাবড়ানোর কিছু নেই, বেশির ভাগ কাজ মিসেস ড্যানভারস—মানে হাউস কীপারই করে, তোমার যেগুলো করতে ইচ্ছে হবে, বলবে, ও দেখিয়ে দেবে কী করে করতে হয়। প্রথম দর্শনে অবশ্য মহিলাকে তোমার খুব একটা পছন্দ না-ও হতে পারে, তবে কয়েকটা দিন ধৈর্য ধরে থাকলে দেখবে, আসলে ও লোক হিসেবে ভালই, কাজকর্ম বোঝে, বিশ্বাসী। একটু খেয়ালী যদিও, তবে ও নিয়ে বেশি মাথা না ঘামালেই ভাল।'

ম্যাক্সিম বলল আমাকে সাহস দেয়ার জন্য, কিন্তু ফল হলো উল্টো। ভয় ভয় ভাবটা আরও পেয়ে বসল আমাকে।

বিরাট লোহার গেট পেরিয়ে ঢুকে পড়ল আমাদের গাড়ি। মসৃণ পথ ধরে এগিয়ে চলল। দু'পাশে ফুলের সমারোহ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে চেস্টনাট গাছের সারি। কী অপূর্ব যে লাগছে সরু পথটাকে! কিন্তু এ মুহূর্তে সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হওয়ার মত অবস্থা নয় আমার। এক দঙ্গল অপরিচিত, হয়তো বা অবন্ধুসুলভ মানুষের মুখোমুখি হতে হবে একটু পরেই।

সরু পথটা ঘুরে বাড়ির সামনে গিয়ে দাঁড়াল গাড়ি। এনট্রান্স হলের দিকে উঠে যাওয়া প্রশস্ত সিঁড়ির ওপরে দাঁড়িয়ে আছে অনেক ক'জন মানুষ।

'ব্যাপার কী?' শঙ্কিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমি। 'এত মানুষ! এরা কারা?'

'নিশ্চয়ই মিসেস ড্যানভারস-এর কীর্তি,' বিরক্তির সঙ্গে বলল ম্যাক্সিম, 'বাড়ির সব চাকর বাকরদের জড় করেছে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে। ঠিক আছে, ঘাবড়ানোর কিছু নেই, তোমাকে কিছু বলতে হবে না, আমিই বলব যা বলার।'

কম্পিত হাতে আমি দরজার হাতল ধরলাম। কিন্তু খুলতে পারলাম না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমার বিব্রত ভঙ্গি দেখেই, না কি নিয়ম মত সৌজন্য দেখানোর জন্যে জানি না, দু'জন ভৃত্য নেমে এল নিচে। একজন বয়স্ক বাটলার, অন্যজন সাধারণ ভৃত্য। বাটলার আমার পাশে এসে মেলে ধরল গাড়ির দরজা।

লোকটা প্রায় বৃদ্ধ, সদয় মুখ। গাড়ি থেকে নেমে ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলাম আমি। হাত বাড়িয়ে দিলাম শেকহ্যাণ্ডের জন্যে। আমার হাতটা যেন সে দেখতেই পেল না। বদলে হাত বাড়িয়ে আমার হাত থেকে নিয়ে নিল কোট আর চাদর। তারপর ঘুরে তাকাল ম্যাক্সিমের দিকে। ম্যাক্সিম আগেই নেমেছে। ও অন্য ভৃত্যের হাতে ওর দস্তানা আর হ্যাট তুলে দিয়ে তাকাল বয়স্ক জনের দিকে।

'আমরা এসে গেছি, ফ্রিথ,' বলল ম্যাক্সিম। 'লণ্ডন থেকে যখন রওনা হই তখন বৃষ্টি হচ্ছিল। এখানে তো দেখছি আকাশ পরিষ্কার! সবাই তোমরা ভাল তো?'

'হ্যাঁ, স্যার। ধন্যবাদ, স্যার। গত এক মাসে কোন বৃষ্টি হয়নি এখানে। এতদিন পরে আপনাকে বাড়িতে দেখে আমরা সবাই আনন্দিত, স্যার। আশা করি ভাল আছেন। ম্যাডামও।'

'হ্যাঁ, ফ্রিথ, ভালই আছি আমরা। একটু ক্লান্ত অবশ্য, এতটা পথ গাড়িতে আসা– এখন একটু চা খেতে পারলে বেশ হত।'

'নিশ্চয়ই, স্যার। আসুন, স্যার।'

'এসব কী?' সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে থাকা লোকগুলোর দিকে মাথা ঝাঁকিয়ে জিজ্ঞেস করল ম্যাক্সিম, 'বাড়ির সবাইকে জড় করেছ!'

'মিসেস ড্যানভারস-এর নির্দেশ, স্যার।'

'যা ভেবেছিলাম তা-ই।' আমার দিকে ফিরল ম্যাক্সিম, 'এসো, বেশিক্ষণ লাগবে না, তারপরই আমরা চা খাব।'

পাশাপাশি দু'জন সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠলাম। ফ্রিথ এবং অন্য ভৃত্যটা কোট, চাদর, হ্যাট ইত্যাদি নিয়ে এল পেছন পেছন। দরজার কাছে দাঁড়ানো লোকগুলো দু'পাশে সরে পথ করে দিল। ম্যানডারলের বিখ্যাত বিশাল হল ঘরে ঢুকলাম আমরা।

দরজা পেরোনোর সঙ্গে সঙ্গে দম বন্ধ হয়ে আসতে চাইল আমার। কী বিশাল, কী গম্ভীর, কী সুন্দর ঘরটা! আমি যে নিতান্ত তুচ্ছ এর কাছে! বিরাট বিরাট দরজা চারপাশের দেয়ালে, জাঁকাল কার্পেট পাতা সিঁড়ি উঠে গেছে মিনস্ট্রেলস গ্যালারির দিকে; হলের ওপ্রান্তে প্রশস্ত এক করিডর, চলে গেছে ডাইনিং রুমের দিকে, সুদৃশ্য কারুকাজ করা আসবাব পত্র—সোফা, টেবিল, সাইড টেবিল—সাজানো রুচিসম্মত ভাবে। দেয়ালে দেয়ালে ঝুলছে পিটার লেলি, ভ্যানডাইক-এর মত নাম করা শিল্পীদের আঁকা পেইন্টিং—সব আসল। আমার মত সামান্য, অতি সাধারণ মেয়েকে মানায় না এসবের ভেতর। হাঁটার গতি শ্লথ হয়ে এল আমার।

'এসো,' কানের কাছে গলা শুনলাম ম্যাক্সিমের।

ধোঁয়াটে পর্দার ভেতর দিয়ে সব কিছু দেখতে দেখতে স্খলিত পায়ে এগিয়ে চললাম আমি। মনে হচ্ছে আমার সব শক্তি কেউ যেন কেড়ে নিয়েছে, আমি জ্ঞান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারাব। এই সময় হঠাৎ খেয়াল করলাম, কে একজন এগিয়ে আসছে আমাদের দিকে। ভাল করে তাকালাম। লম্বা, হাড্ডিসার এক মহিলা। কালো কুচকুচে পোশাক পরে আছে। মুখটা উৎকট রকম সাদা। চোয়ালের হাড় বেরোনো। চোখ দুটো গর্তের ভেতর ঢোকা, প্রথম দর্শনে মড়ার খুলি বলে ভুল হতে পারে। সরু নাকটা অস্বাভাবিক খাড়া।

মহিলাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল ম্যাক্সিম। আমিও দাঁড়ালাম। আমাদের সামনে এসে থামল সে।

'মিসেস ড্যানভারস,' ম্যাক্সিম পরিচয় করিয়ে দিল।

আমি হাত বাড়িয়ে দিলাম। কঙ্কালসার ঠাণ্ডা একটা হাত ধরল আমার হাত। স্থির, সাপের মত একজোড়া চোখের চাউনি অনুভব করলাম আমার মুখে, চোখে। সে দৃষ্টির সামনে আরও গুটিয়ে গেলাম আমি।

অভ্যর্থনাসূচক কিছু একটা বলল মহিলা। হাতের মতই নিষ্প্রাণ, শীতল তার কণ্ঠস্বর। কী যে সে বলল আমি বুঝতে পারলাম না। তার মুখ নাড়া শুধু দেখতে পেলাম।

কথা শেষ করে মহিলা দাঁড়িয়ে রইল সোজা, যেন আমার জবাবের অপেক্ষা করছে। কিন্তু কী জবাব দেব আমি? ম্যানডারলের বিপুল গাম্ভীর্য দেখে এমনিতেই আমি হতবাক, তার ওপর মহিলার আতঙ্ককর চেহারা এবং নিষ্প্রাণ শীতল আচরণ! সব কেমন তালগোল পাকিয়ে গেল আমার। ধন্যবাদ জানাতে চাইলাম মহিলাকে। কণ্ঠ দিয়ে ঘড় ঘড়ে একটা শব্দ বেরোল কেবল। গাড়ি থেকে নেমেই গ্লাভসজোড়া খুলে রেখেছিলাম হাতে, ওগুলো পড়ে গেল মাটিতে।

ব্যস্ত হবার ভঙ্গি করে গ্লাভসজোড়া তুলে আমার হাতে দিল মিসেস ড্যানভারস। হাসল একটু। আমি স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু নেই সে হাসিতে। মহিলা এর মধ্যেই অবজ্ঞা করতে শুরু করেছে আমাকে! শুধুই অবজ্ঞা?—নাকি ঘৃণাও আছে তার সঙ্গে? হয়তো আগের কর্ত্রী রেবেকাকে আন্তরিকভাবে ভালবাসত সে। হয়তো ভাবেনি তার জায়গা কেউ কোনদিন দখল করবে। নিশ্চয়ই ত্রুটিহীনা রেবেকার সঙ্গে তুলনা শুরু করেছে আমার। করুক না করুক, ওর চেহারায় ভাবভঙ্গিতে এমন কিছু আছে যে আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম ভেতরে ভেতরে। এমন কি ও যখন পিছিয়ে আর সবার সাথে গিয়ে দাঁড়াল তখনও মনে হতে লাগল, আমাকেই দেখছে ও—দেখছে না, দৃষ্টি দিয়ে কেটে ফালা ফালা করছে। অসুস্থ বোধ করতে লাগলাম আমি।

ম্যাক্সিম বোধহয় বুঝতে পারল আমার অবস্থা। আমার একটা হাত তুলে নিল সে নিজের হাতে। উপস্থিত চাকর বাকরদের উদ্দেশ্যে সৌজন্যমূলক দু'চারটে কথা বলে সবাইকে যার যার কাজে যেতে বলল। তারপর আমাকে নিয়ে ঢুকল লাইব্রেরীতে। ফ্রিথকে এ ঘরেই চা দিতে বলে দরজা ভিড়িয়ে দিল।

ফায়ার প্লেসের কাছ থেকে দুটো স্প্যানিয়েল ছুটে এল আমাদের স্বাগত জানাতে। ম্যাক্সিমের সাথে কিছুক্ষণ ঘষটাঘষটি করে ওরা আমার কাছে এল। আমার পা শুঁকতে লাগল সন্দিগ্ধ ভঙ্গিতে। দুটোর একটা হলো মা, এক চোখ কানা। শিগগিরই আমার সম্পর্কে কৌতূহল মিটে গেল ওর। কয়েকবার মৃদু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গর-র গর-র করে আবার আগুনের কাছে গিয়ে বসল। অন্যটা বয়েসে তরুণ, নাম জ্যাসপার, আমার আশেপাশে ঘুর ঘুর করতেই থাকল। আমি হাত বাড়িয়ে দিতে সে এসে গা ঘেঁষে দাঁড়াল। কুকুরটার সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেল আমার।

লাইব্রেরী ঘরটা সুন্দর। বেশ আরামদায়ক। চারদিকের দেয়ালে ছাদ সমান উঁচু শেলফে বই ঠাসা। এক পাশে ফায়ার প্লেস। অন্য পাশে লম্বাটে ধরনের একটা জানালা। সেখান দিয়ে দেখা যায় সবুজ লন, আরও ওপাশে নীল সাগর। ঘরের মাঝামাঝি একটা টেবিল। সেটাকে ঘিরে গদিমোড়া কয়েকটা চেয়ার। বেশ একটা প্রশান্তি অনুভব করলাম আমি ঘরটায় ঢুকে। মাথার হ্যাট আর ফারের কোটটা খুলে ফেলার পর আরও আরাম পেলাম।

খুব বেশিক্ষণ বসতে হলো না, চা দিয়ে গেল ফ্রিথ আর সেই অল্প বয়েসী ভৃত্যটা। ম্যাক্সিম ঘরে ঢুকেই চিঠিপত্র নিয়ে বসেছে। চিঠিপত্র জমেছেও বটে। ছোটখাট একটা পাহাড় হয়ে গেছে টেবিলের ওপর। এত চিঠি দেখতে এবং প্রয়োজনীয়গুলোর জবাব দিতে কত দিন লাগবে ওর কে জানে? নিঃশব্দে, ম্যাক্সিম চিঠি দেখতে দেখতে আর আমি আকাশ পাতাল ভাবতে ভাবতে চা শেষ করলাম।

একটু পরেই ফ্রিথ এল আবার ছেলেটাকে নিয়ে। ছেলেটা চায়ের সাজসরঞ্জাম নিয়ে চলে গেল। ফ্রিথ বলল:

'মিসেস ড্যানভারস জিজ্ঞেস করছে, ম্যাডাম এখনই আপনার ঘর দেখবেন কিনা।'

চিঠি থেকে মুখ তুলল ম্যাক্সিম।

'কেমন হয়েছে এখন পুব পাশটা?' জিজ্ঞেস করল সে।

'খুব সুন্দর, স্যার। মানে আমার মনে হয়। অবশ্য মিস্ত্রীরা যখন কাজ করছিল, একেবারে যাচ্ছেতাই করে ছেড়েছিল অবস্থা। মিসেস ড্যানভারস তো ভেবেই অস্থির, আপনারা আসার আগে শেষ হবে কিনা। যা হোক, শেষ পর্যন্ত শেষ হয়েছে, গত সোমবার। আমার মনে হয় স্যার, বেশ আরামেই ওখানে থাকতে পারবেন আপনারা। সূর্যের আলো অনেক বেশি পায় ওদিকটা।'

'আমি আসব বলে সব অদল বদল করেছ নাকি তোমরা?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না, তেমন কিছু না,' বলল ম্যাক্সিম। 'পুব দিকের ঘরগুলোয় নতুন করে রঙ করা হয়েছে, আর সাজসজ্জার সামান্য পরিবর্তন। আমি ঠিক করেছি, ওদিকটায়ই থাকব আমরা। ফ্রিথ-এর কথা তো শুনলে, ওদিকে আলো অনেক বেশি। তাছাড়া জানালায় দাঁড়ালেই দেখতে পাবে গোলাপের বাগানটাকে। আমার মায়ের সময়ে পুব দিকটা সাধারণত অতিথি অভ্যাগতদের জন্যেই সংরক্ষিত থাকত। যাও, তুমি দেখতে লাগো ঘরগুলো, আমি এই চিঠি ক'টা শেষ করে আসছি। মিসেস ড্যানভারসের সঙ্গে ভাব জমানোর এই সুযোগ, নষ্ট কোরো না।'

আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালাম আমি। একটু আগের সেই নার্ভাস ভাব ফিরে আসছে আবার। একা যেতে ইচ্ছে করছে না। মিসেস ড্যানভারস-এর সঙ্গে যেতে হবে ভেবে আরও হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। কিন্তু ম্যাক্সিম বলেছে যেতে।

ফ্রিথ-এর সঙ্গে হল ঘরে ঢুকলাম। বিরাট হলটা ফাঁকা। ফাঁকা বলেই বোধহয়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরও বিরাট লাগছে এখন। আর কী নীরব! আমার পায়ের শব্দেই আমি চমকে উঠছি। ফেল্ট-এর তলি লাগানো জুতো পরে আছে ফ্রিথ। হাঁটার সময় একটুও শব্দ হচ্ছে না। ওর নিঃশব্দে হাঁটা আমাকে আরও সচেতন করে দিচ্ছে আমার পায়ের আওয়াজ সম্পর্কে।

'বিরাট ঘরটা, তাই না?' একটু সপ্রতিভ হওয়ার চেষ্টা করলাম আমি। কিন্তু ফ্রিথ-এর গাম্ভীর্য তাতে একটুও কমল না।

'জি, ম্যাডাম,' বলল সে, 'আগে এটা ব্যাঙ্কোয়েটিং হল ছিল। এখনও বিশেষ কোন উপলক্ষ—যেমন বড় ডিনার বা বল-এর সময় ব্যবহার হয়। তাছাড়া, জানেন তো, সপ্তাহে একদিন সাধারণ মানুষদের জন্যে খুলে দেয়া হয় ম্যানডারলে। মানুষজন আসে, ঘুরে ঘুরে দেখে।'

'হ্যাঁ, জানি,' বললাম আমি। পায়ের শব্দ সম্পর্কে সচেতন এখনও। মনে হলো, ফ্রিথ কি আমাকে ওই সব সাধারণ মানুষদের একজন ভাবছে? ভাবলে অবশ্য ওকে দোষ দেয়ার কিছু নেই। আমি দেখতে আসা লোকদের মতই আচরণ করছি। ডানে বাঁয়ে তাকাতে তাকাতে চলেছি ওর পেছন পেছন। দেয়ালে সাজিয়ে রাখা অস্ত্রশস্ত্র, ছবি দেখছি সবিস্ময়ে। সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছে হাত দিয়ে অনুভব করলাম রেলিং-এর কারুকাজ। তারপর চোখ তুলতেই দেখলাম, সিঁড়ির একেবারে ওপরে দাঁড়িয়ে আছে কালো কাপড়ে মোড়া মূর্তিটা। সাদা খুলির মত মুখের ওপরে কালো চোখ জোড়া ভাবশূন্য দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। গায়ের ভেতর কেমন যেন শির শির করে উঠল আমার। ফ্রিথ-এর খোঁজে তাকালাম এদিক ওদিক। নেই। হলের অন্য প্রান্তের দরজা পেরিয়ে করিডরে ঢুকে পড়েছে সে।

আমি এখন একা মিসেস ড্যানভারস-এর সাথে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলাম ওপরে। মিসেস ড্যানভারস দাঁড়িয়ে রইল অনড়। আমার মুখের ওপর থেকে মুহূর্তের জন্যেও সরল না তার চোখ। চেষ্টা করে একটু হাসি ফোটালাম আমি মুখে। তবু মিসেস ড্যানভারস-এর ভাবশূন্য মুখে ভাব ফুটল না।

'বেশিক্ষণ দাঁড় করিয়ে রাখিনি তো তোমাকে?' গ্যালারিতে উঠে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'রাখলেও অসুবিধা নেই,' জবাব দিল মিসেস ড্যানভারস, 'আপনার সুবিধা মতই তো আপনি আসবেন। আপনার নির্দেশ পালন করাই আমার কাজ।'

ঘুরে দাঁড়াল সে। গ্যালারির খিলান পেরিয়ে ওপাশের করিডরের দিকে এগোল।

প্রশস্ত, কার্পেট পাতা প্যাসেজ ধরে এগিয়ে গেলাম আমরা। বাঁয়ে ঘুরে সরু এক প্রস্থ সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামলাম, আরেক প্রস্থ বেয়ে উঠলাম। আরেকটা প্যাসেজ। কয়েক পা এগোতেই বিরাট এক ওক কাঠের দরজা। দরজাটা মেলে ধরে এক পাশে সরে দাঁড়াল মিসেস ড্যানভারস, যাতে আমি আগে ঢুকতে পারি।

দরজা পেরোতেই চমৎকার একটা ঘর। প্রশস্ত জানালাগুলো খোলা। দিন শেষের সোনালি আলো খেলা করছে ঘরের ভেতর। একটা জানালার সামনে গিয়ে বাইরে তাকালাম আমি। নিচে গোলাপ বাগান। নানা রঙের অসংখ্য গোলাপ ফুটে আছে। বাগানের ওপাশে সবুজ ঘাসে ছাওয়া লন। আরও ওপাশে সবুজ বনানী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অপূর্ব দৃশ্য সন্দেহ নেই, তবু একটু হতাশ হলাম আমি। সাগর দেখতে পেলাম না। ভেবেছিলাম, এমন একটা ঘর আমাদের শোয়ার ঘর হবে যেখান থেকে চোখ মেললেই দেখতে পাব সুনীল সাগরের বিশাল বিস্তৃতি।

'এখান থেকে তাহলে সাগর দেখা যায় না?' ঘুরে মিসেস ড্যানভারস-এর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলাম আমি। চেষ্টা করেও হতাশ ভাবটা লুকাতে পারলাম না কণ্ঠস্বর থেকে।

'না, ম্যাডাম, এদিকটা থেকে দেখা যায় না,' জবাব দিল সে। 'শোনাও যায় না। কাছাকাছি যে সাগর আছে এদিকে থাকলে তা টেরও পাবেন না।'

এমন অদ্ভুত ভঙ্গিতে কথাগুলো সে বলল, আমি না ভেবে পারলাম না, এর পেছনে কোন ব্যাপার আছে। বিশেষ করে 'এদিক' কথাটার ওপর এমন ভাবে জোর দিল, যেন বুঝিয়ে দিতে চাইল, এদিকটা খারাপ অন্য দিকটার চেয়ে, এবং এদিকে থাকতে চাওয়ার পেছনে গূঢ় কোন কারণ আছে ম্যাক্সিমের।

'হুঁ, শুনে দুঃখই লাগছে,' বললাম আমি, 'সাগর খুব প্রিয় আমার।'

মিসেস ড্যানভারস কোন জবাব দিল না। দু'হাত বুকের ওপর ভাঁজ করে তাকিয়ে রইল আমার মুখের দিকে। চোখে সেই নিস্পৃহ দৃষ্টি।

'তবু ঘরটা সুন্দর,' বললাম আমি, 'আমার পছন্দ হয়েছে। মনে হয় আরামেই থাকব আমরা এখানে। আমরা থাকব বলে নতুন করে সাজানো হয়েছে ঘরটা, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'আগে কেমন ছিল?'

'দেয়ালে বেগুনী রঙের ওয়াল পেপার ছিল, আর পর্দা টর্দাগুলোও অন্য রকম ছিল। মিস্টার ডি উইনটারের কাছে ওগুলো বোধহয় খুব একটা ভাল মনে হয়নি। ঘরটা বেশি ব্যবহার হত না, মেহমান অতিথ আসলে শুধু কাজে লাগত।'

'তার মানে আসলে এটা ওর ঘর না?'

'না, ম্যাডাম। এদিকের কোন ঘর আগে কখনও ব্যবহার করেননি উনি।'

'ও! আমাকে কখনও বলেনি।'

বেদনাদায়ক এক চিন্তা উঁকি দিল আমার মনে। কেন বাড়ির পুব অংশে আমাকে নিয়ে বাস করার কথা ভেবেছে ম্যাক্সিম? পশ্চিম দিক নয় কেন? পশ্চিম দিকে ও ওর প্রথম স্ত্রী রেবেকাকে নিয়ে থাকত বলে? পশ্চিম দিকে রেবেকা ছাড়া আর কাউকে নিয়ে থাকার কথা ও ভাবতে পারে না বলে? রেবেকাকে এতটা ভালবাসত ও? বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল আমার। নিজের অজান্তেই পা পা করে এগিয়ে গেলাম ড্রেসিং টেবিলটার দিকে। আমার সব প্রসাধন সামগ্রী সাজানো রয়েছে ওখানে।

'অ্যালিস আপনার বাক্স খুলে সব বের করে সাজিয়ে দিয়েছে,' বলল মিসেস ড্যানভারস। 'যতদিন না আপনার নিজের কাজের মেয়ে আসছে ততদিন অ্যালিসই আপনার কাজকর্ম করবে।'

'আমার কোন কাজের মেয়ে নেই,' বিব্রত কণ্ঠে বললাম আমি। 'অ্যালিস কি কাজের মেয়ে? হলে ওকে দিয়েই চলে যাবে আমার।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনার যা ইচ্ছা, ম্যাডাম,' সেই নিষ্প্রাণ কণ্ঠস্বর। 'আপনি যা ভাল মনে করেন তা-ই হবে।'

নীরবতা নেমে এল আমাদের ভেতর। দাঁড়িয়ে আছে মিসেস ড্যানভারস। আগের মতই বুকের ওপর হাত ভাঁজ করা। দেখছে আমাকে। আমি ভেবে পেলাম না, কেন ও চলে যাচ্ছে না, কেন দাঁড়িয়ে আছে?

'তুমি বোধহয় অনেক দিন ধরে আছ ম্যানডারলেতে,' অস্বস্তিকর নীরবতা আর সহ্য করতে না পেরে আমি বললাম।

'হ্যাঁ, তবে ফ্রিথের মত অতদিন না।' উহ, অসহ্য! আবার সেই ঠাণ্ডা প্রাণহীন গলা, ওর হাতের মতই। 'মিস্টার ডি উইনটার যখন ছোট তখন থেকেই আছে ফ্রিথ। বুড়ো সাহেব তখনও বেঁচে।'

'তার মানে উনি মারা যাওয়ার পর এসেছ তুমি।'

'না, আরও পরে। প্রথম মিসেস ডি উইনটার যখন বউ হয়ে এলেন এ বাড়িতে তখন।'

প্রথম মিসেস ডি উইনটার! কথাটা উচ্চারণের সময় লক্ষ করলাম অদ্ভুত এক দ্যুতি যেন ঠিকরে পড়ল তার চোখ থেকে। কণ্ঠস্বরের সেই একঘেয়ে নিষ্প্রাণতা দূর হয়ে গেছে। সবচেয়ে যেটা আশ্চর্য, সাদা খুলির মত গালে রঙের ছোপ লেগেছে। বুঝতে পারলাম ওর হৃদয়ের মণিকোঠায় সযত্নে লুকিয়ে রাখা গোপন অনুভূতি প্রকাশ হয়ে পড়েছে। আমার সঙ্গে শীতল আচরণের কারণটাও স্পষ্ট হয়ে উঠল। বুঝে হোক না বুঝে হোক আমাকে প্রথম থেকেই ঘৃণা করতে শুরু করেছে মেয়েলোকটা। ওর প্রিয় কর্ত্রীর স্থান দখল করেছি বলেই এই ঘৃণা।

কিছু একটা বলার প্রয়োজন অনুভব করলাম আমি। চুপচাপ এরকম ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হচ্ছে না। শকুনীটা হয়তো টের পেয়ে যাচ্ছে আমার মনের বিপর্যস্ত অবস্থা।

'মিসেস ড্যানভারস,' নিজের গলা শুনে আমি নিজেই আশ্চর্য হয়ে গেলাম। এত স্বাভাবিক স্বরে কথা বলতে পারব এক সেকেণ্ড আগেও ভাবিনি, 'আশা করি শিগগিরই আমরা একজন আরেকজনকে বুঝতে শুরু করব। তোমাকে একটু ধৈর্য ধরতে হবে, সহিষ্ণু হতে হবে। জানোই তো, এধরনের জীবন আমার কাছে নতুন. এমন পরিবেশে আমি অভ্যস্ত নই। তবে বলছি, দেখে নিও, আমি সব শিখে নেব, যত অনভ্যস্তই হই আমি মানিয়ে নেব, মিস্টার ডি উইনটারকে সুখী করতে চাই আমি। তুমি নাকি ভালই চালিয়ে নিচ্ছ বাড়ির কাজকর্ম? মিস্টার ডি উইনটার আমাকে সেরকমই বলেছেন। তাহলে আর চিন্তা কী? তুমি যে ভাবে চালাচ্ছ, চালাতে থাকো, আমি কোন রকম বাগড়া দেব না।'

এক সঙ্গে এতগুলো কথা বলে একটু থামলাম আমি মিসেস ড্যানভারস-এর প্রতিক্রিয়া দেখার জন্যে। চোখ তুলতে দেখলাম, আগের জায়গায় আর নেই সে। দরজার কাছে দাঁড়িয়ে আছে, দরজার নবে হাত। আমার সাথে চোখাচোখি হতেই বলল:

'ঠিক আছে, ম্যাডাম, আপনার কথামতই সব হবে।' আগের সেই শীতলতা ফিরে এসেছে তার কণ্ঠস্বরে। 'আমি সাধ্য মত চেষ্টা করব আপনাকে সন্তুষ্ট করার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মিসেস ডি উইনটার মারা যাওয়ার পর থেকে আমি বাড়ির সব কাজকর্ম দেখাশোনা করছি, এর ভেতর একবারের জন্যেও মিস্টার ডি উইনটার অখুশি হননি আমার ওপর। আগের মিসেস ডি উইনটার যখন বেঁচে ছিলেন, এ বাড়ির চেহারাই ছিল অন্যরকম।' মিসেস ড্যানভারস-এর গলার স্বরে উত্তেজনার আভাস পাচ্ছি আবার। 'মজার মজার সব অনুষ্ঠান করতেন, ক'দিন পর পরই পার্টি দিতেন—কী জাঁকাল একেকটা পার্টি! সেগুলোর সব জোগাড় যন্ত্র আমিই করতাম, তবে তদারক করতেন উনি। আমি সব ঠিক মত করছি কি না দেখতেন, ভুল হলে ধরিয়ে দিতেন। সত্যিই, একজন গৃহিণীর মত গৃহিণী ছিলেন আগের মিসেস ডি উইনটার।'

কথাগুলো বলার সময় সর্বক্ষণ ওর চোখ সেঁটে রইল আমার মুখে। যেন আমার ওপর তার কথার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করছে।

'আমি বাবা ওসব পারব টারব না,' আমি বললাম। 'তুমি যেমন করছিলে, করতে থাকো।'

শেকহ্যাণ্ড করার সময় যে চাউনি দেখেছিলাম আবার সে চাউনি ফুটল ওর চোখে। স্পষ্ট ঘৃণা ছাড়া আর কিছু আমি দেখতে পেলাম না সে চাউনিতে। উহ্, মেয়েলোকটা চলে যাচ্ছে না কেন!

'কোন কিছু আপনার মনমত না হলে আমাকে বলবেন তো?' জিজ্ঞেস করল সে।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ। নিশ্চয়ই, মিসেস ড্যানভারস।'

আবার নীরবতা।

'মিস্টার ডি উইনটার যদি বড় ওয়ার্ডরোবটার কথা জিজ্ঞেস করেন,' হঠাৎ আবার শুরু করল মহিলা, 'বলবেন, ওটা এখানে আনা সম্ভব নয়। আমরা চেষ্টা করেছি কিন্তু পারিনি। এদিককার দরজাগুলো সব ছোট ছোট। পশ্চিম দিকের ঘরগুলো যেমন বড়, দরজাগুলোও তেমনি। এ ঘরটা আমরা যেভাবে সাজিয়ে দিয়েছি পছন্দ না হলে উনি যেন বলেন আমাকে। আসলে এদিককার ঘরগুলো কী ভাবে সাজালে যে সবচেয়ে সুন্দর দেখাবে বোঝা কঠিন।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, মিসেস ড্যানভারস, এ নিয়ে দুশ্চিন্তা করতে হবে না তোমাকে। আমার মনে হয় ওর পছন্দই হবে সবকিছু। আসলে আমি আসব বলে এসব ঝামেলা না করলেই হত। পশ্চিম দিকেই আমি থাকতে পারতাম, কোন অসুবিধা হত না।'

'মিস্টার ডি উইনটার অবশ্য অন্য রকম লিখেছিলেন। লিখেছিলেন, আপনি নাকি এদিকটাই বেশি পছন্দ করবেন। পশ্চিম পাশের ঘরগুলো অনেক বড় বড়। এরকম দুটো ঘর এঁটে যাবে এক ঘরে। সুন্দরও। তাছাড়া জানালা খুললেই সাগর দেখা যায়। আগের মিসেস ডি উইনটার যখন বেঁচে ছিলেন, ওদিকটাতেই থাকতেন মিস্টার ডি উইনটার।'

আগের মিসেস ডি উইনটার মানে রেবেকা। মরে গিয়েও সে কর্তৃত্ব করছে ম্যানডারলের ওপর! অন্তত মিসেস ড্যানভারস-এর ওপর যে করছে তাতে সন্দেহ নেই। কেন যাচ্ছে না মহিলা? আমার সহ্যের সীমা পরীক্ষা করছে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ওদিকের ঘরগুলো বোধহয় দর্শকদের দেখার জন্যে খুলে দিতে চান মিস্টার ডি উইনটার,' নিরুপায় হয়ে আমি বললাম।

এমন কথা আমার মত তুচ্ছ মানুষের মুখেই সাজে, এরকম একটা ভঙ্গি হলো মিসেস ড্যানভারস-এর মুখে। আগের মতই নিরাবেগ কণ্ঠে সে জবাব দিল, 'শোয়ার ঘর কখনও বাইরের লোককে দেখানো হয় না। শুধুমাত্র হল, গ্যালারি আর নিচের ঘরগুলো—'

থেমে গেল মিসেস ড্যানভারস, ম্যাক্সিম ঢুকেছে ঘরে।

'তারপর?—কেমন লাগল ঘর?' বলল সে, 'ঠিক আছে? থাকা যাবে এখানে?'

বাচ্চাছেলের মত খুশি খুশি মুখে চারপাশে তাকাল ও। তারপর আবার বলল, 'আমার সব সময়ই মনে হয়েছে, এ ঘরটা খুব সুন্দর। খামোকা এতদিন গেস্টরুম হিসেবে অপব্যবহার করা হয়েছে। দারুণ হয়েছে সাজানো গোছানো, মিসেস ড্যানভারস। ধন্যবাদ তোমাকে।'

'ধন্যবাদ, স্যার।' বলে চলে গেল মহিলা। যাওয়ার আগে আস্তে করে ভিড়িয়ে দিয়ে গেল দরজাটা।

জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ম্যাক্সিম। নিচে বাগানের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। তারপর বলল:

'বাগানটা আমার খুব প্রিয়। ছেলেবেলার প্রথম যে স্মৃতি মনে আছে তা হলো, ওই বাগানে মায়ের পেছন পেছন হাঁটছি। মরা ফুলের বৃন্তগুলো মা তুলে ফেলতে ফেলতে এগিয়ে যাচ্ছেন, আমি ছোট ছোট পা ফেলে থপ থপ করে এগোচ্ছি পেছন পেছন। এই ঘরের একেবারে লাগোয়া লাগানো বাগানটা। অদ্ভুত শান্ত স্নিগ্ধ কিছু একটা ঘিরে আছে একে। ভাবতেই পারবে না, সাগর এখান থেকে মাত্র পাঁচ মিনিটের পথ।'

'মিসেস ড্যানভারসও তাই বলছিল।'

জানালার কাছ থেকে সরে এল ম্যাক্সিম। ঘরের ভেতরটায় একবার চক্কর দিল। দেয়ালের ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখল কিছুক্ষণ। কাবার্ড খুলে কয়েকটা ড্রয়ার টেনে দেখল।

'বুড়ি ড্যানভারসকে কেমন মনে হলো?' হঠাৎ প্রশ্ন করল সে।

'একটু কাটখোট্টা ধরনের,' আমি জবাব দিলাম। 'একটু আড়ষ্টও। বোধহয় ভেবেছে, প্রথম থেকেই আমি তার কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করব।'

'তা যদি করো, আমার মনে হয় না, ও কিছু মনে করবে।'

মুখ তুলতেই দেখলাম আয়নার ভেতর আমাকে পর্যবেক্ষণ করছে ম্যাক্সিম। দৃষ্টিটা একটু তীক্ষ্ণ। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে আবার জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'ওকে নিয়ে বেশি ভাবনা চিন্তা কোরো না,' কিছুক্ষণ পর ও বলল। 'অদ্ভুত এক চরিত্র। একটা দুটো দিক থেকে নয়, অনেক দিক থেকে। ওর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেয়া একটু কষ্টকরই। যা হোক, ও নিয়ে তুমি চিন্তা কোরো না। আস্তে আস্তে সব ঠিক হয়ে যাবে। যদি না হয়, খেদিয়ে দেব বেটিকে। তবে আমার মনে হয় না তার দরকার পড়বে। মহিলা কাজের আছে। ক'দিন যাক, নিজেই টের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাবে। একটু বদমেজাজী। অন্যসব চাকর বাকররা তটস্থ থাকে সবসময়। তাই বলে তোমার সাথে মেজাজ দেখানোর সাহস ওর হবে না।'

'আমারও তাই মনে হয়,' আমি বললাম। 'ক'টা দিন যাক, একটু জানাশোনা হোক, সব ঠিক হয়ে যাবে। প্রথম প্রথম আমাকে একটু অপছন্দ করবে, এ তো স্বাভাবিক।'

'অপছন্দ করবে।' ঝট করে আমার দিকে ফিরল ম্যাক্সিম। চোখদুটো জ্বলছে, 'কেন? কী বলছ তুমি! কেন তোমাকে অপছন্দ করবে মিসেস ড্যানভারস?'

বুঝতে পারলাম না হঠাৎ এমন রেগে ওঠার কী হলো ওর। অন্য কিছু বললেই ভাল করতাম।

'মানে, আমার মনে হয় শুধু পুরুষ মানুষের কাজ করা অনেক সোজা,' ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করলাম আমি। 'ও অভ্যস্ত তাতে। মাঝখানে আমি এসে পড়ায় প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হতেই পারে। আর অসুবিধা হলেই অপছন্দ জন্ম নেয়। তাই বলছিলাম আর কী—'

'অসুবিধা! তুমি থাকলে অসুবিধা…তুমি যদি ভাবো…,' থেমে গেল ম্যাক্সিম। এগিয়ে এসে আমার কপালে আলতো করে চুমু খেয়ে বলল, 'বাদ দাও এসব কথা। ও কী ভাবল না ভাবল তাতে কিছু আসে যায় না আমাদের। চলো, তোমাকে ঘুরিয়ে দেখাই ম্যানডারলে।'

ও আমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখাল সব। পশ্চিম দিকটা ছাড়া। ডিনারের সময় হয়ে গেছে বলে না অন্য কোন কারণে জানি না, ও বলল:

'এ দিকটা এখন থাক, পরে এক সময় দেখা যাবে।'

আমার মনে সেই কালো চিন্তাটা আবার উঁকি দিল। কেন ওদিকটা দেখাল না? ম্যানডারলের পশ্চিম দিকের সাথে জড়িয়ে আছে ওর সুখের স্মৃতিগুলো, তাই? আমাকে ওখানে নিয়ে গেলে সেই সুখ বেদনায় রূপ নেবে? এ-ই আমি ভাবলাম আর একা একা কষ্ট পেতে লাগলাম।

পাঁচ

এভাবেই শুরু আমার ম্যানডারলের জীবন।

পরদিন ভোরে আমি বিছানা ছাড়ার আগেই ম্যাক্সিম উঠে মুখ হাত ধুয়ে কাপড় পরে নিচে নেমে গেল। চিঠিপত্রের স্তূপ নিয়ে বসল। ব্রেকফাস্টের সময় হতে বেশ দেরি তখনও। আমি যখন নামলাম তখন ন'টার কিছু বেশি বাজে। চিঠিপত্র দেখতে দেখতে নাশতা সারছে ও। এখন শেষ পর্যায়ে ওর খাওয়া। আমার সাড়া পেয়ে মুখ তুলে হাসল একটু।

'কিছু মনে কোরো না, তোমাকে রেখেই খেয়ে নিতে হলো,' বলল ম্যাক্সিম। 'এই ব্যাপারটা একটু সহ্য করে নিতে হবে তোমাকে। সকালবেলাটায় একদম সময় নষ্ট করার উপায় থাকে না আমার। আসলে কী জানো, ম্যানডারলের মত

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জায়গা ঠিক ঠিক মত চালানো খুব সহজ নয়, প্রচুর কাজ করতে হয়। বসো, ওখানে দেখ, সাইড-বোর্ডে কফি এবং গরম গরম খাবার রয়েছে, খেয়ে নাও। ব্রেকফাস্ট আমরা নিজে নিজেই খেয়ে নেই।'

'গোসল করতে বেশি সময় নিয়ে নিয়েছি, তাছাড়া আমার ঘড়িটা একটু স্লো চলছে,' বললাম আমি। ও শুনল কি না বোঝা গেল না, ভুরু কুঁচকে একটা চিঠি দেখছে।

সাইড-বোর্ডের কাছে গিয়ে আমার মাথা ঘুরে গেল। অন্তত ছ'জন খেতে পারে এত খাবার সাজানো রয়েছে। চা, কফি—দুটোই হিটারের ওপর; ডিশ ভর্তি স্ক্র্যাম্বল করা ডিম, বেকন, মাছ; একটা বাটিতে সেদ্ধ ডিম, পাশে আরেকটা সাইড-বোর্ডে পরিজ, হ্যাম; স্কোন আর টোস্টও দেখলাম; আরও রয়েছে বোয়েম ভর্তি জ্যাম, মার্মালেড আর মধু; বিরাট একটা ডিশে স্তূপ করা নানা ধরনের তাজা ফল। এত খাবার কে খাবে আমি বুঝে পেলাম না। জিজ্ঞেস করারও সাহস হলো না। আমার অজ্ঞানতা দেখে হয়তো হাসবে ম্যাক্সিম। চুপচাপ খেতে বসে গেলাম। কিছুক্ষণ পর আবার মুখ তুলল ও। বলল:

'বিট্রিস—আমার বোন চিঠি লিখে জানিয়েছে আজ লাঞ্চ করতে আসবে এখানে। আমি ধারণা করছিলাম ও আসবে। তোমাকে বোধহয় দেখতে চায়।'

ধক করে উঠল আমার বুকের ভেতর। কোনমতে উচ্চারণ করলাম:

'আজই?'

'হ্যাঁ। বেশিক্ষণ থাকবে না। আমার মনে হয় ওকে তোমার পছন্দই হবে। স্পষ্টবাদী। রাখ ঢাক করে কিছু বলে না। তোমাকে পছন্দ না হলে তোমার মুখের ওপরই বলে দেবে সে কথা।'

ম্যাক্সিম যত সহজে, যত সরল মনে বলুক, আমি সামান্যই স্বস্তি অনুভব করলাম একথা শুনে।

উঠে দাঁড়াল ম্যাক্সিম। একটা সিগারেট ধরিয়ে বলল, 'ইচ্ছে ছিল তোমাকে নিয়ে বাগানে বেড়াব, কিন্তু সম্ভব হবে না, প্রচুর কাজ জমে গেছে-ক'সপ্তায় আমার এজেন্ট ক্রলির সাথে দেখা করতে হবে। সকালটা একা কাটাতে পারবে না? ভাল কথা, ক্রলি কিন্তু দুপুরে খাবে আমাদের সাথে। তোমার অসুবিধা হবে না তো?'

'না, অসুবিধা হবে কেন? আমি বরং খুশিই হব। একা থাকতেও অসুবিধা হবে না। বাগানে বেড়ানোর সময় তো আর শেষ হয়ে যাচ্ছে না।'

'তা হলে যাই, কেমন?'

চিঠিগুলো গুছিয়ে নিয়ে বেরিয়ে গেল ম্যাক্সিম।

স্বাভাবিকের চেয়ে অনেক বেশি সময় নিয়ে খেলাম আমি। কিন্তু খেলাম স্বাভাবিকের চেয়ে কম। নিজের বাড়ি এটা আমার, তবু কেমন এক অস্বস্তি আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। কেবলই মনে হচ্ছে, আমি যেন এখানকার নই। এটা আমার জায়গা নয়।

খাওয়া শেষে ঘর থেকে বেরোতে যাচ্ছি, কোন কারণ নেই, হোঁচট খেলাম দরজার কাছে সিঁড়িতে। নিশ্চয়ই দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল ফ্রিথ, কারণ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখলাম, হোঁচট খাওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ও এসে দাঁড়িয়েছে আমার সামনে। ঝুঁকে আমার হাত থেকে পড়ে যাওয়া রুমালটা তুলে দিল। আর ওর সহকারী রবার্ট, মানে সেই তরুণ ভৃত্য প্রায় দৌড়ে এক দিকে চলে গেল। সম্ভবত হাসি লুকানোর জন্যে। আমার কান গরম হয়ে উঠল। অস্ফুট কণ্ঠে ফ্রিথকে ধন্যবাদ জানিয়ে সোজা নিজের ঘরের দিকে চললাম। হলের মাঝখান দিয়ে যখন যাচ্ছি একটা দরজার আড়াল থেকে কয়েক জনের চাপা হাসির শব্দ ভেসে এল। নিশ্চয়ই রবার্ট অন্য চাকর বাকরদের কাছে সবিস্তারে বর্ণনা করছে নতুন বিবি সাহেবের আনাড়িপনার কাহিনী।

আপনা থেকেই আমার হাঁটার গতি দ্রুত হয়ে গেল। সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। তারপর সোজা নিজের ঘরে। কিন্তু সেখানেও বিপত্তি। দরজা খুলতেই দেখলাম দুই চাকরানী কাজ করছে সেখানে। একজন ঘর মুছছে, আরেকজন ড্রেসিং টেবিলের ধুলো ঝাড়ছে। আমাকে দেখেই চোখ হাঁ হয়ে গেল ওদের। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ করে দিয়ে ফিরে চললাম। এখন এখানে আসাটা ভুল হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই এসময় বিবি সাহেবরা শোয়ার ঘরে থাকেন না। আমি নিয়ম ভেঙে ফেলেছি।

আবার নিচতলায় নেমে এলাম আমি। লাইব্রেরীতে ঢুকলাম। কিন্তু কী আশ্চর্য! জানালাগুলো সব হাট করে খোলা, আগুন জ্বালানো হয়নি। অসম্ভব ঠাণ্ডা ঘরটায়। জানালাগুলো একে একে বন্ধ করে এদিক ওদিক তাকালাম দেশলাইয়ের আশায়। দেখলাম না একটাও। ভেবে পেলাম না কী করব। জানি, ঘণ্টা বাজালেই ফ্রিথ বা আর কেউ ছুটে আসবে, কিন্তু ইচ্ছে হলো না ঘণ্টা বাজানোর। কাল সন্ধ্যায় কী সুন্দর উষ্ণ ছিল ঘরটা, আর এখন! যেন বরফ-ঘর। আগুন জ্বালেনি কেন? উপরে আমার ঘরে ম্যাচ আছে। কিন্তু যেতে ইচ্ছে হলো না। শুধু শুধু কাজের মেয়েগুলোকে বিরক্ত করা হবে! তারচেয়ে ডাইনিং রুমে যাই। নাশতা করার সময় ম্যাচ দেখেছি ওখানে।

পা টিপে টিপে হলে বেরিয়ে এলাম। ডাইনিং রুমের দরজার কাছে গিয়ে শুনলাম, ওরা এখনও এঁটো বাসন কোসন সরাচ্ছে। একটু পরেই নীরব হয়ে গেল ঘরটা। ওপাশের দরজা দিয়ে চলে গেছে ওরা রান্নাঘরের দিকে। ঢুকে পড়লাম আমি। দ্রুত পায়ে সাইড-বোর্ডের কাছে গিয়ে দেখলাম, আছে দেশলাইয়ের বাক্সটা—খাওয়ার সময় যেখানে দেখেছিলাম সেখানেই। ওটা তুলে নিয়ে পকেটে ভরেছি কি ভরিনি, ফ্রিথ আবার এসে ঢুকল ঘরে।

'কিছু খুঁজছেন, ম্যাডাম?' ও জিজ্ঞেস করল।

'না, এই আর কী—ম্যাচবাক্স—'

সঙ্গে সঙ্গে ফ্রিথ পকেট থেকে একটা দেশলাই বাক্স বের করে দিল আমার হাতে। সিগারেটও দিল। আরেক মুশকিলে পড়লাম। আমি সিগারেট খাই না। বললাম সে কথা ফ্রিথকে। কাজের মেয়ে দুটোর মতই অবাক হলো ও।

'আসলে লাইব্রেরীতে খুব ঠাণ্ডা তো,' আমি বুঝিয়ে বললাম, 'ম্যাচ খুঁজছিলাম আগুন জ্বালানোর জন্যে।'

'বিকেলের আগে লাইব্রেরীর আগুন জ্বালানো হয় না, ম্যাডাম,' ফ্রিথ বলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মিসেস ডি উইনটার ব্রেকফাস্টের পর মর্নিং রুমে গিয়ে বসতেন। ওখানে এখন আগুন আছে। অবশ্য আপনি যদি লাইব্রেরীতে বসতে চান আমি বলছি আগুন জ্বেলে দিতে।'

'না, না, থাক। আমি মর্নিং রুমেই যাচ্ছি। থ্যাঙ্ক ইউ ফ্রিথ।'

'ওঘরে কাগজ কলম কালি সব কিছুই আছে, ম্যাডাম। মিসেস ডি উইনটার তাঁর সব কাজ—মানে চিঠি পত্র লেখা, ফোন করা ওখানে বসেই করতেন। হাউস টেলিফোনও আছে ওঘরে। ইচ্ছে হলে মিসেস ড্যানভারস-এর সাথে কথা বলতে পারবেন।'

ফ্রিথকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। কিন্তু পা চলল না। ফ্রিথকে বলতেও পারলাম না, মর্নিং রুমটা কোন দিকে আমি জানি না। আমার অবস্থাটা বুঝতে পেরেই যেন ও বলল:

'ড্রইং রুমের ভেতর দিয়ে যেতে হবে, ম্যাডাম। সিঁড়ির ডান দিকের ঘরটাই ড্রইং রুম। ওঘরে ঢুকে বাঁ দিকের দরজা পেরোলেই মর্নিং রুম।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, ফ্রিথ,' বলে হাঁটতে শুরু করলাম আমি।

ড্রইং রুমের ভেতর দিয়ে গিয়ে মর্নিং রুমে ঢুকলাম। বেশি বড় নয় ঘরটা। সুন্দর সাজানো গোছানো। রুচির ছাপ সর্বত্র। কুকুর দুটো বসে আছে আগুনের সামনে। আমাকে দেখেই বাচ্চাটা উঠে এল লেজ নাড়তে নাড়তে। মা-টা যেমন ছিল তেমনি বসে রইল। কানা চোখটা আমার দিকে ফিরিয়ে সশব্দে ঘ্রাণ নিল কয়েকবার। যখন বুঝল, যাকে খুঁজছে আমি সে নই, মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বসে রইল মৃদু একটা গররর শব্দ করে। জ্যাসপারের সঙ্গে কিছুটা সময় কাটালাম আমি। আদর করলাম। খুশি হয়ে গরর গরর করতে করতে ফিরে গেল ও মায়ের কাছে।

ঘরটার চারদিকে চোখ বুলিয়ে আবার সেই পুরোনো অনুভূতি ফিরে এল আমার। আমাকে মানায় না এখানে। এ ঘরের টেবিল, চেয়ার, শেলফ, দেয়ালে ছবিগুলো সব—সবকিছু এত সুন্দর! আরও বড় যেটা, রেবেকার উপস্থিতি অনুভব করতে লাগলাম আমি। মনে হলো—মনে হলো কেন, সত্যিই তো, এসব রেবেকার। রেবেকার ইচ্ছায়, রেবেকার রুচি অনুযায়ী এ ঘরের সব কিছু তৈরি করা হয়েছে, সাজানো হয়েছে। আমি যেন বাইরের কেউ। 'আমার ঘরে একটু বসো, আমি আসছি,' বলে যেন বেরিয়ে গেছে ও; ফিরে আসবে এক্ষুণি।

দাঁড়িয়ে রইলাম বিহ্বলের মত। কতক্ষণ জানি না। হয়তো আধ ঘণ্টা, হয়তো এক ঘণ্টা, দশ মিনিটও হতে পারে। এক সময় স্বস্থ হলাম আমি। মনে মনে বললাম: 'না রেবেকার নয়। কখনও হয়তো রেবেকার ছিল, এখন এঘর আমার—আমার না হলেও রেবেকার নয় অবশ্যই। রেবেকা মরে গেছে।'

মিসেস ভ্যান হপারের কাছে একটা চিঠি লিখলে কেমন হয়?—হঠাৎ মনে হলো আমার। রাইটিং টেবিলটায় গিয়ে বসলাম, আবার হানা দিল রেবেকা। টেবিলের ওপাশে কাগজপত্র বেছে আলাদা করে রাখার খোপ কয়েকটা। প্রত্যেকটার ওপর পরিষ্কার ঝরঝরে হাতের লেখায় লেখা একটা করে কথা—'জবাব দেয়া হয়নি', 'রেখে দিতে হবে', 'বাড়ি সংক্রান্ত', 'মেন্যু', 'বিবিধ', 'ঠিকানা' এই ধরনের। হাতের লেখাটা চেনা আমার। মণ্টি কার্লোয় ম্যাক্সিমের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাড়িতে একটা কবিতার বই পেয়েছিলাম একদিন। ওটার প্রথম পাতায় লেখা ছিল, 'ম্যাক্সকে রেবেকা, মে ১৭'। লেখাটা গেঁথে গিয়েছিল আমার মনে। ওই হাতের লেখা আবার দেখব ভাবিনি।

অন্যমনস্ক ভাবে একটা ড্রয়ার খুললাম। আবার দেখতে হলো সেই লেখা। চামড়া বাঁধানো ছোট একটা খাতার শিরোনাম—'ম্যানডারলের অতিথিরা'। খাতাটা তুলে নিয়ে পৃষ্ঠা ওল্টাতে লাগলাম। ম্যানডারলেতে যারা এসেছে, থেকেছে তাদের নাম, ঠিকানা, কাকে কোন ঘরে থাকতে দেয়া হয়েছিল, কী খাওয়ানো হয়েছে, সব সবিস্তারে লেখা। একটার পর একটা পৃষ্ঠা উল্টে গেলাম। এক সময় রেখে দিলাম খাতাটা। আরও অনেক কিছু দেখলাম ড্রয়ারটায়—নোট-পেপার, লেখা কাগজের মোটা বাণ্ডিল, ভিজিটিং কার্ড···

হঠাৎ টেবিলের ওপর রাখা দুটো টেলিফোনের একটা বেজে উঠল ঝন ঝন শব্দে। ভয়ানক চমকে উঠলাম আমি। মনে হলো যেন চুরি করতে এসে ধরা পড়ে গেছি। কাঁপা কাঁপা হাতে তুলে নিলাম রিসিভারটা।

'কে?' বললাম আমি। 'কাকে চাইছেন?'

অদ্ভুত এক গুঞ্জন ধ্বনি শোনা গেল লাইনের ও প্রান্তে। তারপর নিচু একটা কণ্ঠস্বর, একটু কর্কশ, পুরুষ না মহিলার বুঝতে পারলাম না।

'মিসেস ডি উইনটার?' বলল গলাটা, 'মিসেস ডি উইনটার?'

'আমার মনে হয় আপনি কোথাও ভুল করেছেন,' আমি বললাম, 'মিসেস ডি উইনটার মারা গেছেন, বছর খানেকের ওপর হয়ে গেল।'

বলেই বুঝতে পারলাম কী বোকামিটা করে ফেলেছি।

সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব এল না ও প্রান্ত থেকে। উজবুকের মত রিসিভার কানে ঠেকিয়ে বসে রইলাম আমি। তারপর শোনা গেল আবার গলাটা:

'মিসেস ডি উইনটার? আমি মিসেস ড্যানভারস, ম্যাডাম। হাউস টেলিফোনে বলছি।'

ঝাঁ করে এক ঝলক রক্ত চলে এল আমার মুখে। কিছুক্ষণ স্বর বেরোল না গলা দিয়ে। যখন জবাব দিলাম তখন প্রায় তোতলাচ্ছি আমি।

'দু-দুঃখিত, মি-মিসেস ড্যানভারস, হঠাৎ করে ফোন পেয়ে একটু চমকে গেছিলাম, বুঝতে পারিনি আমাকেই চাইছ; এটা যে হাউস টেলিফোন তা-ও বুঝতে পারিনি।'

'দুঃখিত, ম্যাডাম। আপনাকে বোধহয় বিরক্ত করলাম। আসলে আমি ভাবছিলাম আপনি হয়তো কথা বলতে চাইছেন আমার সাথে, মেন্যুর ব্যাপারে আর কী—'

'ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক আছে, তোমার পছন্দ মত করে ফেল, আমাকে জিজ্ঞেস করার দরকার নেই।'

'তবু আপনি যদি একবার লিস্টটা দেখেন ভাল হয়। আপনার টেবিলে ব্লটারের পাশেই আছে ওটা।'

তাড়াহুড়ো করে খুঁজতে লাগলাম কাগজটা। পেলাম অবশেষে। চোখের সামনেই রয়েছে; আগে দেখতে পাইনি কেন বুঝতে পারলাম না। তাড়াতাড়ি চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুলালাম ওটায়ঃ চিংড়ি মাছের ঝোল, বাছুরের রোস্ট, অ্যাসপ্যারাগাস, ঠাণ্ডা চকোলেট—লাঞ্চ না ডিনারের মেন্যু এটা? কিছু লেখা নেই। লাঞ্চেরই হবে।

'হ্যাঁ, মিসেস ড্যানভারস,' বললাম আমি, 'ঠিকই আছে মনে হয়।'

'কোন রদবদল বা অন্য কিছু দরকার হলে বলুন, আমি এক্ষুণি তৈরি করতে বলছি,' জবাব শোনা গেল।

'না, না, আর কিছু লাগবে বলে মনে হয় না।'

'সস কোনটা দেব? দেখুন "সস"-এর পাশে একটু জায়গা ফাঁকা রেখেছি, ওখানে লিখে দিলেই হবে। মিসেস ডি উইনটার সসের ব্যাপারে খুব খুঁতখুঁতে ছিলেন তো, সব সময় নিজেই বলতেন কোনটা দিতে হবে। তাই ভাবলাম আপনিও—'

'ও। আচ্ছা…দেখছি, মিসেস ড্যানভারস…আসলে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। সচরাচর তোমরা যেটা দাও বা মিসেস ডি উইনটার হলে যেটা দিতেন সেটাই দিও।'

'আপনার বিশেষ কোন পছন্দ নেই, ম্যাডাম?'

'না…না, মিসেস ড্যানভারস।'

'মিসেস ডি উইনটার হলে নিশ্চয়ই ওয়াইন সসের কথা বলতেন।'

'তাহলে তা-ই দাও,' আমি বললাম।

'ঠিক আছে, ম্যাডাম। আপনাকে বিরক্ত করলাম। আপনি বোধহয় লিখছিলেন।'

'না, না, মোটেই বিরক্ত করোনি। থ্যাঙ্ক ইউ, মিসেস ড্যানভারস।'

আরও কয়েক মুহূর্ত ফোনটা ধরে রইলাম আমি। অবশেষে ওপাশ থেকে ভেসে এল রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ।

AMARBOI.COM

মিসেস ভ্যান হপারের কাছে চিঠি লেখা তখনও শেষ হয়নি আমার, বাইরে শুনতে পেলাম গাড়ির আওয়াজ। চিঠি লেখা মাথায় উঠল। আচমকা ভয়ঙ্কর এক আতঙ্ক গ্রাস করল আমাকে। বিট্রিস আর তার স্বামী এসে গেছে। চকিতে একবার ঘড়ির দিকে তাকালাম। বারোটা বেজে কয়েক মিনিট মাত্র। এত তাড়াতাড়ি ওদের আশা করিনি। ভাবতে লাগলাম কোথাও লুকিয়ে থাকা সম্ভব কিনা, বা জানালা গলে বাগানে নেমে যাওয়া যায় কিনা। তাহলে ফ্রিথ এখানে আমাকে না দেখে ওদের বলতে পারবে, 'ম্যাডাম নিশ্চয়ই বাইরে কোথাও গেছেন।' ব্যাপারটা মোটেই অস্বাভাবিক মনে হবে না ওদের কাছে, এই সুযোগে আমি একটু মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিতে পারব।

প্রায় ছুটে গিয়ে একটা জানালা খুলে ফেললাম। গরাদ নেই জানালার। হ্যাঁ, এখান দিয়ে নেমে যাওয়া যায় টেরেসে, সেখান থেকে বাগানে। লাফ দিয়ে জানালায় উঠবার জন্যে তৈরি হচ্ছি এই সময় সেদিক থেকেই ভেসে এল গলার আওয়াজ। হলঘর দিয়ে না এসে বাগানের দিক দিয়ে আসছে ওরা। নিশ্চয়ই ফ্রিথ বলেছে, আমি মর্নিং রুমে আছি। তাই আর হল, ড্রইংরুম পার হয়ে আসার ঝামেলা পোহাতে চায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিটকে ঘরের মাঝখানে চলে এলাম আমি। কী করব কিছু বুঝতে পারলাম না কয়েক মুহূর্ত। তারপর আতঙ্কের ঘোরে ছুটলাম দিগ্বিদিক জ্ঞান হারিয়ে। প্রথমে ড্রইংরুমে। সেখান থেকে হলের দিকে না গিয়ে পাশের একটা দরজা পেরিয়ে দীর্ঘ এক পাথরের করিডরে। কী করছি সে সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই আমার। ছুটে চললাম উর্ধ্বশ্বাসে। কিছুদূর যাওয়ার পর বুঝতে পারলাম, বাড়ির পেছন দিকে চলে এসেছি আমি। প্যাসেজের শেষ মাথায় সিঁড়ি। কোন দিকে না তাকিয়ে উঠতে শুরু করলাম সিঁড়ি বেয়ে। ওপরে উঠে একটা দরজা পেরোতেই আবার দীর্ঘ করিডর। আগে কখনও আসিনি এখানে। অনেকটা পুব দিকের মতই তবে অনেক বেশি প্রশস্ত আর অন্ধকার।

একটু ইতস্তত করে বাঁয়ে মোড় নিলাম। কিছুদূর যেতেই আবার সিঁড়ি। প্রায় অন্ধকার। কোন সাড়াশব্দ নেই আশেপাশে। উঠে গেলাম সিঁড়ি বেয়ে। একটা দরজা দেখলাম সামনে। খুলে ফেললাম ওটা। অন্ধকার কামরা একটা। দরজার কাছাকাছি দু'একটা আসবাব দেখতে পেলাম অস্পষ্টভাবে। সবগুলো সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে রাখা। কেমন একটা আধিভৌতিক চেহারা নিয়েছে আসবাবগুলো। বন্ধ করে দিলাম আবার দরজাটা। এগিয়ে গেলাম করিডর ধরে।

করিডরের শেষ মাথায় পৌঁছে শুনতে পেলাম অদ্ভুত এক শোঁ শোঁ আওয়াজ। খুব জোরে নয়, তবে আস্তেও নয়। দাঁড়িয়ে কান পাতলাম আমি। নিশ্চয়ই সমুদ্রের গর্জন! তার মানে ম্যানডারলের পশ্চিম অংশে চলে এসেছি। মিসেস ড্যানভারস ঠিকই বলেছিল। সাগরকে শোনাও যায় এখান থেকে। কিন্তু শোনা যাক আর দেখা যাক, জায়গাটাকে আমার প্রাণহীন ভুতুড়ে বাড়ি মনে হলো। এর চেয়ে অনেক অনেক ভাল আমার পুব দিক। আর যা-ই হোক, আলো আছে ওখানে। নিচে তাকালেই বাগান, লন।

যথেষ্ট হয়েছে, আর না। ভুল করে পশ্চিম দিকে এসে পড়েছি, এবার ফিরতে হবে। ঘুরে এগোলাম সিঁড়ির দিকে। তারপরই মুখোমুখি হয়ে গেলাম তার। কখন যে নিঃশব্দে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়িয়েছে মিসেস ড্যানভারস টের পাইনি।

কয়েক সেকেণ্ড নীরবে একে অন্যের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমরা। আমি মেয়েলোকটার চোখের ভাষা পড়ার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বুঝতে পারলাম না কী সেখানে লুকিয়ে আছে—রাগ না ঘৃণা না কৌতূহল? আমিই কথা বললাম প্রথমে।

'পথ হারিয়ে ফেলেছি। আমার ঘরে যেতে চাইছিলাম।'

'কিন্তু আপনি তো উল্টো দিকে এসে পড়েছেন,' বলল মিসেস ড্যানভারস। 'এটা বাড়ির পশ্চিম অংশ।'

'হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি।'

'কোন ঘরে ঢুকেছিলেন?'

'না,' আমি জবাব দিলাম। 'একটা দরজা খুলেছিলাম, ভেতরে ঢুকিনি। ঘরটা এমন অন্ধকার!'

'আপনি যদি দেখতে চান এদিককার ঘরগুলো, আমি খোলার ব্যবস্থা করতে পারি। প্রত্যেকটা ঘর একদম সাজানো গোছানো আছে, ইচ্ছে করলে এক্ষুণি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহার করা যায়।'

'না, না, তেমন কিছু আমি ভাবিনি।'

'তাহলে বোধহয় দেখতে চান ভাল করে?'

মাথা নাড়লাম আমি। 'না, না। আমি যাই, নিচে।'

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম আমি। মিসেস ড্যানভারসও আসতে লাগল পাশে পাশে। মনে হলো, আমি যেন কয়েদী, ও কারারক্ষী; আমাকে আটকানোর জন্যে নিয়ে চলেছে।

'যখন ইচ্ছে হবে, আমাকে শুধু বলবেন, আমি এদিককার ঘরগুলো সব ঘুরিয়ে দেখাব আপনাকে।'

আমি যত এড়াতে চাইছি, মিসেস ড্যানভারস ততই এ প্রসঙ্গে কথা বলছে। সুপরিকল্পিত ভাবে আমাকে মানসিক অশান্তিতে ভোগাতে চাইছে নাকি মহিলা?

'আজ সকালেই একবার ভেবেছিলাম দেখাব,' আবার বলল সে, 'কিন্তু আপনি ব্যস্ত ছিলেন চিঠি লেখায়। পরে কখনও হাতে কাজ না থাকলে বলবেন, ফোন করলেও হবে; আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব সব।'

সিঁড়ির নিচে পৌঁছে গেছি। প্যাসেজ ধরে হাঁটতে হাঁটতে বললাম:

'ঠিক আছে, মিসেস ড্যানভারস। যখন ইচ্ছে হবে জানাব তোমাকে।' আড়চোখে একবার তাকিয়ে দেখলাম তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছে সে। হঠাৎ বলল:

'কী করে পথ ভুল করলেন বুঝতে পারছি না। পশ্চিম দিকের দরজাগুলো সব অন্যরকম এদিককার চেয়ে।'

'এদিক দিয়ে আসিনি আমি,' ওর দিকে না তাকিয়ে জবাব দিলাম।

'তাহলে বোধহয় পেছন দিক দিয়ে এসেছেন, পাথরের প্যাসেজ ধরে।'

'হ্যাঁ,' বললাম আমি। 'পেছন দিক দিয়ে কিনা জানি না, তবে একটা পাথরের প্যাসেজ ধরেই এসেছি।'

আবার আড়চোখে তাকালাম। আগের মতই শকুনীর দৃষ্টিতে দেখছে আমাকে মিসেস ড্যানভারস। হলে নামার সিঁড়ির মুখে এসে বলল:

'মিসেস ল্যাসি আর মেজর ল্যাসি এসে বসে আছেন।'

'ও!' অম্লান বদনে আমি বললাম, 'আমি টের পাইনি।'

'ফ্রিথ বোধহয় ওঁদের মর্নিং রুমে নিয়ে গেছে। চিনে যেতে পারবেন তো?'

'পারব, মিসেস ড্যানভারস। আর অসুবিধা হবে না।'

নিজের ঘরে বা অন্য কোথাও যাওয়ার আশা এখন বাতুলতা। সিঁড়ি দিয়ে নেমে মর্নিং রুমের দিকে এগোলাম। ড্রইং রুমে ঢোকার আগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম একবার। মিসেস ড্যানভারস এখনও দাঁড়িয়ে আছে সিঁড়ির মাথায় অশুভ এক সান্ত্রীর মত। চোখে ওর সেই তীক্ষ্ণ শীতল দৃষ্টি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছয়

মর্নিং রুমের বাইরে এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি দরজার হাতল ধরে। ভেতর থেকে কথাবার্তার আওয়াজ ভেসে আসছে। ম্যাক্সিমের গলাও শুনতে পেলাম। তারমানে ও ফিরে এসেছে বাইরে থেকে। নিশ্চয়ই ওর এজেন্ট ক্রলিকে নিয়ে এসেছে। এতগুলো অপরিচিত মানুষের সামনে দাঁড়াতে হবে। বুকের ভেতর দুরু দুরু করতে লাগল। ছোট বেলায় বাইরের কারও সাথে শেকহ্যাণ্ড করার জন্যে যখন ডাকা হত তখন যেমন অনুভূতি হত ঠিক তেমন।

অবশেষে সব দ্বিধা সঙ্কোচ কাটিয়ে খুলে ফেললাম দরজা।

'এই যে এসেছে,' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল ম্যাক্সিম। 'কোথায় লুকিয়ে ছিলে? আমরা তো এদিকে সার্চ পার্টি পাঠানোর কথা ভাবতে শুরু করেছি। এই যে বিট্রিস, আমার বোন—'

বিট্রিস লম্বা, চওড়া কাঁধ, সুন্দরী। ম্যাক্সিমের চেয়ে বছর তিনেকের বড়। বেশ মিল আছে ভাই বোনের চেহারায়। একটা ব্যাপার দেখে বেশ স্বস্তি অনুভব করলাম আমি, যতটা স্মার্ট ভেবেছিলাম ততটা নয় বিট্রিস। সরাসরি আমার চোখের দিকে তাকিয়ে শেকহ্যাণ্ড করল। তারপর ম্যাক্সিমের দিকে ফিরে বলল:

'যা আশা করেছিলাম তার থেকে একদম অন্য রকম। তোর বর্ণনার সঙ্গে কোন মিলই নেই।'

সবাই হেসে উঠল। আমিও যোগ দিলাম, হাসিটা আমার পক্ষে না বিপক্ষে না বুঝেই।

'আর এ জাইল্‌স, আমার ভগ্নীপতি,' বলল ম্যাক্সিম।

বিশাল একটা থাবা বাড়িয়ে দিলেন জাইল্‌স। আমার হাত হারিয়ে গেল তার ভেতর।

'ফ্র্যাঙ্ক ক্রলি,' এজেন্টের দিকে তাকিয়ে বলল ম্যাক্সিম। রোগা পটকা, একটু ফ্যাকাসে লোকটা। চোখ দেখে মনে হলো আমাকে দেখে বেশ স্বস্তি বোধ করছে সে। কিন্তু কেন, বুঝতে পারলাম না। মৃদু হেসে করমর্দন করলাম ওর।

'ম্যাক্সিমের কাছে শুনলাম, মাত্র কাল রাতে তোমরা এসেছ,' বলল বিট্রিস।

'হ্যাঁ, আমি জবাব দিলাম।'

'এত তাড়াতাড়ি তোমরা ম্যানডারলেয় চলে আসবে আমরা কেউ ভাবিনি। কেমন মনে হচ্ছে ম্যানডারলেকে?'

'এখনও তো ভাল করে দেখিইনি পুরোটা। তবে সুন্দর নিঃসন্দেহে।'

যেমন আশা করেছিলাম, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে ও আমাকে। তবে সরাসরি, কোন লুকোছাপা নেই মিসেস ড্যানভারসের মত। দেখবেই তো, ও ম্যাক্সিমের বোন, ওর অধিকার আছে আমাকে বিচার করার।

ম্যাক্সিম আমার পাশে এসে দাঁড়াল আমার কাঁধে হাত রেখে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তোকে বেশ ভাল দেখাচ্ছে এখন,' ওকে বলল বিট্রিস। 'যা একখানা চেহারা হয়েছিল সেসময়। এজন্যে বোধহয় তোমাকে ধন্যবাদ জানানো উচিত আমাদের,' আমার দিকে তাকিয়ে শেষ করল সে।

'আমার শরীর সব সময়ই ভাল।' উষ্মা প্রকাশ পেল ম্যাক্সিমের কণ্ঠে। 'জীবনে কোনদিন অসুখ হয়নি। তোমার তো মনে হয় জাইলসের মত মোটা না হলেই মানুষটা অসুস্থ।'

'এখন যা-ই বলিস, আমাদের মত তুইও জানিস ছ'মাস আগে তোর চেহারা কেমন হয়েছিল। আমি তো ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। জাইল্‌স, তুমিই বলো, ঠিক বলছি কি না?'

'আঁ—সত্যি কথা বলতে কি, সত্যিই তোমাকে এখন অন্যরকম দেখাচ্ছে, ভাই ম্যাক্সিম। কিছুদিন বাইরে কাটিয়ে এসে ভাল করেছ। তাই না, ক্রলি?'

আমার কাঁধে ম্যাক্সিমের হাতটা শক্ত হয়ে যেতে বুঝলাম প্রসঙ্গটা ওর পছন্দ হচ্ছে না। রাগ সামলানোর চেষ্টা করছে।

'আপনারা কত দূরে থাকেন?' আমি উঠে গিয়ে বিট্রিসের পাশে বসতে বসতে বললাম। 'খুব ভোরে রওনা হতে হয়েছে?'

'না। পাশের কাউন্টিতেই থাকি আমরা। এখান থেকে মাইল পঞ্চাশেক, ট্রোচেস্টারের ওপাশে। প্রচুর শিকার পাওয়া যায় আমাদের ওখানে। সুযোগ পেলে এসে থেকো কিছুদিন। সবাই মিলে শিকারে যাওয়া যাবে।'

'আমি তো শিকারের কিছু জানি না,' আমি বললাম, 'ছোট বেলায় ঘোড়ায় চড়তে শিখেছিলাম—তা-ও খুব সামান্য। এখন তার কিছুই প্রায় মনে নেই।'

'তাতে কী? আবার শিখে নেবে,' বলল বিট্রিস, 'ঘোড়ায় চড়তে না জানলে তো গ্রামে থাকতে পারবে না। সময় কাটাবে কী করে? ম্যাক্সিম বলছিল তুমি ছবি আঁকো। ভাল, কিন্তু ওতে কোন ব্যায়াম আছে? বৃষ্টি বাদলার দিনে, যখন হাতে কোন কাজ থাকে না তখন ছবি আঁকবে, অন্য সময় বেরিয়ে পড়বে ঘোড়ায় চেপে।'

'দেখ, বিট্রিস, দুনিয়ার সবাই তোমার মত মুক্ত বাতাসের পাগল না,' ম্যাক্সিম বলল।

'তোর সাথে কথা বলছি না আমি। কে না জানে ম্যানডারলের বাগানে হাঁটতে পারলেই খুশি তুই? আর কোন শারীরিক পরিশ্রম করেছিস জীবনে?'

'আমিও হাঁটতে পছন্দ করি,' তাড়াতাড়ি আমি বললাম। 'ম্যানডারলের বাগানে হাঁটতে কখনও ক্লান্ত হব না আমি। আরেকটা জিনিস আমি পছন্দ করি, সাঁতার কাটা। গরমের সময়—'

'এখানে না,' আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলল বিট্রিস। 'এখানকার পানি ভয়ানক ঠাণ্ডা। সাঁতার কাটতে আমারও মন্দ লাগে না, তবু এখানকার পানিতে ক'দিন নেমেছি হাতে গুনে বলে দিতে পারব।'

'ঠাণ্ডায় খুব একটা অসুবিধা হবে না আমার, স্রোত বেশি না থাকলেই হলো। এখানকার সাগরে নামা নিরাপদ তো?'

কেউ জবাব দিল না। তারপর হঠাৎই বুঝতে পারলাম কী বলে ফেলেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হৃৎস্পন্দন দ্রুত হয়ে উঠল। না দেখলেও বুঝতে পারলাম গালটা লাল হয়ে গেল আমার।

'উহ, কী ভীষণ খিদে লেগেছে রে বাবা!' ম্যাক্সিমের গলা শুনতে পেলাম। 'লাঞ্চের হলোটা কী আজ?'

'একটা বাজে,' বলল ফ্র্যাঙ্ক ক্রলি, 'অবশ্য ম্যানট্‌লপীস-এর ওই ঘড়ি অনুযায়ী।'

'ওটা সব সময় ফাস্ট থাকে,' বলল বিট্রিস।

'না, ওটা ঠিক করা হয়েছে,' বলল ম্যাক্সিম। 'এখন একদম কাঁটায় কাঁটায় চলে।'

এই সময় খুলে গেল দরজা। ফ্রিথ ঘোষণা করল: লাঞ্চ দেয়া হয়েছে।

লাঞ্চের পর বিট্রিস আর আমি বাগানে হাঁটতে বেরোলাম। প্রথম কিছুক্ষণ কেউ কোন কথা বললাম না।

'এত তাড়াতাড়ি ম্যানডারলেতে না এলেই পারতে তোমরা,' নীরবতা ভাঙল বিট্রিস। 'আরও কয়েক মাস ইটালীতে থাকলে ভাল করতে। ম্যাক্সিমের জন্যে তো ভাল হতই, তোমার জন্যেও হত। কেন জানি না আমার মনে হচ্ছে, প্রথম কিছুদিন বেশ চাপ যাবে তোমার ওপর।'

'না, না, আমার তা মনে হয় না,' বললাম আমি। 'আমি মানিয়ে নিতে পারব ম্যানডারলের সঙ্গে।'

জবাব দিল না বিট্রিস। আবার আমরা নীরবে হাঁটতে লাগলাম সবুজ লনের ওপর দিয়ে।

'তোমার সম্পর্কে কিছু বলো,' অবশেষে বলল বিট্রিস। 'মণ্টি কার্লোতে কী করছিলে? ম্যাক্সিম বলছিল অসহ্য এক আমেরিকান মহিলার সাথে নাকি থাকতে?'

মিসেস ভ্যান হপার সম্পর্কে যতটুকু জানি বললাম। কেন আমি তাঁর সঙ্গী হয়েছিলাম ব্যাখ্যা করলাম।

'তারপর দেখা হলো ম্যাক্সিমের সাথে, এবং এত তাড়াতাড়ি সব ঘটে গেল,' শেষ করলাম আমি।

'হ্যাঁ,' বলল বিট্রিস, 'সত্যিই খুব তাড়াতাড়ি ঘটে গেছে। এতবড় একটা ব্যাপার এমন তড়িঘড়ি ঘটে যাওয়া উচিত হয়নি। যা হোক, তুমি নিশ্চয়ই খুশি হয়েছ? আশা করি সুখীও হবে।'

'আশা করি!' কেন একথা বলল? 'আমি জানি তোমরা সুখী হবে' কেন বলল না? আমাদের সুখী হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ আছে ওর? কিসের সন্দেহ?—মুহূর্তের মধ্যে এতগুলো প্রশ্ন উঁকি দিল আমার মনে। কোনটারই সদুত্তর পেলাম না।

'ধন্যবাদ, বিট্রিস,' কোনমতে জবাব দিলাম আমি। 'অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

'ম্যাক্সিম যখন লিখেছিল,' বলে চলল বিট্রিস, 'মণ্টি কার্লোয় তোমাকে আবিষ্কার করেছে এবং তুমি সবে কৈশোর পেরোনো তরুণী, সুন্দরী; সত্যি কথা বলতে কী, তোমার সামনেই বলছি, আমি দুঃখই পেয়েছিলাম। ভেবেছিলাম উগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আধুনিকা রঙচঙ মাখা ফুরফুরে কোন প্রজাপতি হবে নিশ্চয়ই। কিন্তু লাঞ্চের আগে যখন মর্নিং রুমে ঢুকলে, আমি একেবারে ধরাশায়ী হয়ে গেলাম। যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে একেবারে অন্যরকম তুমি।'

আমার দিকে তাকিয়ে হাসল ও। ভদ্রতা করে আমিও হাসলাম একটু। কিন্তু বুঝতে পারলাম না 'ধরাশায়ী' বা 'অন্যরকম' বলে ও কী বোঝাতে চাইল? আমাকে দেখে হতাশ হয়েছে না স্বস্তি পেয়েছে?

আমার হাত ধরল বিট্রিস। তারপর আবার বলতে লাগল:

'বেচারা ম্যাক্সিম, কী যে ভয়ঙ্কর সময় পার হয়ে আসতে হয়েছে ওকে! আশাকরি ওই দিনগুলোর স্মৃতি ওর মন থেকে মুছে দিতে পারবে তুমি।' আবার আমি সন্দেহের সুর শুনতে পেলাম ওর কণ্ঠস্বরে।

'এর মধ্যে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছ, বা শুনেছ ম্যাক্সিমের কাছে,' বলে চলল বিট্রিস, 'আমাদের স্বভাবে কোন মিল নেই। আমি বেশি কথা বলি, যা ভাবি তা-ই বলি; এবং খোলাখুলি, কোন রকম রাখ ঢাক না করেই বলি। কিন্তু ম্যাক্সিম একেবারে অন্য রকম। বড্ড চাপা, শান্ত। ওর মনের ভেতর কখন কী ভাবনা খেলা করে বেড়াচ্ছে মুখ দেখে বুঝতে পারবে না। আমি সামান্য কারণে রেগে যাই। ম্যাক্সিম সহজে রাগে না। কিন্তু যখন রাগে—ওহ! একেবারে উন্মাদ হয়ে ওঠে। হিতাহিত জ্ঞান থাকে না। আমার মনে হয় না, স্বভাবের ওই দিকটা ও কখনও দেখাবে তোমাকে। তোমার মত ছোট্ট মিষ্টি মেয়ে ক'টা আছে দুনিয়ায়?'

মৃদু হাসল ও আমার দিকে তাকিয়ে। আলতো করে একটা চিমটি দিল আমার বাহুতে। অদ্ভুত এক প্রশান্তিতে ভরে গেল আমার মন। এই বিট্রিসের মুখোমুখি হতে হবে ভেবে কি ভয়টাই না পেয়েছিলাম!

এরপর কিছুক্ষণ আমার পোশাক আশাক, চুলের ধরন, হ্যাট ইত্যাদি নিয়ে বিরক্তি প্রকাশ করল ও। চুল এভাবে ছেড়ে রেখেছ কেন? এভাবে কাটিয়েছ কেন? ওভাবে বেঁধে রাখতে পারোনি? কী একখানা হ্যাট মাথায় দিয়েছ, আজকাল কেউ পরে এমন? আসার আগে এক সপ্তাহ লণ্ডনে ছিলে শুনেছি, একটা ভাল কাপড় তোমাকে কিনে দিতে পারেনি ম্যাক্সিম?—এই ধরনের সব কথা। যেগুলোর জবাব দেয়া যায় দিলাম; অন্যগুলোর সময় বিব্রত মুখে চুপ করে রইলাম!

'ও তো এমন ছিল না,' বলল বিট্রিস; 'স্ত্রীর প্রয়োজন অপ্রয়োজনের দিকে নজর রাখত সব সময়।'

'তাই?' আমি বললাম, 'এই ক'দিনে তেমন কিছু বুঝতে পারিনি তো। আমি কী পরি না পরি ও খেয়াল করে বলে মনে হয়নি কখনও।'

'ও! তাহলে বোধহয় বদলে গেছে ও।'

আবার নীরবতা আমাদের ভেতর।

'তোমরা পশ্চিম দিকটায় থাকছ না, তাই না?' কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করল বিট্রিস।

'না,' আমি বললাম, 'পুব দিকে আছি আমরা। আমরা থাকব বলে এদিকের ঘরগুলো নতুন করে সাজানো হয়েছে।'

'জানতাম না তো! কেন?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ম্যাক্সিমের ইচ্ছা। পুবদিকটাই ওর পছন্দ।'

আর কিছু বলল না বিট্রিস এ প্রসঙ্গে। আপন মনে শিস দিতে লাগল ও। তারপর হঠাৎ আমার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল:

'মিসেস ড্যানভারসকে কেমন মনে হচ্ছে?'

'মনে হওয়ার মত আলাপ পরিচয় এখনও হয়নি। তবে মহিলার সামনে আমার কেমন একটু ভয় ভয় লাগে। এমন ঠাণ্ডা, গম্ভীর মেয়েমানুষ আর দেখিনি।'

'তা ঠিক। তবে ওকে ভয় পাওয়ার কিছু নেই, যদি পাও-ও ওকে টের পেতে দিও না।'

আমি চুপ করে রইলাম।

'তোমার সাথে কোন দুর্ব্যবহার করেনি তো?' জিজ্ঞেস করল বিট্রিস।

'না…না…তবে খুব সুব্যবহারও করেনি।'

'হুম! তোমার জায়গায় আমি হলে যতটা সম্ভব দূরে থাকতাম ওর কাছ থেকে। যদি ইচ্ছে করে, ও তোমার জীবন দুর্বিষহ করে দিতে পারে। অবশ্য প্রথম প্রথম। কিছু দিন গেলে, বাড়ির কর্তৃত্ব তোমার হাতে চলে এলে ও আপনিই সামলে নেবে। আসলে ও ভীষণ ঈর্ষাপরায়ণ।'

'ঈর্ষাপরায়ণ! কেন? ও আমাকে ঈর্ষা করবে কেন? ম্যাক্সিম ওকে পছন্দ করে' এমন কোন লক্ষণ তো দেখিনি।'

'বোকা মেয়ে! ম্যাক্সিমকে নিয়ে ও ভাবছে না। ম্যাক্সিমকে ও শ্রদ্ধা করে। অবশ্য মনিবকে যতটা করা দরকার ততটা, তার চেয়ে বেশি না। আসলে—আসলে তোমার এখানে আসাটা ও বোধহয় মেনে নিতে পারছে না।'

'কেন! কেন মেনে নিতে পারছে না?'

'ম্যাক্সিম বলেনি তোমাকে? ও স্রেফ পূজা করত রেবেকাকে।'

আবার রেবেকা! রেবেকার ছায়া আমার পিছু ছাড়বে না কিছুতেই? দম বন্ধ হয়ে আসার অনুভূতি হলো আমার, অনেক কষ্টে সামলে নিয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললাম:

'ও! এখন বুঝতে পেরেছি!'

এই সময় ম্যাক্সিম, জাইলস আর ফ্র্যাঙ্ক ক্রলি বাগানে এল। ওদের দেখেই বিট্রিস বলল:

'চলো কোন গাছের নিচে বসি কিছুক্ষণ। চেয়ার দিতে বলো কাউকে।'

'আপনারা বসুন, আমি এবার বিদায় নেব,' বলল ক্রলি। 'আমার একটু কাজ আছে।'

'মাঝে মাঝে আসবেন, খুশি হব,' সৌজন্য দেখালাম আমি।

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই।'

চলে গেল ফ্র্যাঙ্ক ক্রলি। ফ্রিথ আর তার এক সহকারী চেয়ার দিয়ে গেল একটা চেস্টনাট গাছের নিচে। আমরা বসে গল্প করতে লাগলাম। আমি এখন অনেক সহজ। বিট্রিসের মত মেয়ের কথার পিঠে মন্তব্য করার সাহস পর্যন্ত দেখালাম। আমার মন্তব্য শুনে কেউ হাসল না, বা বিরক্ত হলো না। সোয়া তিনটার দিকে উঠে দাঁড়াল বিট্রিস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এবার আমরা উঠব,' স্কার্ট ঝাড়তে ঝাড়তে বলল সে। 'রাতে কার্টরাইটদের ওখানে দাওয়াত আছে। এখন না বেরোলে দেরি হয়ে যাবে।'

'ভেরা কেমন আছে?' জিজ্ঞেস করল ম্যাক্সিম।

'যেমন থাকে। সারাক্ষণ শরীর নিয়ে খুঁত খুঁতানি। বুড়ো হয়ে যাচ্ছে আসলে। গেলেই তোদের কথা জিজ্ঞেস করবে।'

'ওদের আমার ভালবাসা জানিও।'

জাইলস উঠে দাঁড়ালেন হ্যাট ঝাড়তে ঝাড়তে। ম্যাক্সিম হাই ছেড়ে আড়মোড়া ভাঙল। আমি আকাশের দিকে তাকালাম। সূর্য ঢাকা পড়ে গেছে ধোঁয়াটে মেঘের নিচে।

'বাতাস ছাড়বে মনে হচ্ছে,' ম্যাক্সিম বলল।

'বৃষ্টি না নামে,' বলল বিট্রিস।

'বৃষ্টি নামলে ঝামেলাই হবে,' বললেন জাইলস। 'গাড়ি আস্তে চালাতে হবে।'

গাড়ি-বারান্দার দিকে হাঁটতে লাগলাম আমরা।

'পুব দিকের ঘরগুলো তো দেখনি,' বোনের দিকে তাকিয়ে বলল ম্যাক্সিম। 'একেবারে চেহারাই ফিরে গেছে।'

'চলুন না দেখবেন,' আবদার ধরলাম আমি। 'বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'চলো, দেখেই যাই,' বলল বিট্রিস।

হলে ঢুকলাম আমরা। তারপর সিঁড়ি বেয়ে উপরে। ম্যাক্সিম আর জাইলস আসছেন পেছন পেছন।

এই বাড়িতে জীবনের অনেকগুলো বছর কাটিয়েছে বিট্রিস, ভাবতেই ভীষণ অদ্ভুত মনে হলো আমার। ছোট্ট মেয়েটি যখন ছিল এই সিঁড়ি দিয়েই ওঠা নামা করেছে ওর নার্সের সাথে। এই বাড়িতে জন্মেছে ও, বড় হয়েছে; এ বাড়িকে ও যতখানি জানে আমি বাকি জীবনে তা জানতে পারব কিনা সন্দেহ। এ বাড়িকে ঘিরে কত স্মৃতি লুকিয়ে আছে ওর হৃদয়ে! ফেলে আসা দিনগুলোর কথা এখন আর মনে পড়ে না ওর? মনে পড়লে বুকের ভেতর কোন বেদনা জাগে না?

পৌঁছে গেছি আমাদের ঘরে। দরজা পেরিয়েই জাইলস চিৎকার করে উঠলেন:

'আহ, চমৎকার! দেখেছ, বি, কেমন বদলে ফেলেছে ঘরটা?'

'হ্যাঁ,' বলল বিট্রিস, 'নতুন পর্দা, নতুন বিছানা, সব নতুন। মনে আছে তোমার, জাইলস, আমরা যখন এ ঘরে ছিলাম তখন কেমন বিচ্ছিরি ছিল সব? মা আসলে আরাম আয়েসের দিকে নজরই দিতেন না। আমাদের ম্যাক্সিম বাবুর উন্নতি হয়েছে যাহোক, ঘর গৃহস্থালি নিয়ে ভাবছে একটু আধটু। সত্যি, এ ঘরটাকে যে এমন সুন্দর করে সাজানো যায় কখনও ভাবতে পারিনি। তার ওপর জানালা দিয়ে উঁকি দিলেই গোলাপ বাগান।' ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। 'আমি একটু পাউডার লাগাই মুখে?'

'নিশ্চয়ই, এ আবার জিজ্ঞেস করতে হয় নাকি!' আমি বললাম।

'পাউডার টাউডার মেখে এসো, আমরা নিচে গেলাম,' বললেন জাইলস।

ম্যাক্সিমকে নিয়ে চলে গেলেন উনি। বিট্রিস আয়নার সামনে বসে মুখে পাফ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বুলাতে বুলাতে প্রশ্ন করল:

'এই সব সাজানো গোছানো মিসেস ড্যানভারস করে দিয়েছে?'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম। 'ভালই করেছে আমার মনে হয়।'

'করবে না? এ ব্যাপারে ওর ট্রেনিং আছে তো। কত খরচ হয়েছে কে জানে? তুমি জিজ্ঞেস করোনি?'

'ন-না।'

'খরচের কথা কখনও ভাবে না মিসেস ড্যানভারস।—তোমার চিরুনিটা ব্যবহার করব একটু? আহ্, 'দারুণ তো দেখতে! নিশ্চয়ই বিয়ের উপহার?'

'ম্যাক্সিম দিয়েছে।'

'হুঁ, সত্যিই সুন্দর। আমাদেরও কিছু দেয়া উচিত তোমাকে। বলো কী চাও?'

'আমি—আমি ঠিক জানি না,' বিব্রত কণ্ঠে আমি বললাম। 'এ নিয়ে খামোকা ঝামেলা করার কী দরকার?'

'ভাইয়ের বউকে উপহার দেব তাতে আবার ঝামেলা কী? শোনো, তোমরা দাওয়াত করোনি বলে কি আমি আমার দায়িত্ব পালন করব না?'

'আপনি আশা করি কিছু মনে করেননি। ম্যাক্সিম চাইল বিদেশেই বিয়েটা সারতে।'

'ভালই করেছে। যত যা-ই হোক—' থেমে গেল বিট্রিস। আবার বলল, 'যাকগে এসব। কী ভাবছ তোমরা? প্রায়ই পার্টি দেবে নিচের হলে?'

'আমি ঠিক জানি না। ম্যাক্সিম কিছু বলেনি।'

আমরা নিচে নেমে এলাম। গাড়ি-বারান্দার দিকে এগোতে এগোতে বিট্রিস বলল, 'সময় সুযোগ হলেই আমাদের ওখানে চলে আসবে; কেমন। তুমি অবশ্য শিকার করো না, ঘোড়ায় চড়ো না, তাতে কী, এমনি বেড়াবে। বাড়িতে মানুষজন এলে আমরা খুশিই হই।'

'জি যাব।'

মিস্টার জাইলসের চিৎকার শোনা গেল: 'বি, তাড়াতাড়ি! বৃষ্টির ফোঁটা পড়তে শুরু করেছে।'

বিট্রিস আমার হাত ধরল। দ্রুত ঝুঁকে একটা চুমু খেলো আমার গালে।

'আসি,' বলল সে। 'অনেক আজেবাজে প্রশ্ন করেছি, ক্ষমা করে দিও। সত্যিই যা ভেবেছিলাম তার থেকে একদম অন্য রকম তুমি।'

ব্যাগ খুলে একটা সিগারেট বের করে ঠোঁটে লাগাল বিট্রিস। লাইটার জ্বেলে ধরাল সেটা। তারপর নামতে শুরু করল সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির মাঝামাঝি গিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার।

'রেবেকার চেয়ে একদম অন্য রকম তুমি,' অস্ফুট কণ্ঠে বলে বাকি সিঁড়ি ক'টা নেমে গাড়িতে উঠে পড়ল সে। সাঁ করে গাড়ি-বারান্দা থেকে বেরিয়ে গেল ওদের গাড়ি। ঝির ঝির করে বৃষ্টি নামল এই সময়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সাত

গাড়িটাকে রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখলাম। ম্যাক্সিম এগিয়ে এসে আমার হাত ধরে বলল, 'বাঁচা গেছে। যাও, জলদি কোট টোট কিছু একটা নিয়ে এসো, বেড়াতে বেরোব।'

'এই বৃষ্টির ভেতর!' অবাক কণ্ঠে বললাম আমি।

'হোক বৃষ্টি। বসে থাকতে থাকতে হাত পায় জমে গেল।'

'তাহলে দাঁড়াও, এক ছুটে ওপর থেকে আমার কোটটা নিয়ে আসি।'

'ফ্লাওয়ার রুমে এক গাদা ম্যাকিনটশ আছে, তার একটা পরে নাও। মেয়েমানুষ শোয়ার ঘরে ঢুকলে আধ ঘণ্টার আগে বেরোয় কখনও দেখিনি। রবার্ট! ফ্লাওয়ার রুম থেকে একটা কোট এনে দাও তো মিসেস ডি উইনটারকে।' সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে জ্যাসপারকে ডাকতে লাগল ম্যাক্সিম, 'জ্যাসপার! জ্যাসপার! আয় কুঁড়ের বাদশা, কিছু চর্বি কমিয়ে আসবি।' জ্যাসপার ছুটে এসে ওর চারপাশে লাফাতে লাগল। সেই সাথে ঘেউ ঘেউ তারস্বরে।

'চুপ, গর্দভ।' বলল ম্যাক্সিম। 'রবার্ট! কী হলো? এতক্ষণ লাগে একটা কোট আনতে?'

ছুটতে ছুটতে এল রবার্ট একটা রেইনকোট নিয়ে। তাড়াতাড়ি ওটা পরে নিলাম আমি। কলারটা উঠিয়ে দিতে দিতে নেমে গিয়ে যোগ দিলাম ম্যাক্সিমের সাথে। লনের ওপর দিয়ে বনের দিকে এগোলাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ চলার পর ম্যাক্সিম জিজ্ঞেস করল, 'কেমন লাগল বিট্রিসকে?'

'ভাল, আমি বললাম। 'আমাকে মনে হয় পছন্দই করেছে।'

'লাঞ্চের পর বাগানে কী আলাপ হলো তোমাদের?'

'তেমন কিছু না। আমিই বেশিরভাগ বকর বকর করেছি। মিসেস ভ্যান হপার কেমন মহিলা, তোমার সাথে আমার কী করে দেখা হলো—এই সব আর কি। ও বলছিল, ও যা ভেবেছিল আমি নাকি তার থেকে একদম আলাদা।'

'মানে! ও আশা করেছিল কী!'

'বোধহয় অনেক স্মার্ট, কেতাদুরস্ত—ওর ভাষায় ফুরফুরে প্রজাপতি জাতীয় কাউকে।'

এক মুহূর্ত কিছু বলল না ম্যাক্সিম। ঝুঁকে একটা ডাল কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়ে দিল জ্যাসপারের দিকে।

'বিট্রিস মাঝে মাঝে এমন বোকার মত কথা বলে,' বলল সে।

আবার আমরা নীরবে এগিয়ে চললাম। বিট্রিসের কথাগুলো আসা যাওয়া করছে মনের ভেতর। ম্যাক্সিমের হাত ধরলাম আমি। জিজ্ঞেস করলাম:

'আমার চুল তোমার পছন্দ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবাক হয়ে আমার দিকে তাকাল ও। 'তোমার চুল! হঠাৎ এ প্রশ্ন? নিশ্চয়ই পছন্দ। কেন কী হয়েছে?'

'না, এমনি জানতে ইচ্ছে হলো।'

'পাগল!'

বনের ভেতর একটা ফাঁকা জায়গায় পৌঁছুলাম আমরা। রাস্তা এখানে ভাগ হয়ে দু'দিকে চলে গেছে। জ্যাসপার কোন দিকে না তাকিয়ে ডানের পথ ধরল। অমনি খেঁকিয়ে উঠল ম্যাক্সিম:

'ওদিকে না, গর্দভ! আয়, আয়, এদিকে!'

দাঁড়িয়ে পড়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল কুকুরটা। লেজ নাড়তে লাগল, কিন্তু ফিরে এল না।

'ওদিকে যেতে চাইছে কেন?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'বোধহয় অভ্যাসবশত।' সংক্ষিপ্ত জবাব ম্যাক্সিমের। 'ওদিকে ছোট্ট একটা খাঁড়ি আছে, ওখানে একটা বোট-হাউস আছে আমাদের। আয়, আয়, জ্যাসপার!'

বামের পথ ধরলাম আমরা। তারপর আবার এগিয়ে চলা, আগের মতই নিঃশব্দে। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, জ্যাসপার আসছে পেছন পেছন।

'এই পথে গেলে সেই উপত্যকায় পৌঁছাব,' কিছুক্ষণ পর বলল ম্যাক্সিম। 'তোমাকে বলেছি না ওটার কথা? দেখ, আযালিস-এর (এক ধরনের ফুল) গন্ধ পাবে।'

আমি কিছু বললাম না। চুপচাপ হেঁটে চললাম।

বৃষ্টি থেমে গেছে, কিন্তু পানির ফোঁটা গাছের ডাল থেকে, পাতা থেকে এখনও টুপ টুপ করে পড়ছে আমাদের চারপাশে। মুখ নিচু করে হাঁটছি আমি। হঠাৎ শুনলাম ম্যাক্সিমের গলা:

'দেখ।'

চোখ তুলতেই অবাক হয়ে গেলাম আমি। এক পাহাড়ের পাদদেশে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। গাছ পালার ফাঁকে ফাঁকে পাহাড়টার গা বেয়ে উঠে গেছে সরু পথ। পথের দু'ধারে আযালিস, রডোডেনড্রনের ঝোপ। অসংখ্য ফুল ফুটে আছে প্রতিটা গাছে।

'আমরা এটাকে হ্যাপি ভ্যালি বলি,' বলল ম্যাক্সিম।

হ্যাপি ভ্যালির অপরূপ রূপ দেখলাম কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। তারপর আবার এগিয়ে চললাম। যত এগোচ্ছি বনপথ ততই সরু হচ্ছে। দু'পাশের ঝোপ ঝাড় চেপে আসছে। বড় গাছগুলো মাথা ছাড়িয়ে উঠে খিলানের চেহারা নিয়েছে। চারপাশে ফুলের ছড়াছড়ি। আযালিস-এর মিষ্টি গন্ধে ভরে আছে বাতাস। লম্বা করে শ্বাস টেনে সেই গন্ধে বুক ভরে নিচ্ছি আমরা। তারপর একটা বাঁক ঘুরতেই, কী আশ্চর্য! উপত্যকা আমাদের পেছনে চলে গেছে। সামনে ছোট্ট একটা উপসাগর বা খাঁড়ি। পায়ের নিচে নুড়ি বিছানো সৈকত। তার ওপাশে নীল সাগর, শান্ত ঢেউ এসে ভেঙে পড়ছে সৈকতে।

'কী সুন্দর!' খুশিতে বাচ্চা মেয়ের মত বলে উঠলাম আমি।

'খুব অবাক হয়েছ, তাই না?' মৃদু হেসে বলল ম্যাক্সিম। 'সবাই হয়। মোড়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিতেই এমন হঠাৎ এটা ভেসে ওঠে চোখের সামনে!'

মুহূর্তে আমরা উচ্ছল হয়ে উঠলাম। হাত ধরাধরি করে ছুটে গেলাম সাগরের কাছে। নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে ছোঁড়াছুঁড়ি করলাম। জোয়ার আসছে তখন। হঠাৎ দেখি জোয়ারে ভেসে আসা একটা কাঠ ঢেউয়ের দোলায় দুলতে দুলতে ভাসছে পানির কিনারে। দু'জন গিয়ে ওটাকে তুলে নিয়ে এলাম সৈকতের অনেক ওপরে, পানির ধরা ছোঁয়ার বাইরে। কাঠটা নামিয়ে রেখে হেসে ফেললাম আমাদের ছেলেমানুষী দেখে। কেন আনলাম ওটা? কী কাজে লাগবে? ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ খেয়াল হলো, জ্যাসপারকে দেখছি না। ঘাড় ঘুরিয়ে সৈকতের চার পাশে দেখলাম। নেই, উদ্বিগ্ন চোখে ছোট্ট খাঁড়িটার মুখে তাকালাম।

'না,' ম্যাক্সিম বলল, 'পড়ে গেলে আমরা দেখতে পেতাম। জ্যাসপার! জ্যাসপার! কোথায় তুই!'

'হ্যাপি ভ্যালিতে ফিরে যায়নি তো?' আমি বললাম।

'এক মিনিট আগে ওই পাথরটার কাছে দেখেছি। মরা একটা সীগাল শুঁকছিল।'

উপত্যকার দিকে এগোলাম আমরা। ম্যাক্সিম চিৎকার করে ডাকছে:

'জ্যাসপার! জ্যাসপার!'

হঠাৎ দূর থেকে কুকুরের ডাক ভেসে এল একটা। মনে হলো সৈকতের ডান পাশের ছোট্ট টিলাটার ওপাশ থেকেই এল।

'শুনেছ?' ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে বললাম। 'ওই টিলার ওপাশে চলে গেছে। ডেকে আনি।'

দৌড়ালাম আমি টিলাটার দিকে।

'চলে এসো!' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল ম্যাক্সিম। 'চলে এসো! ওদিকে যাওয়ার কোন দরকার নেই। বেয়াড়া কুকুর নিজেই ফিরে আসবে।'

টিলার গোড়ায় পৌঁছে গেছি আমি ততক্ষণে। ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম সেখান থেকে।

'চলে এসো!' আবার চিৎকার করল ম্যাক্সিম।

'বেচারা যদি পড়ে গিয়ে থাকে?' আমি বললাম। 'তুমি দাঁড়াও, আমি নিয়ে আসছি।' আবার শুনতে পেলাম জ্যাসপারের ডাক। 'ওই শোনো! নিশ্চয়ই পড়ে গেছে!' বলে টিলার পিছল গা বেয়ে উঠতে শুরু করলাম আমি।

'না, যেও না! যেও না ওদিকে! নিজেই ফিরে আসবে। পথ চেনা আছে ওর।'

আমি না শোনার ভান করে উঠতেই লাগলাম পাথরের খাঁজে খাঁজে পা বাধিয়ে। টিলার চূড়ায় পৌঁছুলাম। এখনও সেরকম চিৎকার করছে ম্যাক্সিম। গলার স্বরে আতঙ্ক।

'যেও না! যেও না! নেমে এসো! নিজেই ফিরে আসবে জ্যাসপার!'

ওর কথায় কান না দিয়ে আমি নামতে শুরু করলাম। অদ্ভুত এক উত্তেজনা বোধ করছি এই টিলা ডিঙানোর ভেতর। মনে হচ্ছে সত্যিকারের পাহাড় ডিঙাচ্ছি।

অবাক হয়ে লক্ষ করলাম, টিলার এপাশে আরেকটা খাঁড়ি। ওপাশেরটার মতই ছোট। সরু এক চিলতে একটা পাহাড় ঘুরে সাগরের ভেতর ঢুকে গেছে।

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাতে অনেকটা পোতাশ্রয়ের চেহারা নিয়েছে খাঁড়িটা। প্রাকৃতিক পোতাশ্রয়। ঝড় ঝঞ্ঝার সময়ও এখানকার সাগর শান্ত থাকে। একটা বয়া ভাসছে পোতাশ্রয়ের এক ধারে।

এপাশের সৈকতটাও ওপাশের মতই; তবে একটু বেশি ঢালু। ওপাশের মত এপাশেও বনভূমি সৈকতের প্রান্ত পর্যন্ত এগিয়ে এসেছে। বনের সীমানায় ছোট্ট একটা বোট হাউস মত (নাকি কটেজ?)। পাথরের তৈরি।

সৈকতের ওপর এক লোক ঘাড় গুঁজে বসে আছে। লম্বা রাবার বুট আর হ্যাট পরা দেখে জেলে মনে হলো। জ্যাসপার লাফাতে লাফাতে তার চারপাশে ঘুরছে আর ঘেউ ঘেউ করছে। কিন্তু লোকটা ওকে গ্রাহ্যই করছে না। ঝুঁকে বসে আপন মনে মাটি খুঁড়ছে সে।

'জ্যাসপার!' চিৎকার করলাম আমি। 'জ্যাসপার এদিকে এসো!'

মুখ তুলে তাকাল কুকুরটা। লেজ নাড়তে লাগল কিন্তু আমার কথা শুনল না। এগিয়ে গেলাম আমি। আমার পায়ের আওয়াজ পেয়ে মুখ তুলল লোকটা। বেশ একটা ধাক্কা খেলাম মনে মনে। ভাষাহীন দুটো লাল কুতকুতে চোখ মেলে সে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। বোধ বুদ্ধির কোন চিহ্ন নেই সে চোখে। লোকটা পুরো পাগল না হলেও আধ পাগল যে তাতে কোন সন্দেহ রইল না আমার।

'গুড ডে,' বিড় বিড় করে উচ্চারণ করল সে। 'গুড ডে, ম্যাডাম।'

'গুড আফটারনুন,' আমি বললাম।

'শামুক খুঁজছি,' বলল লোকটা। 'সেই সকাল থেকে খুঁড়ছি, একটাও পাইনি।' জামার হাতা দিয়ে চোখ মুছল সে।

'সত্যিই দুঃখের কথা, একটাও পাওনি।'

'এখানে নেই শামুক।'

'জ্যাসপার! এসো! দেরি হয়ে যাচ্ছে আমাদের।'

কী যে হয়েছে কুকুরটার, এবারও আমার কথা যেন শুনতেই পেল না সে। আগের মতই লাফাতে লাফাতে ঘেউ ঘেউ করতে লাগল। লোকটার দিকে ফিরে বললাম:

'দড়ি আছে তোমার কাছে?'

'অ্যাঁ?'

'দড়ি আছে তোমার কাছে?'

'শামুক নেই এখানে। সেই সকাল থেকে খুঁড়ছি, একটাও পাইনি।' হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল সে আমার দিকে তাকিয়ে।

'কুকুরটাকে বাঁধার মত কিছু দরকার,' আমি বললাম। 'বেঁধে না নিলে ও যাবে না মনে হচ্ছে।'

'অ্যাঁ?' নির্বোধের মত হাসল লোকটা।

'হয়েছে, হয়েছে, তুমি তোমার কাজ করো।'

অবাক চোখে আমার দিকে তাকাল সে। একটু ঝুঁকে ইশারা করল জ্যাসপারের দিকে।

'আমি চিনি ওকে,' বলল লোকটা। 'ওই বাড়ি থেকে এসেছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ। আমি ওকে নিয়ে যেতে এসেছি।'

'ও তো আপনার নয়।'

'হ্যাঁ, মিস্টার ডি উইনটারের। আমি ওকে বাড়ি ফিরিয়ে নিতে এসেছি।'

'অ্যাঁ?'

এর সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। আরও কয়েকবার ডাকাডাকি করলাম জ্যাসপারকে। কিন্তু ও তখন বাতাসে উড়তে থাকা একটা পাখির পালকের পেছনে ছুটছে। বোট-হাউসটার দিকে তাকালাম। ওখানে দড়ি থাকতে পারে ভেবে এগিয়ে গেলাম।

জানালাগুলো সব বন্ধ। দরজাটাও। নিশ্চয়ই তালা দেয়া। দড়ি আর তাহলে পাচ্ছি না। মহা ঝামেলা হলো তো কুকুরটাকে নিয়ে। ফিরে যেতে গিয়েও কী মনে হলো, ধরলাম দরজার হাতলটা। ঘোরাতেই খুলে গেল আমাকে অবাক করে দিয়ে। নিচু দরজা। মাথা ঝুঁকিয়ে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। তারপর আবার অবাক।

ভেবেছিলাম সাধারণ নৌকার সাজ সরঞ্জামই দেখব ধুলো জমা অবস্থায়। কিন্তু না, ঘরটা বাস করার মত করে সাজানো গোছানো। টেবিল, চেয়ার, বইয়ের তাক কী নেই? একটা বিছানা পর্যন্ত আছে। একদিকে একটা কাবার্ড। তাতে সাজানো চীনা মাটির কাপ, তশতরী, প্লেট। একটা স্টোভও দেখলাম। এর মানে কী?—ঘরটা ব্যবহার হয়। কেউ থাকে এখানে? কে? সৈকতের ওই আধপাগলাটে লোকটা? কিন্তু একটু ভাল করে লক্ষ করতেই বুঝলাম দু'এক দিন বা সপ্তার ভেতর কেউ এখানে থাকেনি। ধুলোর পুরু আস্তরণ পড়েছে আসবাবপত্রের ওপর। ফায়ার প্লেসটা শূন্য। দু'চারদিনের ভেতর এখানে আগুন জ্বললে নিশ্চয়ই ছাই বা কয়লা থাকত। জানালা দরজার ছিটকিনিগুলোয় মরিচা ধরেছে। তা ছাড়া ঘরটার ভেতর কেমন একটা স্যাঁতসেঁতে গন্ধ। অনেক দিন অব্যবহারে থাকলেই কেবল এমন গন্ধ হয়।

যে জিনিসের জন্যে এসেছিলাম তার কোন চিহ্ন দেখতে পেলাম না চারপাশে তাকিয়ে। অন্য কিছুও নজরে পড়ল না, যা দিয়ে জ্যাসপারকে বাঁধতে পারি। ঘরের অন্য প্রান্তে আরেকটা দরজা। ওটার সামনে গিয়ে খুলে উঁকি দিতেই দেখলাম আরেকটা ঘর। আগেরটার প্রায় সমান। এটার ভেতরেই রয়েছে নৌকার সাজ সরঞ্জাম—দাঁড়, বৈঠা, পাল, দড়িদড়া, রঙের কৌটা। একটা শেলফের ওপর জং ধরা একটা ছুরি দেখতে পেলাম। ওটা দিয়ে খানিকটা দড়ি কেটে নিয়ে বেরিয়ে এলাম বাইরের ঘরে। সেখান থেকে সৈকতে।

লোকটা এখন আর খুঁড়ছে না। আমাকে দেখছে। জ্যাসপার শান্তভাবে বসে আছে ওর পাশে। সে-ও তাকিয়ে আমার দিকে।

'পেয়েছি দড়ি,' লোকটার উদ্দেশ্যে বলে জ্যাসপারকে ডাকলাম, 'জ্যাসপার, এসো! এসো আমার কাছে!'

বাধ্য ছেলের মত এবার কাছে এসে দাঁড়াল জ্যাসপার। ঝুঁকে ওর গলায় বেঁধে দিলাম রশির এক প্রান্ত। সোজা হয়ে লোকটার দিকে ফিরে বললাম:

'আসি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওর সেই কুতকুতে নির্বোধ চোখ মেলে আমার দিকে স্থির তাকিয়ে থেকে মাথা ঝাঁকাল সে। তারপর অনেকটা আপন মনে বলল:

'আপনি ওই ঘরে ঢুকেছিলেন, আমি দেখেছি!'

'হ্যাঁ। তাতে কী?—মিস্টার ডি উইনটার কিছু মনে করবেন না।'

'উনি আর ওখানে যান না।'

'কে? মিস্টার ডি উইনটার?'

'না, মিসেস।'

'ও, হ্যাঁ। উনি আর যান না।'

'সাগরে চলে গেছেন উনি, তাই না? আর ফিরে আসবেন না।'

'না,' আমি বললাম, 'আর ফিরে আসবেন না।'

'আমি কিছু বলিনি আপনাকে, তাই না?'

'না, কী আর বলবে? এ নিয়ে ভেবো না তুমি।'

ঝুঁকে আবার মাটি খুঁড়তে লেগে গেল সে। বিড় বিড় করে কিছু বলল। কী, আমি বুঝলাম না। জ্যাসপারকে নিয়ে টিলার দিকে এগোলাম। এবং চোখ তুলতে দেখলাম ম্যাক্সিম দাঁড়িয়ে আছে। দু'হাত পকেটে ভরে অপেক্ষা করছে আমার জন্যে। চেহারায় হিম শীতল ভঙ্গি।

'দেরি হয়ে গেল,' ওর কাছে গিয়ে বললাম। 'জ্যাসপার কিছুতেই আসতে চাইছিল না। শেষে দড়ি জোগাড় করতে হলো।'

জবাব না দিয়ে বনের দিকে হাঁটতে শুরু করল ম্যাক্সিম।

'টিলা পেরোতে হবে না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না, এদিক দিয়েও যাওয়া যায়,' সংক্ষিপ্ত জবাব ওর।

কটেজটার পাশ দিয়ে গিয়ে বনে ঢুকলাম আমরা। এখনও গম্ভীর ম্যাক্সিম। ওর নিষেধ শুনিনি বলে রেগে গেছে!

'আমার দোষ হয়েছে, মাফ চাইছি,' ওর রাগ ভাঙানোর জন্যে বললাম। 'সব জ্যাসপারের দোষ। এমন ভাবে লোকটার দিকে তাকিয়ে ঘেউ ঘেউ করছিল। কে ও?'

'বেন,' জবাব দিল ম্যাক্সিম। 'আধপাগল। অবশ্য নিরীহ, কারও কোন ক্ষতি করে না। ওর বাপ আমাদের এস্টেটে কাজ করত। রশিটা পেলে কোথায়?'

'নীচের ওই কটেজে।'

'দরজা খোলা ছিল ওটার!'

'খোলা মানে, তালা মারা ছিল না আর কী। ঠেলা দিতেই খুলে গেল।'

'ও—ও! কিন্তু ঘরটায় তো তালা দেয়া থাকার কথা। খুলল কী করে? কে?'

আমি চুপ করে রইলাম। কে খুলল বা কী করে খুলল তা আমার জানার কথা নয়।

'বেন বলেছিল, দরজা খোলা আছে?' আবার জিজ্ঞেস করল ম্যাক্সিম।

'না। বলার অবস্থায় আছে বলে তো মনে হলো না ওকে। আমি যা যা জিজ্ঞেস করেছি, একটা কথারও জবাব দেয়নি।'

'হুঁ।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হঠাৎ করেই হাঁটার গতি অস্বাভাবিক দ্রুত হয়ে উঠেছে ম্যাক্সিমের। আমি বা জ্যাসপার তাল রাখতে পারছি না ওর সাথে। আমার পা ব্যথা হয়ে গেছে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে উঠতে। জ্যাসপার হাঁপাচ্ছে জিভ বের করে। কিন্তু এসব দিকে কোন মনোযোগ নেই ম্যাক্সিমের। ব্যাপারটা বড় অদ্ভুত মনে হলো আমার কাছে। ভয় পেয়েছে যেন ও; কোন কিছু থেকে ছুটে পালাতে চাইছে। কিছু দূর যাওয়ার পর হাঁপিয়ে উঠলাম আমিও। শ্লথ হয়ে এল হাঁটার গতি।

'তাড়াতাড়ি করো দয়া করে!' খেঁকিয়ে উঠল ম্যাক্সিম। 'কুত্তাটাকে হয় ছেড়ে দাও, নয়তো জোরে টানো। ঘরে বসে থেকে থেকে চর্বি জমিয়ে ফেলেছে বদমাশটা গায়ে!'

'ওর দোষ কী?' আমি বললাম। 'তুমি একটু আস্তে হাঁটো না, আমিও তো তাল রাখতে পারছি না তোমার সাথে।'

'তখন যদি আমার কথা শুনতে তাহলে এ অবস্থা হত না,' মুখ ঝামটাল ম্যাক্সিম। 'এতক্ষণ বাড়ি পৌঁছে যেতাম। বললাম জ্যাসপার চেনে বাড়ির পথ, তবু কেন যে তুমি গেলে ওর পেছন পেছন!'

'আমি ভেবেছিলাম ও হয়তো পড়ে গেছে টিলার ওপর থেকে। জোয়ার আসছিল, সত্যিই যদি পড়ে যেত কী হত বলো তো?'

'জোয়ারে ভেসে যাওয়ার ভয় থাকলে আমি অত নিশ্চিন্ত থাকতাম? নিজেই গেলে লাফাতে লাফাতে; এখন আবার গজ গজ করছ ক্লান্ত লাগছে বলে।'

'মোটেই গজ গজ করছি না,' আমি বললাম, 'আমি শুধু বলছি, একটু আস্তে হাঁটো, তোমার মত অত জোরে আমি হাঁটতে পারছি না।'

'কেন পারছ না?—ক্লান্ত হয়েছ বলেই।'

'আমি ভেবেছিলাম তুমি আসবে পেছন পেছন। আসবে না জানলে যেতাম না।'

'আসব! কোন দুঃখে? বজ্জাত কুত্তাটার পেছনে দৌড়ে শরীর ক্ষয় করব কেন আমি?'

'এমন কিছু শরীর ক্ষয় হত না ওতে। আর কোন অজুহাত পাচ্ছ না তাই বলছ একথা।'

'অজুহাত! কিসের অজুহাত?'

'জানি না। এ নিয়ে আর কথা বাড়াতে চাই না আমি। এবার থামা উচিত আমাদের।'

'মোটেই না, তুমি শুরু করেছ, তোমাকে বলতে হবে কিসের অজুহাতের কথা বললে?'

'কিসের আবার, আমার সাথে টিলা না পেরোনোর।'

'বেশ, এবার তাহলে তুমিই বলো, কেন আমি টিলা পেরোইনি?'

'ওহ, ম্যাক্সিম, আমি কী করে জানব? আমি তো থট রীডার নই। শুধু জানি তুমি আসতে চাওনি, ব্যস।'

'বেশ, আসতে চাইনি, কারণ এপাশের খাঁড়িটা দেখলে আমার আতঙ্ক হয়। যে স্মৃতি আমার মগজ কুরে কুরে খাচ্ছে তা যদি তোমার থাকত তুমিও আসতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইতে না! ভুলেও ভাবতে না আসার কথা। হলো?'

মৃত্যুর মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে ওর মুখ। চোখে সর্বস্ব হারানো দৃষ্টি। বুঝতে পারলাম, কিছু একটা ব্যাপার আছে এর ভেতর, খামোকা রেগে যায়নি ম্যাক্সিম। কিন্তু তাতে আমার দোষটা কোথায় বুঝতে পারলাম না। তবু এ নিয়ে আর বাদানুবাদ করার ইচ্ছে আমার হলো না। চিন্তাটা মাথা থেকে তাড়িয়ে দিয়ে কাছে গিয়ে ওর হাত ধরে বললাম:

'প্লীজ, ম্যাক্সিম, প্লীজ!'

'কী হলো কী?' কর্কশ কণ্ঠে বলল ও।

'প্লীজ, ম্যাক্সিম,' আবার বললাম আমি, 'তোমার এ চেহারা আমি সইতে পারছি না। কেন এত রেগে যাচ্ছ!'

'রাগব না! বললাম যেও না—'

'যা হওয়ার তা তো হয়েই গেছে। এ নিয়ে রাগ করে কোন ফল হবে এখন? এ ঘটনার কথা ভুলে যাই আমরা চলো। তুমি আমার ওপর রাগ করে থাকলে আমি থাকব কী করে? কথা দিচ্ছি, আর কখনও এমন হবে না। প্লীজ, প্লীজ, ম্যাক্সিম।'

'ইটালীতেই থাকা উচিত ছিল আমাদের,' ও বলল। 'ম্যানডারলেতে না ফিরলেই ভাল হত। উহ, কী বোকামিটা করেছি ফিরে এসে!'

আর একটা কথাও না বলে হাঁটতে শুরু করল ম্যাক্সিম আগের মতই দ্রুত, অস্থির ভঙ্গিতে, যেন তাড়া করেছে কেউ। প্রাণপণ চেষ্টায় ওর তালে তাল রেখে এগোলাম আমি। কিছুক্ষণ পর পৌঁছালাম সেই তিন রাস্তার মোড়ে, যেখান থেকে আমরা বাঁক নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলাম হ্যাপি ভ্যালির দিকে। তখন জ্যাসপার যে পথে ছুট লাগাতে চাইছিল সে পথেই এসেছি আমরা।

অবশেষে বন পেরিয়ে ম্যানডারলের লনে উঠলাম। এর ভেতর একটা কথাও বলেনি ম্যাক্সিম, এখনও বলল না। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে আছে ওর, চোখে রুক্ষ দৃষ্টি। সোজা হলে গেল ও, সেখান থেকে লাইব্রেরীতে। আমার দিকে তাকাল না।

'এক্ষুণি চা দাও!' ফ্রিথ হলে ছিল, ওর উদ্দেশ্যে চিৎকার করে লাইব্রেরীর দরজা বন্ধ করে দিল ম্যাক্সিম।

চোখ ভেঙে অশ্রু নামতে চাইছে আমার। কিন্তু ফ্রিথ রয়েছে। ও আমার চোখে পানি দেখলে নিশ্চয়ই ভাববে ঝগড়া করেছি আমরা। তারপর আর সব চাকর বাকরদের কাছে গিয়ে গল্প করবে: 'এইমাত্র দেখে এলাম, কাঁদছেন মিসেস ডি উইনটার। বনিবনা হচ্ছে না বোধহয় দু'জনের।' ও যেন আমার মুখ দেখতে না পারে সেজন্যে মুখ ঘুরিয়ে রাখলাম।

'রেইন কোটটা ফ্লাওয়ার রুমে রেখে দেব, ম্যাডাম?' জিজ্ঞেস করল ফ্রিথ।

'হ্যাঁ। ধন্যবাদ, ফ্রিথ,' অন্য দিকে তাকিয়ে থেকেই রেইন কোটটা খুলে ওর হাতে দিলাম আমি।

'বেড়ানোটা বোধ হয় আরামের হয়নি, ম্যাডাম?' আবার বলল ও। সৌজন্য দেখাচ্ছে না আমাকে খোঁচাচ্ছে বুঝতে পারলাম না।

'হ্যাঁ, আবহাওয়াটা এমন বিশ্রী!'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেইনকোটটা নিয়ে ফ্লাওয়ার রুমে চলে গেল ফ্রিথ। আমি দাঁড়িয়ে রইলাম হলের মাঝখানে। দাঁত দিয়ে নখ কাটতে লাগলাম। ফ্রিথ ফিরে এল। এরমধ্যে কান্না সামলে নিয়েছি আমি। আমাকে একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে অবাক হলো ও।

'লাইব্রেরীতে এখন আগুন জ্বলছে, ম্যাডাম।'

'ধন্যবাদ, ফ্রিথ,' বললাম আমি।

আস্তে আস্তে এগিয়ে গেলাম লাইব্রেরীর দিকে। ভেতরে ঢুকে দেখি। ম্যাক্সিম বসে আছে ওর চেয়ারে। পায়ের কাছে জ্যাসপার। বুড়ি কুকুরটা আগুনের সামনে। আমি এগিয়ে হাঁটু গেড়ে বসলাম ম্যাক্সিমের পাশে। ওর হাঁটুতে মুখ ঠেকিয়ে ফিসফিস করে বললাম:

'আর কখনও রাগ করবে না আমার ওপর, বলো?'

দু'হাতে আমার মুখ উঁচু করল ও। বলল, 'আমি তো রাগ করিনি।'

'করেছ। তোমাকে দুঃখ দিয়েছি আমি। তার মানেই তুমি রাগ করেছ। তোমার অন্তরটা কেমন ক্ষত-বিক্ষত, অসুখী তা তো আমি জানি, তবু দুঃখ দিয়েছি। আমাকে ক্ষমা করো। আমি—আমি ভালবাসি তোমাকে, ম্যাক্সিম।'

'বাসো?' আমাকে শক্ত করে ধরে ও বলল। 'সত্যিই বাসো?'

শুধু মুখে নয়, চোখেও ওর প্রশ্ন, যেন বিশ্বাস করতে পারছে না আমার কথা।

'কী হয়েছে, ডার্লিং?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম আমি, 'এমন দেখাচ্ছে কেন তোমাকে?'

ও জবাব দেয়ার আগেই দরজা খোলার শব্দ হলো। ছিটকে সরে গেলাম আমি। ফায়ার প্লেসের সামনে গিয়ে আগুনে কাঠ ঠেলে দেয়ার ভান করলাম।

ফ্রিথ আর রবার্ট ঢুকল চা-তশতরি নিয়ে। তারপর শুরু হলো ধীরস্থির পরিবেশন প্রক্রিয়া। কাল সন্ধ্যায় যেমন হয়েছিল।

AMARBOI.COM

আট

পরের পুরো একটা সপ্তাহ আবহাওয়া ভেজা আর শীতল রইল, গ্রীষ্মের শুরুতে সচরাচর যেমন থাকে। আকাশ মেঘলা, মাঝে মাঝে বৃষ্টি। এ সময়ের ভেতর একবারও আমরা সাগরপাড়ে গেলাম না। ম্যাক্সিম সকালগুলো নিজের চিঠিপত্র নিয়ে রইল। আমি মর্নিং রুমে। কখনও কখনও একা হেঁটে বেড়ালাম বাগানে, বসে রইলাম টেরেসে। লাঞ্চের পর থেকে ডিনারের সময় পর্যন্ত ড্রইং রুম আর লাইব্রেরীতে ভাগাভাগি করে কাটল আমাদের সময়। উপরে উপরে ম্যাক্সিমের সঙ্গে সহজভাব দেখালেও ভেতরে ভেতরে আমি বেশ অস্বস্তিতে আছি। অনুভব করছি, রহস্যময় কিছু একটা আছে ম্যানডারলে আর ম্যাক্সিমের জীবনকে ঘিরে। ছোট্ট উপসাগরটায় যেতে চায় না কেন ম্যাক্সিম? একটা ব্যাপার অনুমান করেছি, বোট হাউসটা ওখানে আছে বলেই যেতে চায় না। কিন্তু বোট হাউসটা ওর কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অমন অচ্ছুত এলাকা হলো কেন? ওখানে কিছু ঘটেছিল? কী এমন স্মৃতি যা ওর মগজ কুরে কুরে খাচ্ছে?

আমাকে জানতে হবে। যে কোন মূল্যে হোক জানতে হবে। কিন্তু কার কাছে জিজ্ঞেস করব? হঠাৎ মনে পড়ল ফ্র্যাঙ্ক ক্রেলির কথা। লোকটাকে সাদাসিধে, ভদ্রই মনে হয়েছে আমার। ওকে জিজ্ঞেস করলে কেমন হয়? হ্যাঁ, ওকেই জিজ্ঞেস করব। ও হয়তো সাহায্য করতে পারবে আমাকে। অন্তত বুঝবে, আমি জানতে চাইছি নিছক কৌতূহলবশে নয়, ম্যাক্সিমকে সাহায্য করতে চাই বলে। ওর মনে বেদনাদায়ক কোন স্মৃতি যদি থেকে থাকে তা ভুলিয়ে দেয়ার দায়িত্ব আমার। আমি যে ওকে ভালবাসি।

সুযোগ এসে গেল কয়েকদিন পর। বাড়ির সামনে রাস্তায় হাঁটছিলাম। দেখি ফ্র্যাঙ্ক ক্রেলি আসছে। বোধহয় ম্যাক্সিমের সঙ্গে আলাপ আছে কোন বিষয়ে। আমার সঙ্গে চোখাচোখি হতে মৃদু হাসল ও। আমিও হাসলাম। এগিয়ে গেলাম ওর কাছে। প্রথা মাফিক কুশল বিনিময় এবং সৌজন্যমূলক দু'চারটে কথার পর আমি হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলাম:

'সেদিন ওদিকে খাঁড়িগুলোর একটায় গিয়েছিলাম—ওই যে, যেটা দেখতে অনেকটা পোতাশ্রয়ের মত। ওখানে এক আধ পাগলাটে লোকের সাথে দেখা হলো, মাটি খুঁড়ে শামুক খুঁজছিল। কে লোকটা? বেশ ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম প্রথম দেখে।'

'ওহ, ও তো বেন,' মৃদু হেসে বলল ক্রেলি। 'সাগরপাড়ে গেলেই দেখতে পাবেন, বীচের কোথাও না কোথাও আছে। সত্যি কথা বলতে কি ওখানেই ও থাকে—সারাদিন, কখনও কখনও রাতেও। ভয়ের কিছু নেই, বেন লোক খারাপ না, একটা মাছিকেও কখনও কষ্ট দেয় না।'

'ভয় অবশ্য আমি পাইনি,' আমি বললাম। 'প্রথম দেখে কেমন একটু টিপটিপ করে উঠেছিল বুকের ভেতর, ব্যস আর কিছু না!' এক মুহূর্ত থেমে সাহস সঞ্চয় করে আবার বললাম, 'সৈকতের এক ধারে একটা কটেজ মত দেখলাম। ওটার তো বারোটা বেজে যাচ্ছে। জ্যাসপারকে বাঁধার জন্যে রশি খুঁজতে ঢুকেছিলাম ভেতরে—চেয়ার টেবিলগুলোর যা দুরবস্থা! বিছানাটা ইঁদুরে কেটে শেষ করে দিয়েছে। বইগুলোরও অবস্থা খারাপ ড্যাম্পে। একেবারে শেষ হয়ে যাওয়ার আগেই বাঁচানো উচিত না জিনিসগুলো?'

জানতাম সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেবে না ক্রেলি। ঝুঁকে জুতোর ফিতে বাঁধতে লাগল ও। আমি মাটি থেকে একটা শুকনো পাতা কুড়িয়ে নিয়ে পরীক্ষা করতে লাগলাম মনোযোগ দিয়ে।

'কিছু করতে হলে ম্যাক্সিম বলত আমাকে,' এক পায়ের ফিতে বাঁধা শেষ করে অন্য পায়েরটা ধরল ক্রেলি। দেখলাম ভাল মতই বাঁধা আছে ফিতেটা, তবু সেটা খুলে নতুন করে বাঁধছে ও।

'ওগুলো বোধহয় রেবেকার জিনিস, তাই না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'হ্যাঁ।'

হাতের পাতাটা ফেলে দিয়ে আরেকটা কুড়িয়ে নিলাম আমি। তারপর কিছু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা বলতে হয় তাই বলছি এমন ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলাম:

'কী কাজে লাগত ওটা ওর? মানুষের বাস করার জন্যে যা যা লাগতে পারে সব দেখলাম আছে ওখানে। অথচ বাইরে থেকে মনে হয় নিছক একটা বোট হাউস।'

'বোট হাউসই ছিল প্রথমে,' বলল ক্রলি, গলা শুনেই বুঝতে পারলাম এ প্রসঙ্গে আলাপ করতে চাইছে না ও, কিন্তু আমি জিজ্ঞেস করছি বলে না করেও পারছে না। 'তারপর—তারপর উনি ওটা বদলে ফেলেন। চেয়ার, টেবিল, খাট, আরও সব জিনিসপত্র নিয়ে তোলেন।'

'প্রায়ই ব্যবহার করত?'

'অ্যাঁ...বলতে পারেন। চাঁদনী রাতে গোসল বা পিকনিক বা—বা এটা সেটা।'

আবার আমরা হাঁটতে শুরু করেছি পাশাপাশি। উৎফুল্ল কণ্ঠে বললাম:

'চাঁদনী রাতে পিকনিক! দারুণ মজা হত নিশ্চয়ই? আপনি যোগ দেননি কখনও?'

'খুব একটা না। এক কি দু'বার।'

'একটা বয়া দেখলাম খাঁড়িতে। ওটা কী কাজে লাগে?'

'বোটটা সাধারণত ওখানেই বাঁধা হত।'

'বোট! কিসের বোট?'

'ওঁর বোট।'

উত্তেজনা বোধ করছি আমি। শিরায় শিরায় চঞ্চলতা। ক্রলি আমার প্রশ্নের জবাব দিতে স্বস্তি বোধ করছে না বুঝতে পারছি। তবু ঠিক করলাম, করে যাব প্রশ্ন। আসলে আমার অবস্থা এখন এমন, ইচ্ছে করলেই আমি থামতে পারব না। ক্রলি জবাব দিতে অস্বীকার না করা পর্যন্ত আমাকে চালিয়ে যেতে হবে প্রশ্ন।

'এখন কোথায় ওটা?' জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'ডুবে গেছে,' বলল ফ্র্যাঙ্ক ক্রলি।

'মানে—মানে রেবেকা ওই বোটেই ছিল?'

'হ্যাঁ। ঝড়ে উল্টে গেছিল ওটা, উনি ভেসে যান।'

'কত বড় বোট?'

'ছোট। এই ধরুন তিন টনী। এক বাঙ্কের একটা ছোট্ট কেবিন ছিল ওতে।'

'কী করে ওল্টাল?'

'ঝড়ে। মাঝে মাঝে ভীষণ অশান্ত হয়ে ওঠে এখানকার সমুদ্র।'

'কেউ সাহায্য করতে যায়নি?'

'কেউ দেখলে তো যাবে। উনি সাগরে গেছেন কেউ জানত না।'

'আশ্চর্য! বাড়ির লোকদের তো জানার কথা?'

'না। উনি প্রায়ই ওরকম একা একা বেরিয়ে যেতেন। রাতে যখন খুশি ফিরতেন। কখনও কখনও কটেজেই ঘুমাতেন।'

'ভয় লাগত না?'

'ভয়?' বলল ক্রলি, 'ভয় বলে কোন জিনিস ওঁর ছিল না।'

'ম্যাক্সিম কিছু মনে করত না—মানে ওরকম একা একা বেরিয়ে যাওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিয়ে—?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না ক্রলি। বেশ কিছুক্ষণ পর বলল:

'আমি ঠিক জানি না।' আমার মনে হলো ও যেন বিশ্বস্ত থাকতে চাইছে কারও প্রতি। ম্যাক্সিমের প্রতি? রেবেকার প্রতি? নিজের প্রতিও হতে পারে। কারণটা আমার বোধগম্য হলো না। আমিও আর কোন কথা বললাম না এ প্রসঙ্গে। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলাম:

'ও তাহলে ডুবেই মারা গেছে, নৌকা উল্টে যাওয়ার পর সাঁতরে কূলে আসার সময়?'

'হ্যাঁ।'

ভয়ঙ্কর দৃশ্যটা কল্পনায় দেখতে পেলাম আমি: উল্টে যাচ্ছে ছোট্ট নৌকাটা, সাগর মেতে আছে তাণ্ডবে, পাল মাস্তুল ঢলে পড়ছে পানিতে, এর মধ্যে ও পড়ে গেছে সাগরে, হয়তো লাফিয়ে নেমেছে; প্রাণপণে সাঁতরে আসতে চাইছে তীরের দিকে, অন্ধকার ঝঞ্ঝা বিক্ষুব্ধ রাত, চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছে না, তারপর একসময় শরীরের সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসতে লাগল···

'কখন পাওয়া গেছিল ওর দেহ?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'প্রায় দু'মাস পর।'

দু'মাস! আমার ধারণা ছিল দিন দুয়েকের মধ্যেই পাওয়া যায় ডুবে যাওয়া মানুষের লাশ, জোয়ারে ভেসে আসে তীরের দিকে।

'কোথায় পাওয়া গেছিল?'

'এজকুম্ব-এর কাছে, এখান থেকে প্রায় চল্লিশ মাইল দূরে।'

'কী করে বোঝা গেল লাশটা ওর? দু'মাস পর কিছু অবশিষ্ট থাকার তো কথা নয়।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না ক্রলি। বেশ কয়েক সেকেণ্ড পর ধীরে ধীরে বলল:

'ম্যাক্সিম নিজে গিয়েছিল এজকুম্ব-এ। ও-ই শনাক্ত করেছে মৃতদেহ।'

এ পর্যন্ত শোনার পর হঠাৎই আমার মনে হলো, আর কোন প্রশ্ন করা উচিত নয়। ক্রলি সম্ভবত দায়ে পড়ে জবাব দিচ্ছে। কী মনে করছে আমাকে? অবাঞ্ছিত কৌতূহল প্রদর্শন করে যেসব তৃতীয় শ্রেণীর মহিলা নিশ্চয়ই তাদের একজন ভাবছে। লজ্জা হতে লাগল আমার।

'নিশ্চয়ই আপনাদের সবার খুব দুঃসময় গেছে তখন,' তাড়াতাড়ি আমি বললাম। 'আমি দুঃখিত, মিস্টার ক্রলি, খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে শুকনো ঘা আবার কাঁচা করে দিলাম। আসলে কটেজটা অযত্নে অবহেলায় নষ্ট হচ্ছে দেখে মনে হলো কিছু করা দরকার।'

হাস্যকর কথা। কটেজটার কিছু করা দরকার বলে এসব প্রশ্ন করতে হবে?

জবাব দিল না ফ্র্যাঙ্ক ক্রলি। মুখ লাল হয়ে উঠল আমার।

'মিস্টার ক্রলি,' শেষে মরিয়া হয়ে বললাম, 'আমি জানি আপনি কী ভাবছেন। ভাবছেন কেন আমি এই সব প্রশ্ন করলাম? ভাবছেন, জঘন্য স্বভাবের মেয়েমানুষের মত কৌতূহল দেখাচ্ছি আমি। কিন্তু—কিন্তু বিশ্বাস করুন, আসলে তা নয়। আমার ভেতরে যে কী চলছে যদি আপনাকে বোঝাতে পারতাম!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছুতেই মানিয়ে নিতে পারছি না ম্যানডারলের সাথে। আমার—আমার মনে হচ্ছে আমি ম্যানডারলের নই, আমি অনধিকার প্রবেশ করেছি এখানে। এখানকার সবাই অদ্ভুত চোখে তাকাচ্ছে আমার দিকে। হয়তো—হয়তো মনে মনে বলছে: "কী দেখে এই গেঁও মেয়েটাকে বিয়ে করে আনল ম্যাক্সিম?" মাঝে মাঝে কী মনে হয় জানেন?—ম্যাক্সিমকে বিয়ে করা উচিত হয়নি আমার। আমি যে সাধারণ মেয়েটি ছিলাম তেমনই থাকতে পারতাম ওকে বিয়ে না করলে। তাহলে—তাহলে আর এই অন্তর্জ্বালায় জ্বলতে হত না। আমি জানি সবাই—হয়তো ম্যাক্সিমও ভাবছে, রেবেকার চেয়ে কত অন্যরকম আমি!...ওহ, মিস্টার ক্রলি, মিস্টার ক্রলি, আমি আর সইতে পারছি না এই মানসিক যন্ত্রণা!'

রুদ্ধশ্বাসে কথাগুলো বলে হাঁপাতে লাগলাম আমি। কী প্রচণ্ড চেষ্টায় হু হু করে কেঁদে ফেলা থেকে নিজেকে ঠেকালাম তা কেবল আমিই জানি।

বেশ বিচলিত দেখাচ্ছে ক্রলিকে।

'মিসেস ডি উইনটার, প্লীজ, প্লীজ, এভাবে বলবেন না, এভাবে ভাববেন না,' বলল সে। 'বিশ্বাস করুন, আপনি ম্যাক্সিমকে বিয়ে করেছেন বলে আমরা সবাই আনন্দিত। অন্তত আমি যে কী খুশি হয়েছি তা আপনাকে বুঝিয়ে বলতে পারব না। দেখবেন, কিছুদিন যাক, ও নতুন মানুষ হয়ে উঠবে। আমার কোন সন্দেহ নেই, আপনি ওকে সুখী করতে পারবেন। যদি ভেবে থাকেন এখানকার মানুষজন আপনার দোষ খুঁজছে, আপনার সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলাবলি করছে, ভুল ভেবেছেন। আমার কানে আপনার বিরুদ্ধে একটা কথাও আসেনি এখন পর্যন্ত।'

'ধন্যবাদ, মিস্টার ক্রলি,' আমি বললাম, 'অনেক স্বস্তি লাগছে আপনার কথা শুনে। হয়তো—হয়তো সত্যিই আমি ভুল ভেবেছি। কিন্তু ভুল ভাবি আর যা-ই ভাবি, নতুন মানুষের সঙ্গে আমি যে সহজে মিশতে পারি না, নিশ্চয় লক্ষ করেছেন? বরাবরই আমার এমন হয়, এখানে আরও বেশি হচ্ছে। আমার কেবলই মনে হতে থাকে আমার আগে যে এ-বাড়ির কর্ত্রী ছিল সে নিশ্চয়ই অনেক সহজভাবে, স্বাভাবিকভাবে সব করেছে। পার্টি দিয়েছে, মানুষকে আপ্যায়িত করেছে। আমি তো তা পারছি না। ওর যে সব গুণ ছিল আমার তা নেই। বুদ্ধি, সৌন্দর্য, আত্মবিশ্বাস কী আছে আমার?'

বিব্রত মনে হলো ক্রলিকে।

'না, না, একথা বলবেন না,' বলল সে।

'যা সত্যি তা কেন বলব না?'

'না, না, এত ছোট ভাবছেন কেন নিজেকে? আপনার যে গুণ আছে তারও দাম কম নয়। সত্যি কথা বলতে কী, আমার মনে হয় বেশিই। আমি অবিবাহিত, মহিলাদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না, তবু আমি বলব, স্ত্রীর সহানুভূতি, সততা, সংযম বা শালীনতা একজন স্বামীর কাছে অনেক বড় বুদ্ধি আর সৌন্দর্যের চেয়ে।' দুশ্চিন্তার ছাপ ফুটে উঠেছে ক্রলির চেহারায়। অকারণেই একবার কাশল সে। তারপর আবার বলতে লাগল:

'আপনার মনের অবস্থা টের পেলে নিঃসন্দেহে ভেঙে পড়বে ম্যাক্সিম। জোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিয়ে বলতে পারি, এসবের বিন্দু বিসর্গও জানে না ও।'

'আপনি বললেই জানবে,' আমি বললাম।

'আমি বলব! মাথা খারাপ। দেখুন, মিসেস ডি উইনটার, আমি ম্যাক্সিমকে চিনি, জানি। ওর মেজাজের খোঁজ খবর আমি যতটুকু রাখি আর কেউ ততটুকু রাখে কিনা সন্দেহ। ও যদি ঘুণাক্ষরেও টের পায় আপনি ওর অতীত নিয়ে দুশ্চিন্তা করছেন ও যে কী আঘাত পাবে আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না। ওপরে ওপরে দেখে বেশ ভালই মনে হচ্ছে, কিন্তু সেদিন ঠিকই বলেছিলেন মিসেস ল্যাসি, ভেতরটা ওর মোটেই ভাল নেই। আপনি করে তুলতে পারেন ভাল। হ্যাঁ, একমাত্র আপনিই পারেন। আপনি নতুন এখানে, আপনি আসার আগে, এমনকি আপনার সাথে ম্যাক্সিমের আলাপ হওয়ারও আগে যা ঘটে গেছে তা নিয়ে কেন মাথা ঘামাবেন? যা চাপা পড়ে গেছে তা চাপা পড়ে থাকাই ভাল না? ভুলে যান, মিসেস ডি উইনটার, ও যেমন ভুলে গেছে। আমরাও ভুলে গেছি। আমরা কেউই অতীতকে ফিরিয়ে আনতে চাই না, ম্যাক্সিম তো নয়ই। আপনি—আপনি আমাদের আরও দূরে নিয়ে যাবেন সেই স্মৃতি থেকে এটাই আশা করি।'

ঠিকই বলেছে ও। নিশ্চয়ই ঠিক বলেছে। সবচেয়ে বড় কথা, বলেছে বন্ধুর মত—অকৃত্রিম বন্ধুর মত।

'আরও আগেই আপনার সাথে আলাপ করা উচিত ছিল এ ব্যাপারে,' আমি বললাম।

'হ্যাঁ, ভালই হত তাহলে,' জবাব দিল ও, 'আরও আগে দুশ্চিন্তা মুক্ত হতে পারতেন।'

'অনেক, অনেক হালকা লাগছে এখন বুকের ভেতরটা। আপনার পরামর্শ মতই চলব আমি, মিস্টার ক্রলি। একটা কথা, আশা করি আপনাকে সব সময় পাশে পাব বন্ধু হিসেবে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, মিসেস ডি উইনটার।'

বাড়ির দিকে এগোতে লাগলাম আমরা। দু'জনই চুপ। গাড়ি বারান্দার কাছাকাছি পৌঁছে আমি বললাম:

'বিষয়টা চিরদিনের জন্যে চাপা দেয়ার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেবেন, মিস্টার ক্রলি?—শেষ একটা প্রশ্নের?'

'নিশ্চয় দেব। বলুন।'

হালকা ভাবে করার চেষ্টা করলাম প্রশ্নটা, কিন্তু পারলাম না, বুকের ভেতর হাতুড়ির বাড়ি পড়ছে যেন। দুই দুই বার মুখ খুলে বন্ধ করে ফেললাম। ভাগ্য ভাল ক্রলি সামনের দিকে তাকিয়ে আছে। আমার অস্বস্তি বুঝতে পারল না।

'আচ্ছা রেবেকা—' শেষমেশ মরিয়া হয়ে আমি বলে ফেললাম, 'রেবেকা কি খুব বেশি সুন্দরী ছিল?'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না ফ্র্যাঙ্ক ক্রলি। যখন দিল তখন ওর মুখ আমার দিকে নয়। ওর মনের ভাব আমি টের পেলাম না। ধীরে ধীরে, অনেক দূর থেকে যেন ভেসে এল ওর কণ্ঠস্বর:

'হ্যাঁ। হ্যাঁ, আমার জীবনে দেখা সবচেয়ে সুন্দরী নারী উনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর কোন কথা হলো না আমাদের। সিঁড়ি ডিঙিয়ে হলে ঢুকলাম দু'জন। সেখান থেকে লাইব্রেরীতে। ঘণ্টা বাজিয়ে চায়ের নির্দেশ দিলাম আমি।

নয়

ফ্রাঙ্ক ক্রলি আমাকে পরামর্শ দিয়েছে অতীত ভুলে যাওয়ার। আমিও তা-ই চাই। কিন্তু চাইলেই কি পারা যায়? আমার জায়গায় ও থাকলেই কি পারত? নানা ছোটখাট ব্যাপারে চাকর বাকররা প্রায়ই আমাকে মনে করিয়ে দেয় রেবেকার কথা। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয় রেবেকার সঙ্গে আমার পার্থক্য।

একদিন বাগান থেকে কতকগুলো লাইলাক তুলে এনেছি। লাইব্রেরীতে ঢোকার মুখে ফ্রিথকে দেখে বললাম:

'ফ্রিথ, এগুলো রাখার জন্যে একটা লম্বাটে ধরনের ফুলদানী দরকার। কোথায় আছে বলো তো? ফ্লাওয়ার রুমেরগুলো সব ছোট ছোট।'

'ড্রয়িং রুমের সাদা স্ফটিকের ফুলদানীটায় সব সময় লাইলাক রাখা হয়, ম্যাডাম।'

'ও, ওটা নষ্ট হবে না তো? যদি ভেঙে যায়?'

'মিসেস ডি উইনটার সবসময় ওটাই ব্যবহার করতেন, ম্যাডাম।'

'ও, আচ্ছা, ঠিক আছে। নিয়ে এসো তাহলে।'

আনা হলো স্ফটিকের ফুলদানী। লাইলাকগুলো একে একে আমি সাজিয়ে রাখতে লাগলাম। ঘরটা ভরে গেছে মৃদু সুবাসে। আমার মনে হলো, রেবেকাও করেছে এ কাজ। বাগান থেকে লাইলাক তুলে এনেছে, আমি যেমন এনেছি। সাজিয়ে রেখেছে এই ফুলদানীটাতেই। আমিই প্রথম একাজ করছি না এ বাড়িতে। রেবেকা করেছে। এই ফুলদানীটা রেবেকার। লাইলাকগুলোও হয়তো রেবেকার, আমি বিনা অনুমতিতে তুলে এনেছি।

'ফ্রিথ, বুকস্ট্যাণ্ডটা টেবিলের পাশ থেকে সরিয়ে জানালার কাছে নিয়ে আসবে? ফুলগুলো ওখানে রাখব।'

'মিসেস ডি উইনটার, ম্যাডাম, এই ফুলদানীটা সব সময় সোফার পেছনে রাখতেন।'

'ও, আচ্ছা···' ইতস্তত করতে লাগলাম আমি। ফুলদানীটা হাতে। ফ্রিথের মুখ ভাবশূন্য। আমি বললে ও নিশ্চয়ই বুকস্ট্যাণ্ডটা সরিয়ে দেবে। কিন্তু আমার না বলাটাই চায় ও।

'ঠিক আছে,' আমি বললাম, 'সোফার পেছনেই বোধহয় বেশি ভাল দেখাবে।'

রেবেকা নেই, কিন্তু ওর ইচ্ছা, পছন্দ এখনও বেঁচে আছে। আর তাদের পায়ের তলে লুটিয়ে পড়ছে জীবন্ত আমার সব ইচ্ছা, পছন্দ, আকাঙ্ক্ষা।

আরেক দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাঞ্চের পর লাইব্রেরীতে বসে কফি খাচ্ছি আমি আর ম্যাক্সিম। ফ্রিথ ঢুকল। ম্যাক্সিমের পেছনে দাঁড়িয়ে ইতস্তত করল এক মুহূর্ত। তারপর বলল:

'স্যার, আপনার সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

মুখ তুলল ম্যাক্সিম। ওর চোখে বিস্ময়। 'হ্যাঁ, ফ্রিথ, বলো?'

'রবার্টের ব্যাপারে, স্যার,' বলল ফ্রিথ, 'বিচ্ছিরি একটা ব্যাপার ঘটে গেছে মিসেস ড্যানভারস আর ওর ভেতর। বেচারা ভীষণ মুষড়ে পড়েছে।'

'কেন, কী হয়েছে?' আমার দিকে তাকিয়ে বলল ম্যাক্সিম। আমি ঝুঁকে আদর করতে লাগলাম জ্যাসপারকে।

'মিসেস ড্যানভারস বলছে, রবার্ট নাকি দামী একটা ঘর সাজানোর জিনিস চুরি করেছে মর্নিং রুম থেকে। মর্নিং রুমে ফুল সাজিয়ে রাখা রবার্টেরই দায়িত্ব। আজ সকালে ও ফুল রেখে আসার পর মিসেস ড্যানভারস ঢোকে ওখানে, দেখতে পায় জিনিসটা নেই। কালও নাকি দেখেছে, অথচ আজ নেই। মিসেস ড্যানভারস বলছে, রবার্ট হয় ওটা চুরি করেছে, নয়তো ভেঙে ফেলে ভাঙা টুকরোগুলো লুকিয়ে ফেলেছে। দুটো অভিযোগই জোর দিয়ে অস্বীকার করেছে রবার্ট। এখন আমার কাছে এসে কাঁদ কাঁদ মুখে বলছে বিহিত করতে। আমি কী করব, স্যার?'

'হুঁ,' বলল ম্যাক্সিম, 'এজন্যেই রবার্টের মুখটা কেমন যেন দেখাচ্ছিল লাঞ্চের সময়। আমার মনে হয় অন্য কেউ করেছে কাজটা। চাকরানীদের কেউ।'

'না, স্যার, মিসেস ড্যানভারস বলছে, কাজের মেয়েরা ঘর গোছাতে যাওয়ার আগেই সে গেছিল। কাল ম্যাডাম বেরিয়ে আসার পর থেকে আজ সকাল পর্যন্ত রবার্ট ছাড়া আর কেউ ঢোকেনি। আমি, রবার্ট দু'জনেই খুব অস্বস্তিতে পড়েছি, স্যার। আমিই রবার্টকে এনেছিলাম এ বাড়িতে।'

'হুঁ, মিসেস ড্যানভারসকে ডাকো দেখি। আচ্ছা, জিনিসটা কী?'

'চীনা মাটির কিউপিডটা, স্যার, রাইটিং টেবিলের ওপর ছিল।'

'ওহ হো, ওটা তো আমাদের সবচেয়ে দামী অ্যান্টিকগুলোর একটা! যাও যাও, এক্ষুণি ডাকো মিসেস ড্যানভারসকে।'

ফ্রিথ বেরিয়ে গেল। আমরা আবার একা।

'কী ঝামেলা বলো তো।' বিরক্তি ম্যাক্সিমের কণ্ঠে। 'খুবই দামী ওই কিউপিডটা। চাকর বাকরগুলোকে নিয়ে আর পারা গেল না। ভেবে পাই না আমাকে কেন জ্বালাতে আসে ওরা? এসব ঝামেলা সামলানো তো তোমার কাজ।'

মুখ তুললাম আমি। গাল দুটো টকটকে লাল, কান আগুনের মত গরম।

'তোমাকে বলব ভেবেও ভুলে গেছিলাম,' আমি বললাম, 'কিউপিডটা কাল আমি ভেঙে ফেলেছি।'

'তুমি ভেঙে ফেলেছ! তাহলে বললে না কেন ফ্রিথ যখন এখানে ছিল?'

'জানি না।...বলতে ইচ্ছে হয়নি।...মনে হলো ও হয়তো আমাকে বোকা ভাববে।'

'এখন তো আরও বেশি বোকা ভাববে। কী আশ্চর্য! ঠিক আছে, ফ্রিথ আসছে মিসেস ড্যানভারসকে নিয়ে, ওদের সামনে বলো এখন।'

'না, না, প্লীজ, ম্যাক্সিম, তুমি বলো। আমি উপরে যাই।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পাগলামি কোরো না তো। তোমার ভাবভঙ্গি দেখে যে কেউ ভাববে, তুমি ওদের ভয় পাও।'

'পাইই তো। অন্তত, না, কিন্তু…'

খুলে গেল দরজা। মিসেস ড্যানভারসকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল ফ্রিথ। চকিতে একবার ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে মুখ নামিয়ে নিলাম আমি।

'ভুল হয়ে গেছে, মিসেস ড্যানভারস,' বলল ম্যাক্সিম, 'কিউপিডটা মিসেস ডি উইনটারই ভেঙেছেন, বলতে ভুলে গিয়েছিলেন।'

আমার ভেতরটা আবার ভীরু বাচ্চা মেয়ের মত হয়ে উঠছে। মিসেস ড্যানভারস-এর দিকে তাকিয়ে কোনমতে উচ্চারণ করলাম:

'দুঃখিত, মিসেস ড্যানভারস। আমি ভাবতে পারিনি রবার্টের ওপর দোষ পড়বে।'

বিস্ময়ের কোন লক্ষণ নেই মিসেস ড্যানভারস-এর মুখে। যেন সে জানত, আমিই দুষ্কর্মটা করেছি। জেনেও আমার দোষ স্বীকারের সৎ সাহস আছে কিনা দেখার জন্যে রবার্টের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েছে।

'ওটা মেরামত করার অবস্থায় আছে, ম্যাডাম?' জিজ্ঞেস করল সে।

'না মনে হয়,' আমি বললাম, 'একদম টুকরো টুকরো হয়ে গেছে।'

'টুকরোগুলো কী করেছ?' জিজ্ঞেস করল ম্যাক্সিম।

আমার অবস্থা কাঠগড়ায় দাঁড়ানো আসামীর মত। অস্ফুট স্বরে জবাব দিলাম:

'একটা ঠোঙায় ভরে রেখেছি।'

'বেশ, তা ঠোঙাটা রেখেছ কোথায়?' একটা সিগারেট ধরিয়ে জিজ্ঞেস করল ম্যাক্সিম। কৌতুকের সুর ওর গলায়।

'রাইটিং ডেস্কটার ড্রয়ারের পেছন দিকে।'

'যেন ওটা ভেঙেছ জানতে পারলে আমরা তোমাকে জেলে পাঠাব,' হাসতে হাসতে বলল ম্যাক্সিম। 'মিসেস ড্যানভারস, ওখান থেকে ঠোঙাটা নিয়ে লণ্ডনে পাঠিয়ে দেখ, মেরামত করে দিতে পারে কি না। আর ফ্রিথ, রবার্টকে বলো, আর কান্নাকাটির দরকার নেই।'

ফ্রিথ চলে গেল, কিন্তু মিসেস ড্যানভারস রইল।

'রবার্টের কাছে নিশ্চয়ই ক্ষমা চাইব আমি,' বলল সে, 'মিসেস ডি উইনটার যে ওটা ভাঙতে পারেন আমার একদম মনে হয়নি। এ ধরনের কিছু আবার ঘটলে আশা করি মিসেস ডি উইনটার প্রথমেই আমাকে জানাবেন। তাতে সবাই অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে বাঁচবে।'

'নিশ্চয়ই,' অস্থির ভঙ্গিতে বলল ম্যাক্সিম, 'কালই যে কেন বলেনি তাই ভেবে আমি অবাক হচ্ছি। তোমরা আসার ঠিক আগে সেকথাই আমি ওকে বলছিলাম।'

'জিনিসটা যে অত দামী হয়তো ম্যাডাম ভাবতে পারেননি,' মুখে সরল অভিব্যক্তি ফুটিয়ে তুলে বলল মিসেস ড্যানভারস।

'না, না, পেরেছি,' প্রতিবাদ করলাম আমি, 'সেজন্যেই অত যত্ন করে ঠোঙায় ভরে রেখেছি টুকরোগুলো।'

'ব্যাপারটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক,' বলল মিসেস ড্যানভারস। 'মর্নিং রুমে এর

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে আর কিছু ভেঙেছে বলে আমি শুনিনি। মিসেস ডি উইনটার যখন বেঁচে ছিলেন, আমরা দু'জনে মিলে ওঘরের সব জিনিসপত্র গোছগাছ, ঝাড়া মোছা করতাম।'

'ঠিক আছে, মিসেস ড্যানভারস, তুমি এখন যাও,' বলল ম্যাক্সিম।

চলে গেল মিসেস ড্যানভারস। আমি বসে রইলাম জানালার পাশের চেয়ারটায়। ম্যাক্সিম খবরের কাগজ তুলে নিল। দু'জনই চুপ।

'আমি—আমি সত্যিই দুঃখিত, ডারলিং,' কিছুক্ষণ পর আমি বললাম। 'খুবই বোকার মত কাজ হয়ে গেছে। এমন হঠাৎ ঘটে গেল। টেবিলের বইগুলো গুছিয়ে রাখছিলাম—'

'ব্যস, ব্যস, আর না এ প্রসঙ্গ। ভেঙেছে, চুকে গেছে।'

'না, আমার আরও সাবধান হওয়া উচিত ছিল। মিসেস ড্যানভারস নিশ্চয়ই খেপে গেছে আমার ওপর।'

'কী বলছ তুমি! ও খেপবে কেন? কিউপিডটা ওর? ওর জিনিস ভেঙেছ?'

'ওর জিনিস না, তবু ওর অহঙ্কারে লেগেছে। ওখানকার কোন জিনিস কোন দিন নষ্ট হয়নি। হলো তো হলো আমার হাতেই।'

'তাতে হয়েছেটা কী?'

'মিসেস ড্যানভারস আমাকে ক্ষমা করতে পারবে না কোনদিন।'

'কী যে বলো তুমি। ও ক্ষমা করার কে? ওকে ভয় পাও কেন আমি তো বুঝতে পারি না।'

'ঠিক ভয় না, অস্বস্তি—না, বোঝাতে পারব না তোমাকে।'

'এত দুরু দুরু বুকে থাকার দরকার কী তোমার?' বলল ম্যাক্সিম। 'ভাঙার সঙ্গে সঙ্গেই ওকে ডেকে বলতে পারতে "এই যে, মিসেস ড্যানভারস, ভেঙে গেছে, দেখ মেরামত করাতে পারো কি না।" তা না, টুকরোগুলো ঠোঙায় ভরে লুকিয়ে রেখেছ। বাড়ির কর্ত্রী কেউ এমন করে?'

'আমি পারি না যে, ম্যাক্সিম।'

'পারতে হবে। চেষ্টা করলেই পারবে। সারা জীবন আমি এই সব চাকর বাকরদের ঝামেলা পোহাব নাকি?'

এর খুব বেশি দিন পরে নয়, লণ্ডন গেল ম্যাক্সিম, দিন দুই-এর জন্যে। আমি বাড়িতে একা। ও যখন যায়, আমার ভীষণ খারাপ লাগছিল। দুই দুটো দিন একা থাকতে হবে ভেবে হাত পা অসাড় হয়ে আসছিল। তার ওপর, অদ্ভুত এক অনুভূতি হচ্ছিল। মনে হচ্ছিল শেষ যাওয়া যাচ্ছে ম্যাক্সিম; আর কোন দিন ফিরবে না। গাড়ি অ্যাকসিডেন্ট করবে, নয়তো কিছু একটা হবে; ওর সাথে আর আমার দেখা হবে না।'

লাঞ্চের পর বিষণ্ন মনে বসে ছিলাম বাগানে একটা 'চেস্টনাট গাছের নিচে। কোলের ওপর একটা বই খোলা। পড়ছি, কিন্তু এক বর্ণও ঢুকছে না মাথায়। এই সময় রবার্ট এল ছুটতে ছুটতে।

'লণ্ডনের ক্লাব থেকে ফোন করেছিল ম্যাডাম, মিস্টার ডি উইনটার পৌঁছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেছেন, মিনিট দশেক আগে।'

খুশিতে প্রায় লাফিয়ে উঠলাম আমি। 'এত তাড়াতাড়ি!'

'হ্যা, ম্যাডাম, পথে বোধহয় দেরি হয়নি কোথাও।'

'কে ফোন করেছিল? মিস্টার ডি উইনটার নিজে?'

'না, ম্যাডাম, পোর্টার।'

'ঠিক আছে, রবার্ট, ধন্যবাদ তোমাকে।'

বুক থেকে বিরাট একটা বোঝা নেমে গেছে আমার। এই খুশিতে জ্যাসপারকে ডেকে নিয়ে বেড়াতে বেরোলাম। উদ্দেশ্যহীন বেড়ানো। জ্যাসপার আগে আগে লাফাতে লাফাতে চলেছে। আমি পেছন পেছন। ও যেদিকে যাচ্ছে সেদিকেই যাচ্ছি। হঠাৎ লক্ষ করলাম হ্যাপি ভ্যালিতে পৌঁছে গেছি আমরা। কয়েক মিনিট পরেই ছোট্ট খাঁড়িটায়। সাগরের উদ্দাম বাতাসে চুল উড়ছে আমার। তাকিয়ে আছি সমুদ্রের বিশাল বিস্তৃতির দিকে। জ্যাসপার কিছুক্ষণ দৌড়াদৌড়ি করল সৈকতে, তারপর একটা লাফ দিয়ে ছুটল টিলাটার দিকে। আমি চিৎকার করে ডাকলাম ফিরে আসার জন্যে, ও কানেই তুলল না। সেদিনের মত লাফিয়ে লাফিয়ে উঠে গেল টিলার চূড়ায়। তারপর আর দেখলাম না ওকে।

'ভীষণ অবাধ্য তো!' মনে মনে বললাম আমি।

বেশ কিছুক্ষণ একা একা সৈকতে হাঁটলাম। ফিরল না জ্যাসপার। আজও ওকে ফিরিয়ে আনার জন্যে টিলা পেরিয়ে ওপাশের খাঁড়িতে যেতে হলো।

আগের দিন যেমন দেখেছিলাম তেমনি আছে সব। কেবল বেন নেই সৈকতে। আর একটা অদ্ভুত ব্যাপার, জ্যাসপার ভয়ঙ্কর স্বরে ঘেউ ঘেউ করছে কটেজটার দরজার সামনে দাঁড়িয়ে। মাঝে মাঝে তেড়ে যাচ্ছে, সামনের দু'পা দিয়ে আঁচড়াচ্ছে, খামচাচ্ছে দরজার কপাট।

'জ্যাসপার! জ্যাসপার! এদিকে এসো!' চিৎকার করলাম আমি।

কিন্তু ও শুনল বলে মনে হলো না। শুনলেও গ্রাহ্য করল না। ঘেউ ঘেউ করতেই লাগল। এগিয়ে গেলাম আমি ওর দিকে। চিৎকার করে ডাকলাম আবার। তারপর হঠাৎ, কটেজের ভেতর থেকে একটা শব্দ ভেসে এল। ভারী কিছু মাটিতে পড়লে যেমন হয় তেমন। অমনি জ্যাসপারের ঘেউ ঘেউ-এর মাত্রা বেড়ে গেল কয়েক গুণ। অবাক হলাম আমি। ভয়ও পেলাম। কেউ ঢুকেছে ওঘরে? কে? একবার ভাবলাম দেখি। আবার মনে হলো, কী দরকার?—রেবেকার কটেজ, ওখানে আমার না ঢোকাই ভাল। বেশ কিছুক্ষণ দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগলাম। শেষে কৌতূহলেরই জয় হলো। দরজার সামনে গিয়ে হাতল ধরতেই আরও অবাক। দরজা খোলা। স্রেফ ভেজানো রয়েছে। নিশ্চয়ই কেউ ঢুকেছে।

'কে ভেতরে?' চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলাম।

কোন সাড়া শব্দ নেই। আবার করলাম একই প্রশ্ন। জ্যাসপারের ঘেউ ঘেউ ছাপিয়ে শোনা গেল আমার গলা। এবারও কোন জবাব নেই। দরজা ঠেলে ঢুকে পড়লাম ভেতরে। কাউকে দেখতে পেলাম না। আবার শব্দ হলো। পাশের ঘর থেকে। দরজার কাছে গিয়ে উঁকি দিলাম ভেতরে। প্রথমে কিছু চোখে না পড়লেও কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যে দেখতে পেলাম কে যেন গুড়ি মেরে বসে আছে দেয়ালের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোনায়। আমার চেয়ে ভয় পাওয়া অবস্থা তার। বড় একটা পালের পেছনে লুকানোর চেষ্টা করছে।

লোকটা বেন।

'কী ব্যাপার? এখানে কী করছ তুমি?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

বোকার মত কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল ও। মুখটা সামান্য খোলা। তারপর তড়বড়িয়ে বলল:

'কিছু না। কিছু না।'

'জ্যাসপার, চুপ।' ঘাড়ের ওপর দিয়ে মুখ ফিরিয়ে আমি বললাম। আবার তাকালাম বেন-এর দিকে।

'কিছু খুঁজছ তুমি?' একটু রুক্ষ এবার আমার গলা।

জবাব দিল না ও। যেমন ছিল তেমনি তাকিয়ে রইল নির্বোধ দৃষ্টিতে।

'ভাল চাও তো বেরিয়ে এসো,' বললাম আমি। 'মিস্টার ডি উইনটার চান না এ ঘরে কেউ ঢুকুক।'

আস্তে আস্তে আমার দিকে এগিয়ে এল বেন। একটা হাত পেছনে।

'তোমার হাতে কী দেখি?' আমি বললাম।

ভয় পাওয়া বাচ্চা ছেলের মত নির্দেশ পালন করল বেন। খানিকটা মাছ ধরা সুতো তার হাতে।

'আমি কিছু করছি না,' আবার বলল বেন।

'সুতোটা এখান থেকে নিয়েছ?'

'অ্যা?'

'শোনো, বেন, সুতোটা এমন কিছু জিনিস নয়, ইচ্ছে করলে ওটা তুমি নিতে পারো। কিন্তু আর কখনও একাজ করবে না। মানুষের জিনিস না বলে নেয়া উচিত নয়।'

আগের মতই নির্বোধের মত আমার দিকে তাকিয়ে রইল বেন। কোন জবাব দিল না।

'এসো!' দৃঢ় কণ্ঠে বলে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। বেরিয়ে এলাম কটেজ থেকে। বেনও এল পেছন পেছন। জ্যাসপার এরমধ্যে শান্ত হয়েছে। এবার বেনকে দেখে ছুটে এসে ওর পা শুঁকতে লাগল।

'যাও, বাড়ি চলে যাও,' কটেজের দরজা বন্ধ করে বেনকে বললাম।

দু'হাতে সুতোটুকু বুকের কাছে জাপটে ধরল বেন। যেন মহামূল্যবান কোন জিনিস; হারাতে চায় না। কাঁদো কাঁদো স্বরে বলল:

'আমাকে পাগলা গারদে পাঠাবেন না তো?'

'না, না,' নরম করে আমি বললাম।

'আমি কিছু করিনি,' আবার বলল বেন। 'সত্যিই বলছি, কাউকে বলিনি। আমাকে পাগলা গারদে পাঠাবেন না দয়া করে!'

এক ফোঁটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল ওর নোংরা গালে।

'ঠিক আছে, বেন,' আমি বললাম, 'কেউ তোমাকে কিছু বলবে না। কিন্তু, ওই কটেজে আর কখনও তুমি ঢুকবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করলাম আমি। বেন এল পেছন পেছন। হঠাৎ আমার হাত ছুঁয়ে বলল:

'এখানে! এখানে! আপনার জন্যে একটা জিনিস রেখেছি।'

বোকার মত হাসল ও। তারপর একটা বড় পাথরের নিচ থেকে বের করে আনল অনেকগুলো ঝিনুক। বেশ সময় নিয়ে একটা ও বেছে নিল সেখান থেকে। আমার হাতে দিয়ে বলল:

'এটা আপনার।'

'ধন্যবাদ। খুব সুন্দর জিনিস,' আমি বললাম।

দাঁত বের করে হাসল বেন। কান চুলকাল কিছুক্ষণ। ভয়ের ভাব মিলিয়ে গেছে চেহারা থেকে। বলল:

'আপনি সেই জনের মত না।'

'মানে! সেই জনটা আবার কে?'

'সেই যে, লম্বা, কালো চুল,' ঘাড় কাত করে বলল বেন। 'দেখলেই মনে হয় সাপ। আমি নিজের চোখে দেখেছি। রাতের বেলায় আসত। একদিন উঁকি দিয়েছিলাম জানালা দিয়ে। ও টের পেয়ে কী বলেছিল জানেন? "আমাকে চিনিস তুই?—চিনিস না। কোনদিন এখানে দেখিসনি আমাকে, মনে থাকবে? আর কখনও যদি জানালা দিয়ে উঁকি দিস, পাগলা গারদে পাঠিয়ে দেব তোকে। সকাল বিকাল চাবকাবে ওরা। কেমন লাগবে তখন? সেজন্যেই বলছি, ভাল চাস তো উঁকিঝুঁকি মারা বন্ধ কর।" আমি এই যে এমনি করে আমার টুপি ধরে দাঁড়িয়ে ছিলাম। সত্যি, ম্যাডাম। ও চলে গেছে, তাই না, ম্যাডাম, আর আসবে না, তাই না?'

'জানি না কার কথা বলছ তুমি, বেন,' বললাম আমি। 'কেউ তোমাকে পাগলা গারদে পাঠাচ্ছে না, নিশ্চিন্ত থাকো। জ্যাসপার, এসো।'

হাঁটতে শুরু করলাম আমি। মাথার ভেতর ঘুরপাক খাচ্ছে বেনের কথাগুলো। ও কি বুঝে শুনে সত্যি কথা বলেছে, না প্রলাপ বকছিল বুঝতে পারলাম না। রেবেকা ওকে পাগলা গারদে পাঠানোর ভয় দেখিয়েছিল? কেন? নিরীহ লোক বেন, কারও কোন ক্ষতি করে না, বলেছে ম্যাক্সিম। ফ্র্যাঙ্ক ক্রলিও তা-ই বলেছে। তাহলে? তাহলে কেন ওকে ভয় দেখাবে রেবেকা? সারা পথ ভেবেও কোন কূল পেলাম না।

বাড়ির কাছে এসে হঠাৎ, কোন কারণ ছাড়াই মুখ তুলে তাকালাম আমি। এবং অবাক হয়ে দেখলাম, পশ্চিম দিকের দোতলার একটা জানালা খোলা। অবাক হওয়ার কারণ, এদিকের জানালাগুলো বন্ধ থাকে সব সময়, আজ খোলা। আরও অবাক ব্যাপার, কে একজন দাঁড়িয়ে আছে জানালায়। পুরুষ মানুষ। তারপর, আমাকে দেখেই সম্ভবত, লোকটা সাঁ করে সরে গেল এক পাশে। একটা হাত এসে বন্ধ করে দিল জানালাটা।

হাতটা মিসেস ড্যানভারস-এর। ওর কালো হাতা চিনতে অসুবিধা হয়নি আমার। এক মুহূর্ত চিন্তা করলাম, আজ পাবলিক ডে কি না; মহিলা হয়তো দেখতে আসা মানুষদের ঘুরিয়ে দেখাচ্ছে ম্যানডারলের বিভিন্ন অংশ। কিন্তু না,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ হলো মঙ্গলবার। আমি জানি মঙ্গলবার পাবলিক ডে নয়, তাছাড়া ঘুরিয়ে দেখানোর কাজটা সব সময় করে ফ্রিথ; আজ ওর ছুটির দিন। তার চেয়েও বড় কথা, পশ্চিম দিকের অংশটা কখনও দেখানো হয় না বাইরের মানুষদের। তাহলে? কে লোকটা? আজ বিকেলে তো কারও আসার কথা ছিল না। পশ্চিম দিকের দোতলায় লোকটাকে নিয়ে গেছে কেন মিসেস ড্যানভারস?

ভাবতে ভাবতে পেছন দিকের বাগান ঘুরে সামনের প্রবেশ পথ দিয়ে হলে ঢুকলাম আমি। সেখান থেকে ফ্লাওয়ার-রুমে। ওপরে যাওয়ার ঝামেলা এড়ানোর জন্যে হাত মুখ ধুলাম বেসিনে। তারপর রওনা হলাম ড্রইং-রুমের দিকে। দরজার কাছে পৌঁছাতে না পৌঁছাতেই ভেতর থেকে ভেসে এল মিসেস ড্যানভারস-এর ফিসফিসে গলা।

'মনে হয় লাইব্রেরীতে ঢুকেছে,' বলল সে। 'এত তাড়াতাড়ি ফেরার কথা নয়, তবু কেন যে ফিরল! লাইব্রেরীতে গিয়ে থাকলে চিন্তা নেই, হলের ভেতর দিয়ে বেরিয়ে যেতে পারবে তুমি, ও টেরও পাবে না। দাঁড়াও, আমি দেখে আসি।'

নিশ্চয়ই আমার সম্পর্কে আলাপ করছে ওরা। ভীষণ অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম। যেমন নিঃশব্দে এসেছি তেমনি চলে যাওয়ার জন্যে ঘুরে দাঁড়ালাম আমি। পর মুহূর্তে পায়ের আওয়াজ পেলাম পেছনে। জ্যাসপার লাফ দিল একটা আমার দিকে—ভয়ে নয় খুশিতে। সেই সাথে ঘেউ ঘেউ তারস্বরে। ঘাড় ফেরালাম আমি এবং চোখাচোখি হলো লোকটার সাথে।

আমি জীবনে এত আশ্চর্য হতে দেখিনি কাউকে, লোকটা যেমন হলো। যেন আমি চোর, চুরি করতে ঢুকেছি; সে বাড়ির মালিক, দেখে ফেলেছে আমাকে। মুহূর্তের মধ্যেই অবশ্য সামলে নিল সে। মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলে বলল:

'আহ্, এই তো! চমকে দেইনি তো আপনাকে?'

'না, না,' বিব্রত কণ্ঠে বললাম আমি, 'গলা শুনছিলাম...বুঝতে পারিনি কে। আজ এ সময়ে কারও আসার কথা ছিল না তো—'

'তাহলে তো বিরক্ত করলাম আপনাকে? দুঃখিত। আসলে আমি এসেছিলাম ড্যানি—মানে মিসেস ড্যানভারস-এর সঙ্গে দেখা করতে। অনেক দিনের বন্ধু আমরা।'

'ওহ্, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, ঠিক আছে।'

'বেচারা ড্যানি! কেউ বিরক্ত হবে এমন কোন কাজ ও করতে চায় না। সেজন্যেই আমার আসার খবরটা আপনাকে জানাতে চায়নি।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! এ নিয়ে ভাববেন না।'

'আমাদের বুড়ো ম্যাক্স কেমন আছে?'

লোকটার প্রশ্নের ধরন শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম আমি। বুড়ো ম্যাক্স! ম্যাক্সিমকে কেউ এ নামে কোনদিন ডেকেছে বলে শুনিনি। ভাবখানা মিসেস ড্যানভারস-এর মত ম্যাক্সিমও ওর অনেক দিনের বন্ধু। সত্যিই কি তা সম্ভব? মিসেস ড্যানভারস-এর বন্ধু ম্যাক্সিম-এরও বন্ধু হতে পারে?

'ভালই আছে ও,' বললাম আমি। 'দু'দিনের জন্যে লণ্ডন গেছে।'

'নতুন বউকে একা রেখে!' পিত্তি জ্বালানো ভঙ্গিতে হাসল লোকটা। 'খুব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খারাপ, খুব খারাপ! জানে না, কেউ এসে তুলে নিয়ে যেতে পারে অপরূপা রাজকন্যাকে?'

হা-হা করে হাসতে লাগল লোকটা। ভীষণ নোংরা মনে হলো আমার হাসিটা। লোকটাকেও। মিসেস ড্যানভারস ঢুকল এই সময়। বরাবরের মত শীতল দৃষ্টি চোখে।

'আহ্, ড্যানি,' ওকে দেখেই চিৎকার করল লোকটা, 'এসে পড়েছ। তোমার সব লুকোচুরি বিফলে গেল। গৃহকর্ত্রী দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছেন আমাদের আলাপ।' আবার হাসল সে। মিসেস ড্যানভারস কিছু বলল না। 'আমাদের আলাপ করিয়ে দেবে না?' বলল লোকটা। 'যত যা-ই হোক নতুন বউকে সম্মান জানানোর একটা নিয়ম তো আছে।'

'ইনি মিস্টার ফ্যাভেল, ম্যাডাম,' বলল মিসেস ড্যানভারস। মুখ দেখেই বোঝা গেল, ইচ্ছে ছিল না, তবু বলল।

'আচ্ছা, আচ্ছা,' আড়ষ্ট কণ্ঠে আমি বললাম। 'চা খেয়ে যাবেন তো?'

'দেখেছ, ড্যানি, আমাকে চা খেয়ে যেতে বলছেন উনি,' খুব মজা পেয়েছে এমন ভঙ্গিতে বলল ফ্যাভেল। 'আর তুমি বলছিলে লুকিয়ে চলে যেতে! নতুন কর্ত্রীকে এখনও চিনতে পারোনি মনে হচ্ছে।' আমার দিকে ফিরল সে। 'ধন্যবাদ আমন্ত্রণের জন্যে, কিন্তু আমার মনে হয় আমি চলে গেলেই আপনি বেশি খুশি হবেন, তাই না?' আবার হাসল ফ্যাভেল, সেই ঔদ্ধত্যপূর্ণ নোংরা হাসি। হাসি থামিয়ে বলল, 'চলুন না নতুন একটা গাড়ি কিনেছি আমি, দেখবেন।'

বিব্রত বোধ করতে লাগলাম আমি। কী বলব বা করব বুঝতে পারছি না।

'আসুন, আসুন,' আবার বলল সে। 'দারুণ জিনিস একখানা। ম্যাক্সের লক্কড় মার্কাটার চেয়ে অনেক অনেক জোরে চলে। চলবে না? দাম পড়েছে কত শুনবেন? —চার হাজার!'

বিরক্তিকর লোকটার গাড়ি দেখার বিন্দুমাত্র ইচ্ছা নেই আমার। ওর উপস্থিতিই অসহ্য মনে হচ্ছে। তবু মুখ ফুটে বলতে পারলাম না সে কথা। কেমন একটা ভয়, একটা দ্বিধা গ্রাস করেছে আমাকে।

'কোথায় ওটা?' জিজ্ঞেস করলাম।

'ড্রাইভওয়ের কোনায়। আপনি বিরক্ত হতে পারেন মনে করে গাড়ি বারান্দা পর্যন্ত চালিয়ে আনিনি। ভেবেছিলাম আপনি হয়তো বিশ্রাম নিচ্ছেন।'

কথাটা যে নির্জলা মিথ্যা তাতে সন্দেহ নেই। চুপি চুপি আসতে চেয়েছিল তাই গাড়ি দূরে রেখে এসেছে। অথচ কী সুন্দর বানিয়ে বলে দিল কথাটা। সাহস আছে লোকটার! বললাম:

'চলুন।'

'ড্যানি, তুমিও যাবে নাকি?'

'না,' বলল মিসেস ড্যানভারস, 'আমার হাতে এখন অনেক কাজ। আপনারা যান।'

আন্তরিকভাবে করমর্দন করল দু'জন। 'আসি তাহলে, ড্যানি,' বলল ফ্যাভেল। 'ভাল থেকো। দরকার পড়লে খবর দেবে আমাকে, কেমন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা। ড্রাইভওয়েটা যেখানে মোড় নিয়েছে তার ঠিক ওপাশে দাঁড়িয়ে আছে গাড়িটা। চকচকে একটা স্পোর্টস কার। সবুজ।

'চলুন, গাড়ি-বারান্দায় নামিয়ে দিয়ে আসি আপনাকে,' বলল ফ্যাভেল।

'ধন্যবাদ, তার দরকার নেই,' আমি জবাব দিলাম।

হাসল ফ্যাভেল। 'বুঝেছি, আপনি ভাবছেন ম্যানডারলের কর্ত্রী আমার মত মানুষের সাথে গাড়িতে উঠলে সবাই কানাকানি করবে, তাই না?'

'না, না,' লাল হয়ে আমি বললাম। 'না, আসলে তা না। এমনি ইচ্ছে করছে না।'

'ঠিক আছে, ইচ্ছে না হলে চড়বেন কেন। গুডবাই।'

'গুডবাই,' আমি বললাম।

ড্রাইভিং সীটের দরজা খুলল সে। গাড়িতে উঠে পড়তে গিয়েও থেমে গেল কী মনে করে। ইতস্তত করল এক মুহূর্ত। তারপর বলল:

'একটা কথা, আমি যে এসেছিলাম, ম্যাক্সকে বলবেন না দয়া করে। আসলে ও এখন আর আমাকে তেমন পছন্দ করে না। আমি এসেছিলাম শুনলে হয়তো ড্যানি বেচারিকে ধমকাধমকি করবে খামোকা। ওর কী দোষ বলুন?'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আমি বলব না।'

'ধন্যবাদ। আসি তাহলে।'

গাড়িতে উঠে স্টার্ট দিল ফ্যাভেল। তারপর সগর্জনে সাঁ করে ছুটে গেল ম্যানডারলের ফটকের দিকে। ঘুরে বাড়ির দিকে চললাম আমি।

আস্তে আস্তে হাঁটছি, কিন্তু মাথার ভেতর চিন্তার ট্রেনটা চলছে ভয়ঙ্কর বেগে, অনেকটা ওই ফ্যাভেলের সগর্জনে ছুটে যাওয়া স্পোর্টসকারের মত। কেন এসেছিল ফ্যাভেল? ম্যাক্সিম বাইরে, আমি বেড়াতে বেরিয়েছি, ফ্রিথ-এর ছুটি, অন্য সব চাকর চাকরানীরা যার যার ঘরে; ঠিক এই সময়টাই বেছেছে ও মিসেস ড্যানভারস-এর কাছে আসার জন্যে। কে ও? কী সম্পর্ক মিসেস ড্যানভারস-এর সাথে? আমি যে রোজ লাঞ্চের পর বেড়াতে বের হই নিশ্চয়ই মিসেস ড্যানভারস জানিয়েছে ওকে।

গাড়ি-বারান্দায় পৌঁছে গেছি। সিঁড়িগুলো টপকে হলে ঢুকলাম। হঠাৎই ভয়ঙ্কর একটা সম্ভাবনার কথা উঁকি দিয়ে গেল আমার মনে।

পরিষ্কার বুঝতে পেরেছি ফ্যাভেল লোকটা অসৎ। যদি চোর হয়? আর যদি সত্যিই চোর হয়, ওর সাথে মিসেস ড্যানভারস-এর সম্পর্কটাকে কী ভাবে ব্যাখ্যা করব? মিসেস ড্যানভারস ওকে পশ্চিম দিকের ঘরগুলোয় নিয়ে গেল কেন? দু'জনে মিলে ম্যানডারলের মূল্যবান জিনিসপত্র সরানোর তালে আছে? দামী জিনিস তো কম নেই এ বাড়িতে—বিশেষ করে পশ্চিম অংশে। মূল্যবান সব শিল্পদ্রব্য—পেইন্টিং, ভাস্কর্য আরও নানা জিনিস। পশ্চিম অংশে কেউ যায় না, ওখান থেকে যদি একে একে সরাতে শুরু করে ওসব? এর মধ্যেই কিছু সরিয়েছে কিনা কে জানে?

মনে হতে লাগল পশ্চিম অংশে আমার নিজের গিয়ে দেখে আসা উচিত সব ঠিক আছে কিনা, কী চলছে ওখানে। চায়ের সময় হতে এখনও একটু দেরি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে। বসে না থেকে এই সময়টা কাজে লাগাই না কেন?
সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠতে শুরু করলাম।

দশ

দুরু দুরু বুকে উঠে গেলাম ওপরে। তারপর পা টিপে টিপে এগোলাম পশ্চিম দিকে।

সুনসান নীরবতা দোতলায়। একটা শব্দ নেই কোথাও। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডের মৃদু শব্দকেও মনে হচ্ছে অনেক জোর, কেউ কোথাও থেকে শুনে ফেলবে যেন। প্রশস্ত করিডর ধরে এগিয়ে চলেছি। বহুদিন অব্যবহারের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ বাতাসে। কোন দিকে যাব বুঝতে পারছি না। আমার ইচ্ছা সবচেয়ে দামী জিনিসপত্র যে ঘরে আছে সেখানে যাওয়ার। কিন্তু সে ঘর কোনটা? নিশ্চয়ই রেবেকার বেড-রুমই সে ঘর। কিন্তু কোথায় সেটা? কোন ধারণা নেই আমার। তবু একটা ঘরের সামনে পৌঁছে মনে হলো, এটাই হবে। দরজার হাতল ধরে আস্তে ঘোরালাম। ঠেলা দিতেই খুলে গেল কপাট। নিঃশব্দে প্রায় পিছলে ঢুকে পড়লাম আমি।

এই দিনের বেলাতেও অন্ধকার ঘরটা, কারণ ভারী পর্দাগুলো সব টানা। অন্ধকার, তবে নিশ্ছিদ্র নয়। দিন বলেই বোধহয় অস্পষ্ট একটা আলো রয়েছে ঘরে। ঘুরে দেয়ালের দিকে তাকাতে দেখলাম বাতির সুইচ। টিপে দিতেই উজ্জ্বল আলোয় ভরে উঠল ঘর। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম আমি। অত্যন্ত সুচারু, সুদৃশ্য এক বেড-রুমে দাঁড়িয়ে আছি। একমাত্র রানীকেই মানায় এমন ঘরে। আমাদের শোয়ার ঘরটাও সুন্দর, সুসজ্জিত; কিন্তু এটার তুলনায় কিছুই না। এক মুহূর্তও লাগল না বুঝতে, এটা কার ঘর। ঘরের সাজসজ্জা দেখে অবাক হয়েছি সন্দেহ নেই, কিন্তু যখন মনে হলো ঘরটা এখনও ব্যবহার হয় তখন বিমূঢ় হয়ে গেলাম একেবারে। আশা করেছিলাম টেবিল চেয়ার সব ধুলোরোধক কাপড় মোড়া অবস্থায় দেখব। কিন্তু তা তো নয়। মানুষজন থাকলে যেমন থাকে সব তেমনি সাজানো গোছানো সুন্দর আটাকা; বাতির আলোয় চক চক করছে। একটু আগে যেন ঝেড়ে মুছে গেছে কেউ।

বিছানাটা পরিপাটি করে গোছানো। ড্রেসিং টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে চুল আঁচড়ানোর ব্রাশ, চিরুনি, চুলের কাঁটা, সুগন্ধী, পাউডার, লিপস্টিক– সাজগোজ প্রিয় একজন মহিলার সাজসজ্জার জন্যে যা যা দরকার সব। সব ঝকঝকে তকতকে। যেন একটু আগে কেউ ব্যবহার করেছে, বা একটু পরেই কেউ এসে ব্যবহার করবে। টেবিলের ওপর ফুলদানীতে সাজানো তাজা ফুল। চেয়ারের গোড়ায় এক জোড়া চটি রাখা, যেন একটু পরেই তাদের মালিক এসে পরবে।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম স্তম্ভিতের মত। মনে হচ্ছে এই বোধহয় এল রেবেকা;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেই বসবে ড্রেসিং টেবিলের সামনে, চিরুনি তুলে নিয়ে আঁচড়াতে শুরু করবে চুল।

সাগরের গর্জন পরিষ্কার শুনতে পাচ্ছি। জানালার কাছে গিয়ে পর্দা সরালাম। বন্ধ কপাট খুলে নিচে তাকাতেই আর সন্দেহ রইল না, আধ ঘণ্টা আগে ফ্যাভেল আর মিসেস ড্যানভারস যে জানালায় দাঁড়িয়ে ছিল ঠিক সেটার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আমি। জানালাটা আরেকটু খুলে ঘরের ভেতর তাকালাম। দিনের আলোয় ইলেকট্রিক বাতির আলো ম্লান হয়ে গেছে। ঘরের সব কিছু আরও ভাল করে দেখতে পাচ্ছি এখন। ড্রেসিং টেবিলের ওপর প্রসাধন সামগ্রীগুলো, পরিপাটি বিছানা, চেয়ারের নিচে চটি জোড়া—সব যেন কটমট করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে। আমি যেন অনধিকার প্রবেশ করেছি আর সেজন্যে ওরা তীব্র তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে নীরবে ভর্ৎসনা করছে আমাকে।

হৃৎপিণ্ডের গতি দ্রুত হয়ে গেল আমার। এ ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার তীব্র এক আকুতি অনুভব করলাম মনের ভেতর। কিন্তু নড়তে পারলাম না। কতক্ষণ যে এরকম দাঁড়িয়েছিলাম বলতে পারব না। দেয়াল ঘড়ির টিক টিক শব্দ বাস্তবে ফিরিয়ে আনল আমাকে। মুখ তুলে দেখলাম চারটে বেজে বিশ মিনিট। আমার হাতের ঘড়িটাও একই সময় ঘোষণা করছে। সাড়ে চারটের সময় চা দেয়া হবে। স্বপ্নের জগতে নয় বাস্তব দুনিয়ায়।

আতঙ্ক আর ভয়ের আধিভৌতিক পৃথিবী থেকে নিজেকে টেনে আনলাম আমি। দৃঢ়ভাবে মনে মনে বললাম:

'কেউ আর এ ঘরে থাকে না। না। মিসেস ড্যানভারস প্রতিদিন ফুলদানীতে তাজা ফুল সাজালেও, প্রতিদিন বিছানায় নতুন চাদর বিছালেও, ঝাড়া মোছা করলেও এ ঘরে কেউ এখন থাকে না। ও মরে গেছে। অনেক দিন আগে চলে গেছে এ পৃথিবী ছেড়ে। কিছুতেই ওর পক্ষে আসা সম্ভব নয় এ ঘরে।'

বেশ একটা স্বস্তি পেলাম কথাটা ভেবে। আবার ঘরটার সৌন্দর্য দখল করল আমার মন। এগিয়ে ছুঁয়ে দেখলাম বিছানার স্যাটিনের চাদর, ওর রেশমী রাতের পোশাক, ড্রেসিং টেবিলের প্রসাধনী। কী সুন্দর সব, কী দামী। আর আমারগুলো—আবার হতাশায় আক্রান্ত হতে লাগল আমার মন। ঠিক এই সময় পেছনে শুনতে পেলাম পায়ের আওয়াজ। সঙ্গে সঙ্গে জমে গেলাম যেন আমি। মূর্তির মত নিশ্চল দাঁড়িয়ে রইলাম কয়েক মুহূর্ত। ধীরে ধীরে, ধরা পড়ে যাওয়া চোরের মত ঘুরে দাঁড়ালাম।

মিসেস ড্যানভারস দাঁড়িয়ে আছে। মুখের ভাব শান্ত, কিন্তু দুচোখ থেকে যেন আগুন ঝরছে। ওর চোখে এ দৃষ্টি আর কখনও দেখিনি আমি। সত্যিই যেন চোর ধরেছে নিজের ঘরে। আতঙ্কিত হয়ে উঠলাম আমি। কেঁপে উঠলাম থর থর করে। আমার অবস্থা দেখেই যেন মিসেস ড্যানভারস বলল:

'কিছু হয়েছে, ম্যাডাম?'

কাঁপুনি থামানোর চেষ্টা করলাম আমি। পারলাম না। কথা বলার জন্যে মুখ খুললাম, কোন স্বর বেরোল না গলা দিয়ে।

'আপনি অসুস্থ বোধ করছেন, ম্যাডাম?' বলতে বলতে আমার কাছে এসে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়াল মিসেস ড্যানভারস। এত কাছে যে তার নিশ্বাস অনুভব করলাম আমার গালে। তাড়াতাড়ি পিছিয়ে গেলাম এক পা। অনেক কষ্টে উচ্চারণ করলাম:

'না, আমি—আমি ঠিকই আছি, মিসেস ড্যানভারস। আসলে—আসলে এখন এখানে তোমাকে আশা করিনি। লন থেকে দেখলাম একটা জানালা খোলা, তাই এসেছিলাম লাগানো যায় কিনা দেখতে।'

'আমি বন্ধ করে দিচ্ছি,' বলে এগিয়ে গেল সে। নিঃশব্দে লাগিয়ে দিল জানালাটা, টেনে দিল পর্দা। দিনের আলো মিলিয়ে গেল। ইলেকট্রিকের নকল হলদেটে আলোয় আবার আগের মত অবাস্তব হয়ে উঠল ঘরটা।

ফিরে এসে আমার পাশে দাঁড়াল মিসেস ড্যানভারস। হাসল একটু।

'জানালা খোলা ছিল বললেন কেন?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আমি যাওয়ার আগে বন্ধ করে গেছিলাম। আপনি এসে খুলেছিলেন আবার, তাই না? আসলে দেখতে চেয়েছিলেন ঘরটা। আমাকে বললেন না কেন? আমিই আপনাকে দেখাতাম সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে।'

ঝাঁ করে আমার কান দুটো আগুনের মত হয়ে উঠল। মনে হলো ছুটে পালাই। কিন্তু নড়তে পারলাম না। ওর শয়তানী হাসিভরা চোখ দুটো সম্মোহিত করেছে যেন আমাকে।

'ঠিক আছে, এসেই যখন পড়েছেন, চলুন, দেখাই আপনাকে?' একটু হেসে আবার বলল মিসেস ড্যানভারস। ওর গলাটা আন্তরিক মনে হলেও আমি জানি, ওটা ভঙ্গি। 'অনেক দিন ধরেই আপনি দেখতে চাইছিলেন ঘরটা, কিন্তু লজ্জায় বলতে পারেননি। সুন্দর, তাই না? এমন সুন্দর ঘর আপনি আর কখনও দেখেননি নিশ্চয়ই?'

আমার হাত ধরে বিছানার কাছে নিয়ে গেল সে। আমি বাধা দিতে পারলাম না।

'এই যে ওঁর বিছানা,' বলল মিসেস ড্যানভারস। অদ্ভুত এক পুলক তার কণ্ঠে। 'সুন্দর, তাই না? এই সোনালি বেড কভারটা আমি সব সময় বিছিয়ে রাখি। এটা উনি খুব পছন্দ করতেন। এই যে ওঁর রাতের পোশাক। এটা আপনি ছুঁয়ে দেখছিলেন, তাই না? মারা যাওয়ার আগের রাতে শেষবারের মত এটা পরেছিলেন উনি। আরেকবার ছুঁয়ে দেখবেন?' রাতের পোশাকটা তুলে এনে আমার সামনে ধরল ও। 'দেখুন। ধরে দেখুন। কি নরম আর কি হালকা! উনি শেষবার পরার পর আর আমি ধুইনি এটা। যেমন ছিল তেমনি রেখে দিয়েছি। ওই যে ওঁর চটি জোড়া–ওটাও যেমন ছিল তেমনি আছে।' কাপড়টা আগের জায়গায় রেখে আবার আমার হাত ধরল মিসেস ড্যানভারস। 'আমিই ওঁর সব কাজ করতাম। একটার পর একটা কাজের মেয়ে বদল করেছি আমরা, একজনকেও পছন্দ হয়নি। প্রায়ই উনি বলতেন, "তুমিই সবচেয়ে ভাল করো আমার কাজ, ড্যানি। তোমাকে ছাড়া আর কাউকে দিয়ে চলবে না আমার।" দেখুন, এই যে ওঁর ড্রেসিং গাউন। লম্বা দেখেই বুঝতে পারছেন, আপনার চেয়ে এক মাথা উঁচু ছিলেন উনি। দারুণ ফিগার ছিল।' আমাকে টেনে নিয়ে গেল ড্রেসিং টেবিলের সামনে। দেখেছেন ওঁর ব্রাশগুলো? সেদিন যেমন রেখে গিয়েছিলেন, তেমনি রেখে দিয়েছি

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এখনও। রোজ সন্ধ্যায় আমি ওঁর চুল আঁচড়ে দিতাম। "ড্যানি, এসো, এবার চুলের কসরত," বলতেন উনি। আমি গিয়ে দাঁড়াতাম ওঁর পেছনে। এত চুল ছিল মাথায়, পাক্কা বিশ মিনিট লাগত আঁচড়াতে। তারপর উনি কেটে ফেললেন চুল। সবাই খুব দুঃখ পেয়েছিল। কিন্তু উনি পাত্তা দেননি। "আমার যাতে সুবিধা তা-ই করব, কে কী ভাবল না ভাবল আমি গ্রাহ্য করি না," বলেছিলেন উনি। ওঁর পোশাকগুলো দেখার খুব ইচ্ছে হচ্ছে নিশ্চয়ই আপনার?' ওয়ার্ডরোবের কাছে টেনে নিয়ে গেল আমাকে মিসেস ড্যানভারস। একটা একটা করে ড্রয়ার খুলে দেখাতে লাগল।

'এই ড্রয়ারে আছে ফারগুলো,' বলে চলল সে। 'পোকায় কাটতে দেইনি একটাকেও। এই চাদরটা ধরে দেখুন। ক্রিস্টমাসে উপহার দিয়েছিলেন মিস্টার ডি উইনটার। এই চিনচিলাটা সাধারণত সন্ধ্যার সময়ই পরতেন। এই ওয়ার্ডরোবের সব পোশাকই উনি সন্ধ্যায় পরতেন। এই ড্রয়ারেরগুলো সব ভেতরে পরার কাপড় চোপড়। সেদিন রাতে—মানে যেদিন মারা গেলেন, স্ল্যাকস আর শার্ট পরে ছিলেন। ডুবে যাওয়ার পর ওগুলো খুলে গিয়েছিল তাঁর গা থেকে। লাশ যখন পাওয়া যায় তখন ওঁর গায়ে কিছু ছিল না।'

আমার হাতের ওপর চেপে বসেছে মিসেস ড্যানভারস-এর হাত। ব্যথা পাচ্ছি, কিন্তু ছাড়িয়ে নিতে পারছি না। ঘোরের ভেতর রয়েছি যেন আমি।

'ডুবো পাহাড়ে ঘা খেয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছিল তাঁর দেহ,' ফিসফিস করে, অনেকটা মোহাবিষ্টের মত বলে চলল সে। 'সুন্দর মুখটা ক্ষত বিক্ষত হয়ে গিয়েছিল, হাত দুটো বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল শরীর থেকে। মিস্টার ডি উইনটার শনাক্ত করেছিলেন লাশ। এজকুম্ব-এ যেতে হয়েছিল তাঁকে সেজন্যে। একা গিয়েছিলেন। সে সময় খুবই অসুস্থ ছিলেন, তবু ছুটে গিয়েছিলেন মিস্টার ডি উইনটার। কারও নিষেধ শোনেননি। মিস্টার ক্রলি পর্যন্ত ঠেকাতে পারেননি তাঁকে।'

থামল মিসেস ড্যানভারস। তার নিষ্প্রভ চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। তাকিয়ে আছে আমার দিকে। দম নিয়ে আবার শুরু করল সে:

'ওই দুর্ঘটনার জন্যে আমি সব সময় আমাকেই দায়ী করি। কেন যে আমি সেদিন সন্ধ্যায় বাইরে গিয়েছিলাম! কেরিথ-এ গিয়েছিলাম বিকেলে, ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল। মিসেস ডি উইনটার লণ্ডনে ছিলেন, ফেরার কথা ছিল অনেক রাতে। তাই আমি নিশ্চিন্ত ছিলাম। কিন্তু রাত সাড়ে নটার দিকে ফিরে শুনলাম উনি ফিরে এসেছেন, এবং ডিনার করেই বেরিয়ে গেছেন নৌকা চড়তে। প্রায়ই উনি অনেক রাতে এরকম বেরিয়ে পড়তেন একা নৌকা চড়ার জন্যে। কিন্তু সেদিন আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম। বাতাস বড্ড জোরে বইছিল সে রাতে। ঝড়ই বলা যায়। আমি বাড়ি থাকলে ওই আবহাওয়ায় কিছুতেই তাঁকে বেরোতে দিতাম না।

'মিস্টার ডি উইনটার মিস্টার ক্রলির বাসায় গিয়েছিলেন ডিনার করতে। জানি না কখন উনি ফিরেছিলেন—হয়তো এগারোটায় বা আরও পরে। এসেই শুয়ে পড়েছিলেন। ম্যাডাম মাঝে মাঝে এমন একা বেরিয়ে যান তা তিনি জানতেন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু বলতেন না। ম্যাডামের কোন কাজেই বাধা দিতেন না উনি।

'রাত যখন প্রায় বারোটা, আমি আর উদ্বেগ সহ্য করতে না পেরে আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়ালাম ওঁর দরজায়। নক করলাম। উনিও বোধহয় জেগে ছিলেন। কারণ সঙ্গে সঙ্গে জবাব শোনা গেল:

' "কে? কী চাই?"'

'দরজার কাছে এসে দাঁড়ালেন তিনি। রাতের পোশাক পরে আছেন। আমি আমার উদ্বেগের কথা জানাতে। উনি বললেন:

' "আমার মনে হয় রাতে কটেজেই থাকবে ও। তোমার জায়গায় আমি হলে, চুপচাপ নাকে তেল দিয়ে ঘুমাতাম। ঝড় যতক্ষণ না থামছে ততক্ষণ ও ফিরবে বলে মনে হয় না।"

'মিস্টার ডি উইনটারের কথা আমি মেনে নিয়েছিলাম। উপায়ও ছিল না তাছাড়া। প্রায়ই উনি কটেজে রাত কাটাতেন, এবং ঝড়ঝাপটার মধ্যেই বেরিয়ে পড়তেন নৌকা নিয়ে। বেশ ক্লান্ত দেখাচ্ছিল মিস্টার ডি উইনটারকে, তাই তাঁকে আর বিরক্ত না করে আমি গিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। কিন্তু দুশ্চিন্তা দূর করতে পারিনি মন থেকে।'

থামল মিসেস ড্যানভারস। ধীরে ধীরে তার চোখের জ্বলজ্বলে চাউনি ক্রূর হয়ে উঠল। ভয়ে আমার ছুটে পালানোর ইচ্ছে হলো অভিশপ্ত ঘরটা ছেড়ে। কিন্তু এমন শক্ত করে আমার হাত ধরে আছে মিসেস ড্যানভারস!

'এখন নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন কেন আর এ ঘরে থাকেন না মিস্টার ডি উইনটার? শুনুন সাগরের গর্জন!···ম্যাডাম ডুবে যাওয়ার পর আর কখনও এ ঘরে থাকেননি উনি।' হাসল মিসেস ড্যানভারস। ক্রূর হাসি। তারপর ধীরে ধীরে বলল; 'মাঝে মাঝে, মিস্টার ডি উইনটার বাইরে থাকলে, আপনি এ ঘরে কিছু সময় কাটিয়ে যেতে পারেন। এত সুন্দর ঘরটা! কী সুন্দর করে সাজিয়ে রেখেছি আমি—তখন যেমন ছিল ঠিক তেমন—ভাবতে পারবেন না ঘরের মালিক বেঁচে নেই। মনে হয়, একটু বাইরে গেছেন, যে কোন সময় এসে পড়বেন। এদিককার যে ঘরেই যাই, আমার এমন মনে হয়। আমি প্রতিটি জায়গায় তাঁর উপস্থিতি অনুভব করি, আপনি করেন না? মনে হয় না, উনি আছেন এখানে, আমাদের দেখছেন, আমাদের কথাবার্তা সব শুনছেন? শুনেছি অপঘাতে যারা মারা যায় তাদের অতৃপ্ত আত্মা নাকি ফিরে আসে নিজের বাড়িতে, ঘুরে ঘুরে দেখে, জীবিতদের। সত্যিই কি?'

'আ—আমি—আমি জানি না,' কোন মতে বলতে পারলাম আমি।

আমার কথা ওর কানে গেছে বলে মনে হলো না। আমার মুখের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে বলল:

'হয়তো, হয়তো সত্যিই। এই এখনও হয়তো উনি আছেন এখানে। আপনাকে দেখছেন—'

আতঙ্কিত চোখে আমি তাকালাম মিসেস ড্যানভারস-এর দিকে। বিজয়ী ভঙ্গিতে হাসল সে। আমার ভয়, আতঙ্ক, হতাশা প্রাণ ভরে উপভোগ করছে। যে উদ্দেশ্য নিয়ে সে এসেছিল তা সম্পূর্ণ সফল হয়েছে। আমার নিজের সুখী হওয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশা, ম্যাক্সিমকে সুখী করার আকাঙ্ক্ষা সব হরণ করে নিতে পেরেছে সার্থকভাবে।

আর কিছু বলল না সে। আমার হাত ছেড়ে দিয়ে গিয়ে দরজা খুলল। এক পাশে সরে দাঁড়াল আমাকে আগে বেরোতে দেয়ার জন্যে।

'চা দেয়া হয়েছে, ম্যাডাম, বাগানে গাছের নিচে।'

পরদিন সকালে ম্যাক্সিম ফোন করে জানাল, সন্ধ্যায় ফিরবে ও। ফ্রিথ ফোন ধরেছিল, তার কাছেই ও জানিয়ে দিয়েছে খবরটা। আমাকে ডাকেনি। আমি তখন নাশতা করছি। রিং-এর শব্দ শুনে ন্যাপকিন রেখে উঠে দাঁড়িয়েছিলাম। এই সময় ঢুকল ফ্রিথ।

'মিস্টার ডি উইনটার ফোন করেছিলেন, ম্যাডাম,' বলল সে। 'কোন খবর দেননি, শুধু বললেন, সাতটার দিকে ফিরবেন।'

বসে পড়লাম আবার। ন্যাপকিনটা তুলে নিতে নিতে বললাম:

'ঠিক আছে, ফ্রিথ। থ্যাঙ্ক ইউ।'

নাশতা শেষ করে টেরেসে গিয়ে বসলাম। দশটার দিকে ফোন বাজল আবার। ফ্রিথ এসে জানাল, মিসেস ল্যাসি আমার সাথে কথা বলতে চান।

'গুড মর্নিং, বিট্রিস,' রিসিভার কানে লাগিয়ে আমি বললাম।

'কেমন আছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল বিট্রিস।

'ভাল।'

'আজ বিকেলে ভাবছি দাদীর ওখানে যাব, তুমি যাবে নাকি? তোমাদের ওখান থেকে মাইল বিশেক দূরে এক বাড়িতে লাঞ্চ করব। যদি যেতে চাও ওখান থেকে গিয়ে তোমাকে তুলে নিতে পারি। যাবে? দাদীর সাথে এবার একবার দেখা করা তোমার কর্তব্য।'

'নিশ্চয়ই, ব্রিটিস, আমি যাব,' আমি বললাম।

'তাহলে তৈরি হয়ে থেকো, সাড়ে তিনটের দিকে এসে আমি তোমাকে নিয়ে যাব।'

ঠিক সাড়ে তিনটার সময় এল বিট্রিস। আমি তৈরি ছিলাম। ওর গাড়ির শব্দ শুনেই ছুটে গেলাম হলের সামনে সিঁড়িতে। গাড়ি থেকে নেমে উঠে এল ও সিঁড়ি বেয়ে। দ্রুত আমার গালে চুমু খেয়ে বলল:

'ভাল দেখাচ্ছে না তোমাকে। মুখটা শুকনো। শরীর খারাপ নাকি?'

'না না,' আমি বললাম। 'আমার মুখ তো শুকনোই সব সময়।'

'উঁহুঁ, গত দিন এত শুকনো ছিল না। তুমি তৈরি?'

'হ্যাঁ।'

'চলো তাহলে।'

দু'জন উঠে বসলাম। গাড়ি ছেড়ে দিল বিট্রিস।

বেশ কিছুক্ষণ আমার স্বাস্থ্য, ওর ছেলের লেখাপড়া, শিকার, ঘোড়ায় চড়া ইত্যাদি নিয়ে অনর্গল কথা বলে গেল ও। তারপর হঠাৎ প্রশ্ন:

'ম্যাক্সিম কেমন আছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভালই।'

'মন টন ভাল?'

'আঁ—মনে হয়।'

সরু এক গ্রামীণ পথ ধরে এগোচ্ছে গাড়ি। বিট্রিসের মনোযোগ রাস্তার দিকে। কোন কথা বলছে না। হঠাৎ আমার মনে হলো, ফ্যাভেলের কথা জিজ্ঞেস করব বিট্রিসকে?

'বিট্রিস,' মনস্থির করে ওকে ডাকলাম আমি, 'ফ্যাভেল নামের কাউকে চেনেন? জ্যাক ফ্যাভেল?'

'জ্যাক ফ্যাভেল,' চিন্তা করার ভঙ্গিতে উচ্চারণ করল বিট্রিস। 'হ্যাঁ, মনে হয় চিনি। দাঁড়াও এক মিনিট। জ্যাক ফ্যাভেল। হ্যাঁ, প্রথম শ্রেণীর লম্পট। একবারই মাত্র দেখেছি। অনেক দিন আগে।'

'কাল বিকেলে লোকটা ম্যানডারলেয় এসেছিল,' আমি বললাম।

'আচ্ছা! কেন?'

'মিসেস ড্যানভারস-এর সাথে দেখা করতে।'

'ও, আচ্ছা। হ্যাঁ, তা পারে।'

'মানে!'

'রেবেকার কেমন যেন ভাই লোকটা। চাচাতো কি মামাতো।'

ভীষণ অবাক হলাম আমি। লোকটা ওর আত্মীয়! রেবেকার যে কোন ধরনের কোন ভাই থাকতে পারে আমার মাথায়ই আসেনি। জ্যাক ফ্যাভেল ওর ভাই!

'ও,' বিব্রত কণ্ঠে আমি বললাম, 'আমি বুঝতে পারিনি।'

'রেবেকা থাকতে ও বোধহয় প্রায়ই যেত ম্যানডারলেয়,' বলল বিট্রিস। 'আমি ভাল জানি না। জানোই তো, আমি কালেভদ্রে যাই ওখানে।'

এমন ভাবে কথাটা শেষ করল, আমার মনে হলো এ বিষয়ে আর কিছু বলতে চায় না ও। আমিও আর কিছু জিজ্ঞেস করলাম না। ফ্যাভেল তার আসার কথা ম্যাক্সিমকে বলতে নিষেধ করেছে, কথাটা বলব ভেবেছিলাম। বললাম না। কে জানে কোথা থেকে কী প্যাঁচ লাগে। তাছাড়া দাদী শাশুড়ীর বাড়িতে পৌঁছে গেছি।

'বুড়ি কিন্তু প্রায় অন্ধ,' বিট্রিস বলল। 'আজকাল মন মেজাজও বিশেষ ভাল থাকে না। ফোন করে নার্সকে বলে রেখেছি আমরা আসছি। আশা করি সব ঠিকঠাকই দেখব।'

বাড়িটা বিরাট। ভিক্টোরিয়ান ধাঁচের। লাল ইটে তৈরি। তবে খুব একটা সুন্দর নয় দেখতে।

ছিমছাম এক পার্লার মেইড দরজা খুলল।

'গুড আফটারনুন, নোরা। কেমন আছ?' বলল বিট্রিস।

'ভাল, ম্যাডাম। আপনি ভাল তো?'

'হ্যাঁ, ভাল। বুড়ি কেমন আছে, নোরা?'

'এই আর কি, একদিন ভাল তো পরদিন খারাপ। আপনাকে দেখে খুশি হবেন,' কৌতূহলী চোখে আমার দিকে তাকাল মেয়েটা।

'এ মিসেস ম্যাক্সিম,' পরিচয় করিয়ে দিল বিট্রিস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও। ভাল আছেন, ম্যাডাম?'

সরু একটা হল পেরিয়ে ড্রয়িংরুমে ঢুকলাম আমরা। সাবেক আমলের আসবাবপত্রে ঠাসা কামরাটা। দম ফেলারও জায়াগা নেই। এই ঘরের এক কোণে এক আরাম কেদারায় বসে আছেন বৃদ্ধা। ম্যাক্সিমের সঙ্গে অদ্ভুত মিল তাঁর চেহারার। থুথুরে বুড়ো হয়ে গেলে ম্যাক্সিমের চেহারা নিশ্চয়ই এমন হবে। বৃদ্ধার পাশে পিঠ খাড়া এক চেয়ারে বসে আছে নার্স। বই পড়ে শোনাচ্ছিল বৃদ্ধাকে। আমাদের দেখে বইয়ের পাতায় একটা চিহ্ন রেখে উঠে দাঁড়াল।

'কেমন আছেন, মিসেস ল্যাসি?' মৃদু হেসে বলল সে।

বিট্রিস শেকহ্যাণ্ড করল নার্সের সাথে। আমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিল তার।

'বুড়ি মনে হচ্ছে ভালই আছে,' ফিসফিস করে বলল বিট্রিস। ছিয়াশি বছর বয়েসে এত ভাল থাকে কী করে ভেবে পাই না। দাদু, আমরা এসেছি,' গলা চড়িয়ে শেষ করল সে।

দাদী বুড়ি মুখ তুলে তাকালেন আমাদের দিকে।

'কে, বি?' বললেন তিনি, 'তুই এসেছিস আমাকে দেখতে! আমার কথা মনে পড়ল শেষে?'

ঝুঁকে বুড়ির গালে চুমু খেলো বিট্রিস। 'মনে তো সব সময়ই পড়ে, দাদু।...এই দেখ কাকে নিয়ে এসেছি!'

'কাকে রে?'

'ম্যাক্সিমের বউ।' আমার পিঠে ঠেলা দিয়ে বিট্রিস ফিসফিস করে বলল, 'চুমু খাও, যাও।'

ঝুঁকে আমিও চুমু খেলাম বুড়ির গালে। আঙুল দিয়ে আমার মুখটা অনুভব করতে করতে দাদু বললেন:

'কী লক্ষ্মী মেয়ে রে! কী সুন্দর, ফুটফুটে! তুমি এসেছ, আমি খুব খুশি হয়েছি, ভাই। ম্যাক্সিমকে নিয়ে এলে না কেন?'

'ও লণ্ডনে,' আমি বললাম, 'আজ রাতে ফিরবে।'

'পরের বার অবশ্যই নিয়ে আসবে। বসো, আমার পাশে এই চেয়ারটায় বসো। বি, তুই বোস এপাশে। রজার বাবু (বিট্রিসের ছেলে) কেমন আছে? আর জাইলস?'

চলতে লাগল এমনি ধরনের আলাপ। বিট্রিস এক সময় বলল:

'জানো, নানু, আমাদের ফ্যামিলিতে এতদিনে একজন শিল্পী এসেছে।'

'কার কথা বলছিস রে?'

'কার আবার?—তোমার নতুন নাত-বৌ।'

'তাই নাকি! শুনিনি তো! ম্যাক্সিম কিছু লেখেনি।'

'বিট্রিস ঠাট্টা করছিল,' সলজ্জ হেসে আমি বললাম। 'শিল্পী-টিল্পী কিছু না, এমনি শখ করে স্কেচ করি মাঝে মধ্যে।'

চা দেয়া হলো কিছুক্ষণ পর। সঙ্গে ওয়াটার-ক্রেস স্যাণ্ডউইচ। খেতে খেতে আলাপ এগিয়ে চলল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনারা তো ইটালীতে হানিমুন করেছিলেন,' আমার দিকে তাকিয়ে বলল নার্স। 'আবহাওয়া খুব ভাল ওখানকার, তাই না?'

'হ্যাঁ,' আমি জবাব দিলাম, 'এখানকার মত এত ঠাণ্ডা না।'

'তোমরা কী আলাপ করছ?' জিজ্ঞেস করলেন দাদু।

তাঁর দিকে ফিরে আমার কথাগুলোই জোরে জোরে বলল বিট্রিস:

'দাদু, ও বলছে, ওরা যখন হানিমুন করছিল, তখন ইটালীর আবহাওয়া খুব ভাল ছিল, এখানকার চেয়ে গরম। ম্যাক্সিমের নাকি চামড়া তামাটে হয়ে গিয়েছিল রোদে পুড়ে।'

মুহূর্তে চেহারা বদলে গেল বৃদ্ধার। প্রায় দৃষ্টিহীন চোখজোড়া উদাস হয়ে উঠল। পর মুহূর্তে খ্যাপার চাউনি দেখা দিল সেখানে।

'ম্যাক্সিম!' গলায় সন্দেহের সুর বৃদ্ধার। 'ম্যাক্সিম এল না কেন আজ?'

'একটু আগেই না শুনলে, লণ্ডন গেছে?' জবাব দিল বিট্রিস। 'জাইলসও গিয়েছিল। কিসের যেন ডিনার ছিল।'

'ও। তাহলে আবার বলছিল কেন, ম্যাক্সিম ইটালীতে?'

'ও হো, দাদু, এখনকার কথা বলেনি তো। ওদের বিয়ের পর হানিমুন করতে গিয়েছিল ইটালীতে। সে এপ্রিল মাসের কথা। তারপর ওরা ম্যানডারলেতে চলে এসেছে না?'

নার্সের দিকে তাকিয়ে একটু কাঁধ ঝাঁকাল বিট্রিস।

'মিস্টার এবং মিসেস ডি উইনটার এখন ম্যানডারলেতে থাকেন,' বলল নার্স।

'এই সময়টায় যা দারুণ লাগছে ওখানকার পরিবেশ!' আমি বললাম। 'গোলাপ ফুটতে শুরু করেছে। আপনার জন্যে একটা তোড়া বানিয়ে আনলে বেশ হত।'

'হ্যাঁ ভালই হত,' বললেন বৃদ্ধা, 'গোলাপ খুব প্রিয় আমার।' নিষ্প্রভ নীল চোখ দুটো হঠাৎ করেই তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল তাঁর। 'মানে তুমিও এখন ম্যানডারলেতে আছ?'

ঢোক গিললাম আমি। এক মুহূর্তের নীরবতা কামরায়। বিট্রিস বলল:

'এ কেমন কথা হলো, দাদু? ম্যানডারলেতে থাকবে না তো কোথায় থাকবে? ম্যাক্সিমের বউ না ও?'

আমি লক্ষ করলাম, চায়ের কাপ নামিয়ে রেখে দ্রুত বৃদ্ধার দিকে তাকাল নার্স। বালিশের ওপর গা এলিয়ে দিলেন দাদু। চাদরটা টেনে নিলেন গায়ের ওপর।

'বেশি কথা বলো তোমরা,' কম্পিত কণ্ঠে বললেন তিনি, 'তোমরা সবাই।' ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন দাদী। 'তুমি কে, বাছা? তোমাকে কখনও দেখেছি বলে তো মনে পড়ছে না। ম্যানডারলেতে এতবার গেছি, কোন দিন দেখিনি তো। বি, মেয়েটা কে রে? রেবেকাকে নিয়ে ম্যাক্সিম এল না কেন? ওহ, কতদিন রেবেকাকে দেখি না। বড় ভাল মেয়ে। কোথায় গেছে রেবেকা?'

দীর্ঘ নীরবতা কামরায়। দীর্ঘ, ক্লান্তিকর, যন্ত্রণাময়। আমার কান ঝাঁ ঝাঁ করছে। নার্স উঠে গিয়ে দাঁড়াল বুড়ির আরামকেদারার পাশে।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রেবেকা কই?' আবার বললেন দাদু। 'রেবেকাকে তোরা কী করেছিস?'

বিট্রিসও এবার উঠে দাঁড়াল। টকটকে লাল ওর মুখ। নিচের ঠোঁটের ওপর চেপে বসেছে দাঁত।

'আপনারা এবার চলে যান, মিসেস ল্যাসি,' নিচু কণ্ঠে বলল নার্স। 'ম্যাডাম মনে হচ্ছে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। ক্লান্ত হলেই এরকম আবোল তাবোল বকেন। ঘণ্টা কয়েক চলবে এরকম। ওষুধ খাইয়ে যদি ঘুম পাড়িয়ে দেয়া যায় তাহলেই শান্ত হবেন। দুর্ভাগ্য, আজই এরকম হলো। মিসেস ডি উইনটার নিশ্চয়ই কিছু মনে করবেন না?' দুঃখ প্রকাশের ভঙ্গিতে আমার দিকে তাকাল নার্স।

'নিশ্চয়ই না, নিশ্চয়ই না,' তাড়াতাড়ি আমি জবাব দিলাম। 'আমাদের এখন চলে যাওয়াই বোধহয় ভাল।'

বিট্রিস আর আমি আমাদের জিনিস পত্র—মানে দস্তানা, কোট ইত্যাদি নিয়ে রওনা হলাম। নার্স তার রোগীকে নিয়ে পড়ল।

'কী হলো আপনার?' বলল সে, 'ওয়াটার-ক্রেস স্যাণ্ডউইচ এত প্রিয় আপনার, তা রেখে কী সব বলছেন।'

'রেবেকা কই?' কামরা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মুহূর্তে শুনতে পেলাম আমরা। 'ম্যাক্সিম কেন আসে না ওকে নিয়ে? রেবেকাকে এনে দাও আমার কাছে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা গাড়িতে উঠলাম আমরা। একটা কথাও না বলে স্টার্ট দিল বিট্রিস। বেশ কিছুক্ষণ নীরবে গাড়ি চালানোর পর ও বলল:

'আমি—আমি ভয়ানক লজ্জিত এবং দুঃখিত! কী যে বলব বুঝতে পারছি না।'

'না, না, বিট্রিস, কিছু বলতে হবে না,' তাড়াতাড়ি আমি বললাম, 'কিচ্ছু হয়নি; আমি কিছু মনে করিনি।'

'আমি একদম ভাবতে পারিনি, এমন করে বসবে বুড়ি। এমন হবে জানলে তোমাকে এখানে আনার কথা স্বপ্নেও ভাবতাম আমি? আমি—আমি সত্যিই দুঃখিত।'

'কী বলছেন! দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই। প্লীজ এ নিয়ে আর কিছু বলবেন না।'

'না, তুমি বুঝছ না,' বলল বিট্রিস, 'তোমাদের ব্যাপারে সব জানে বুড়ি। আমি নিজে তাঁকে বলেছি, চিঠি লিখে জানিয়েছি। ম্যাক্সিমও চিঠি লিখেছিল। বিয়েটা তোমরা বিদেশে করবে শুনে খুশিও হয়েছিল।'

'স-ব ঠিক! কিন্তু আপনি ওঁর বয়েসটার কথা ভুলে যাচ্ছেন। এ বয়েসে যে কোন কথাই ভুলে যেতে পারে মানুষ। ম্যাক্সিমের স্ত্রী হিসেবে আমাকে ভাবতে পারেননি উনি, কারণ ওঁর মনে গেঁথে আছে, ম্যাক্সিমের স্ত্রী মানেই রেবেকা।'

আবার কিছুক্ষণ নীরবে গাড়ি চালাল বিট্রিস। তারপর বলল:

'আমি ভুলে গিয়েছিলাম রেবেকাকে কেমন পছন্দ করত বুড়ি। এমন কিছু ঘটবে একদম আশা করিনি। ওহ, কী ভুলটা না করেছি! কেন তোমাকে আনতে গেলাম?'

'প্লীজ, বিট্রিস, এত মন খারাপ করবেন না। বলছি তো, আমি কিছু মনে করিনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে বিট্রিস। বেশিক্ষণ লাগল না আমাদের ম্যানডারলেয় পৌঁছাতে। ফটকের সামনে ঘ্যাচ করে ব্রেক কষল ও।

'এখানেই যদি তোমাকে নামিয়ে দেই আমাকে জঘন্য স্বভাবের মেয়েমানুষ ভাববে?' বলল বিট্রিস, 'জাইলসও আজ লণ্ডন থেকে ফিরবে, জোরে চালিয়ে গেলে এখনও বোধহয় ওকে স্টেশন থেকে তুলে নিতে পারব, ওকে আর ট্যাক্সি নেয়ার ঝামেলা করতে হবে না তাহলে।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' আমি বললাম। 'এটুকু পথ হেঁটে যেতে আমার ভালই লাগবে।'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাকে,' স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বলল বিট্রিস। আমি নেমে দাঁড়াতেই গাড়ি ছেড়ে দিল ও।

বেড়াতে বেরিয়েছি এমন ভঙ্গিতে ধীরে ধীরে হাঁটতে লাগলাম ড্রাইভওয়ে ধরে। চেস্টনাট গাছের সারি দুপাশে। মাঝে মাঝে রডোডেনড্রন। ফুলে ছেয়ে আছে। মৃদু সৌরভ রাস্তায়। কিন্তু আমার মনের ভেতর চিন্তা। যেখানে যাচ্ছি সেখানেই আমাকে তাড়া করে ফিরছে রেবেকা! এর কি শেষ নেই?

ড্রাইভওয়ের শেষ মাথায় শেষ বাঁকটা নিতেই লক্ষ করলাম, ম্যাক্সিমের গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে বাড়ির সামনে। মুহূর্তে চাঙ্গা হয়ে উঠলাম আমি। হাঁটার গতি দ্রুত হয়ে গেল। এককেকবার দুটো করে সিঁড়ি টপকে হলে ঢুকলাম। ওর হ্যাট, দস্তানা টেবিলের ওপর রাখা। লাইব্রেরীর দিকে এগোলাম। দরজার কাছে পৌঁছে শুনলাম ভেতর থেকে ভেসে আসছে উত্তপ্ত কণ্ঠস্বর। ম্যাক্সিমের। দরজা বন্ধ, তবু শোনা যাচ্ছে। ম্যাক্সিম রেগে গেছে কারও ওপর। দরজার হাতল ধরে ইতস্তত করতে লাগলাম আমি।

'ওকে বলে দিও, ভবিষ্যতে যেন দূরে থাকে ম্যানডারলে থেকে, কানে গেছে আমার কথা? কার কাছে শুনেছি সেটা বড় কথা নয়, আমি শুনেছি ও এসেছিল কাল বিকেলে। ওর গাড়ি দেখা গেছে আমার ফটকের ভেতর। তোমার যদি ওর সাথে দেখা করতেই হয় করবে ম্যানডারলের বাইরে গিয়ে। আমার বাড়ির ত্রিসীমানায় যেন ওকে আর না দেখি, বুঝেছ? এই আমি শেষবারের মত সাবধান করছি তোমাকে।'

দরজার কাছ থেকে নিঃশব্দে সরে এলাম আমি। সিঁড়ির দিকে এগোতে এগোতে শুনলাম লাইব্রেরীর দরজা খোলার শব্দ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম, মিসেস ড্যানভারস বেরিয়ে আসছে। ভয়ঙ্কর চেহারা। প্রচণ্ড ক্রোধে বেঁকে আছে মুখ। আমার পাশ কাটিয়ে দ্রুত উঠে গেল সিঁড়ি বেয়ে। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। তারপর ঘুরে এগোলাম আবার লাইব্রেরীর দিকে। দরজা খোলাই ছিল, ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

ম্যাক্সিম দাঁড়িয়ে আছে জানালার সামনে। হাতে কিছু চিঠিপত্র। আমার দিকে পিঠ। আমার পায়ের শব্দ শুনে চিৎকার করে উঠল:

'আবার কে?'

'আমি।'

ঘুরে দাঁড়াল ম্যাক্সিম। 'ও, তুমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাত বাড়িয়ে দিয়ে একটু হাসলাম আমি। চেহারায় এখনও ক্রোধের চিহ্ন ওর। চোয়াল শক্ত, নাকের বাঁশি ফোলা।

'কী করছিলে?' আমার কপালে চুমু খেয়ে ও বলল।

'তোমার দাদীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম। বিট্রিস এসে নিয়ে গিয়েছিল।'

'আচ্ছা! কেমন দেখলে বুড়িকে?'

'ভাল।'

'বি কই?'

'চলে গেছে। মিস্টার ল্যাসিকে নাকি স্টেশন থেকে তুলে নিতে হবে, তাই আর দেরি করেনি।'

জানালার সামনে চেয়ারে বসলাম আমরা পাশাপাশি। ওর হাত তুলে নিলাম আমার হাতে। বললাম, 'তুমি বাইরে গেলে আমার একদম ভাল লাগে না। তোমার কথা মনে পড়ে খালি।'

'তাই?'

আর কিছু বলল না ও। আমিও না। কিছুক্ষণ পর জিজ্ঞেস করলাম:

'লণ্ডনে খুব গরম?'

'হ্যাঁ। বিচ্ছিরি গরম। লণ্ডন আমার অসহ্য লাগে সব সময়।'

আমি ভাবছি একটু আগে মিসেস ড্যানভারস-এর সাথে ঘটে যাওয়া ঘটনার কথা বলবে কিনা ম্যাক্সিম। ফ্যাভেলের কথা কে তুলল ওর কানে?

'কিছু নিয়ে দুশ্চিন্তা করছ?' জিজ্ঞেস করলাম।

'না। ক্লান্ত লাগছে। অতটা পথ গাড়ি চালিয়ে আসা—'

উঠে সিগারেট ধরাল ম্যাক্সিম। পায়চারি করতে লাগল। বুঝলাম, মিসেস ড্যানভারস সম্পর্কে কিছু ও বলবে না।

'আমিও ক্লান্ত,' বললাম আমি। 'যা একখানা দিন গেল!'

এগারো

বেশ কিছুদিন পেরিয়ে গেছে। দিনগুলো এখন মোটামুটি ভালই কাটছে আমাদের। নিরিবিলি, নির্ঝঞ্ঝাট। ম্যাক্সিম সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত কাটায় ম্যাণ্ডারলের এস্টেট অফিসে। ওর দীর্ঘ অনুপস্থিতিতে প্রচুর কাজ জমে গিয়েছিল। ফ্র্যাঙ্ক ক্রলির সহায়তায় সেগুলো সারছে এখন। মিসেস ড্যানভারস যথারীতি অন্দরমহলের সব দায়দায়িত্ব পালন করছে। আমি প্রতিশ্রুতি মত তার কোন কাজে নাক গলাই না। ও মাঝে মাঝে আসে বা ফোন করে পরামর্শ চেয়ে—বিশেষ করে মেন্যুর ব্যাপারে। আমি বলে দেই, 'তোমার ইচ্ছে মত করো।' সেদিন ম্যাক্সিমের কাছে ধমক খাওয়ার পর কেমন একটু মিইয়ে গেছে মহিলা। তবে মাঝে মাঝে ঠিকই আগুন ঝরা চোখে তাকায় আমার দিকে। আমি পাত্তা দেই না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চমৎকার আবহাওয়া এখন ম্যানডারলের। রোদ ঝলমলে। না শীত না গরম। প্রায়ই আমি বেরিয়ে পড়ি জ্যাসপারকে নিয়ে। বনের ভেতর দিয়ে হ্যাপি ভ্যালিতে যাই, সাগর পাড়ে যাই। তবে সেই ছোট্ট পোতাশ্রয়টায় কখনও যাই না।

আমি এখনও আগের মতই ভীরু, সলজ্জ, মুখচোরা, জবুস্থবু। বিশেষ করে যখন কোন নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাই। মাঝে মধ্যেই আমাদের দাওয়াত করে প্রতিবেশীরা। ম্যাক্সিম আর আমি যাই। আমি যাই, না গিয়ে উপায় নেই বলে। না যেতে হলে কী যে খুশি হতাম সে আমিই জানি। প্রতিবারই মনে হয় অগ্নিপরীক্ষার মুখোমুখি হতে যাচ্ছি। বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করতে থাকে। তবু যেতে হয়। যেখানে আমাদের দু'জনকেই দাওয়াত করা হয়েছে সেখানে ম্যাক্সিমের একার যাওয়া অশোভন। তাছাড়া কোন যুক্তিতে আমি না যেতে চাইব? সুতরাং যাই এবং গিয়ে বাড়ি ফেরার জন্যে উন্মুখ হয়ে থাকি।

এরই ভেতর একদিন উঠল আমাদের বাড়িতে পার্টি দেবার কথা।

দিনটা রোববার। ফ্র্যাঙ্ক ক্রলি আমাদের সাথে লাঞ্চ করেছে। লাঞ্চের পর তিনজন টেরেসে গিয়ে বসেছি। শান্ত সুন্দর একটা বিকেলের দিকে তাকিয়ে আছি। এই সময় সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ভাবে এল এক দল অতিথি। আধ ঘণ্টা যেতে না যেতেই আরেক দল। তারপর আরেক দল। বিকেলের শান্তি পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেল আমার। আনাড়ীর মত আপ্যায়ন করতে লাগলাম অতিথিদের। ভাগ্য ভাল ফ্র্যাঙ্ক ক্রলি ছিল। চায়ের সময় ও খুব সাহায্য করল আমাকে।

অতিথিদের ভেতর ছিল লেডি ক্রোয়ান বলে এক বিরক্তিকর মহিলা, অনেকটা মিসেস ভ্যান হপারের মত। আগেও কয়েকবার তিনি এসেছেন আমাকে দেখতে— অনাহূত ভাবেই। চায়ের পর হঠাৎ তিনি বললেন:

'মিস্টার ডি উইনটার, অনেক দিন ধরে ভাবছি একটা কথা জিজ্ঞেস করব— আপনাদের ম্যানডারলের সেই দারুণ ফ্যান্সি ড্রেস বল কি আর হবে না?' বলতে বলতে দাঁত বের করে হাসলেন মহিলা।

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না ম্যাক্সিম। যখন দিল, মনে হলো বেশ গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে কথা বলছে। শান্ত, একটু গম্ভীর কণ্ঠস্বর।

'আমি এখনও কিছু ভাবিনি এ নিয়ে,' বলল ও। 'অন্য কেউ ভেবেছে বলেও মনে হয় না।'

'আমরা ভেবেছি,' জবাব দিলেন লেডি ক্রোয়ান। 'এই যে এখানে যাদের দেখছেন সবাই। ঠিক না?' অন্য অতিথিদের দিকে তাকালেন তিনি।

'ও,' বলল ম্যাক্সিম। 'ঠিক বুঝতে পারছি না। অমন একটা পার্টির ব্যবস্থা করা বেশ ঝামেলার কাজ আমার মনে হয়। আপনি বরং ফ্র্যাঙ্ক ক্রলিকে জিজ্ঞেস করুন। ও আমার চেয়ে ভাল বলতে পারবে।'

'নিশ্চয় মিস্টার ক্রলি আমাদের দলেই থাকবেন,' বললেন মহিলা। 'কী বলেন, মিস্টার ক্রলি? ম্যানডারলের সেই সব উচ্ছল পার্টিগুলোর কথা আমরা ভুলতে পারি না।'

'ম্যাক্সিমের আপত্তি না থাকলে আমি পারি বলের ব্যবস্থা করতে,' শান্ত গলায় বলল ক্রলি। 'ওর আর মিসেস ডি উইনটারের ওপরই নির্ভর করছে ব্যাপারটা।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে সঙ্গে আর যারা ছিল সবাই লাফিয়ে উঠল উৎসাহে। লেডি ক্রোয়ান তার চেয়ারটা একটু সরিয়ে আমার মুখোমুখি বসলেন। বললেন:

'মিসেস ডি উইনটার, আপনি বলুন আপনার স্বামীকে। আপনার কথা নিশ্চয়ই শুনবেন উনি। অন্তত আপনার সম্মানে একটা বল অনুষ্ঠানের আয়োজন করা উচিত ওঁর।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' এক ভদ্রলোক বললেন, 'বিয়ের অনুষ্ঠানটা আমরা মিস করেছি। নতুন বউ-এর সম্মানে অবশ্যই একটা ফ্যান্সি ড্রেস বল হওয়া উচিত ম্যানডারলেতে। মিস্টার ডি উইনটার, এটা আমাদের সবার মত।'

অতিথিদের সবাই তালি দিয়ে উঠল ভদ্রলোকের সমর্থনে।

একটা সিগারেট ধরাল ম্যাক্সিম। আমার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল:

'তুমি কী বলো?'

'আ—আমি আবার কী বলব?' অনিশ্চিত ভঙ্গিতে আমি বললাম। 'অসুবিধা কী? দিলেই হয় পার্টি।'

আমাকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এল ফ্র্যাঙ্ক ক্রলি।

'সত্যি কথা বলতে কি, ম্যাক্সিম, একটা পার্টি আমাদের দেয়া উচিত,' বলল সে।

'শুনলেন তো?' ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে বললেন লেডি ক্রোয়ান। 'শুধু আমরা না, সবাই চাইছে কিছু একটা অনুষ্ঠান হোক এ বাড়িতে। আর যদি হয় তাহলে কেন ফ্যান্সি ড্রেস বল নয়?'

ম্যাক্সিম তাকিয়ে আছে আমার দিকে। ওর চোখে সন্দেহ। অত বড় একটা অনুষ্ঠান আমার পক্ষে সামলানো সম্ভব কি না ভাবছে বোধহয়।

'নিশ্চয়ই। আমার মনে হয় হতে পারে অনুষ্ঠান,' আমি বললাম ওর দিকে তাকিয়ে। 'বেশ মজা করা যাবে সবাই মিলে।'

সামান্য কাঁধ ঝাঁকিয়ে ফ্র্যাঙ্কের দিকে ফিরল ম্যাক্সিম।

'ঠিক আছে, ফ্র্যাঙ্ক, সবাই যখন চাইছে, তাহলে ব্যবস্থা করো। মিসেস ড্যানভারসকে সাথে নিয়ে নিও। কী ভাবে কী করতে হয় নিশ্চয়ই ওর মনে আছে।'

বলের দিনক্ষণ ঠিক করা হলো তখনই। তারপর একে একে বিদায় নিল অতিথিরা। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলাম আমি। ড্রয়িংরুমে গিয়ে আরেক কাপ চা নিয়ে বসলাম। একটু পরে ফ্র্যাঙ্ক আর ম্যাক্সিমও এসে ঢুকল।

'মিসেস ক্রোয়ান আমাকে কী পরামর্শ দিয়েছে জানেন?' হাসতে হাসতে আমি বললাম। 'ড্রেসডেনের রাখাল বালিকার পোশাক পরলে নাকি খুব ভাল দেখাবে। কথার ছিরি শুনেছেন?'

ফ্র্যাঙ্ক বলল, 'কেন, খারাপ কী? আমার তো মনে হয় দারুণ মানাবে আপনাকে ওই পোশাকে।'

'যত্তসব উদ্ভট কথা,' বলল ম্যাক্সিম। 'এই লেডি ক্রোয়ানটা এ এলাকার সবচেয়ে বিরক্তিকর মহিলা। কেন যে আসে!'

'তুমি কী পরবে?' প্রসঙ্গ পাল্টানোর জন্যে ম্যাক্সিমকে জিজ্ঞেস করলাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কী আবার, সব সময় যা পরি তাই। গৃহকর্তারা সাধারণত এ সুবিধাটা পায়, তাই না ফ্র্যাঙ্ক?'

'আমি কিন্তু ড্রেসডেনের রাখাল বালিকা হতে পারব না, আগেই বলে রাখছি।'

'কী দরকার? এখন যা পরে আছ তাতেই চলবে,' হালকা গলায় বলল ম্যাক্সিম। 'মাথায় একটা রিবন বেঁধে নিও, অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড-এর মত দেখাবে। আঙুল মুখে দিয়ে থাকলে ওরকমই লাগে তোমাকে।'

'দেখ, এভাবে বলবে না,' রাগ দেখানোর ভঙ্গি করলাম আমি। 'আমার চুল সোজা সোজা, তাই বলে নিশ্চয়ই অ্যালিসের মত নয়। শোনো, তোমাকে এবং মিস্টার ক্রলিকেও বলে রাখছি, সেদিন এমন চমকে দেব তোমাদের, আমাকে চিনতেই পারবে না।'

'মুখে কালি মেখে বানর সাজা ছাড়া আর যা খুশি করতে পারো তুমি।'

'ঠিক আছে, আমি বলে রাখলাম, আমি কী পরব শেষ মিনিট পর্যন্ত গোপন রাখব। কিছুই তোমরা জানতে পারবে না। তারপর দেখো।'

পরদিন থেকেই শুরু হয়ে গেল ফ্যান্সি ড্রেস বলের প্রস্তুতি। আমাকে কিছুই করতে হচ্ছে না। ফ্র্যাঙ্ক ক্রলিই সব করছে মিসেস ড্যানভারস-এর সহায়তায়। একটা ব্যাপার নিয়েই আমি মাথা ঘামাচ্ছিঃ আমি কী পরব। দিন গড়িয়ে যাচ্ছে একটা দুটো করে কিন্তু খুঁজে পাচ্ছি না যুতসই পোশাকের ডিজাইন। চিন্তিত হয়ে উঠছি আস্তে আস্তে। ম্যাক্সিমকে চমকে দেব বলেছি, কিন্তু কী ভাবে?

ক'দিন পর এক সন্ধ্যায় ডিনারে যাওয়ার জন্যে পোশাক বদলাচ্ছি। নক হলো দরজায়। আমার ব্যক্তিগত কাজের মেয়ে ক্ল্যারিস ভেবে বললামঃ

'এসো, দরজা খোলা।'

কিন্তু না, ক্ল্যারিস নয়, এসেছে মিসেস ড্যানভারস।

'বিরক্ত করলাম না তো, ম্যাডাম?' বলল সে, 'এই ছবিগুলো আপনি ফেলে দিয়েছেন কিনা জানতে এলাম। বাড়ির সব ওয়েস্ট পেপার বাস্কেটে সারা দিন যা ফেলা হয়, সন্ধ্যার পর সব নিয়ে যাওয়া হয় আমার কাছে, দরকারী কিছু ফেলে দেয়া হলো কি না দেখতে। রবার্ট বলছিল এই ছবি ক'টা লাইব্রেরী বাস্কেটে পেয়েছে।'

'ঠিক আছে, মিসেস ড্যানভারস,' আমি বললাম। 'ওগুলো ফেলেই দিয়েছি। রাফ স্কেচ সব ক'টা।'

'ও।'

কথা শেষ মিসেস ড্যানভারস-এর, ভাবলাম এবার চলে যাবে। কিন্তু না, সে দাঁড়িয়েই রইল। একটু ইতস্তত করে আবার বলল, 'বলের দিন কী পরবেন এখনও ঠিক করেননি?'

'না এখনও ঠিক করতে পারিনি।'

'হলের ছবিগুলোর কোনটা দেখে তৈরি করান না কেন?'

'হ্যাঁ, তা বোধহয় করাতে পারি।' বুদ্ধিটা আমার মাথায় কেন আসেনি ভেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবাক হলাম আমি।

'গ্যালারির প্রত্যেকটা ছবি দেখেই সুন্দর সুন্দর পোশাক বানানো যেতে পারে,' বলে চলল মিসেস ড্যানভারস। 'বিশেষ করে ওই ছবিটা যেটায় সাদা পোশাক পরা একটা মেয়ে হ্যাট হাতে দাঁড়িয়ে আছে।'

আশ্চর্য শান্ত গলা মিসেস ড্যানভারস-এর। আন্তরিক। আমি অবাক হয়ে গেলাম। আমার সাথে ভাব জমাতে চাইছে ও? এতদিন পরে বুঝতে পেরেছে আমি রেবেকার মত অত ভাল নই ঠিকই, তাই বলে খারাপও নই? নাকি ফ্যাভেলের আসার কথা অন্তত আমি ম্যাক্সিমকে বলিনি, এতদিনে ও বিশ্বাস করতে পেরেছে এবং এভাবে আমার উপকার করে তার প্রতিদান দিতে চাইছে?

'মিস্টার ডি উইনটার আপনাকে কোন পরামর্শ দেননি—মানে পোশাকের ব্যাপারে?'

'না,' একটু ইতস্তত করে আমি বললাম। 'দিলেও ওর কথা শুনব না। আমি ওকে আর মিস্টার ক্রলিকে অবাক করে দিতে চাই। বলের আগে জানাব না কী পরব।'

'আচ্ছা!' এক মুহূর্ত ইতস্তত করল মিসেস ড্যানভারস। 'আমি—আমার আপনাকে উপদেশ বা পরামর্শ দেয়া সাজে না, শুধু বলছি, যে ডিজাইনই ঠিক করুন পোশাকটা তৈরি করাবেন লণ্ডন থেকে। বণ্ড স্ট্রীটে "ভোস" বলে একটা দোকান আছে, খুব ভাল বানায়।'

'ঠিক আছে, মিসেস ড্যানভারস, যখন যাব তোমার কথা মনে রাখব।'

'আপনার জায়গায় আমি হলে ওপরের ছবিগুলো ভাল করে দেখে ঠিক করতাম। আমার তো মনে হয় যেটার কথা বললাম—মানে ওই সাদাটার চেয়ে ভাল কোনটা হতে পারে না। ওই ডিজাইনে যদি বানান, আমি কাউকে বলব না। নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, মিস্টার ডি উইনটারকে অবাক করতে কোন অসুবিধা আপনার হবে না।'

'থ্যাঙ্ক ইউ, মিসেস ড্যানভারস। আমি মনে রাখব।'

বেরিয়ে গেল মহিলা। আমাকে ফেলে গেল মহাবিভ্রান্তির ভেতর। ভেবে ভেবে কিছুতেই কূল করতে পারলাম না, কেন উপযাচক হয়ে পরামর্শটা দিল সে। এর পেছনে কোন বদ মতলব নেই তো? মনে হয় না। পরামর্শটা তো ভালই দিয়েছে। এর ভেতর কী বদ মতলব থাকতে পারে? নাহ। আসলেই ও কৃতজ্ঞ বোধ করছে ফ্যাভেলের কথা বলিনি বলে।

নিচে নামার সময় গ্যালারির ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে নিলাম। ঠিকই বলেছে মিসেস ড্যানভারস, সেই হ্যাট হাতে তরুণীর পোশাকটাই সবচেয়ে সুন্দর সবগুলো ছবির ভেতর। সাদাসিধে অথচ সুন্দর। সহজেই ওটা অনুকরণ করা যাবে। ছবিটা ম্যাক্সিমের দাদার দাদার বোন ক্যারোলাইন ডি উইনটারের। এঁকেছেন সে যুগের এক নাম করা শিল্পী। ডাকসাইটে সুন্দরী বলে খ্যাতি ছিল ক্যারোলাইন ডি উইনটারের। ঠিক করে ফেললাম এই পোশাকের মত একটা পোশাকই তৈরি করাব। চুল নিয়ে একটু সমস্যায় পড়তে হবে অবশ্য—আমারগুলো ক্যারোলাইনের মত অমন সুন্দর কোঁকড়া নয়। কী আর করা, ভাল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটা পরচুলা কিনে নেব।

বেশ স্বস্তি বোধ করলাম মনে মনে। পোশাকের সমস্যাটার সমাধান অবশেষে করতে পেরেছি। পরদিন সকালেই লণ্ডনের সেই দোকানে চিঠি লিখলাম আমার প্রয়োজন এবং কত তারিখের ভেতর পোশাকটা চাই তা জানিয়ে। সঙ্গে দিলাম পোশাকটার একটা স্কেচ আর আমার মাপ। দিন দুয়ের মধ্যেই জবাব এল। 'ভোস'-এর এক কর্মকর্তা লিখেছে, আমার কাজ করতে পারলে তারা খুশি শুধু নয় সম্মানিতও বোধ করবে। এবং নির্দিষ্ট সময়ের ভেতর পোশাকটা সরবরাহ করা মোটেই কষ্টসাধ্য হবে না তাদের পক্ষে। পরচুলার ব্যাপারে লিখেছে, ওটার ব্যবস্থাও তারা করে দিতে পারবে।

নিশ্চিন্ত মনে দিন গুনতে লাগলাম ফ্যান্সি ড্রেস বলের। পোশাকের ব্যবস্থাটা করতে পেরে মনোবল বেশ বেড়ে গেছে আমার। মনে হচ্ছে, উৎরে যাব সেদিনের পরীক্ষায়। বুকের ভেতর একটু যে ঢিপ ঢিপ করছে না তা নয়, তবে খুব সামান্য। আশা করি এটুকুও থাকবে না যখন ঘটনার মুখোমুখি হব তখন।

এর ভেতর একদিন ম্যাক্সিম জিজ্ঞেস করল: 'কী সাজবে ঠিক করলে? —অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড?'

'সে নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না,' জবাব দিলাম আমি। 'চমকে দেব বলেছি না?—ঠিকই দেব দেখে নিও। আমাকে চিনতেই পারবে না।'

'দেখো, আবার ক্লাউনের মত কিছু পরে বসো না যেন। জাত মান কিছু আর থাকবে না তাহলে।'

'মোটেই না,' বেশ গুরুত্বের সঙ্গে বললাম আমি। 'ক্লাউনের মত হবে কেন?'

'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড হলেই ভাল করতে।'

'অথবা জোয়ান অভ আর্ক,' বলল ফ্র্যাঙ্ক ক্রলি। 'আপনার চুলগুলো যেমন, তাতে সহজেই মানিয়ে যেত জোয়ান অভ আর্ক।'

'উঁহু, আমি কী সাজব, ঠিক করে ফেলেছি,' বললাম, 'পোশাকও তৈরি করাতে দিয়ে দিয়েছি। সময় হলে দেখতে পাবেন।'

দেখতে দেখতে চলে গেল প্রস্তুতির দিনগুলো। সব ঠিক ঠাক মত করেছে ফ্র্যাঙ্ক ক্রলি আর মিসেস ড্যানভারস। 'মেসার্স ভোস' থেকে এসে গেছে আমার পোশাক, পরচুলা। ওগুলো আমি উঠিয়ে রেখেছি, এমন জায়গায় যেখানে কোনদিন চোখ পড়বে না ম্যাক্সিমের। চমৎকার হয়েছে পোশাকটা। দারুণ মানাবে আমাকে মনে হচ্ছে। বুকের ভেতর যেটুকু ঢিপ ঢিপানি ছিল দূর হয়ে গেল। সত্যি কথা বলতে কি আগ্রহের সঙ্গেই আমি অপেক্ষা করতে লাগলাম দিনটার।

অবশেষে এল সেই সন্ধ্যা। অতিথি অভ্যাগতরা এখনও আসতে শুরু করেনি। তবে বিট্রিস আর জাইলস এসে গেছেন বিকেলেই। ওদের নিচে রেখে আমি ঘরে এলাম পোশাক পরার জন্যে।

প্রথমে সামান্য প্রসাধন করলাম তারপর ধীরে ধীরে দীর্ঘ সময় নিয়ে পরলাম পোশাকটা। ক্ল্যারিস আমাকে সাহায্য করল বোতাম, হুক ইত্যাদি লাগিয়ে, কুচিগুলো ঠিকঠাক করে এখানে ওখানে একটু টেনে টুনে দিয়ে। বিরাট আয়নাটার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামনে দাঁড়িয়ে যখন নিজেকে দেখলাম, অবাক হয়ে গেলাম। সত্যিই ওটা আমি! ক্ল্যারিসের চোখেও প্রশংসা।

'চমৎকার, ম্যাডাম!' বলল সে। 'একেবারে রানীর মত লাগছে।'

সব শেষে পরচুলাটা মাথায় দিতে একদম বদলে গেল আমার চেহারা। আমিই চিনতে পারছি না আমাকে। সত্যিই তাক লেগে যাবে ম্যাক্সিমের। নিশ্চয়ই আর যারা যারা আসবে তাদেরও। ভীষণ খুশি লাগছে আমার। উত্তেজনাও বোধ করছি।

'কেমন লাগছে আমাকে?' জিজ্ঞেস করলাম ক্ল্যারিসকে। 'মিস্টার ডি উইনটার অবাক হবেন না?'

দরজায় ধাক্কা পড়ল এই সময়।

'কে?' সন্ত্রস্ত হয়ে চিৎকার করলাম আমি। 'এখন ভেতরে আসা যাবে না।'

'আমি। ভয়ের কিছু নেই,' জবাব দিল বিট্রিস। 'হলো তোমার? কী পরলে দেখতে এলাম।'

'না, না,' আগের মতই চিৎকার করলাম আমি। 'ঢুকবেন না, আমি এখনও তৈরি হইনি। আর বেশিক্ষণ লাগবে না আমার। আপনি চলে যান, আমি আসছি। ম্যাক্সিমকে বলুন যেন না আসে এখানে।'

'ম্যাক্সিম নিচে,' বলল বিট্রিস। 'ওকে নিয়ে ভাবতে হবে না, তুমি তাড়াতাড়ি করো। মেহমানদের আসার সময় হয়ে গেল প্রায়।'

'ঠিক আছে। পাঁচ মিনিটের ভেতর আসছি আমি। আপনি চলে যান।'

পাঁচ মিনিটও লাগল না। চুল ঠিক করে পোশাকের স্কার্টটা উঁচু করে ধরে। ক্ল্যারিসকে বললাম:

'যাও তো, বেরিয়ে দেখ, ওরা সবাই নিচে কি না।'

দরজা খুলে বেরিয়ে গেল ক্ল্যারিস। ফিরে এসে বলল:

'সবাই নিচে—মিস্টার ডি উইনটার, মেজর ল্যাসি, মিসেস ল্যাসি। মিস্টার ক্রলি এই মাত্র এলেন। হলে দাঁড়িয়ে আছেন সবাই।'

'অতিথিরা আসতে শুরু করেনি এখনও?'

'না।'

হুবহু ছবির মত হ্যাটটা হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলাম আমি ঘর থেকে। করিডর ধরে এগোলাম। সিঁড়ির মুখের কাছে একটা খিলানের নিচে বসে আছে যন্ত্রীদল। সুর বাঁধছে যন্ত্রে। ফিড্‌ল (এক ধরনের বেহালা) হাতে লোকটা ওদের নেতা। চোখাচোখি হতেই আমি ঠোঁটে আঙুল চেপে তাকে শব্দ করতে বারণ করলাম। ইশারায় ডাকলাম আমার কাছে। মৃদু হেসে লোকটা মাথা নোয়াল সম্মান জানানোর উদ্দেশ্যে। তারপর এগিয়ে এল। আমি ফিসফিস করে বললাম:

'ড্রামারকে বলবেন, আমি সিঁড়ির মাথায় পৌঁছুনোর সঙ্গে সঙ্গে যেন ঘোষণা করে আমার আসার খবর। আগে ড্রাম বাজাবে তারপর চেঁচিয়ে বলবে, "মিস ক্যারোলাইন ডি উইনটার!" নিচে ওদের অবাক করে দিতে চাই। ঠিক আছে?'

মাথা ঝাঁকিয়ে চলে গেল লোকটা।

ক্ল্যারিস এখনও দাঁড়িয়ে আছে করিডরে। ওর দিকে একবার তাকিয়ে আস্তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আস্তে আমি এগিয়ে গিয়ে দাঁড়ালাম সিঁড়ির মুখে। হলে দাঁড়িয়ে আছে ওরা। ম্যাক্সিম, বিট্রিস, জাইলস, ফ্র্যাঙ্ক ক্রলি। ম্যাক্সিমের গলা শুনতে পেলাম অস্পষ্টভাবে:

'এতক্ষণ কী করছে ও ঘরের ভেতর!?'

'ঠিক সেই মুহূর্তে বেজে উঠল ড্রাম। চোখ তুলে তাকাল ওরা। এবং আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম, বিস্ময়ে যেন পাথর হয়ে গেল সব ক'জন।

ড্রামের শব্দ থামল। যন্ত্রীদের কেউ একজন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করল:

'মিস ক্যারোলাইন ডি উইনটার!'

সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম আমি। এখনও ওরা দাঁড়িয়ে স্থাণুর মত। বজ্রাঘাত হয়েছে যেন সব ক'জনের মাথায়। রা নেই কারও মুখে। বিট্রিসই প্রথম শব্দ করল। অস্পষ্ট একটা আর্তনাদ। বেশ একটা গর্বিত অনুভূতি হলো আমার। সত্যিই তাহলে অবাক করে দিতে পেরেছি ওদের! মুখে মৃদু হাসি ফুটিয়ে বললাম:

'তারপর, মিস্টার ডি উইনটার, কেমন আছেন?'

কোন প্রতিক্রিয়া হলো না ম্যাক্সিমের ভেতর। যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। আশ্চর্য! ভয় পেয়েছে নাকি ও? মুখটা মরা মানুষের মত ফ্যাকাসে, চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি!

হাসি মুখে আমি নামলাম সিঁড়ির শেষ ক'টা ধাপ। ঋজু হয়ে দাঁড়িয়ে সামান্য সামনে বাড়িয়ে দিলাম হ্যাট ধরা হাতটা। সংবিৎ ফিরল ম্যাক্সিমের। উদ্ভ্রান্তের মত ছুটে এল আমার দিকে। চিৎকার করে উঠল:

'এ কী করেছ তুমি!' আগুন ঠিকরে বেরোচ্ছে ওর দু'চোখ থেকে। রাগে কাঁপছে সর্বাঙ্গ থর থর করে।

হাসি মিলিয়ে গেল আমার মুখ থেকে। সিঁড়ির রেলিং ধরে কোনমতে উচ্চারণ করলাম:

'ওই ছবিটা—গ্যালারির ওই ছবিটা!'

দীর্ঘ নীরবতা। একে অন্যের দিকে তাকিয়ে আছি আমরা। হলের কেউ নড়ছে না, একটা শব্দ করছে না।

'কী ব্যাপার?' ভয়ে, হতাশায় আমি চিৎকার করলাম। 'কী করেছি আমি? ম্যাক্সিম—ম্যাক্সিম, এভাবে তাকিয়ে আছ কেন আমার দিকে? বলো—বলো, কী হয়েছে? কী করেছি আমি!'

এখনও চুপ ম্যাক্সিম। অন্য সবাইও। উহ্, কেন ওরা ওভাবে তাকিয়ে আছে! কথা বলছে না কেন কেউ! অবশেষে স্বর ফুটল ম্যাক্সিমের গলায়। ওর এই স্বর আমার অপরিচিত। শান্ত, শীতল, যেন দূর থেকে ভেসে আসছে। ম্যাক্সিমের এ গলা কখনও শুনিনি আমি।

'যাও, বদলে এসো,' বলল ও। 'অন্য যা খুশি পরো, সাধারণ ইভ্‌নিং ফ্রক হলেও অসুবিধা নেই, কিন্তু এটা না। যাও, আর কেউ দেখে ফেলার আগেই খুলে ফেল এটা।'

এবার আমার হতভম্ব হওয়ার পালা। একটা কথা বেরোল না মুখ দিয়ে। তাকিয়ে রইলাম ম্যাক্সিমের দিকে। ওর মুখোশের মত মুখটায় একমাত্র চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুটোকেই মনে হলো জীবন্ত।

'কী হলো, দাঁড়িয়ে রইলে কেন?' খেঁকিয়ে উঠল ম্যাক্সিম। 'কানে ঢোকেনি কথা?'

ঘুরে ছুটলাম আমি সিঁড়ির পর সিঁড়ি টপকে। অন্ধের মত এগিয়ে গেলাম গ্যালারির পাশের খিলান পেরিয়ে। যন্ত্রীদলের দিকে ভুলেও তাকালাম না। ওদের দৃষ্টির আড়ালে এসে থামলাম দম নেয়ার জন্যে। এবং দেখতে পেলাম মিসেস ড্যানভারসকে। করিডরে দাঁড়িয়ে আছে বিজয়ী ভঙ্গিতে। চাপা উল্লাস চোখে। মুখে বাঁকা হাসি। এমন শয়তানী হাসি আমি জীবনে কারও মুখে দেখিনি।

মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে ছুটে গেলাম আমার ঘরের দিকে। দরজা খুলে ঘরে ঢুকবার আগ মুহূর্তে তাকালাম আবার করিডরে। একই জায়গায় একই ভাবে দাঁড়িয়ে আছে মিসেস ড্যানভারস। মুখে সেই শয়তানী হাসি ধরা।

বারো

ক্ল্যারিস অপেক্ষা করছিল আমার ঘরে। ম্যাক্সিমের চিৎকার শুনেই ও ভয়ে চলে এসেছিল। আমাকে ঢুকতে দেখে কেঁদে ফেলল হু হু করে। আমি কিছু বললাম না। টেনে হিঁচড়ে বোতাম হুক সব ছিঁড়ে খুলে ফেললাম পোশাকটা। ক্ল্যারিস এগিয়ে এল সাহায্য করতে। এখনও কাঁদছে।

'হয়েছে, ক্ল্যারিস, থামো!' আমি বললাম, 'তোমার দোষে কিছু ঘটেনি। তুমি কাঁদছ কেন?'

'এত সুন্দর পোশাকটা, ম্যাডাম,' ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল ক্ল্যারিস। 'এত শখ করে তৈরি করালেন!'

'তাতে কী?' কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে আমি বললাম।

'এখন কী পরবেন, ম্যাডাম?' জিজ্ঞেস করল ও।

'জানি না,' আমি বললাম। 'ক্ল্যারিস, আমি একটু একা থাকতে চাই। তুমি, লক্ষ্মী মেয়ে, যাবে এঘর থেকে? একটু আগে যা ঘটে গেছে মনে রেখো না। তোমার কী? তোমার তো কোন দোষ নেই। যাও নিচে গিয়ে সবার সাথে আনন্দ ফুর্তি করো গে।'

'অন্য কিছু বের করে দেই পরার জন্যে?' চোখ মুছতে মুছতে বলল ক্ল্যারিস।

'না। তুমি যাও। আমি নিজেই নিয়ে নিতে পারব। ক্ল্যারিস!'

'জি, ম্যাডাম?'

'কাউকে– কাউকে বোলো না কথাটা।'

'জি, ম্যাডাম।' আবার কান্নায় ভেঙে পড়ল ও।

'এভাবে মানুষের সামনে গেলে না বললেও সবাই জেনে যাবে তো, বোকা! যাও আগে তোমার ঘরে গিয়ে চোখ মুখ ধুয়ে মুখে কিছু মেখে নাও। কান্নার কী আছে?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দরজায় টোকা দিল কেউ। সন্ত্রস্ত চোখে দ্রুত একবার আমার দিকে তাকাল ক্ল্যারিস।

'কে?' আমি বললাম।

দরজা খুলে বিট্রিস ঢুকল। তাড়াতাড়ি আমি একটা ড্রেসিং গাউন টেনে নিলাম গায়ের ওপর। বিট্রিস সোজা এসে আমাকে ধরল দু'হাতে।

ক্ল্যারিস বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। হঠাৎ করেই ভীষণ ক্লান্তি অনুভব করলাম আমি। বিট্রিসের হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আস্তে আস্তে গিয়ে বসে পড়লাম বিছানায়। মাথা থেকে খুলে ছুঁড়ে দিলাম পরচুলাটা। বিট্রিস দেখতে লাগল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে।

'তুমি ঠিক আছ?' জিজ্ঞেস করল ও। 'মুখটা ভীষণ সাদা দেখাচ্ছে।'

'বাতির জন্যে,' বললাম আমি। 'এ আলোয় কক্ষনো মানুষের স্বাভাবিক রঙ দেখা যায় না।'

'কিছুক্ষণ বসে থাকো চুপচাপ, সব ঠিক হয়ে যাবে। দাঁড়াও, এক গ্লাস পানি এনে দেই তোমাকে।'

বাথরুমে গিয়ে পানি নিয়ে এল ও। ওকে খুশি করার জন্যে খানিকটা খেলাম, যদিও খেতে একদম ইচ্ছে করছিল না।

'প্রথমে আমিও চমকে গেছিলাম,' বলল বিট্রিস, 'তারপরই বুঝতে পেরেছি, ব্যাপারটা আসলে ভুল ছাড়া কিছু না। তুমি নিশ্চয়ই জানতে না! কী করেই বা জানবে?'

'জানব! কী?'

'কেন, পোশাকটা! গ্যালারির ছবি দেখে তৈরি করিয়েছ, তাই না? শেষবার যখন ম্যানডারলেতে ফ্যান্সি ড্রেস বল হয়েছিল, রেবেকা ওটা পরেই হাজির হয়েছিল সবার সামনে। হুবহু এক। এক ছবি, এক পোশাক। সিঁড়ির মুখে প্রথম যখন তোমাকে দেখলাম, আমার মনে হলো...'

কথাটা শেষ করল না ও। আমার কাঁধে আস্তে চাপড় মারল কয়েকটা।

'কিন্তু তুমি কী করে জানবে? বেচারা! দুর্ভাগ্য তোমার।'

'আমার জানা উচিত ছিল,' ওর দিকে তাকিয়ে নির্বোধের মত বললাম। কী বলছি নিজেই জানি না। 'আমার জানা উচিত ছিল।'

'পাগল! তুমি কী করে জানবে? কী পরবে আগে থেকে জানলে হয়তো তোমাকে সাবধান করতে পারতাম। কিন্তু আমি ধারণাই করতে পারিনি!—আমরা কেউই পারিনি। আর ম্যাক্সিম...'

'হ্যাঁ, ম্যাক্সিম?' আমি বললাম।

'ও ভেবেছে তুমি এটা ইচ্ছে করে করেছ। ওকে চমকে দেবে বলেছিলে, তাই না? তুমি নিশ্চয়ই সরল মনে বলেছিলে, কিন্তু ও ভাবছে, জেনে বুঝেই তুমি কথাটা বলেছিলে। আমি অবশ্য তুমি চলে আসার পর ম্যাক্সিমকে বলেছি, এ হতেই পারে না। ইচ্ছে করে এমন কাজ করতে পারো না তুমি। ব্যাপারটা নিছক একটা ভুল—কাকতালীয় ঘটনা।'

'আমার জানা উচিত ছিল,' আবার আমি বললাম। 'সব দোষ আমার। আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখা উচিত ছিল, বুঝে দেখা উচিত ছিল।'

'না, না। এত মুষড়ে পোড়ো না তো। পরে বুঝিয়ে বললেই ও ব্যাপারটা বুঝতে পারবে। চিন্তা কোরো না তুমি, সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন তাড়াতাড়ি আরেকটা কিছু পরে নিচে চলো তো। মেহমানরা আসতে শুরু করেছে। ফ্র্যাঙ্ক আর জাইলসকে বলে এসেছি, ওরা সবাইকে বলবে, নতুন পোশাকটা ঠিক মত হয়নি তোমার গায়ে, তাই খুব মন খারাপ তোমার।'

আমি কিছু বললাম না। যেমন ছিলাম তেমনি বসে রইলাম হাত কোলে করে।

'বলো এবার কী পরবে?' জিজ্ঞেস করল বিট্রিস। ওয়ার্ডরোবের কাছে গিয়ে পাল্লা খুলে দেখতে লাগল। 'এই যে, এই নীলটা। চমৎকার! এটাই পরে নাও। কেউ কিছু ভাববে না। জলদি, আমি তোমাকে সাহায্য করছি।'

'না,' আমি বললাম। 'আমি নিচে যেতে পারব না।'

হতাশ চোখে আমার দিকে তাকাল বিট্রিস। আমার নীল ফ্রকটা ওর হাতে।

'কিন্তু—কিন্তু তোমাকে যে যেতে হবে,' বলল ও। 'না গিয়ে পারবে না।'

'না বিট্রিস, আমি নিচে যেতে পারব না। যা হয়ে গেছে তার পর মানুষের সামনে যাওয়া অসম্ভব আমার পক্ষে।'

'কেন? পোশাকটার কথা কেউ জানতে পারবে না তো। ফ্র্যাঙ্ক বলো, জাইলস বলো কেউ একটা শব্দ করবে না এ সম্পর্কে। আমরা বলব, দোকান থেকে ভুল পোশাক পাঠিয়ে দিয়েছে, সেটা তোমার গায়ে ঠিক হয়নি, তাই তুমি সাধারণ একটা ইভনিং ড্রেস পরে নেমেছ। ব্যাপারটাকে সবাই স্বাভাবিক বলে ধরে নেবে। এমন তো হতেই পারে।'

'আপনি বুঝতে পারছেন না, বিট্রিস, পোশাকের কথা আমি ভাবছি না। ভাবছি, কী ভয়ানক কাণ্ড আমি করেছি! না, বিট্রিস, আমি নিচে যেতে পারব না।'

এই সময় নক হলো দরজায়।

'আবার কে?' দরজার দিকে এগোতে এগোতে প্রশ্ন করল বিট্রিস। 'কী চাই?'

দরজা খুলল ও। জাইলস দাঁড়িয়ে আছেন বাইরে। আরবী পোশাক পরনে। অন্য সময় হলে নির্ঘাত হেসে ফেলতাম তাঁকে দেখে। কিন্তু এখন হাসি এল না।

'সবাই অস্থির হয়ে উঠেছে,' বললেন তিনি। 'ম্যাক্সিম পাঠিয়ে দিল আমাকে।'

'ও বলছে ও নামবে না নিচে,' বলল বিট্রিস। 'এখন আমরা সবাইকে কী বলি বলো তো?'

'মুশকিল হলো দেখছি।' জাইলসের চিন্তিত কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম। 'সোয়া আটটা বাজে, ম্যাক্সিমকে কী বলব নিচে গিয়ে?'

এক মুহূর্তের নীরবতা। তারপর বিট্রিস বলল:

'গিয়ে বলো, ও হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। একটু সুস্থ বোধ করলেই নামবে। তুমি যাও, আমি আসছি।'

চলে গেলেন জাইলস। বিট্রিস আবার এসে দাঁড়াল আমার সামনে। শেষ চেষ্টা হিসেবে বলল:

'একটু ব্র্যাণ্ডি দেব? বুকে সাহস আসবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'না, আমার কিছু লাগবে না।'

হতাশ ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল বিট্রিস। 'ঠিক আছে, আমি তাহলে যাই। ওরা বোধহয় ডিনারের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

'যান। ধন্যবাদ, বিট্রিস। সত্যিই আমি এখন নিচে নামতে পারব না।'

'ধন্যবাদের কিছু নেই। তুমি দেখ, একটু সামলে নিচে আসতে পারো কিনা। একদম না নামলে সত্যিই খুব খারাপ দেখাবে।'

চলে গেল বিট্রিস।

দরজা বন্ধ হয়ে যেতেই আমি শুয়ে পড়লাম বিছানায়। কান্না সামলাতে পারলাম না আর। চেষ্টা করেও পারলাম না। অনেকক্ষণ কাঁদলাম একা একা। তারপর একটু হালকা মনে হলো বুকটা। ধীরে ধীরে চোখের সামনে ভেসে উঠল নিচের হলঘরটা। ম্যাক্সিমের মুখ। বিট্রিস, জাইলস, ফ্র্যাঙ্কের মুখ। অতিথিরা। অতিথিদের কথা মনে হতেই উঠে বসলাম আমি। নিশ্চয়ই ওরা অবাক হয়েছে আমাকে না দেখে। বোধহয় কানাকানিও শুরু করে দিয়েছে। কয়েকজন মহিলা বা পুরুষ এক জায়গায় হয়ে ফিসফিস করে হয়তো আলাপ করছে:

'পোশাক গায়ে হয়নি! একদম বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'আমিও না।'

'নতুন পোশাক গায়ে হয়নি বলে একেবারে অসুস্থ হয়ে গেল!'

হাসি সবার।

'দূর, দূর আসলে বোধহয় সাহেবের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে।'

'আমারও তা-ই মনে হয়।'

'হবে না, চোখের মোহ কাটতে ক'দিন লাগে?'

বিছানা থেকে নেমে দাঁড়ালাম আমি। চেয়ারের ওপর নীল ফ্রকটা রেখে গেছে বিট্রিস। বাথরুমে গিয়ে মুখ ধুয়ে এসে পরে নিলাম ওটা। পাউডারের পাফটা একবার মুখে বুলিয়ে বেরিয়ে এলাম ঘর থেকে।

সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়ালাম। আবার সেই সিঁড়ির মুখে। ডাইনিং হলের দিক থেকে ভেসে আসছে মানুষজনের কথাবার্তার আওয়াজ। দু'একজন বেরিয়ে এসেছে হলে। আরও কয়েকজন আসছে। ডিনার তারমানে শেষ অথবা শেষ পর্যায়ে।

ধীরে ধীরে নেমে গেলাম আমি সিঁড়ি দিয়ে। ওদের মাঝে গিয়ে দাঁড়ালাম।

কী ভাবে যে পার্টিটা শেষ হলো আমি বলতে পারব না। কেমন যেন ঘোরের ভেতর রইলাম আমি। সবই দেখছি, কিছু কিছু বুঝছি না। এক দঙ্গল মানুষের মুখ, অস্পষ্ট। কিছু চেনা কিছু অচেনা। ঘুরে ঘুরে একজনের কাছ থেকে আরেকজনের কাছে যাচ্ছি, যন্ত্রের মত হাসছি, একটা দুটো কথা বলছি আবার এগিয়ে যাচ্ছি আরেকজনের দিকে। নাচের সময় নাচলামও দু'একজনের আমন্ত্রণে। জাইলসের সাথে যখন নাচছি উনি ফিসফিস করে বললেন:

'সুন্দর তোমার কাপড়টা। তোমার পাশে বাকি সবাইকে কেমন হাস্যকর লাগছে!'

নতুন পোশাক পরতে না পারার দুঃখ আমার ভুলিয়ে দিতে চাইছেন উনি!

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু হায়, ভদ্রলোক যদি জানতেন আমার দুঃখ পোশাকের জন্যে নয়।

একবার শুনলাম ম্যাক্সিমের সাথে আলাপ করছেন নাবিকের মত পোশাক পরা এক ভদ্রলোক:

'আপনার স্ত্রীর নতুন পোশাক নাকি গায়ে হয়নি?'

'হ্যাঁ, এমন দুঃখজনক ব্যাপার,' ম্যাক্সিমের জবাব।

'ছি ছি ছি! আজকালকার দর্জিগুলো! সব জোচ্চোর! ওদের বিরুদ্ধে মামলা করা উচিত। আমার এক বোনের বেলায়ও ঠিক এরকম ঘটেছিল।' আমার দিকে ফিরলেন নাবিক, 'তবে আপনি যেটা পরেছেন সেটাও কিন্তু দারুণ। আজ আপনি নাম নিতে পারেন অপরাজিতা। অপরাজিতা ফুলও তো নীল, তাই না?' সঙ্গিনীর হাত ধরে নাচের জায়গার দিকে এগোতে এগোতে হাসলেন তিনি হা হা করে। 'সুন্দর নাম, অপরাজিতা।'

ফ্র্যাঙ্ক এগিয়ে এল এক গ্লাস লেমোনেড নিয়ে। আগে একবার মদ নিয়ে এসেছিল, আমি ফিরিয়ে দিয়েছিলাম, তাই এবার লেমোনেড।

'না, মিস্টার ক্রলি, আমার তেষ্টা পায়নি,' আমি বললাম।

'ক্লান্ত মনে হচ্ছে আপনাকে, একটু বসে নিন না কোথাও।'

'না, দাঁড়িয়েই ভাল আছি।'

'কিছু খাবেন—একটা স্যাণ্ডউইচ বা পিচ?'

'না, আমার খিদে লাগেনি।'

এক মহিলা, কোনদিন দেখেছি বলে মনে পড়ল না, কালো ভেলভেটের পোশাক পরা, গলায় রুমাল বাঁধা, এগিয়ে এসে বলল:

'আমাদের বাড়িতে আসছেন কবে?' মহিলার বলার ভঙ্গি এমন যেন বহুদিনের বন্ধু আমরা।

'আসব একদিন,' আমি বললাম।

'যা মজা হলো আজ আপনাদের পার্টিতে।'

'ধন্যবাদ।'

'শুনলাম দোকান থেকে নাকি উল্টোপাল্টা পোশাক পাঠিয়েছে আপনাকে।'

'হ্যাঁ। কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড, বলুন তো?'

'এইসব দর্জি—কারও ওপর যদি একটু ভরসা করা যায়। তবে এই নীল ফ্রকটায় কিন্তু আপনাকে দারুণ লাগছে। অন্তত আরামে যে আছেন তাতে সন্দেহ নেই। আমার এই মোটা ভেলভেট—আর বলবেন না, গরমে ঘামছি আমি। তাহলে আসছেন একদিন আমাদের বাড়িতে?'

'নিশ্চয়ই যাব।'

অন্যদিকে চলে গেল মহিলা।

'একটু বোসো না কোথাও,' এবার বিট্রিস, 'মরার মত ফ্যাকাসে দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'না, না, ভালই আছি আমি।'

জাইলস এগিয়ে এলেন এর পর। 'চলো টেরেসে যাই। বাজি পোড়ানো হচ্ছে, দেখবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি আর বিট্রিস রওনা হলাম তাঁর সাথে। টেরেসে দাঁড়িয়ে দেখলাম একের পর এক হাউই বাজির আকাশে ছুটে গিয়ে শতরঙে ছড়িয়ে পড়া। টেরেসের এক কোণে ক্ল্যারিসকে দেখলাম, এস্টেটেরই এক ছোকরার সাথে দাঁড়িয়ে বাজি পোড়ানো দেখছে। উচ্ছল হাসিতে উজ্জ্বল মুখ। কান্নার কথা ভুলে গেছে ও।

অবশেষে ঘনিয়ে এল ম্যানডারলের ফ্যান্সি ড্রেস বলের শেষ সময়। একে একে বিদায় নিচ্ছে অতিথিরা। আমি ম্যাক্সিম দাঁড়িয়ে আছি হলের মেইন এনট্রান্সের কাছে। একজন একজন করে এগিয়ে আসছে।

'আসি তাহলে, দারুণ কাটল সময়টা।'

'ধন্যবাদ,' মুখে হাসি ফুটিয়ে আমি বলছি।

'দারুণ জমেছিল আজ পার্টি।'

'ধন্যবাদ।'

'সামনের মাসের চোদ্দ তারিখে আসছেন আমাদের ওখানে, ভুলবেন না যেন।'

'না। ধন্যবাদ।'

'বহুদিন এত আনন্দ করিনি, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের।'

'না, না, ধন্যবাদের কী আছে, আপনাদের আনন্দ দেয়ার জন্যেই তো এ আয়োজন।'

শেষ মানুষটা বিদায় নেয়ার পর ফ্র্যাঙ্ককে নিয়ে ম্যাক্সিম চলে গেল ড্রাইভওয়েতে সবাই ঠিকঠাক মত গাড়ি নিয়ে বেরোতে পারছে কি না দেখতে। আমাকে একা দেখে এগিয়ে এল বিট্রিস।

'ওহ, আর পারছি না এসব জবড়জং পরে থাকতে,' বলল সে। 'একেবারে শেষ হয়ে গেছি। একটা নাচও বাদ দেইনি। দারুণ জমেছিল আজ, তাই না?'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম।

'এবার যাও, তুমি শুয়ে পড়ো। একেবারে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে তোমাকে। সারাটা সময় দাঁড়িয়ে কাটিয়েছ। পুরুষগুলো কোথায়?'

'ড্রাইভ-এ।'

'আমি এক কাপ কফি আর একটু ডিম আর বেকন খাই। তুমি খাবে?'

'না, বিট্রিস, আমি এখন কিছু খেতে পারব না।'

'নীল ফ্রকটায় যা সুন্দর লাগছিল তোমাকে। সবাই বলাবলি করছিল। অন্যটার কথা কারও মনেও আসেনি। ও নিয়ে আর ভেবো না।'

'না।'

'যাও এখন গিয়ে শুয়ে পড়ো। তোমার জায়গায় আমি হলে কাল অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমাতাম। ওঠার চেষ্টাও করতাম না।'

'হ্যাঁ, আমিও বোধহয় তাই-ই করব।'

'ম্যাক্সিমকে বলব তুমি ওপরে গেছ?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ, তাহলে যাও, ভাল করে ঘুমাও।'

আস্তে আস্তে হেঁটে হল পেরোলাম আমি। সিঁড়ি বেয়ে গ্যালারি পেরিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করিডর পেরিয়ে ঘরে ঢুকে কাপড় ছেড়ে বাতি নিবিয়ে দিলাম। কিন্তু অন্ধকার হলো না ঘর। ভোরের প্রথম আলো জানালা গলিয়ে ঢুকে পড়ছে ঘরে। পর্দাগুলো সব টেনে দিয়ে শুয়ে পড়লাম বিছানায়।

সাড়ে এগারোটায় ঘুম ভাঙল আমার। পর্দা টানা থাকলেও ঘরে বেশ আলো। হালকা পর্দা দিনের আলো ঠেকাতে পারছে না।

উঠে বসলাম। সাইড টেবিলে সাজানো রয়েছে চায়ের সাজ সরঞ্জাম। ঠাণ্ডা। নিশ্চয়ই অনেকক্ষণ আগে রেখে গেছে ক্ল্যারিস।

ঠাণ্ডা চা খানিকটা ঢেলে খেয়ে নিলাম। ম্যাক্সিমের বিছানায় চোখ পড়তেই মোচড় দিয়ে উঠল বুকের ভেতর। মনে পড়ে গেল কাল রাতের কথা। শুতে আসেনি ম্যাক্সিম! যেমন ছিল তেমনি পরিপাটি রয়েছে বিছানা। ওর রাতের পোশাক নিভাঁজ ভাঁজ করা রয়েছে মাথার কাছে। চাদরটাও তেমনি ভাঁজ করা। এত রেগে গেছে যে আমার সাথে এক ঘরে শোয়া পর্যন্ত অসহ্য মনে হয়েছে ওর কাছে! ক্ল্যারিস কী ভেবেছে? ও কি খেয়াল করেছে? এতক্ষণে নিচে গিয়ে চাকর বাকরদের কাছে গড় গড় করে বলে ফেলেছে, সাহেব ঘুমাতে আসেননি?

বিছানা থেকে নামলাম আমি। কিছু একটা গায়ে চড়িয়ে নেমে এলাম নিচে। ডাইনিংরুমের দরজার সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় দেখলাম, রবার্ট টেবিল মুছছে।

'গুড মর্নিং, রবার্ট,' দাঁড়িয়ে পড়ে আমি বললাম।

'গুড মর্নিং, ম্যাডাম।'

'মিস্টার ডি উইনটারকে দেখেছ?'

'ব্রেকফাস্ট সেরেই উনি বেরিয়ে গেছেন, ম্যাডাম। এখনও ফেরেননি।'

'কোথায় গেছে জানো?'

'না, ম্যাডাম।'

হলে ফিরে এলাম। ড্রয়িং-রুমের ভেতর দিয়ে মর্নিং-রুমে ঢুকতেই। জ্যাসপার ছুটে এল আমাকে দেখে। খুশিতে হাত চাটতে লাগল আমার। কাল বিকেলে চায়ের পর এই প্রথম দেখা আমাদের। পার্টির সময় ক্ল্যারিসের ঘরে আটকে রাখা হয়েছিল ওকে।

ডেস্কে বসে টেলিফোন তুলে এস্টেট অফিসের নাম্বার চাইলাম। ম্যাক্সিম হয়তো ফ্র্যাঙ্কের ওখানে আছে। ওর কাছে সবটা ব্যাপার ব্যাখ্যা করতে হবে। কাল সন্ধ্যায় যা করেছি ইচ্ছে করে করিনি। এই কথাটুকু ওকে আমার বলতেই হবে। আর কখনও যদি আমাদের দেখা না হয়, কথা না হয়?

কেরানী ফোন ধরল।

'মিস্টার ডি উইনটার আছেন ওখানে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'না, ম্যাডাম। মিস্টার ক্রলি আছেন, কথা বলবেন ওঁর সাথে?'

আমি না বলব ভাবছি, কিন্তু সুযোগ পেলাম না। ক্রলির গলা শুনতে পেলাম ফোনে।

'কিছু হয়েছে, ম্যাডাম?'

কী অদ্ভুত ভাবে শুরু হলো আলাপ! গুড মর্নিং বলল না, ভাল ঘুমিয়েছি কিনা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জিজ্ঞেস করল না, জিজ্ঞেস করল কিছু হয়েছে কিনা।

'ফ্র্যাঙ্ক, আমি বলছি। ম্যাক্সিম কই?'

'জানি না তো। এখানে আসেনি।'

'আসেনি?'

'না।'

'ও! আচ্ছা ঠিক আছে রেখে–'

'ব্রেকফাস্টের সময় দেখা হয়নি আপনার সাথে?' আমাকে শেষ করতে না দিয়ে জিজ্ঞেস করল ফ্র্যাঙ্ক।

'না। এই একটু আগে আমি উঠেছি।'

'ও ঘুমিয়েছে কেমন?'

ইতস্তত করলাম এক মুহূর্ত। আমার ধারণা ফ্র্যাঙ্কই একমাত্র লোক যে জানলে কোন ক্ষতি নেই। বললাম:

'ও ঘুমাতে আসেনি।'

নীরবতা ওপ্রান্তে। তারপর অস্ফুট কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম ফ্র্যাঙ্কের:

'ও—ও, এমন কিছু যে ঘটবে আমার মনে হচ্ছিল।'

'ফ্র্যাঙ্ক,' মরিয়া কণ্ঠে আমি বললাম, 'সবাই চলে যাওয়ার পর ও কী বলেছে? কী করেছেন আপনারা?'

'জাইলস আর মিসেস ল্যাসির সঙ্গে আমি একটা স্যাণ্ডউইচ খেয়েছি,' বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'ম্যাক্সিমকে সেধেছিলাম, খায়নি। কী একটা ছুতোয় লাইব্রেরীতে গিয়ে ঢুকেছিল। তার পরপরই আমি চলে আসি।' এক মুহূর্ত থেমে আবার বলল, 'ওহ–এমন কিছু যে ঘটবে আমি জানতাম।'

শেষের এই কথাটুকু কেমন যেন অশুভ এক ইঙ্গিত মনে হলো আমার কাছে। একটু চুপ করে থেকে জিজ্ঞেস করলাম:

'কোথায় যেতে পারে ও?'

'বুঝতে পারছি না, হ্যাপি ভ্যালিতে গেল কিনা...'

'ফ্র্যাঙ্ক, ওর সাথে দেখা করা দরকার আমার। কাল সন্ধ্যার ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলতে হবে।'

জবাব দিল না ফ্র্যাঙ্ক। ওর চিন্তাক্লিষ্ট মুখ, ভাঁজ পড়া কপাল দেখতে পেলাম মনের চোখে।

'ও ভেবেছে আমি ইচ্ছে করে করেছি কাজটা,' আবার বললাম। গলা ভেঙে আসতে চাইছে আমার, চোখ ফেটে অশ্রু নামতে চাইছে।

'না!' বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'না!'

'হ্যাঁ, আমি বলছি! সে সময় ওর চোখগুলো দেখেননি আপনারা, আমি দেখেছি। পরে, পার্টি যখন চলছে, আমি যতক্ষণ ওর পাশে ছিলাম আপনারা কেউ ততক্ষণ থাকেননি। একবারও ও আমার দিকে তাকায়নি, জানেন? একটা কথা বলেনি আমার সাথে।'

'সুযোগ পেলে তো বলবে!' কোন সন্দেহ নেই স্তোক দিচ্ছে ফ্র্যাঙ্ক। 'অত মানুষ, হৈ-চৈ...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ও যদি সত্যিই বিশ্বাস করে থাকে,' আমি বলে চললাম, 'আমি ইচ্ছে করে করেছি, তাহলে আর কখনও আমার মুখ দেখবে না, কথা বলা দূরে থাক।'

'না, না, এভাবে ভাববেন না। কী বলছেন আপনি নিজেও জানেন না। আমি আসছি, আপনাকে বুঝিয়ে বলব—'

কী করবে ও এসে? ম্যাক্সিম কী ভেবেছে না ভেবেছে ও তার কী বুঝিয়ে বলবে? বাধা দিয়ে বললাম:

'না, এ নিয়ে আর কথা বলতে ভাল লাগছে না। আগেই আমার ভাবা উচিত ছিল; ম্যাক্সিমকে বিয়ে করার আগেই।'

'মানে! কী বলছেন আপনি? চিৎকার করল ফ্র্যাঙ্ক। কী ভাবা উচিত ছিল?'

'ওর আর রেবেকার ব্যাপারে।'

কী সহজে বলে ফেললাম, যেন পুরোহিতের সামনে স্বীকারোক্তি দিচ্ছি!

'কী বলছেন আপনি?' আবার চিৎকার করল ফ্র্যাঙ্ক।

'ও আমাকে ভালবাসে না, বাসে রেবেকাকে,' শান্ত কণ্ঠে আমি বললাম। 'ও রেবেকাকে ভুলতে পারেনি। কোনদিন পারবে না। দিনে রাতে শয়নে স্বপনে ও এখনও রেবেকাকেই ভাবে। আমার কোন স্থান নেই ওর ভাবনায়। ও আমাকে কখনও ভালবাসেনি। রেবেকাই ওর মন জুড়ে আছে—থাকবে।'

তীক্ষ্ণ আর্তনাদের মত একটা শব্দ ভেসে এল ওপ্রান্ত থেকে। আমি গ্রাহ্য করলাম না। বলে চললাম:

'বুঝতে পারছেন আমার মনের অবস্থা? বুঝতে পারছেন?'

'শুনুন, আমি আসছি আপনার কাছে। আপনার সাথে কথা আছে আমার। ফোনে বলা যাবে না। শুনছেন? মিসেস ডি উইনটার? মিসেস ডি উইনটার?'

রিসিভার নামিয়ে রেখে উঠে পড়লাম ডেস্ক থেকে। ফ্র্যাঙ্কের সাথে দেখা করব না। ও আর কী করবে? যা করার আমাকেই করতে হবে। ম্যাক্সিমের সাথে কথা বলতে হবে আমাকে। ফ্র্যাঙ্ক নিশ্চয়ই রওনা হয়ে গেছে এতক্ষণ এখানে আসবার জন্যে। ও পৌঁছানোর আগেই বেরিয়ে পড়তে হবে। কোথায় যাব? হ্যাপি ভ্যালি থেকে চক্কর দিয়ে আসতে পারি একটা।

মর্নিং-রুম থেকে বেরিয়ে এলাম জ্যাসপারকে নিয়ে। প্রথমে টেরেসে। সেখানে থেকে লনে। মোটা একটা কুয়াশার চাদর মুড়ে রেখেছে বাড়ির বাইরেটাকে। বেশিদূর চোখ চলে না। লনের ওপর দিয়ে এগিয়ে চললাম। কিছু দূর যেতে না যেতেই শরীরের অনাবৃত অংশগুলো ভিজে গেল কুয়াশায়। থেমে ঝুঁকে হাত দিলাম জ্যাসপারের গায়ে। আমার মতই ভিজে গেছে। ওর পিঠে একটু হাত বুলিয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালাম পেছনে। ঝাপসা হয়ে গেছে ম্যানডারলে। দেয়াল, চিমনি, বাগান কোন কিছুই দেখা যাচ্ছে না ভাল করে। বাড়িটার অবয়ব অস্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে শুধু। জানালাগুলো দেখা যাচ্ছে আবছা ভাবে। পশ্চিম অংশের একটা জানালা খোলা। রেবেকার বেড-রুমের জানালা ওটা। কেউ দাঁড়িয়ে সেখানে। ছায়া ছায়া অস্পষ্ট মূর্তি একটা। তাকিয়ে আছে লনের দিকে। মুহূর্তের জন্যে আমার মনে হলো, বোধহয় ম্যাক্সিম। নড়ে উঠল মূর্তি। একটা হাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেখতে পেলাম, জানালার কপাট ভাল করে খুলে দিল। জামার কালো হাতা দেখে বুঝতে পারলাম, ম্যাক্সিম নয় মিসেস ড্যানভারস। আমাকে দেখছে। টেরেস থেকে লনে নামতে দেখেছে আমাকে। হয়তো ফ্র্যাঙ্কের সঙ্গে ফোনে আমার আলাপও শুনেছে। ওর ঘরের সঙ্গে কানেকটিং লাইন আছে মর্নিং-রুমের। তারমানে ও জেনে গেছে ম্যাক্সিম শুতে আসেনি ঘরে। আরেকবার বিজয়ী হয়েছে ও।

হঠাৎ করেই ভয়ঙ্কর মেয়েমানুষটার মুখোমুখি হওয়ার ইচ্ছে হলো আমার। ও তো আমার মতই জ্যান্ত একজন মানুষ, রক্ত মাংসে গড়া; রেবেকার মত মৃত নয়। ইচ্ছে করলেই আমি কথা বলতে পারি ওর সাথে, রেবেকার সাথে যা পারি না।

ফিরে চললাম বাড়ির দিকে। হলে ঢুকে এক ভৃত্যের হাতে ছেড়ে দিলাম জ্যাসপারকে। সিঁড়ি বেয়ে উঠে গ্যালারির পাশ দিয়ে গিয়ে পশ্চিম দিকের করিডরে ঢুকলাম। ধীরে ধীরে হেঁটে, একের পর এক দরজা পেরিয়ে রেবেকার ঘরের সামনে গিয়ে থামলাম। দরজা খুলে ঢুকে পড়লাম ভেতরে।

মিসেস ড্যানভারস এখনও দাঁড়িয়ে আছে খোলা জানালার সামনে। আমার দিকে পেছন।

'মিসেস ড্যানভারস!' আমি ডাকলাম। 'মিসেস ড্যানভারস!'

ঘুরে দাঁড়াল সে। চোখ দুটো লাল, ফোলা ফোলা। আমার মতই কেঁদেছে ও-ও! সাদা মুখটায় কিসের যেন কালো ছায়া।

'জি?' ভারী গলায় বলল মিসেস ড্যানভারস।

এ চেহারায় ওকে দেখব ভাবিনি। ইতস্তত করতে লাগলাম আমি।

'ডেস্কে মেন্যু রেখে এসেছি,' আমার ইতস্তত ভঙ্গি দেখে সে বলল। 'কোন রদবদল করতে হবে?'

দরজা ছেড়ে ঘরের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি।

'মিসেস ড্যানভারস, মেন্যু নিয়ে আলাপ করতে আমি আসিনি, এটুকু বোঝার বুদ্ধি নিশ্চয়ই তোমার আছে।'

কোন জবাব দিল না ও। যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে হাতের মুঠো একবার খুলতে একবার বন্ধ করতে লাগল।

'তুমি যা চেয়েছিলে তা করতে পেরেছ, তাই না?' আমি বললাম। 'তুমি চেয়েছিলে এমনটা ঘটুক, তাই না? এখন তুমি খুশি?'

সঙ্গে সঙ্গে কোন জবাব দিল না সে। মুখ ঘুরিয়ে তাকাল জানালার দিকে। তারপর ধীর কণ্ঠে বলল:

'কেন আপনি এসেছেন এখানে? এখানকার কেউ আপনাকে চায় না। আপনি আসার আগে বেশ ছিলাম আমরা, কোন চিন্তা ছিল না, ঝামেলা ছিল না। কেন আপনি ফ্রান্সেই থাকলেন না?'

'ভুলে গেছ, আমি ভালবাসি মিস্টার ডি উইনটারকে?'

'সত্যিই যদি বাসতেন কক্ষনো আপনি ওঁকে বিয়ে করতেন না।'

কী বলব আমি? এমন অদ্ভুত পরিবেশ! ভেবেছিলাম ঝগড়াঝাঁটি, চেঁচামেচি হবে এক দফা, এমন অদ্ভুত ভাবে কথা বলবে মিসেস ড্যানভারস কল্পনাও করিনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'প্রথমে ভেবেছিলাম আমি আপনাকে ঘৃণা করি,' বলে চলল সে, আগের মতই অন্য দিকে তাকিয়ে। 'কিন্তু—জানি না, আগে করলেও এখন আর বোধহয় করি না।'

'কেন! আমাকে ঘৃণা করবে কেন? আমি কী করেছি তোমার?'

'মিসেস ডি উইনটারের শূন্যস্থান দখল করতে চেয়েছেন।'

'তাতে কী হয়েছে? রেবেকা যেমন রেখে গিয়েছে তেমনই তো আছে ম্যানডারলে। অন্দরমহলের সব কিছু ছেড়ে দিয়েছি তোমার ওপর। এমন কি তুচ্ছ কোন আদেশ নির্দেশও আমি দেই না। তুমি চাইলে আমি তোমার বন্ধুও হতে পারতাম। আমার সে ইচ্ছা ছিল। কিন্তু তুমি প্রথম থেকেই আমার বিরুদ্ধে। প্রথম দিন শেকহ্যাণ্ড করার সময়ই আমি টের পেয়েছিলাম।'

জবাব দিল না সে। বাঁ হাতটা আগের মতই একবার মুঠো পাকাতে একবার খুলতে লাগল।

'অনেকেই প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর দ্বিতীয় বিয়ে করে,' বললাম আমি। 'কিন্তু তুমি যেভাবে বলছ তাতে মনে হয়, মিস্টার ডি উইনটার আমাকে বিয়ে করে রীতিমত অপরাধ করে ফেলেছেন। ওঁর বা আমার কি অধিকার নেই পৃথিবীর আর সবার মত সুখী হওয়ার?'

অবশেষে আমার দিকে তাকাল মিসেস ড্যানভার্স।

'আপনাকে বিয়ে করে সুখী নন মিস্টার ডি উইনটার,' সোজাসুজি বলল সে। 'ওঁর চোখের দিকে একবার তাকালেই তা বুঝতে পারবে যে কেউ। মিসেস ডি উইনটার মারা যাওয়ার পর যেমন ভুগেছেন এখনও তেমনি নরকযন্ত্রণা ভোগ করছেন উনি।'

'আমি বিশ্বাস করি না একথা। ফ্রান্সে, তারপর ইটালীতে সত্যিকারের আনন্দ দেখেছি আমি ওর চোখে মুখে।'

'তাতে কী? উনি পুরুষ মানুষ নন? হানিমুনের সময় কোন পুরুষ নিজেকে বঞ্চিত রাখে? এখনও ছেচল্লিশ হয়নি মিস্টার ডি উইনটারের।'

কুৎসিত ভঙ্গিতে হাসতে লাগল সে।

'এত বড় সাহস, এমন জঘন্য ভাবে আমার সঙ্গে কথা বলো তুমি!' প্রচণ্ড রাগে ফেটে পড়লাম আমি। এখন আর ওকে ভয় নেই আমার। আমার তো হারানোর কিছু নেই। তাহলে আর ভয় কেন? 'তুমিই ওই পোশাক পরার বুদ্ধি দিয়েছিলে আমাকে! আমি স্বপ্নেও ভাবিনি এমন শয়তানী বুদ্ধি ছিল তোমার মাথায়। একাজ তুমি করেছ শুধু ম্যাক্সিমকে কষ্ট দেয়ার জন্যে। কিন্তু রেবেকাকে হারিয়ে ও কি যথেষ্ট কষ্ট পায়নি? তুমি কি ভাবো এসব করলে ফিরে আসবে রেবেকা?'

'ও কষ্ট পেল কি না পেল তাতে আমার কী? আমার কথা কখনও ভেবেছে ও? মিসেস ডি উইনটার ছিলেন আমার দেবী, আর তাঁর জায়গায় কিনা এনে বসাল তোমার মত পুঁচকে এক মেয়েকে—যাকে আমার অষ্টপ্রহর মিসেস ডি উইনটার, মিসেস ডি উইনটার করতে হবে, যার অনুমতি নিয়ে আমাকে বাড়ির কাজ করতে হবে! ফ্রিথ বা রবার্ট বা অন্য কেউ যখন বলে, "মিসেস ডি উইনটার?", "মিসেস

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডি উইনটার বেড়াতে গেছেন", "মিসেস ডি উইনটার গাড়ি বের করতে বলেছেন", আমার কেমন লাগে কখনও ভেবেছে ও? ভাবেনি। তাহলে কেন আমি ওর কথা ভাবতে যাব?'

লাল হয়ে গেছে মিসেস ড্যানভারস-এর মুখ। কাঁপছে থর থর করে।

'ও হয়তো বুঝতে পারেনি আবার বিয়ে করলে তোমার এতটা লাগবে,' আমি বললাম।

'বুঝতে পারেনি! কেন? ও দেখেনি, আমি কেমন প্রাণ দিয়ে সেবা করতাম মিসেস ডি উইনটারের? খামোকা করতাম? উনিও আমাকে কেমন পছন্দ করতেন, ভাল বাসতেন দেখেনি? তাহলে? তাহলে কেন...'

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল মিসেস ড্যানভারস। কিন্তু আশ্চর্য, চোখ দিয়ে পানি বেরোল না এক ফোঁটা।

'মিসেস ড্যানভারস!' আমি বললাম, 'মিসেস ড্যানভারস! হয়েছে, এ নিয়ে আর কথা বলতে চাই না আমি। তুমি যাও, তোমার ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাওগে। তুমি বোধহয় সুস্থ নও।'

হিংস্র চোখে আমার দিকে তাকাল সে। 'আমাকে একটু একা থাকতে দাও। আমার দুঃখে আমি কাঁদি বা যা খুশি করি, তাতে তোমার কী? এতে আমার লজ্জা নেই। ইচ্ছে হলে আমি সবার সামনে কাঁদব। সে সাহস আমার আছে। মিস্টার ডি উইনটারের মত দরজা বন্ধ করে সারা রাত পায়চারি করে কাটাই না আমি।'

'কী বলছ তুমি! মিস্টার ডি উইনটার অমন কখনও করেন না।'

'এখন করে না, কিন্তু আগে করেছে। উনি মারা যাওয়ার পর। লাইব্রেরীতে। সারা রাত। খাঁচায় পোরা জন্তুর মত। এক রাত দু'রাত না, রাতের পর রাত। কী-হোল দিয়ে দেখেছি আমি।'

'হয়েছে, আমি আর শুনতে চাই না, জানতে চাই না!' আমি বললাম।

আমার কথা ওর কানে গেল বলে মনে হলো না। বলে চলল:

'আর তারপর তুমি বলছ ওকে সুখ দিয়েছ হানিমুনের সময়! ওর মেয়ে থাকলে এতদিন তোমার মত হত। কী জানো তুমি সুখের, জীবনের? কী জানো তুমি পুরুষ মানুষের? সেই তুমি এসেছ মিসেস ডি উইনটারের জায়গা দখল করতে! আমার—আমার দেবীর জায়গা দখল করতে! ম্যানডারলের চাকরানীগুলো পর্যন্ত প্রথম দিন তোমাকে দেখে হেসেছিল মুখ টিপে। সেই তুমি ম্যানডারলের কর্ত্রী—'

'যথেষ্ট হয়েছে, মিসেস ড্যানভারস,' আমি বললাম, 'এবার তুমি থামো। ঘরে যাও। ঘুমাও, কাঁদো, যা খুশি করো, ওখানে গিয়ে করো।'

'ঘরে যাব! হা! ঘরে যাব! বাড়ির কর্ত্রী আমাকে আদেশ করছেন ঘরে যেতে! তারপর? তারপর কী? মিস্টার ডি উইনটারের কাছে গিয়ে ইনিয়ে বিনিয়ে বলবে, মিসেস ড্যানভারস আমাকে এটা বলেছে, ওটা করেছে?—সেদিন জ্যাক আসার পর যেমন বলেছিলে?'

'জ্যাকের কথা আমি বলিনি।'

'মিথ্যে কথা! তুমি ছাড়া আর কে বলেছে তাহলে? ফ্রিথ, রবার্ট দু'জনই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাইরে ছিল। অন্য কোন চাকর বাকর জানে না ওর আসার কথা। তাহলে? বাতাস বলে দিল ওর কানে কানে? ওই দিনই আমি ঠিক করে ফেলি, ভোগাব ওকে। এমন কষ্ট দেব—। কেন আমি এই ম্যানডারলেতে বসে দেখা করতে পারব না মিস্টার জ্যাকের সাথে? মিসেস ডি উইনটারের সাথে ও-ই আমার একমাত্র যোগসূত্র। আর ওকেই আমি দেখতে পাব না? শেষবারের মত সাবধান করে আমাকে! সব কিছু ভুলে গেলেও ঈর্ষা করতে ভোলেনি ও, তাই না?'

'ঈর্ষা!'

'হ্যাঁ, ঈর্ষা। মিসেস ডি উইনটার যখন বেঁচে ছিলেন তখনও জ্যাককে ঈর্ষা করত, মিস্টার ডি উইনটার; এখনও করে। কে না জানে একথা? তার মানে কী? ও এখনও ভুলতে পারেনি তাঁকে। শুধু ও কেন, সবাই সবাইকে ঈর্ষা করত, হয়তো এখনও করে মিস্টার ডি উইনটারের মত। মিস্টার ডি উইনটার জ্যাককে, ফ্র্যাঙ্ক ক্রলি মিস্টার ডি উইনটারকে, জ্যাক—'

'থামো! থামো! আমি আর শুনতে চাই না!'

আমার কাছে এসে দাঁড়াল মিসেস ড্যানভারস। একেবারে কাছে, প্রায় গায়ের ওপর। আমার মুখের কাছে ওর মুখ।

'লাভ নেই,' ফিসফিস করে বলল সে,' কখনোই ওঁর জায়গা দখল করতে পারবে না তুমি। উনি নেই, তবু উনি কর্ত্রী এখানকার। উনিই আসল মিসেস ডি উইনটার, তুমি না। তুমি···তুমিই হচ্ছ ছায়া, প্রেতাত্মা। উনি যা ছিলেন তা-ই আছেন। থাকবেন। তাহলে কেন তুমি থাকবে এখানে? চলে যাও না কেন?'

আমার সেই পুরোনো ভয়, আতঙ্ক আবার আমাকে গ্রাস করতে শুরু করেছে। ওর কাছ থেকে পিছিয়ে গেলাম কয়েক পা জানালার দিকে। এগিয়ে এল ও। সাঁড়াশির মত থাবা দিয়ে চেপে ধরল আমার হাত।

'চলে যাও না কেন?' আবার বলল মিসেস ড্যানভারস। 'আমরা কেউ চাই না তোমাকে। মিস্টার ডি উইনটার চান না, কখনও চাননি। ওঁকে উনি ভুলতে পারেননি। আবার উনি একা হতে চান এ বাড়িতে। ওঁর সঙ্গে—শুধুই ওঁর সঙ্গে একা হতে চান। তাহলে কেন তুমি থাকবে? কেন মরে যাও না?'

ঠেলে আমাকে খোলা জানালাটার কাছে নিয়ে গেল ও। কুয়াশার ঘষা কাচের মত পর্দার ভেতর দিয়ে দেখতে পেলাম নিচের টেরেস।

'দেখ, তাকাও,' ও বলল। 'খুব সোজা, না? লাফিয়ে পড়ো না কেন? বেশি ব্যথা পাবে না। কখন যে কী হয়ে যাবে টেরও পাবে না। ডুবে মরার চেয়ে অনেক সহজ এটা। চেষ্টা করে দেখ না।'

হালকা ধোঁয়ার মত কুয়াশা ঢুকছে জানালা দিয়ে। আমার চোখে মুখে লাগছে। প্রশ্বাসের সঙ্গে বুকের ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে। জানালার চৌকাঠ ধরলাম আমি হাত বাড়িয়ে।

'ভয় পেও না,' বলল মিসেস ড্যানভারস। 'আমি তোমাকে ঠেলা দেব না। আমি তোমার কাছেই থাকব না। নিজে নিজে লাফ দেবে তুমি। কেন থাকবে এখানে খামোকা? কোন দিন সুখ পাবে না এক ফোঁটা। মিস্টার ডি উইনটার তোমাকে ভালবাসেন না। তাহলে জীবন রেখে কী লাভ তোমার। এই সুযোগ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাফ দাও। আর কষ্ট পেতে হবে না।'

টেরেসের ফুলের টবগুলো দেখতে পাচ্ছি। হাইড্রাঞ্জির পাপড়িগুলো কী গভীর নীল! চৌকো পাথরগুলো মসৃণ, ধূসর। একটাও আঁকাবাঁকা ভাবে বসানো হয়নি। কত নিচে মনে হচ্ছে!

'লাফ দাও!' কানের কাছে মন্ত্রের মত উচ্চারণ করে চলেছে মিসেস ড্যানভারস। 'লাফ দাও! চেষ্টা করে দেখ না। ভয় কী?'

ঠিকই বলেছে মিসেস ড্যানভারস। কী প্রয়োজন আমার এ পৃথিবীতে? আমার চির আকাঙ্ক্ষিত সুখ তো আমি কখনও পাব না। ম্যাক্সিম আমাকে ভালবাসে না। রেবেকাই এখনও ওর মন জুড়ে আছে। সে মনের এক কোণে একটুখানি স্থানও নেই আমার জন্যে। তাহলে আর কেন? ঠিকই বলেছে মিসেস ড্যানভারস।

'হ্যাঁ, লাফ দাও! ভয় পেও না! ভয়ের কী আছে?'

চোখ বন্ধ করলাম আমি। নাকের ভেতর কুয়াশা ঢুকছে। ব্যথা করছে চৌকাঠ আঁকড়ে থাকা আঙুলগুলো। কিন্তু তাতে কোন কষ্ট হচ্ছে না আমার। সব বোধ লুপ্ত হয়ে গেছে। ভুলতে শুরু করেছি আমার দুঃখের কথা, কষ্টের কথা, ম্যাক্সিমকে ভালবাসার কথা, রেবেকার কথা। একটু পরে রেবেকা কেন, কোন কিছুই আর আমাকে ভাবাবে না...

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে চমকে উঠলাম আমি। জানালা, দরজা, ঘরের সব জিনিস কেঁপে উঠল থর থর করে। চোখ মেলে মিসেস ড্যানভারস-এর দিকে তাকালাম। আবার একটা বিস্ফোরণ! আরেকটা! লনের ওপাশে বনভূমির ওপরে ঝাঁক বেঁধে উড়তে শুরু করেছে সন্ত্রস্ত পাখির দল।

'কী ও?' হতভম্বের মত জিজ্ঞেস করলাম আমি। 'কিসের শব্দ?'

মিসেস ড্যানভারস-এর সাঁড়াশির মত হাতটা শিথিল হয়ে গেল আমার হাতের ওপর। জানালা গলিয়ে সাগরের দিকে প্রসারিত হলো ওর দৃষ্টি।

'হাউই-এর শব্দ,' বলল সে। 'বোধহয় কোন জাহাজ ডাঙায় আটকা পড়েছে।'

কান খাড়া করে কুয়াশার ভেতর দিয়ে তাকিয়ে রইলাম আমরা। তারপরই নিচে টেরেস থেকে ভেসে এল ছুটন্ত পায়ের আওয়াজ, ব্যস্ত কণ্ঠস্বর।

তেরো

কণ্ঠস্বর ম্যাক্সিমের। ওকে দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু গলা শুনতে পাচ্ছি। ছুটতে ছুটতে চিৎকার করে ফ্রিথকে ডাকছে ও। হল থেকে ফ্রিথের জবাব ভেসে এল। একটু পরে ওরও পায়ের আওয়াজ পেলাম টেরেসে। কুয়াশার ভেতর দেখতে পেলাম ঝাপসা দুটো মূর্তি।

'ভাল মতই আটকেছে মনে হচ্ছে,' ম্যাক্সিমকে বলতে শুনলাম। 'ছোট্ট অন্তরীপটার ওখানে দাঁড়িয়ে দেখছিলাম, সোজা আমাদের উপসাগরের দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসছে। কেরিথ-এর বন্দর বলে ভুল করেছিল নিশ্চয়ই। ভেতরে বলে দাও, খাবার দাবার তৈরি রাখে যেন, দরকার পড়তে পারে। আর মিস্টার ক্রলিকে ফোন করে জানাও কী ঘটেছে। আমি যাচ্ছি খাঁড়িতে, দেখি কিছু করতে পারি কি না। কয়েকটা সিগারেট এনে দাও তো।'

আমার হাত ছেড়ে দিয়ে একটু সরে দাঁড়াল মিসেস ড্যানভারস। ওর মুখটা আবার ভাবহীন সাদা মুখোশের মত হয়ে উঠেছে।

'আমার বোধহয় নিচে যাওয়া দরকার,' বলল সে। 'ফ্রিথ খুঁজবে আমাকে। মিস্টার ডি উইনটার হয়তো সত্যিই জাহাজের লোকদের উদ্ধার করে নিয়ে আসবেন। হাত সাবধান, জানালা বন্ধ করছি!'

পিছিয়ে ঘরের মাঝখানে চলে এলাম আমি। এখনও ঘোরের ভেতর রয়েছি। হতভম্ব ভাবটা কাটেনি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর জানালা বন্ধ করা তারপর পর্দা টেনে দেয়া দেখলাম। দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মিসেস ড্যানভারস। আমাকে আগে বেরোতে দেয়ার জন্যে কপাট মেলে ধরে বলল:

'কিচেনে বলে দেব, ডাইনিং-রুমে যেন ঠাণ্ডা লাঞ্চ দেয়। যখন খুশি খেতে পারবেন। আমার তো মনে হয় না মিস্টার ডি উইনটার আজ ঠিক সময়ে খেতে আসতে পারবেন।'

শূন্য চোখে তাকালাম আমি। কাঠের পুতুলের মত আড়ষ্টভঙ্গিতে ওর পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেলাম খোলা দরজা দিয়ে।

'মিস্টার ডি উইনটারের সাথে দেখা হলে বলবেন, ম্যাডাম, জাহাজ থেকে লোকজন নিয়ে এলে কোন অসুবিধা হবে না। গরম খাবার তৈরি থাকবে।'

মহিলা ধরেই নিয়েছে, আমি এখন সাগর পাড়ের দিকে ছুটব।

'ঠিক আছে। ঠিক আছে, মিসেস ড্যানভারস,' আমি কোন মতে উচ্চারণ করলাম।

দরজা বন্ধ করে ঘুরে দাঁড়াল সে। করিডর ধরে এগিয়ে গেল পেছনের চাকরবাকরদের ব্যবহারের সিঁড়ির দিকে। আমি রওনা হলাম গ্যালারির দিকে। সদ্য ঘুম থেকে ওঠা মানুষের মত স্থবির আমার মনের অবস্থা। সামনে কোন উদ্দেশ্য নেই। গ্যালারি পেরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে নামতে শুরু করলাম। হল পেরিয়ে ডাইনিং-রুমের দিকে যাচ্ছিল ফ্রিথ। আমাকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ল।

'ম্যাডাম, মিস্টার ডি উইনটার এসেছিলেন একটু আগে,' বলল সে। 'সিগারেট নিয়ে আবার নীচে চলে গেলেন। একটা জাহাজ বোধহয় ডাঙায় আটকা পড়েছে।'

'ও।'

'হাউই-এর শব্দ শুনেছেন, ম্যাডাম?'

'হ্যাঁ।'

'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম, কাল রাতের কোন বাজি কোথাও পড়ে ছিল, মালীদের কেউ পেয়ে ফাটিয়েছে। কিন্তু যখন পর পর তিনটে আওয়াজ হলো তখন বুঝলাম, আমাদের বাজি না, নিশ্চয়ই কোন জাহাজ বিপদ সঙ্কেত দিচ্ছে। যা কুয়াশা, এর ভেতর পথ ভুল করা অসম্ভব না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তা ঠিক।'

'মিস্টার ডি উইনটারকে ধরতে হলে এক্ষুণি রওনা হয়ে যান, দু'মিনিটও হয়নি উনি লনের ওদিক দিয়ে গেছেন।'

'ঠিক আছে, ফ্রিথ।'

টেরেসে বেরিয়ে এলাম আমি। সেই টেরেসে, ওপর থেকে যাকে দেখছিলাম ঝাপসাভাবে। ওই তো নীল হাইড্রাঞ্জিগুলো। পায়ের নিচে মসৃণ ধূসর পাথর। কী কঠিন! মুখ তুলে তাকালাম। জানালাটা বন্ধ। কত উঁচুতে? হঠাৎ করেই মাথাটা ঘুরে উঠল আমার। ঘাম জমতে লাগল ঘাড়ের পেছনে, কপালে, ভুরুতে। চোখের সামনে নানা বর্ণের ফুলঝুরি। টলতে টলতে হলে ফিরে এসে একটা চেয়ারে বসে পড়লাম হাঁটু চেপে ধরে।

কয়েক মিনিট লাগল আমার সুস্থ হতে। ফ্রিথকে ডাকলাম।

'ফ্রিথ! ফ্রিথ, ডাইনিং-রুমে আছ তুমি?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম,' ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল সে।

'কিছু মনে কোরো না, আমাকে ছোট্ট এক গ্লাস ব্র্যাণ্ডি দিতে পারবে?'

'নিশ্চয়ই ম্যাডাম।'

হাঁটু ধরে বসে রইলাম আমি। ফ্রিথ ফিরে এল ব্র্যাণ্ডি নিয়ে।

'অসুস্থ লাগছে, ম্যাডাম?' উদ্বিগ্ন স্বরে প্রশ্ন করল ও। 'ক্ল্যারিসকে ডেকে দেব?'

'না, না, ফ্রিথ, এমনিই ঠিক হয়ে যাবে। আসলে খুব গরম লাগছে, আর কিছু না।'

'সত্যিই, ম্যাডাম, গরমটা একটু বেশি আজ।'

ব্র্যাণ্ডিটুকু এক নিশ্বাসে খেয়ে নিলাম আমি।

'তাছাড়া, ওই হাউই-এর শব্দ বোধহয় আপনাকে চমকে দিয়েছে,' বলল ফ্রিথ।

'তা বোধহয় একটু দিয়েছে।'

'তার ওপর কাল সারা রাত প্রায় দাঁড়িয়ে কাটিয়েছেন।'

'হ্যাঁ।'

'একটু শুয়ে থাকবেন? লাইব্রেরীতে বেশ ঠাণ্ডা আছে।'

'না, না, ফ্রিথ, শোব না, এখুনি বেরোব আমি। তুমি চিন্তা কোরো না।'

'ঠিক আছে, ম্যাডাম, আমি তাহলে যাই, কাজ করিগে।'

চলে গেল ফ্রিথ হলে আমাকে একা রেখে। বেশ কিছুক্ষণ বসে রইলাম আমি। তারপর উঠে আস্তে আস্তে রওনা হলাম। প্রথমে টেরেসে, সেখান থেকে লনে, লন পেরিয়ে বনের পথ ধরে এগিয়ে চললাম সাগরের দিকে।

কুয়াশা একটু একটু করে পাতলা হয়ে আসছে। ঝাপসাভাবে হলেও দেখা দিতে শুরু করেছে সূর্যের মুখ। অল্পক্ষণের মধ্যে পৌঁছে গেলাম হ্যাপি ভ্যালিতে। সেখান থেকে সাগরের দিকে তাকাতেই দেখতে পেলাম জাহাজটাকে। উপকূল থেকে বেশ দূরে কয়েকটা ডুবো পাহাড়ের মাঝে আটকে আছে। বেশ কতকগুলো দাঁড়টানা নৌকা ঘিরে আছে ওটাকে। গায়ে ভিড়ে আছে কয়েকটা। কেরিথ-এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হারবার-মাস্টারের ধূসর রঙের বোটটাও দেখা যাচ্ছে। একদল লোক জড় হয়েছে আমার পেছনের পাহাড় চূড়ায়। ওখান থেকে ভাল দেখা যাচ্ছে আটকে পড়া জাহাজটা। ম্যাক্সিম হয়তো আছে ওখানে ভেবে উঠতে লাগলাম পাহাড়ের ঢাল বেয়ে। কিন্তু না, নেই ম্যাক্সিম। আশপাশে তাকিয়ে কোথাও দেখলাম না ওকে। দেখলাম ফ্র্যাঙ্ক ক্রলিকে। চূড়ার এক ধারে দাঁড়িয়ে এক কোস্টগার্ডের সাথে কথা বলছে। ভীষণ লজ্জা লাগল আমার ওর মুখোমুখি হতে। মাত্র ঘণ্টাখানেক আগে কী অদ্ভুত আচরণ করেছি ওর সাথে! কিন্তু ক্রলি আমাকে দেখেই হাতের ইশারায় ডাকল। আমি এগিয়ে গেলাম ওদের কাছে। কোস্টগার্ড লোকটা আমাকে চেনে মনে হলো।

'গুড ডে, মিসেস ডি উইনটার,' মৃদু হেসে সে বলল, 'অবস্থা দেখতে এলেন? ওকে ছোটানো বড় সহজ কাজ হবে না। টাগ দিয়ে হয়তো যাবে, কিন্তু সন্দেহ আছে আমার। বেশ ভাল ভাবেই আটকেছে পাথরের খাঁজে।'

'তাহলে কী করা হবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আপাতত একজন ডুবুরী পাঠিয়ে দেখা হবে তলাটা ভেঙেছে কিনা। ওই যে লাল স্টকিং ক্যাপ পরা লোকটা, ও-ই ডুবুরী। দেখবেন আমার এই গ্লাস দিয়ে?'

কোস্টগার্ডের হাত থেকে ফিল্ড গ্লাস নিয়ে চোখে লাগালাম। হারবার-মাস্টারের মোটর-বোটে বসে আছে লাল স্টকিং ক্যাপ পরা লোকটা। এক মহিলাকে দেখলাম ছবি তুলছে। সাংবাদিক বোধহয়।

'তেমন কিছু তো মনে হলো না,' ফিল্ড গ্লাসটা ফিরিয়ে দিতে দিতে বললাম।

'একটু তর্ক বিতর্ক হচ্ছে আর কি,' জবাব দিল কোস্টগার্ড। 'একটু পরেই দেখবেন নামিয়ে দিয়েছে লোকটাকে। এ ছাড়া উপায় নেই আসলে।'

'ম্যাক্সিম কই?' ফ্র্যাঙ্ককে জিজ্ঞেস করলাম।

'জাহাজের এক আহত ক্রুকে নিয়ে কেরিথ-এ গেছে,' জবাব দিল ফ্র্যাঙ্ক। 'লোকটা পানিতে লাফিয়ে পড়েছিল। পরে ভাসতে ভাসতে এসে উঠেছিল এই সৈকতে। ম্যাক্সিম ওকে তোলে। বেচারার তখন মৃতপ্রায় অবস্থা।

'কখন গেছে?'

'এই তো আপনি আসার একটু-আগে। পাঁচ সাত মিনিট হবে। বোটে করে গেছে।'

'বলেছিলাম না,' এই সময় বলল কোস্টগার্ড, 'ওই যে নামছে ডুবুরীটা। দেখবেন, মিসেস ডি উইনটার?'

আবার চোখে লাগালাম ফিল্ড গ্লাস। লাল স্টকিং ক্যাপ পরা লোকটা ডুব দিচ্ছে পানিতে। ফিল্ড গ্লাসটা ফিরিয়ে দিলাম তার মালিককে। ওটা হাতে নিয়ে টুপি খুলে মাথা মুছল লোকটা।

'কী বিচ্ছিরি গুমোট!' বলল সে।

'হ্যাঁ, ভীষণ বাজে আবহাওয়া আজ,' আমি বললাম।

'আর এখানে থেকে লাভ নেই,' বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'ডুবুরীটা উঠে রিপোর্ট না দেয়া পর্যন্ত আর কিছু ঘটবে না। যাই, খিদে লেগেছে, লাঞ্চ করে নেই গে।'

আমি কিছু বললাম না। এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ফ্র্যাঙ্ক আমার দিকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাকিয়ে। তারপর জিজ্ঞেস করল:

'আপনি কী করবেন এখন?'

'আরও কিছুক্ষণ থাকব ভাবছি,' আমি বললাম। 'আজ আমাদের ঠাণ্ডা লাঞ্চ, যখন খুশি গিয়ে খেয়ে নিতে পারব। ডাইভারটা কী করে দেখার ইচ্ছা আমার।' আসলে আমি একা এ মুহূর্তে ফ্র্যাঙ্কের মুখোমুখি হতে চাই না।

'কিছুই দেখতে পাবেন না,' বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'ও যা করার করবে পানির নিচে। যখন উঠবে এতক্ষণ যা করতে দেখছিলেন তা-ই দেখবেন, বসে আছে বা হারবার মাস্টারের সাথে কথা বলছে। তার চেয়ে চলুন, আমার সাথে লাঞ্চ করবেন।'

'না,' আমি বললাম, 'না, সত্যি বলছি...'

'আচ্ছা, আচ্ছা, ঠিক আছে,' বলল ফ্র্যাঙ্ক, 'কোন দরকার হলে আমাকে খবর দেবেন। অফিসেই থাকব।'

'আচ্ছা।'

চলে গেল ফ্র্যাঙ্ক ক্রলি।

'খুব ভাল লোক, এই মিস্টার ক্রলি,' বলল কোস্টগার্ডটা।

'হ্যাঁ,' আমি বললাম।

'প্রয়োজনে মিস্টার ডি উইনটারের জন্যে ওর ডান হাত কেটে দিতে পারে।'

'হ্যাঁ, তা বোধহয় পারে।'

আরও কিছুক্ষণ কোস্টগার্ডটার সাথে টুকটাক আলাপ করে রওনা হলাম বীচের দিকে।

পাহাড় থেকে নেমে ঘড়ি দেখলাম। তিনটে বাজে প্রায়। বীচ জনশূন্য। কিছুক্ষণ একা একা হাঁটলাম আমি, তারপর ছোট্ট টিলাটা ডিঙিয়ে চলে গেলাম ওপাশের খাঁড়িতে যেখানে রেবেকা ওর নৌকা রাখত। এপাশের বীচটাও ফাঁকা—না বেন আছে। বিরাট এক পাথরের ওপর বসে ছিপ ফেলেছে নিচের পাথর ঘেরা ছোট্ট এক জলাশয়ে।

'গুড ডে ম্যা'ম,' আমাকে দেখে ও বলল।

'গুড আফটারনুন, বেন।'

'দেখেছেন ওটা?'

'হ্যাঁ, ডুবো পাহাড়ে আটকে গেছে।'

'অ্যাঁ?'

'ডুবো পাহাড়ে আটকে গেছে, বুঝেছ বেন? ওরা বলছে নামানো খুব সহজ হবে না।'

বেন ওর ভেজা ভেজা নীল নির্বোধ চোখ মেলে আমার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'হ্যাঁ, সহজ হবে না, ভালমতই আটকেছে নিচে। কেউ কোন দিন ছাড়িয়ে আনতে পারবে না।'

'পারতেও পারে,' বললাম আমি। 'জোয়ারের সময় টাগ লাগিয়ে হয়তো টেনে আনা যাবে।'

জবাব দিল না বেন। সাগরের দিকে চোখ মেলে তাকিয়ে রইল দুর্দশাগ্রস্ত জাহাজটার দিকে। তারপর ধীরে ধীরে বলল, 'পারবে না। ওখানেই ওটা ধ্বংস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে যাবে।'

'হয়তো,' আমি বললাম।

দাঁত বের করে হাসল বেন। হাতের উল্টো দিক দিয়ে নাক মুছল। তারপর আবার বলল:

'ওখানেই ওটা টুকরো টুকরো হয়ে যাবে, আমি জানি। সেই ছোটটার মত টুপ করে ডুবে যাবে না।' আবার নাক ঘষল ও। 'এতদিনে মাছের দল ওটা খেয়ে ফেলেছে, তাই না?'

'কিসের কথা বলছ, বেন?'

'সেটা। সেই ছোটটা।'

'মাছে নৌকা খায় না, বেন,' আমি বললাম।

'অ্যাঁ?' বলে আমার দিকে শূন্য চোখে তাকাল ও।

'এবার আমাকে যেতে হবে,' আমি বললাম। 'আসি, বেন, গুড আফটারনুন।'

বাড়ি ফিরে সোজা ডাইনিংরুমে ঢুকলাম। আমার খাবার সাজানো রয়েছে এখনও টেবিলে। কিন্তু ম্যাক্সিমের জায়গা শূন্য। তার মানে ও এসে খেয়ে গেছে। এক মুহূর্ত ইতস্তত করে ঘণ্টা বাজালাম। রবার্ট আসতে জিজ্ঞেস করলাম, 'মিস্টার ডি উইনটার এসেছিলেন?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম,' বলল রবার্ট; 'দুটোর একটু পরে উনি এসেছিলেন। তাড়াহুড়ো করে কিছু মুখে দিয়েই আবার বেরিয়ে গেছেন। আপনার কথা জিজ্ঞেস করছিলেন, ফ্রিথ বলেছে, বোধহয় জাহাজ দেখতে গেছেন।'

'কখন ফিরবে কিছু বলে গেছে?'

'না, ম্যাডাম।'

'ও বোধহয় অন্য পথে বীচে গেছে, সেজন্যে দেখা হয়নি আমার সাথে।'

'জি, ম্যাডাম। আপনি খাবেন না, ম্যাডাম?'

ঠাণ্ডা মাংস আর সালাদের দিকে তাকালাম। পেটে খিদে আছে কিন্তু মুখে রুচি নেই। না, এই ঠাণ্ডা খাবার এখন আমার গলা দিয়ে নামবে না।

'না,' আমি বললাম। 'তুমি বরং আমাকে একটু চা দিতে পারো, সঙ্গে মাখন আর রুটি। কেক টেক না, শুধু মাখন আর রুটি। আমি লাইব্রেরীতে যাচ্ছি।'

'জি, ম্যাডাম।'

লাইব্রেরীতে গিয়ে বসলাম। রবার্ট চা দিয়ে গেল কয়েক মিনিটের মধ্যে। প্রথমে কয়েক টুকরো মাখন মাখানো রুটি খেয়ে চা ঢাললাম কাপে। ছোট ছোট চুমুকে খেতে লাগলাম।

এক কাপ শেষ হতে আরেক কাপ ঢেলে নিলাম। তারপর আরেক কাপ। রবার্ট ঢুকল ঘরে।

'মিস্টার ডি উইনটার এখনও ফেরেননি, ম্যাডাম?' জিজ্ঞেস করল ও।

'না। কেন? কেউ খুঁজছে ওকে?'

'জি, ম্যাডাম। ক্যাপ্টেন সার্লে, কেরিথের হারবার মাস্টার, ফোন করেছেন। মিস্টার ডি উইনটারের সঙ্গে দেখা করতে চান। এখনই আসবেন কিনা জানতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাইছেন।'

'কী বলব বুঝতে পারছি না তো,' আমি বললাম। 'কখন ফিরবে ও কে জানে?'

'জি, ম্যাডাম।'

'তুমি বরং বলে দাও পাঁচটার দিকে আবার ফোন করতে।'

বেরিয়ে গেল রবার্ট। ফিরল একটু পরেই।

'ক্যাপ্টেন সার্লে সম্ভব হলে আপনার সাথেই দেখা করতে চান,' বলল রবার্ট। 'বলছেন, ব্যাপারটা নাকি জরুরী। মিস্টার ক্রলিকে ফোনে ধরার চেষ্টা করেছিলেন, পাননি।'

'নিশ্চয়ই,' আমি বললাম। 'জরুরী কিছু হলে নিশ্চয়ই আমি দেখা করব। তুমি বলে দাও, ইচ্ছে হলে উনি এখনই আসতে পারেন। গাড়ি আছে না ওঁর?'

'মনে হয় আছে।'

আমি ভেবে পেলাম না, ম্যাক্সিমের কাছে কী এমন জরুরী কাজ পড়ল ক্যাপ্টেন সার্লের। নিশ্চয়ই আটকে পড়া জাহাজটার ব্যাপারে কোন আলাপ। কিন্তু ম্যাক্সিমের সাথে কেন?

পনেরো মিনিটের ভেতর উপস্থিত হলেন ক্যাপ্টেন সার্লে। ফ্রিথ ওঁকে লাইব্রেরীতে নিয়ে এল। এখনও ইউনিফর্ম পরে আছেন তিনি, দুপুরে যেমন দেখেছিলাম। জানালার কাছ থেকে উঠে তাঁর সাথে শেকহ্যাণ্ড করে আমি বললাম:

'আমার স্বামী এখনও ফেরেননি, ক্যাপ্টেন সার্লে। কেরিথ-এ গেছিল। এসে খেয়ে আবার বেরিয়েছে। আমার সাথে সারাদিন দেখা হয়নি।'

'হ্যাঁ, কেরিথ-এ গেছেন শুনে আমি ছুটে গিয়েছিলাম ওখানে, কিন্তু ধরতে পারিনি,' বললেন হারবার-মাস্টার। 'মিস্টার ক্রলিকে ফোন করে তাঁকেও পেলাম না।'

'এই জাহাজটা সব উল্টো পাল্টা করে দিয়েছে,' আমি বললাম। 'মিস্টার ক্রলির এখন অফিসেই থাকার কথা। আচ্ছা, জাহাজটার কী হবে? টাগ দিয়ে টেনে নামানো যাবে?'

'বিরাট একটা গর্ত হয়েছে তলায়। আর কখনও ভাসবে না ও। বাদ দিন ওটার কথা, ওর ব্যাপারে যা করার করবে ওর মালিক আর ইন্সুরেন্স কোম্পানি।' থেমে পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক মুছলেন ক্যাপ্টেন। 'জাহাজ নিয়ে আলাপ করতে আমি আসিনি, মিসেস ডি উইনটার। মিস্টার ডি উইনটারের জন্যে একটা খবর আছে। বুঝতে পারছি না, কী করে বলব ওঁকে।'

আমার চোখের দিকে সরাসরি তাকালেন তিনি।

'কি খবর, ক্যাপ্টেন সার্লে?' একটু উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'আঁ..., মিসেস ডি উইনটার, কী করে যে বলব বুঝতে পারছি না। আপনার স্বামী কোন ঝামেলায় পড়ুন, আমি চাই না। শুধু আমি নই, কেরিথ-এর সবাই বিশেষ শ্রদ্ধা করে ওঁকে, পছন্দ করে। কেরিথ-এর জন্যে অনেক করেছেন উনি। ওঁর পূর্ব পুরুষরাও করেছেন। এই পরিবারের প্রতি সবাই কৃতজ্ঞ। ওঁকে কষ্ট দেয়ার কথা কেউ আমরা ভাবতেও পারি না, কিন্তু উপায় নেই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অতীতকে টেনে তুলতে হচ্ছে কবর থেকে।'

থামলেন ক্যাপ্টেন। নাকটা আরেকবার মুছে রুমাল পকেটে ভরে রাখলেন। তারপর গলা নামিয়ে প্রায় ফিসফিস করে বললেন:

'জাহাজটার তলা পরীক্ষা করতে আমরা একজন ডুবুরী পাঠিয়েছিলাম। অদ্ভুত একটা ব্যাপার আবিষ্কার করেছে ও। জাহাজের তলে গর্তটা দেখার পর আর কোন ক্ষতি হয়েছে কিনা দেখার জন্যে ঘুরে দেখছিল চারপাশ। হঠাৎ ওর নজরে পড়ে ছোট্ট একটা সেইলিং বোট। জাহাজটার পাশেই পড়ে আছে। পুরোপুরি অক্ষত। ডুবুরীটা এ এলাকারই; দেখার সঙ্গে সঙ্গে ও চিনতে পেরেছে। প্রয়াত মিসেস ডি উইনটারের বোট ওটা।'

আমার প্রথম যে কথাটা মনে হলো, ভাগ্য ভাল ম্যাক্সিম নেই এখানে। কাল যা ঘটেছে তারপর এ খবর শুনলে ও পাগল হয়ে যাবে।

'আমি দুঃখিত, ক্যাপ্টেন সার্লে,' ধীরকণ্ঠে আমি বললাম। 'এমন কিছু ঘটবে নিশ্চয়ই কেউ আশা করেনি? ম্যাক্সিমকে জানাতেই হবে খবরটা? নৌকাটা যেখানে যেভাবে আছে, রেখে দেয়া যায় না?'

'যেটুকু বলেছি শুধু এটুকু হলে তা-ই আমরা করতাম, মিসেস ডি উইনটার। অন্তত মিস্টার ডি উইনটারের মনের অবস্থা ভেবে হলেও করতাম। কিন্তু এখানেই শেষ নয়, আমার ডুবুরী আরও একটা ব্যাপার আবিষ্কার করেছে। এ ব্যাপারটা প্রথমটার চেয়ে অনেক অনেক বেশি সাংঘাতিক। বোটটার কেবিনের দরজা শক্ত করে লাগানো। জানালাগুলো যেমন ছিল তেমনই আছে, একটা কাচও নষ্ট হয়নি, অথচ কেবিনটা পানিতে ভর্তি। কী করে ঢুকল পানি? ডুবুরী ভাল করে দেখেছে বোটের গায়ে কোথাও কোন ফাটল বা গর্ত নেই। তার মানে গর্ত বা ফাটল থাকলে আছে নিচে। এর পরেই ও ওর জীবনের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর জিনিসটা দেখতে পায়, মিসেস ডি উইনটার।'

ক্যাপ্টেন সার্লে থামলেন। ঘাড় ঘুরিয়ে তাকালেন পেছন দিকে, যেন নিশ্চিত হয়ে নিলেন, কেউ শুনছে না তাঁর কথা। তারপর শান্ত কণ্ঠে বললেন:

'একটা লাশ দেখেছে ও কেবিনে। মেঝেয় পড়ে আছে। মাংস টাংস সব গলে গেছে, শুধু কঙ্কালটা আছে। ডুবুরী ওপরে এসে প্রথমেই এ খবরটা দিয়েছে আমাকে। এখন বুঝতে পারছেন আশা করি, মিসেস ডি উইনটার, কেন আমি আপনার স্বামীর সাথে কথা বলতে চাই?'

স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম আমি ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে। ওঁর কথার মর্ম যেন আমার মগজে পৌঁছায়নি। ধীরে ধীরে বললাম:

'যতটুকু শুনেছি ও একা ছিল বোটে। কিন্তু আপনি যা বললেন তার মানে দাঁড়ায় আরও কেউ ছিল ওর সাথে, শুরু থেকেই ছিল, কেউ জানত না, তাই না?'

'আঁ...সেরকমই তো মনে হচ্ছে।'

'কে হতে পারে? কেউ নিখোঁজ হলে আত্মীয়-স্বজনরা জানত, তাই না? সে সময় তো বেশ হৈ-চৈ হয়েছিল ব্যাপারটা নিয়ে। তাছাড়া মিসেস ডি উইনটারকে পাওয়া গেল মাইল মাইল দূরে অথচ অন্যজন আটকে রইল কেবিনে, এ কেমন করে সম্ভব?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনার এ প্রশ্নের জবাব দেয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমরা শুধু জানি ওখানে একটা দেহ আছে, এবং কথাটা গোপন রাখা যাবে না। জানি আপনার এবং মিস্টার ডি উইনটারের জন্যে খুব বিব্রতকর হবে ব্যাপারটা, কিন্তু কী করব বলুন, এছাড়া কোন উপায় আছে বলেও তো মনে হচ্ছে না। বেশ নিরিবিলি নিরুপদ্রবে ছিলেন আপনারা, এর মাঝে কী বিপত্তি! আমি অত্যন্ত দুঃখিত, ম্যাডাম, ব্যাপারটা পুলিশের গোচরে আমাকে আনতেই হবে। এটা আমার দায়িত্ব।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই, আপনার কর্তব্য তো আপনাকে করতেই হবে,' বুকের ভেতর ঢিপ ঢিপ করছে আমার তবু কণ্ঠস্বর অবিচল রেখে বললাম। 'কিন্তু—কিন্তু শুধু যদি ওকে জানাতে না হত—'

এই সময় খুলে গেল লাইব্রেরীর দরজা। ম্যাক্সিম ঢুকল।

'হ্যালো,' ও বলল, 'কী ব্যাপার, ক্যাপ্টেন সার্লে? আপনি কখন এলেন? কিছু ব্যাপার আছে মনে হচ্ছে?'

আমি আর থাকার সাহস পেলাম না সেখানে। নিঃশব্দে বেরিয়ে এলাম লাইব্রেরী থেকে। দরজা বন্ধ করে দিলাম।

ক্যাপ্টেন সার্লে চলে যাওয়ার পর পা টিপে টিপে আবার ঢুকলাম সে ঘরে। ম্যাক্সিম দাঁড়িয়ে আছে জানালার কাছে। আমার দিকে পিঠ। দরজা বন্ধ করার সময় মৃদু শব্দ করলাম। কিন্তু ও ঘুরে দাঁড়াল না। কোন কথাও বলল না। যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল বাইরের দিকে দৃষ্টি মেলে। কাছে গিয়ে ওর হাত ধরলাম আমি।

'ম্যাক্সিম!' ফিসফিস করে ডাকলাম। 'ম্যাক্সিম! আমি—আমি দুঃখিত, ম্যাক্সিম!'

জবাব দিল না ও। ওর হাত বরফের মত ঠাণ্ডা। হাতটার উল্টো পিঠে আলতো করে চুমু খেলাম আমি। আবার বললাম, 'এই কষ্ট তোমাকে আমি একা ভোগ করতে দেব না, ম্যাক্সিম। আমি ভাগ নিতে চাই তোমার সব কষ্টের, সব সমস্যার। গত চব্বিশ ঘণ্টায় আমি—আমি অনেক কিছু বুঝতে শিখেছি, ম্যাক্সিম। আমি আর আগের মত বাচ্চা মেয়েটি নেই।'

কাঁধের ওপর হাত দিয়ে আমাকে কাছে টানল ও।

'তুমি আমাকে ক্ষমা করেছ, করোনি, ম্যাক্সিম?' আমি বললাম।

'তোমাকে ক্ষমা করব!' অবশেষে কথা ফুটল ম্যাক্সিমের কণ্ঠে। 'কী জন্যে? কী করেছ তুমি?'

'কাল সন্ধ্যার কাণ্ডটা—তুমি ভেবেছ আমি ইচ্ছে করে করেছি।'

'ও, ওটা! মনেই ছিল না। খুব রেগে গেছিলাম তোমার ওপর, তাই না?'

'হ্যাঁ।'

আর কিছু বলল না ও। আমাকে আরও শক্ত করে আঁকড়ে ধরে আরও কাছে টানল।

'ম্যাক্সিম,' আমি বললাম, 'আবার আমরা নতুন করে শুরু করতে পারি না?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আজ থেকে একেবারে নতুন করে? আমি তোমার ভালবাসা চাইব না, অসম্ভব কিছুই আশা করব না। আমি—আমি শুধুই বন্ধু, সাথী হয়ে থাকব তোমার—এর বেশি কিছু না।'

দু'হাতে আমার মুখ ধরল ম্যাক্সিম। আমার চোখের দিকে তাকাল। আমিও তাকালাম ওর মুখের দিকে। এবং এই প্রথম আমি লক্ষ করলাম, কেমন রোগাটে, ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ওর মুখ। চোখের কোলে কালি।

'কতখানি ভালবাস তুমি আমাকে?' জিজ্ঞেস করল ও।

আমি কোন জবাব দিতে পারলাম না; কেবল তাকিয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে।

'সে সুযোগ আর নেই, ডার্লিং,' বলল ও। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে। সুখী হওয়ার সামান্য যে সম্ভাবনা ছিল তাও শেষ হয়ে গেছে।'

'না, ম্যাক্সিম, না,' অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে আমি বললাম।

'হ্যাঁ,' ও বলল, 'সব শেষ হয়ে গেছে। আর আশা নেই। ঘটে গেছে ব্যাপারটা।'

'মানে? কী ঘটে গেছে?'

'যা ঘটবে বলে ভয় করছিলাম সেই প্রথম দিন থেকে; দিনের পর দিন, রাতের পর রাত যা নিয়ে দুঃস্বপ্ন দেখেছি। সুখ আমাদের কপালে নেই—তোমার আমার।'

আমাকে ছেড়ে দিয়ে জানালার সামনে চেয়ারটায় বসল ও। আমি হাঁটু গেড়ে বসলাম ওর পাশে। ওর পায়ের ওপর আমার হাত। বললাম:

'তুমি—তুমি ঠিক কী বলতে চাইছ, ম্যাক্সিম, আমি বুঝতে পারছি না।'

আমার হাতের ওপর হাত রাখল ম্যাক্সিম, চোখ রাখল চোখে।

'রেবেকা জিতে গেছে,' বলল ও।

বুকের ভেতর দুরু দুরু করে উঠল আমার। হাতগুলো ঠাণ্ডা হয়ে এল ওর হাতের ভেতর।

'ওর ছায়া সব সময় আমাদের মাঝখানে দেয়ালের মত উঁচু হয়ে থেকেছে,' বলে চলল ও, 'আমাদের আলাদা করে রেখেছে, কাছাকাছি হতে দেয়নি কখনও। তুমি আমার কাছাকাছি হতে চেয়েছ কিনা জানি না, আমি চেয়েছি, কিন্তু পারিনি, পারিনি ডার্লিং, পারিনি! কী করে পারব? সারাক্ষণ আমার বুকের ভেতর কে যেন হাতুড়ির ঘা মেরে ঘোষণা করেছে, ঘটবে, এটা ঘটবে! মরার আগ মুহূর্তে আমার দিকে যে দৃষ্টিতে ও তাকিয়েছিল, আমার চোখের সামনে ভাসছে এখনও। মরছে অথচ মুখে হাসি, চোখের চাউনিতে ভয়ের লেশমাত্র নেই। যেন জানত মরেও ও বিজয়ী হবে।'

'ম্যাক্সিম,' ফিসফিস করে আমি বললাম, 'কী বলছ তুমি! কী বলতে চাইছ?'

'ওর বোট,' শান্ত কণ্ঠে ও বলল। 'ওরা ওটা খুঁজে পেয়েছে আজ বিকেলে। ডুবুরীটা যখন নেমেছিল—'

'আমি জানি,' বাধা দিয়ে আমি বললাম। 'তুমি নেই দেখে আমাকেই প্রথম বলেছেন ক্যাপ্টেন সার্লে। তুমি—তুমি বোধহয় দেহটার কথা বলতে চাইছ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ।'

'তারমানে ও একা ছিল না; অন্য কেউ ছিল সে সময় রেবেকার সাথে। তোমাকে জানতে হবে কে লোকটা, তাই না—তাই না, ম্যাক্সিম?'

'না,' ও বলল। 'না, তুমি বুঝতে পারোনি।'

'বুঝতে চাই, ম্যাক্সিম! বলো, বলো আমাকে। তোমার সব দুঃখের, সব কষ্টের সাথী হতে চাই আমি।'

'রেবেকার সঙ্গে কেউ ছিল না।' আশ্চর্য শান্ত ম্যাক্সিমের গলা। 'বোটে সে রাতে ও একাই ছিল।'

ওর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলাম আমি।

'কেবিনের মেঝেতে ওটা রেবেকারই লাশ।'

'না!' আমি চিৎকার করলাম। 'না!'

'গির্জার প্রাঙ্গণে যাকে সমাহিত করা হয়েছে সে রেবেকা নয়,' বলে চলল ম্যাক্সিম, 'অজানা এক মেয়ের লাশ ওটা। কোন দুর্ঘটনা সে রাতে ঘটেনি। রেবেকা ডুবে মরেনি। আমি—আমিই ওকে খুন করেছি। সাগর পাড়ের সেই বোট হাউসে ওকে গুলি করে মেরেছি আমি। তারপর লাশ কাঁধে করে নিয়ে গেছি ওর বোটে। এবং আজ যেখানে পাওয়া গেছে সেখানে গিয়ে ডুবিয়ে দিয়েছি বোটটা। হ্যাঁ, কেবিনের মেঝেয় যে কঙ্কাল পাওয়া গেছে ওটা রেকেবার।...আমার চোখের দিকে তাকিয়ে এবার বলল, 'এখনও তুমি ভালবাস আমাকে?'

AMARBOI.COM

চোদ্দ

মৃত্যুর মত নিস্তব্ধতা লাইব্রেরী ঘরে। ম্যাক্সিমের স্বীকারোক্তি শুনে অসাড় হয়ে গেছে আমার স্নায়ুতন্ত্র। বোধ বুদ্ধি সব যেন লুপ্ত হয়ে গেছে। চারপাশের হিম শীতল নৈঃশব্দ্য আর আমার হৃদয়ের ভয়ঙ্কর শূন্যতা ছাড়া আর কিছু আমি অনুভব করতে পারছি না। ও যা বলেছে তার মর্ম বুঝবার চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি না। ম্যাক্সিম দু'হাতে আমার মুখটা উঁচু করে যখন চুমু খেলো তখন আমার চৈতন্য হলো। শুনলাম ও বলছে:

'আমি তোমাকে ভালবাসি। ভীষণ ভালবাসি।'

এই কথাটাই আমি এতদিন শুনতে চেয়েছি। প্রতিটা দিন, প্রতিটা রাত অপেক্ষা করেছি শোনার আশায়। ও বলেনি। বলল আজ, এমন অদ্ভুত এক পরিবেশে! চোখ মেলে আমি দেখলাম ওকে। আবার ও চুমু খেলো আমার ঠোঁটে। তারপর হঠাৎই থেমে ঠেলে সরিয়ে দিল আমাকে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

'বুঝতে পারছ, কেন বলছিলাম, অনেক দেরি হয়ে গেছে?' বলল ম্যাক্সিম। 'তুমি আর এখন ভালবাস না আমাকে। কেনই বা বাসবে? খুনীকে কে ভালবাসে?' ম্যানটলপীসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। ভগ্নকণ্ঠে বলল, 'শেষ! সব শেষ!'

অনুভূতি, বোধ, বুদ্ধি সব বন্যার তোড়ের মত ফিরে আসতে লাগল আমার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভেতর।

'না শেষ না,' আমি বললাম। 'দেরিও হয়ে যায়নি। একথা আর কখনও বলবে না তুমি। আমি—আমি এখনও ভালবাসি তোমাকে, আজীবন বাসব। হঠাৎ তোমার আদর পেয়ে এমন বিহ্বল হয়ে গেছিলাম যে কোন কথা বেরোয়নি আমার মুখ দিয়ে, তাই তুমি ভেবে নিয়েছ আমি তোমাকে আর ভালবাসি না। আমাকে আবার চুমু খাও, ম্যাক্সিম। প্লীজ।'

'না,' ও বলল। 'এখন আর কিছুতেই কিছু হবে না। যা হওয়ার হয়ে গেছে।'

'ম্যাক্সিম! ম্যাক্সিম! এত হতাশ হচ্ছ কেন তুমি? এখন আমাদের এক সাথে থাকতে হবে। কোন ছায়া, কোন গোপনীয়তা থাকতে পারবে না আমাদের ভেতর। প্লীজ, ডার্লিং, প্লীজ।'

'সময় নেই,' ও বলল। 'তুমি বুঝতে পারছ না, সত্যিই সময় নেই। মাত্র কয়েক ঘণ্টা, খুব বেশি হলে কয়েক দিন আছে আমাদের হাতে। এর ভেতরে কী আমরা করতে পারি? ওরা পেয়ে গেছে বোটটা, পেয়ে গেছে রেবেকাকে।'

'তাতে কী,' নির্বোধের মত প্রশ্ন করলাম আমি। 'কী করবে ওরা?'

'ওর দেহ শনাক্ত করবে। সব কিছু আছে ওখানে, ওই কেবিনে। ওর কাপড় চোপড়, আঙুলের আঙটি। সহজেই ওরা বুঝতে পারবে ওটা রেবেকার কঙ্কাল। তারপর—তারপর—'

'এখন আমরা কী করব?' ফিসফিস করে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আমি জানি না,' হতাশ কণ্ঠে ও বলল। 'আমি জানি না।'

ধীরে ধীরে সব অনুভূতি ফিরে আসছে আমার ভেতর। আমার হাত আর ঠাণ্ডা নেই এখন। মুখে, গলায় রঙের ছোপ। একটু একটু করে বুঝতে পারছি ওর কথা। সব রহস্য পরিষ্কার হয়ে আসছে। ম্যাক্সিম খুন করেছে রেবেকাকে। ও ডুবে মরেনি। বোট হাউসে ওকে গুলি করে মেরেছে ম্যাক্সিম। তারপর লাশ বোটে তুলে বোট ডুবিয়ে দিয়েছে উপকূল থেকে দূরে। এখন আমি বুঝতে পারছি, কেন ম্যাক্সিম রেবেকা সম্পর্কে কিছু বলতে চাইত না, কেন বোট হাউসটা ওর কাছে আতঙ্কের কারণ, কেন কাল সন্ধ্যায় আমাকে ওই সাদা পোশাকে দেখে প্রথমে ভীত পরে ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। যে স্মৃতি ওর মগজ কুরে কুরে খায় তা আর অজানা নেই আমার।

'কী করব আমরা?' আগের মতই ফিসফিস করে আমি জিজ্ঞেস করলাম। 'কী বলব ওদের?'

জবাব দিল না ম্যাক্সিম। ম্যানটলপীসের সামনে দাঁড়িয়ে তাকিয়ে রইল শূন্য দৃষ্টিতে।

'আর কেউ জানে একথা?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মাথা নাড়ল ম্যাক্সিম। 'না।'

'তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ না?'

'না, তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ না।'

'ফ্র্যাঙ্ক?' জিজ্ঞেস করলাম। 'ঠিক জানো, ফ্র্যাঙ্কও জানে না?'

'কেমন করে? আমি ছাড়া আর কেউ ছিল না ওখানে। ভীষণ অন্ধকার ছিল...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেমে গেল ও। আস্তে আস্তে হেঁটে এসে একটা চেয়ারে বসল কপালে হাত দিয়ে। আমি গিয়ে বসলাম ওর পাশে, ওর পায়ে গাল ঠেকিয়ে। ও বসেই রইল পাথরের মূর্তির মত। ওর হাতটা টেনে নামালাম কপাল থেকে।

'আমি ভালবাসি তোমাকে,' ফিসফিস করে আমি বললাম। 'এখন বিশ্বাস করতে পারছ, আমি ভালবাসি তোমাকে?'

আমাকে চুমু খেলো ও। তারপর শক্ত করে আমার হাত ধরে বসে রইল ভয় পাওয়া বাচ্চা ছেলের মত।

'আমার মনে হত—মনে হত পাগল হয়ে যাব,' অনেক অনেকক্ষণ পর বলল ও। 'দিনের পর দিন এখানে বসে থেকে কিছু ঘটবে কিছু ঘটবে এই আশঙ্কায় থাকা যে কী দুঃসহ, কী ভয়ানক কী করে বোঝাব তোমাকে! খাওয়া, ঘুমানো, চিঠিপত্রের জবাব দেয়া, সব স্বাভাবিক ভাবে করেছি যাতে ফ্র্যাঙ্ক, ফ্রিথ, মিসেস ড্যানভারস—কেউ কিছু টের না পায়। রেবেকার বড় প্রিয় ছিল মিসেস ড্যানভারস। ওকে খেদিয়ে দেব ভেবেও শেষ পর্যন্ত সাহস পাইনি—পাছে সে কিছু সন্দেহ করে বসে। ওপরে ওপরে স্বাভাবিক ভাব দেখালেও ভেতরে ভেতরে ভয়ানক অস্থির থাকতাম সব সময়। মাঝে মাঝে তা প্রকাশও হয়ে পড়ত। সবাই ধরে নিত রেবেকাকে হারিয়ে আমার এ অবস্থা। পরামর্শ দিত কোথাও থেকে ঘুরে আসার বা ডাক্তার দেখানোর। ওহ, কত মিথ্যে কথা যে বলেছি!'

'আমাকে আরও আগে কেন বলোনি?' আমি বললাম। 'আমরা দুজন ভাগাভাগি করে নিতাম সব। এতগুলো সপ্তাহ।'

'কী করে বলব? তুমি—তুমি সব সময় এত দূরে থেকেছ আমার কাছ থেকে। জ্যাসপারকে নিয়ে বেরিয়ে বেড়িয়েছ বাগানে, হ্যাপি ভ্যালিতে; ব্যস্ত থেকেছ নিজের মনে—।'

'কেন আমাকে বলোনি?' ফিসফিস করে আমি বললাম। 'কেন বলোনি?'

'এখানে আসার পর থেকেই আমার মনে হয়েছে, তুমি সুখী নও আমাকে নিয়ে বরং বিরক্ত, ক্লান্ত। আমাদের বয়েসের ব্যবধান এত বেশি! তুমি সব সময় এত দূরে থেকেছ আমার কাছ থেকে!'

'কী করে আমি কাছে আসব, যেখানে জানি তোমার মন জুড়ে আছে রেবেকা? কী করে আমি তোমার ভালবাসা দাবি করব যখন বুঝতে পারছি তুমি এখনও ভুলতে পারোনি রেবেকাকে?'

আমাকে কাছে টেনে নিয়ে গভীর চোখে তাকাল আমার চোখের দিকে।

'কী বলছ তুমি?' ও বলল। 'কি বলতে চাইছ?'

'যখনই তুমি আমার দিকে তাকিয়েছ, আমার মনে হয়েছে রেবেকার সঙ্গে তুলনা করছ আমার। যখনই আমাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছ, বা ডিনারে বসেছ, বা গাছের নিচে চা খেতে বসেছ...ওহ, প্রতিবার, প্রত্যেক সময় আমার মনে হয়েছে তুমি মনে মনে বলছ, "এটা আমি রেবেকার সঙ্গে করেছি, এবং এটা, এবং এটা...," রেবেকা সব সময় প্রাচীর হয়ে থেকেছে আমাদের মাঝখানে...আমার মনে হয়েছে তুমি ওকেই ভালবাস আমাকে না।'

বোকার মত কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল ম্যাক্সিম, যেন আমার কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ও বুঝতে পারছে না।

'সত্যি, তাই না?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ওহ, মাই গড!' চিৎকার করে উঠল ও। আমাকে ঠেলে সরিয়ে দিয়ে পায়চারি করতে লাগল ঘরের ভেতর।

'কী হলো, ম্যাক্সিম! ম্যাক্সিম! কী হয়েছে?'

থেমে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকাল ম্যাক্সিম।

'তুমি—তুমি ভেবেছ আমি রেবেকাকে ভালবাসি!' চিৎকার করল ও, 'ভালবেসে খুন করেছি? আমি ওকে ঘৃণা করতাম! শোনো, শুনে রাখো, আমি ওকে ঘৃণা করতাম। আমাদের বিয়েটা শুরু থেকেই ছিল বিরাট একটা মিথ্যা, একটা প্রহসন। ওর মত বদ, দুশ্চরিত্র মেয়েমানুষ দ্বিতীয়টি হয় না। আমরা কোনদিন ভালবাসিনি একজন আরেক জনকে, আমি এক মুহূর্তের জন্যেও সুখ বা শান্তি যা-ই বলো, পাইনি ওর কাছে। রেবেকার হৃদয়ে ভালবাসা, স্নেহ, মমতার কোন অস্তিত্ব ছিল না। নিজেকে ছাড়া আর কাউকে কোনদিন ও ভালবাসেনি।'

মেঝেতে বসা অবস্থায় আমি তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। দেখতে লাগলাম ওর মুখের যন্ত্রণাকাতর অভিব্যক্তি।

'ভীষণ ধুরন্ধর ছিল ও, কোন সন্দেহ নেই,' বলে চলল ম্যাক্সিম, 'নিপুণ অভিনেত্রী। সবার সাথে এমন ভাবে মিশত, এমন আচরণ করত, সবাই মুগ্ধ হয়ে ভাবত ওর মত দয়াশীল, সহৃদয় মহিলা আর নেই পৃথিবীতে। কার সঙ্গে কোন ব্যবহার করলে তাকে বশে রাখা যাবে ও খুব ভাল জানত। ওপরে ওপরে ভাল ব্যবহার করে সবাইকে ও ভক্ত করে ফেলেছিল। তার ওপর ছিল রূপ। সব মিলিয়ে সবার মনে এমন একটা ধারণা হয়েছিল, ও হচ্ছে ম্যানডারলের যোগ্যতম কর্ত্রী; ওর চেয়ে ভাল কেউ কোন দিন ম্যানডারলের কর্ত্রী হয়ে আসেনি, আসবেও না। এমন কি আমার দাদী বুড়ি—যাকে খুশি করা অত্যন্ত কঠিন, তাকে পর্যন্ত ও বশ করেছিল আশ্চর্য কৌশলে। প্রত্যেকটা—প্রত্যেকটা মানুষকে ও বোকা বানিয়েছিল।

'তোমার সাথে দেখা হলে হয়তো মিষ্টি হেসে হাত ধরে নিয়ে যেত বাগানে তারপর ফুল নিয়ে পাখি নিয়ে তোমার পেইন্টিং, স্কেচ নিয়ে এমন সুন্দর সুন্দর সব কথা বলত, তোমার মনে হত, ওর পায়ের কাছে বসে পূজা করি ওকে।

'যখন ওকে বিয়ে করি, সবাই বলেছিল, পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যবান মানুষ আমি। আমি নিজেও প্রথমে তা-ই ভেবেছিলাম—এত সুন্দর, এত কালচার্ড এত মোহনীয় মনে হয়েছিল। কিন্তু দু'দিন যেতে না যেতেই ওর দৃষ্টিতে এমন একটা কিছু আবিষ্কার করেছিলাম যে আমার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠেছিল। কেমন যেন অশুভ, ভীতিকর ছিল চাউনিটা…দেখে প্রথমেই সাপের কথা মনে হয়েছিল আমার।'

সাপের মত! বেন-এর চেহারাটা ভেসে উঠল আমার মনের পর্দায়। 'আপনি সেই অন্য জনের মত না,' বলেছিল ও। 'আপনি অনেক ভাল। কিন্তু ও—দেখলেই মনে হবে সাপ!'

'নষ্ট মেয়েমানুষ ছিল রেবেকা। বিয়ের পাঁচ দিনের মাথায় ওর স্বরূপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উন্মোচিত হয় আমার সামনে,' পায়চারি করতে করতে বলে চলল ম্যাক্সিম। 'ও নিজেই বলে। ওহ, কী জঘন্য, কী লজ্জাকর সে কাহিনী! নিজের দুষ্কর্মের কথা কেউ অমন অনায়াসে, হাসিমুখে বলতে পারে, না দেখলে বিশ্বাস করতে পারবে না। এমন সব কথা সেদিন ও আমাকে শুনিয়েছিল নিজের সম্পর্কে, আমি কোন জীবিত মানুষের সামনে তা উচ্চারণ করতে পারব না। আমি কী করেছি, কাকে বিয়ে করেছি সেই প্রথম আমি বুঝতে পারি। ওহ্ ঈশ্বর!'

থামল ও। নিঃশব্দে কিছুক্ষণ পায়চারি করে আবার শুরু করল:

'সেদিনই ও আমাকে জানিয়ে দেয়: "আমার ইচ্ছে মত আমি চলব, আমার কোন কাজে তুমি বাধা দিতে পারবে না। দিলেও শুনব না, কারও কোন বাধা কোন দিন আমি মানিনি। আমার ওপর জোর করে লাভ করতে পারবে না, তুমিই অপদস্থ হবে সবার কাছে। তার চেয়ে তোমার মত তুমি, আমার মত আমি থাকাই ভাল না? আমি আমার যা খুশি করব, তুমি তোমার যা খুশি। আমি তোমার হয়ে তোমার ঘর গৃহস্থালি চালাব, তোমার মহামূল্যবান ম্যানডারলের দেখাশোনা করব। ম্যানডারলেকে দেশের সবচেয়ে দর্শনীয় স্থানে পরিণত করব, যদি তুমি চাও। অবশ্যই তোমার পয়সায়। মানুষের সামনে আমরা স্বাভাবিক থাকব। মানুষ আমাদের কাছে বেড়াতে আসবে, বলাবলি করবে আমরা দেশের সবচেয়ে সুখী দম্পতি।" এর পর ও হি-হি করে হাসতে হাসতে বলেছিল, "কী মজার একটা ঘটনা হবে, ম্যাক্স! হি-হি-হি।"

'ও জানত পরিবারের মান মর্যাদার কথা ভেবে আমি ওকে ডিভোর্স করতে পারব না। ডিভোর্স করতে গেলেই ওর দুষ্কর্মের কথা প্রকাশ করতে হবে। তারপরের কথা ভেবে আমি শিউরে উঠেছিলাম। সবাই কানাকানি করছে: "ওই যে ম্যাক্স ডি উইনটার, ম্যানডারলে—সেই বিখ্যাত ম্যানডারলের মালিক। বেচারা বড্ড হতভাগা। বিয়ের ক'দিনের মধ্যেই বউকে ডিভোর্স করতে বাধ্য হয়েছে। কেন?—বউ চরিত্রহীন। রায়ের সময় বিচারক কী বলেছিল জানো না?—" ওহ্, ঈশ্বর! এর চেয়ে মৃত্যুও যে আমার অনেক ভাল।'

আমার সামনে এসে দাঁড়াল ম্যাক্সিম। 'আমার অবস্থাটা তুমি বুঝতে পারছ? পরিবারের সম্মানকে আমি সবচেয়ে উপরে স্থান দিয়েছিলাম। ম্যানডারলের সম্মানের কথা ভেবে মেনে নিয়েছিলাম ওর দাবি। মৌখিক একটা চুক্তি হয়েছিল আমাদের, ও ওর সব নষ্টামি লণ্ডনে ওর ফ্ল্যাটে করবে, ম্যানডারলেতে থাকবে ভালভাবে।'

'ওহ্, ম্যাক্সিম! আমার ম্যাক্সিম!' ওর একটা হাত ধরে আমার গালের সাথে চেপে ধরে বললাম।

'বুঝতে পারছ তুমি? বুঝতে পারছ?' আবার বলল ও।

'হ্যাঁ, ম্যাক্সিম, হ্যাঁ,' বললাম, কিন্তু ওর মুখের দিকে তাকালাম না। আমার মুখে যে নির্ভার খুশির ছাপ ফুটে উঠেছে তা ওকে দেখতে দিতে চাই না। এখন ওর কথা আমি বুঝলেই কী, না বুঝলেই কী? আমার হৃদয় এখন পালকের মত হালকা। ও রেবেকাকে ভালবাসে না, কখনও বাসত না!

'পেছনের ওই দিনগুলোর কথা আমি আর স্মরণ করতে চাই না,' বলে চলল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ম্যাক্সিম। 'কী ভয়ানক মিথ্যা একটা জীবন কাটিয়েছি চাকর-বাকর, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী, বন্ধু-বান্ধবদের সামনে! সবাই ওর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ছিল, কিন্তু ও কী করেছে? চোখের আড়াল হওয়া মাত্র বিদ্রূপের হাসিতে ফেটে পড়েছে। বাড়িতে যে দিনগুলোয় কোন পার্টি বা অনুষ্ঠান হত, বাড়ি পূর্ণ হয়ে উঠত অতিথি অভ্যাগতয় সেদিনগুলোর কথা আমার মনে আছে। অনুষ্ঠানের আগের দিন ও আসত লণ্ডন থেকে। এসেই হয়ে উঠত ম্যানডারলের কর্ত্রী। কর্ত্রীর মতই ভাব দেখাত সবার সামনে। আমার হাত ধরে হেসে হেসে কথা বলত অতিথিদের সঙ্গে, ওর সরল মুখ, নিস্পাপ হাসি দেখে কেউ ভুলেও সন্দেহ করত না কিছু। ক্ষণিকের জন্যে আমার মনেও ধাঁধা লাগত। কিন্তু পরদিনই ভোর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ও চলে যেত ওর লণ্ডনের ফ্ল্যাটে। আবার ডুবে যেত ওর পঙ্কিল জীবনে। সে জীবন যে কী ভয়ানক, কী অশ্লীল তোমাকে বোঝাতে পারব না! ম্যানডারলের কথা ভেবে, আমার পরিবারের সম্মানের কথা ভেবে ওকে আমি বাধা দেইনি।'

শক্ত করে আমি ধরে রইলাম ম্যাক্সিমের হাত। ও বলে চলল:

'দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, এই মিথ্যা জীবন যাপন করেছি আমরা। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই ও লণ্ডনের ইয়ার বন্ধুদের এখানে নিয়ে আসতে শুরু করল। এখানে মানে এই বাড়িতে নয়—অতটা বাড়াবাড়ি করার দুঃসাহস ওর ছিল না সম্ভবত—সাগর পাড়ের ওই বোট হাউজটা, যেটাকে ও কটেজ হিসেবে সাজিয়ে নিয়েছিল সেখানে। ব্যাপারটা আমি টের পাই, একবার স্কটল্যাণ্ড গিয়েছিলাম সেখান থেকে ফিরে। আমি ভয়ানক রেগে জানতে চাই, কেন ও ওর নষ্টামির সাথীদের এখানে এনেছে? ও সরাসরি জবাব দিয়েছিল: "তাতে তোমার কী? তোমার বাড়িতে নিয়ে তুলেছি?" আমি ওকে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলাম, কটেজটা ম্যানডারলেরই অংশ। ওর বেশ্যাপনা যেন ও লণ্ডনেই সীমাবদ্ধ রাখে। জবাবে মৃদু হেসেছিল ও, কোন কথা বলেনি।

'কয়েক দিন পরেই ও ফ্র্যাঙ্কের দিকে থাবা বাড়ায়। বেচারা ফ্র্যাঙ্ক। এখনকার চেয়ে অনেক লাজুক ছিল তখন। একদিন এসে আমাকে বলল, ও চলে যাবে ম্যানডারলে ছেড়ে, অন্য কোথাও কাজ নেবে। আমি তো আকাশ থেকে পড়লাম। জিজ্ঞেস করলাম, কেন? ও কিছুতেই বলবে না। ঝাড়া দু'ঘণ্টা এখানে—এই লাইব্রেরীতে ওর সাথে যুক্তি তর্ক হলো আমার, ওকে বোঝালাম, অবশেষে ও আর না পেরে প্রকাশ করল কারণটা। রেবেকা ওকে মুহূর্তের জন্যেও শান্তিতে থাকতে দিচ্ছে না। সময় নেই অসময় নেই ওকে টেলিফোন করছে, ওর বাসায় গিয়ে হাজির হচ্ছে; সাগর পাড়ের কটেজে আসার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে। বেচারা ফ্র্যাঙ্ক! আমাদের সম্পর্ক কখনোই অস্বাভাবিক মনে হয়নি ওর। তাই প্রথমে বুঝতে পারেনি আমন্ত্রণের কারণ। সরল মনে গিয়েছিল কটেজে। ওখানে রেবেকা ওকে অশ্লীল প্রস্তাব দেয়। ও কোনমতে পালিয়ে বেঁচেছিল। কিন্তু রেবেকা ছাড়েনি। দিনের পর দিন ওকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছে। নিরুপায় হয়ে চাকরি ছেড়ে চলে যাওয়ার কথা ভেবেছে ফ্র্যাঙ্ক।

'এ ব্যাপারে আমি ধরলাম রেবেকাকে। তেলে বেগুনে জ্বলে উঠল ও। যাচ্ছে না তাই বলে গালাগাল করল আমাকে। আমিও ছাড়লাম না। পরদিনই ও চলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গেল লণ্ডনে। এক মাস পরে ফিরল। সপ্তাহখানেক শান্তই থাকল। এরপর হাত বাড়াল বিট্রিসের স্বামী জাইলাসের দিকে। উইক এণ্ডে বেড়াতে এসেছিল ওরা। এ ব্যাপারে অবশ্য আমাকে হস্তক্ষেপ করতে হয়নি। বিট্রিসই সামলায় ব্যাপারটা। এবং সেই ওদের শেষ উইকএণ্ড কাটানো ম্যানডারলেতে।'

এতক্ষণে আমি বুঝতে শুরু করেছি ফ্র্যাঙ্ক। বুঝতে পারছি বিট্রিসও রেবেকার ব্যাপারে আলাপ করতে অস্বস্তি বোধ করেছিল কেন। আমি ভেবেছিলাম ওর প্রতি আকর্ষণ বা স্নেহবশতঃই ওরা অমন করেছে। কিন্তু এখন বুঝতে পারছি, না, স্নেহ নয় ঘৃণা থেকেই ওরা ওর সম্পর্কে কিছু আলাপ করতে চায়নি।

'তার পর থকে রেবেকা একটু ভাল ব্যবহার করতে শুরু করল। মানে ওর ছেলে বন্ধুদের এখানে আনা বন্ধ রাখল, অন্তত আমি যে সময় ম্যানডারলেতে থাকতাম সে সময়। কিন্তু আমি বাইরে গেলে ও কী করত জানি না। সারাক্ষণ আমি ভয়ে ভয়ে থাকতাম, ও হয়তো এস্টেটের কোন শ্রমিককে বা কেরিথ-এর কাউকে ধরবে এর পর। এবং তারপরই শেষ হয়ে যাবে সব—ধুলায় লুটিয়ে পড়বে আমার সম্মান, আমার বংশের সম্মান, ম্যানডারলের সম্মান।'

'কিছুদিন পর কানে এল ওর কেমন এক ভাই আসে ওর সাথে দেখা করতে—বিশেষ করে আমি বাইরে গেলে। লোকটার নাম ফ্যাভেল—'

'হ্যাঁ, আমি চিনি ওকে। তুমি যখন লণ্ডনে গেছিলে ও এসেছিল একদিন।'

'তুমিও দেখেছ! আমাকে বলোনি কেন? ফ্র্যাঙ্কের কাছে ঘটনাটা শুনেছি। ও গেট দিয়ে বেরোতে দেখেছিল ফ্যাভেলের গাড়ি।'

'বলতে ইচ্ছে করেনি,' আমি বললাম। 'আমার মনে হয়েছিল, তাতে হয়তো রেবেকার স্মৃতি মনে পড়ে যাবে তোমার।'

'মনে পড়ে যাবে! যেন নতুন করে মনে পড়ার ছিল কিছু!'

থেমে সামনের দিকে তাকিয়ে রইল ও কিছুক্ষণ। তারপর আবার বলতে লাগল:

'ফ্যাভেল এলেই রেবেকা ওকে কটেজে নিয়ে যেত। একসাথে রাত কাটাত দু'জন। চাকর বাকরদের বলে যেত, রাতে ও নৌকা চড়তে বেরোবে, সকালের আগে ফিরবে না। এবারও আমি ওকে সতর্ক করলাম। বললাম, ফ্যাভেলকে যদি আমার বাড়িতে বা এস্টেটের কোথাও কখনও দেখি, ওকে আমি গুলি করে মারব। সেদিন ও কোন ঝগড়া করেনি আমার সাথে। চুপচাপ শুনে গিয়েছিল আমার তর্জন গর্জন।'

থেমে দম নিল ম্যাক্সিম। তারপর আবার শুরু করল:

'এর কিছুদিন পরেই ও লণ্ডন গেল। এবং অপ্রত্যাশিত ভাবে ফিরে এল সেদিনই। সন্ধ্যায় ফ্র্যাঙ্কের ওখানে ডিনার করেছিলাম আমি। বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত প্রায় সাড়ে দশটা হয়ে গিয়েছিল। হলে ঢুকেই চোখে পড়ল ওর স্কার্ফ, দস্তানা ইত্যাদি একটা চেয়ারে রাখা। অবাক হলাম। এমন দিনে দিনে কখনও তো ফেরে না লণ্ডন থেকে! কী হলো আজ? বদমাশটাকে নিয়ে এসেছে? হঠাৎই মনে হলো, মিথ্যার এ জীবন আর সইতে পারছি না আমি। এবার ফয়সালা করে ফেলতে হয়। ভাবলাম বন্দুক নিয়ে গিয়ে একটু ভয় দেখিয়ে আসি, তাতে যদি পথে আসে নষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেয়েমানুষটা। চাকর বাকরদের কেউ আমাকে ঢুকতে দেখেনি বাড়িতে। বন্দুক নিয়ে চুপি চুপি নেমে গেলাম বাগানে। সেখান থেকে বনের পথ ধরে সাগরপাড়ের কটেজে।

'জানালায় আলো। তারমানে ভেতরে আছে ওরা। সোজাসুজি ঢুকে পড়লাম কোন রকম সাড়া না দিয়ে। আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, যা ভেবেছিলাম তা নয়, সঙ্গে কেউ নেই রেবেকার। ও একা। বিছানায় শুয়ে আছে। পাশে একটা অ্যাশট্রে ভর্তি হয়ে গেছে সিগারেটের পোড়া টুকরোয়। কেমন যেন বিষণ্ণ, অসুস্থ দেখাচ্ছে ওকে।

'ফ্যাভেলের ব্যাপারে কথা শুরু করলাম আমি। বললাম: "যথেষ্ট হয়েছে, আর না। তোমার নির্লজ্জ আচরণ আর আমি সহ্য করব না। লণ্ডনে তুমি যা খুশি করো, ফ্যাভেলকে নিয়ে বা অন্য যে কাউকে নিয়ে থাকো, শোও, ঘুমাও, আমার কিছু এসে যায় না। কিন্তু এখানে না, আমার ম্যানডারলেতে না।"

'কয়েক মুহূর্ত ও কিছু বলল না। ওর ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল শয়তানী হাসিতে। তারপর বলল: "ধরো আমার যদি মনে হয় এখানে থাকাটাই আমার জন্য ভাল, তাহলে?"

' "তাহলে কী করতে হবে তুমি জানো। ভদ্র মেয়ের মত থাকতে হবে এখানে। কোন রকম নষ্টামি চলবে না। তোমার লণ্ডনের নর্দমার মত বানাতে পারবে না আমার বাড়িকে। যথেষ্ট সহ্য করেছি, আর না। এই তোমাকে শেষবারের মত জানিয়ে দিচ্ছি।"

'সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না সে। হাতের সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে দু'হাত ওপরে তুলে আড়মোড়া ভাঙল। তারপর বলল: "ঠিক বলেছ, ম্যাক্স, নতুন করে জীবন শুরু করার সময় হয়েছে আমার।" বিছানা থেকে নেমে ঘরের ভেতর পায়চারি করতে লাগল ও দু'হাত ট্রাউজারের পকেটে ভরে।

' " কখনও ভেবেছ, ম্যাক্স," পায়চারি থামিয়ে এক সময় ও বলল, "আমার বিরুদ্ধে যদি কোন দিন মামলা করতে চাও কী কঠিন হবে তোমার জন্যে ব্যাপারটা?—মানে আমি বলতে চাইছি, ডিভোর্সের জন্যে যদি আদালতের শরণাপন্ন হও। আমার বিরুদ্ধে একটা প্রমাণও তুমি হাজির করতে পারবে না। তোমার সব বন্ধু, আত্মীয় এমন কি চাকর বাকররা পর্যন্ত বিশ্বাস করে আমাদের মত সুখী দম্পতি হয় না।"

' "কেন, ফ্র্যাঙ্ক, বিট্রিস—ওরা সাক্ষী দেবে," আমি বললাম।

'মাথা পেছন দিকে হেলিয়ে হাসিতে ফেটে পড়ল ও। "আমার বিরুদ্ধে কী এমন গল্প বানানোর ক্ষমতা রাখে ফ্র্যাঙ্ক? ও তোমার পোষা কুত্তা, সবাই জানে, ও তোমার পক্ষে বলবে না তো কার পক্ষে বলবে?—আর বিট্রিসের ব্যাপারে যদি বলো, খুব সহজেই আমি প্রমাণ করতে পারব ও অতি সাধারণ এক ঈর্ষাকাতর স্ত্রী, যার স্বামী একবার পাগল হয়ে আমার দিকে হাত বাড়ানোর মত বোকামি করেছিল। না, না, ম্যাক্স, শত চেষ্টা করেও কিছুই তুমি প্রমাণ করতে পারবে না।"

'দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসতে লাগল ও হি হি করে। তারপর আবার বলল: "আমি বললে যে কোন কিছুর নামে শপথ করে যে কোন কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলবে ড্যানি। তুমি জানো ও বলবে, তাই না? অন্য চাকর বাকররাও ওর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করবে। ওরা জানে সেই প্রথম থেকে আমরা সুখী স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করে আসছি। সুখেই যদি না থাকব, কেন সুখে থাকার অভিনয় করব?—কোন দুঃখে? তোমার আত্মীয় স্বজনরাও তা-ই জানে, তাই না? তাহলে কী করে তুমি প্রমাণ করবে তুমি দাম্পত্য জীবনে অসুখী ছিলে? বলো, বলো, কী করে প্রমাণ করবে?"

'টেবিলের ওপর বসে সামনে পেছনে পা দোলাতে লাগল ও। শয়তানী হাসিটা ধরা তখনও মুখে। একটু পরে বলল: "সুখী স্বামী স্ত্রীর ভূমিকায় ভালই অভিনয় করেছি আমরা, কী বলো?"

'ওর সেই স্যাণ্ডেল পরা পায়ের দুলুনি দেখতে দেখতে মাথার ভেতরটা গরম হয়ে উঠছে আমার। "আমি আর ড্যানি ইচ্ছে করলেই তোমাকে রামগর্দভ হিসেবে প্রমাণ করে দিতে পারি সবার সামনে," আবার বলল ও। "সবাই তখন বিশ্বাস করা দূরে থাক, হাসবে তোমার কথা শুনে।"

'এখনও ওর পা দুটো দুলছে সামনে পেছনে। হঠাৎ টেবিল থেকে নেমে দাঁড়াল ও। আমার সামনে এসে বলল: "এখন আমার যদি একটা বাচ্চা হয়, ম্যাক্স, তুমি বা দুনিয়ার কেউ কোনদিন প্রমাণ করতে পারবে না ওটা তোমার না অন্য কারও। সে এই ম্যানডারলেতে তোমার চোখের সামনে, তোমার নাম নিয়ে বড় হবে; তুমি কিছুই করতে পারবে না। তোমার মৃত্যুর পর স্বভাবতই ম্যানডারলে ওর হবে। তুমি তা ঠেকাতে পারবে না। তোমার পূর্ব পুরুষরাই সে ব্যবস্থা করে রেখে গেছে—সম্পত্তিটা এনটেইল (যে সম্পত্তি কোন দিন বিক্রি করা বা কাউকে দান করা যাবে না) করা। সুতরাং তোমার প্রিয় ম্যানডারলের একজন উত্তরাধিকারী পেলে তুমি খুশিই হবে, তাই না? আমার ছেলে চেস্টনাট গাছের নিচে প্রামে শুয়ে আছে, লনে খেলা করছে, বাগান থেকে ফুল তুলছে, হ্যাপি ভ্যালিতে প্রজাপতি ধরছে দেখে তুমি আত্মপ্রসাদ লাভ করবে, কী বলো? তোমার জীবনের সবচেয়ে বড় রোমাঞ্চ অনুভব করবে, তাই না, ম্যাক্স? ধীরে ধীরে আমার ছেলে বড় হয়ে উঠবে, তারপর তোমার মৃত্যুর পর মালিক হবে ম্যানডারলের।"

'জানালার কাছে গিয়ে অট্টহাসিতে ফেটে পড়ল ও। অনেকক্ষণ ধরে হাসল। আমার মনে হলো, ও বোধহয় থামবে না কোন দিন। "কী মজার ব্যাপার হবে, ভাবো তো? কী অদ্ভুত মজার!" চিৎকার করল ও। হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেছিল ওর। মুছে আবার বলল: "একটু আগে বলছিলাম না, আমার নতুন করে জীবন শুরু করার সময় হয়েছে? এখন বুঝতে পারছ কারণটা? এতদিনে সবার আশা পূর্ণ হবে। সবাই খুব খুশি হবে, তাই না? দেখে নিও, ম্যাক্স দারুণ মা হব আমি, যেমন হয়েছি দারুণ স্ত্রী। কেউ কোনদিন কিছু সন্দেহ করতে পারবে না, জানা দূরে থাক।" ঘুরে আমার মুখোমুখি হলো ও। মুখে সেই হাসি—পিত্তি জ্বালানো হাসি; দু'হাত পকেটে।

'সোজা ওর হৃৎপিণ্ড বরাবর গুলি করলাম আমি। বুলেট এদিক দিয়ে ঢুকে ওদিক দিয়ে বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে লুটিয়ে পড়ল না ওর দেহ। যেমন ছিল তেমনি দাঁড়িয়ে রইল কয়েক সেকেণ্ড পকেটে হাত দিয়ে, মুখে হাসি নিয়ে, চোখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খুলে...'

নিচু হতে হতে মিলিয়ে গেল ম্যাক্সিমের গলা। আমি মেঝেতে বসে রইলাম ওর হাত ধরে।

'ওহ্!' হঠাৎ আবার শুরু করল ম্যাক্সিম, 'মানুষের গায়ে যে এত রক্ত আমার জানা ছিল না। ওর বুক থেকে বেরিয়ে সারা মেঝেয় ছড়িয়ে পড়ল লাল রক্ত। কয়েক মুহূর্ত কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি। তারপরই ছুটলাম সাগর থেকে পানি আনার জন্যে। ধুয়ে মুছে সাফ করে ফেলতে হবে রক্তের দাগ। ওহ্, এত রক্ত! একবারে হলো না। কয়েকবার আমাকে যাওয়া আসা করতে হলো সাগর আর কটেজের ভেতর বালতি হাতে। ফায়ার প্লেস থেকে অনেক দূরে ছিল ও, কিন্তু সেখানেও ছিটকে গেছে রক্তের বিন্দু। বাইরে তখন ঝড়ের মাতন শুরু হয়েছে। খোলা জানালার কপাট বাড়ি খাচ্ছে চৌকাঠে। কিন্তু সেদিকে নজর দেয়ার অবসর নেই আমার। পাগলের মত রক্ত মুছছি ওর পাশে বসে।

'পাঁজাকোলা করে তুলে ওকে বোটে নিয়ে গেলাম তারপর। রাত তখন সাড়ে এগারোটা কি বারোটা হবে। বাইরে নিকষ কালো অন্ধকার। সাগর গর্জাচ্ছে বুনো জন্তুর মত। তার ভেতরই আমি ওকে নৌকায় নিয়ে তুললাম। কেবিনে নামিয়ে রাখলাম দেহটা। তারপর নৌকা খুলে এগোলাম খোলা সাগরের দিকে। কাজটা খুব সহজ হলো না। একে তখন ভরা জোয়ার তার ওপর ঝড়। যাহোক অনেক কষ্টে নৌকাটাকে মোটামুটি গভীর পানিতে নিতে পারলাম। তারপর খুলে দিলাম তলীর সী-কক। পানি উঠতে শুরু করল নৌকায়। কিন্তু তাতে সন্তুষ্ট হতে পারলাম না আমি। মনে হলো এই হারে পানি উঠলে ঘণ্টা লেগে যেতে পারে নৌকা ডুবতে। ততক্ষণে ঝড়ের দাপটে আবার ওটা কূলের কাছে চলে যাবে। আসার সময়ই কটেজ থেকে একটা সূঁচালো শিক নিয়ে এসেছিলাম। সেটা তলীর তক্তার ফাঁকে ঢুকিয়ে চাঁড় দিয়ে ফাটল তৈরি করলাম কয়েকটা। এবার বেশ দ্রুত পানি উঠতে লাগল। দেখতে দেখতে হাঁটুর কাছাকাছি পৌঁছে গেল। ডেকে উঠে এলাম আমি। কেবিনের দরজা বন্ধ করে ছিটকিনি টেনে দিলাম। কিছু দড়িদড়া আর একটা লাইফবয় ছুঁড়ে দিলাম পানিতে। তারপর নেমে পড়লাম বোটের পেছনে বাঁধা ডিঙ্গিতে। বাঁধন আলগা করে দাঁড় টেনে এগোতে লাগলাম তীরের দিকে। বোটটা ডুবছে তখনও। আর কয়েক ইঞ্চি মাত্র বাকি ডেকটা তলিয়ে যেতে। একটু পরেই পানির নিচে চলে গেল ডেক। কেবিনের ওপরের অংশ কেবল জেগে আছে। তারপর আচমকা এক দিকে মোড় নিল বোটটা, কাত হলো একটু, তারপর হারিয়ে গেল পানির নিচে। প্রাণপণে দাঁড় টেনে তীরের দিকে আসতে লাগলাম আমি। এর ভেতর কখন যেন বৃষ্টি শুরু হয়েছে খেয়াল করিনি।'

থামল ম্যাক্সিম। উদভ্রান্ত চোখদুটো মেলে তাকাল আমার দিকে।

'ব্যস,' বলল ও, 'বলার মত আর কিছু নেই। ডিঙ্গিটা বয়ার সাথে বেঁধে রাখলাম, ও যেমন রাখত। কটেজে গেলাম আরেকবার সব ঠিকঠাক মত আছে কিনা দেখতে। ভেজা মেঝে ছাড়া অস্বাভাবিক আর কিছু নজরে পড়ল না। কোন কারণে ও-ও ভিজিয়ে থাকতে পারে মেঝে। বাতি নিবিয়ে দিয়ে বাড়ির পথে রওনা হলাম। পথে কারও সাথে দেখা হলো না। হবে এমন আশা অবশ্য করিনি। বাড়ি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পৌঁছেও কারও সাথে দেখা হলো না। সবাই শুয়ে পড়েছে বোধহয়। সোজা ওপরে গিয়ে। ভেজা কাপড় ছেড়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুমানোর আশা বৃথা জানি, তবু শুলাম। কী-ই বা আর করার ছিল তখন? শুতে না শুতেই নক হলো দরজায়। উঠে গিয়ে দরজা খুললাম। মিসেস ড্যানভারস। রেবেকার কথা ভেবে দুশ্চিন্তা করছে। ওকে দুশ্চিন্তা করতে বারণ করে দরজা বন্ধ করে দিলাম। এর পর আর শুইনি। জানালার সামনে বসে তাকিয়ে থেকেছি অন্ধকারের দিকে আর কান পেতে শুনেছি বাতাসের গর্জন।'

নীরবে বসে রইলাম আমি ওর ঠাণ্ডা হাতটা ধরে।

'এত কাছে ডুবিয়েছিলাম বোটটা,' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল ম্যাক্সিম। 'আরও দূরে নিয়ে যাওয়া উচিত ছিল।'

'জাহাজটাই সব গড়বড় করে দিয়েছে,' আমি বললাম। 'ওটা না আটকালে কিছুই হত না।'

'এত কাছে ডুবিয়েছিলাম বোটটা,' অস্থির কণ্ঠে বলল ম্যাক্সিম।

আবার আমরা নীরব। কিছুক্ষণ পর ম্যাক্সিম আবার বলতে শুরু করল:

'এমনটা যে হবে আমি জানতাম। শুধু সময়ের ব্যাপার ছিল এই যা। তোমার সাথে দেখা হওয়ায়, তোমাকে ভালবাসায় কোন ক্ষতি বৃদ্ধি কিছু হয়নি। জানাজানি হতই ঘটনাটা। রেবেকা জানত হবে। সেজন্যেই ও অমন বিজয়ীর মত হাসতে পেরেছিল গুলি খাওয়ার পরও!' দু'হাতে মুখ ঢাকল ম্যাক্সিম।

'ম্যাক্সিম, ম্যাক্সিম,' শান্ত কণ্ঠে আমি বললাম, 'রেবেকা মরে গেছে। ও আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না তোমার। কোন কথা বলতে পারবে না, অভিযোগ আনতে পারবে না তোমার বিরুদ্ধে—'

'কিন্তু ওখানে একটা দেহ আছে, ওই কেবিনের মেঝেতে। ওটা রেবেকার—'

'কী প্রমাণ? বললেই হবে? দেহটা কার তুমি জানো না।'

'ওর জিনিসপত্র আছে না ওখানে? কাপড় পচে গেলেও, আঙুলের আঙটি। তাছাড়া—তাছাড়া সবার মনে প্রশ্ন জাগবে, রেবেকা ভেসে গেল, কিন্তু এই অন্য লোকটা ভাসল না কেন? ওরা ঠিকই টের পাবে ওটা রেবেকার।'

'কী করে?'

'কাল ভোর পাঁচটায় যখন আশেপাশে কেউ থাকবে না, আবার নামানো হবে ডুবুরী। বোটটা উঠিয়ে আনার কথা ভাবছে সার্লে।'

'তারপর?'

'কেরিথ-এ নিয়ে যাবে। কেবিনের পানি পাম্প করে বের করে ফেলে দেহটা ওরা বের করবে। ডা. ফিলিপসকে সে সময় থাকতে বলবে সার্লে।'

'ম্যাক্সিম,' হঠাৎ মনে পড়ে গেছে এমন ভঙ্গিতে আমি বললাম, 'ওরা যদি সত্যিই টের পেয়ে যায় ওটা রেবেকার দেহ, তুমি বলবে প্রথম দেহটা শনাক্ত করার সময় ভুল হয়েছিল তোমার। তুমি তখন অসুস্থ ছিলে—শারীরিক মানসিক দু'ভাবেই। ওই অবস্থায় ভুল তো তোমার হতেই পারে, তাই না?'

'হ্যাঁ,' বলল ও। 'হ্যাঁ।'

'তোমার বিরুদ্ধে ওরা কিছু প্রমাণ করতে পারবে না। কেউ দেখেনি তোমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হত্যা করতে বা বোট ডুবিয়ে দিতে। তুমি আর আমি ছাড়া কেউ জানেও না; ফ্র্যাঙ্ক পর্যন্ত না। আমরা দু'জন শুধু জানি, ম্যাক্সিম, তুমি আর আমি।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।'

'ওরা ভাববে, রেবেকা কোন কারণে কেবিনে নেমেছিল—রেইন কোট বা অন্য কিছু আনার জন্যে—তখনই বাতাসের ধাক্কায় উল্টে যায় বোট। এছাড়া আর কিছু ভাবা সম্ভব, বলো?'

'জানি না,' হতাশ কণ্ঠে বলল ও। 'আমি জানি না।'

টেলিফোন বেজে উঠল লাইব্রেরীর পেছনের ছোট্ট ঘরটায়।

পনেরো

ছোট্ট ঘরটায় ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল ম্যাক্সিম। ঘণ্টা বাজিয়ে রবার্টকে ডাকলাম আমি চায়ের জিনিসপত্র নিয়ে যাওয়ার জন্যে। রবার্ট যখন ঘরে ঢুকল, জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম আমি। ওর দিকে পিঠ, যাতে আমার মুখ দেখতে না পায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, কতক্ষণে খবরটা জানতে শুরু করবে এস্টেটের সবাই, বাড়ির চাকর বাকররা, কেরিথ-এর লোকজন? কত সময় লাগে এখানে খবর ছড়াতে?

রবার্ট চলে যেতে না যেতেই ফিরে এল ম্যাক্সিম।

'কর্নেল জুলিয়ান ফোন করেছিলেন,' বলল ও। 'সার্লে ওঁকে জানিয়েছে ব্যাপারটা। সকালে আবার যখন ডুবুরী নামবে, উনিও থাকবেন।'

'কর্নেল জুলিয়ান! কেন? কে উনি?'

'কেরিথ-এর ম্যাজিস্ট্রেট। এ সব ক্ষেত্রে ওঁর উপস্থিত থাকাটা নিয়ম।'

'ও। আর কী বললেন?'

'জিজ্ঞেস করলেন, বোটের দেহটা কার হতে পারে, আমার কোন ধারণা আছে কিনা।'

'কী বললে?'

'বললাম, জানি না; আমি যতটুকু জানি রেবেকা একা ছিল।'

'আর কিছু বলেননি?'

'বলেছে।'

'কী?'

'এজকুম্ব-এ যে দেহটা শনাক্ত করেছিলাম সেটার ব্যাপারে কোন ভুল করেছিলাম কিনা।'

'তাই বলল? এত তাড়াতাড়ি এ প্রশ্ন এসে গেছে ওদের মনে!'

'হ্যাঁ।'

'তুমি কী বললে?'

'বললাম হতে পারে, আমি ঠিক জানি না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তার মানে উনি কাল নৌকা ওঠানোর সময় থাকবেন তোমার সাথে?'

'হ্যাঁ, উনি, ক্যাপ্টেন সার্লে, ডা. ফিলিপস, এবং ইন্সপেক্টর ওয়েলশ।'

'ইন্সপেক্টর ওয়েলশ?'

'হ্যাঁ।'

'কেন? উনি আবার কেন?'

'নিয়ম তাই। কোথাও কোন মৃতদেহ পাওয়া গেলে সেখানে কোন পুলিশ কর্মকর্তাকে যেতে হয় তদন্তের জন্যে।'

কিছুক্ষণ কোন কথা বলতে পারলাম না আমি। ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে রইলাম চুপচাপ। হতাশ অনুভূতিটা ফিরে আসছে আবার আমার ভেতর।

'এমনও তো হতে পারে বোটটা ওরা তুলতে পারবে না,' বললাম।

'হতে পারে।'

'সেক্ষেত্রে দেহটা যেখানে আছে সেখানেই থাকবে, তাই না?'

'জানি না।'

আবার বেজে উঠল টেলিফোন। আমার দিকে এক পলক তাকিয়ে ম্যাক্সিম চলে গেল ছোট্ট ঘরটায়। দরজা বন্ধ করে দিল আগের মতই। আমি একা বসে ভাবতে লাগলাম, সত্যিই কি জয়ী হতে চলেছে রেবেকা?

ফোন শেষ করে ফিরে এল ম্যাক্সিম।

'শুরু হয়ে গেছে,' ধীর কণ্ঠে বলল ও।

'মানে! কী শুরু হয়ে গেছে?' আমি চিৎকার করলাম।

'হৈ-চৈ। "কাউন্টি ক্রনিকল"-এর এক রিপোর্টার ফোন করেছিল। জানতে চাইল, যে বোটটা পাওয়া গেছে ওটা সত্যিই প্রয়াত মিসেস ডি উইনটারের কিনা।'

'কী বললে?'

'বললাম একটা বোট পাওয়া গেছে পানির নিচে এটুকুই জানি, আর কিছু না।'

'ব্যস, আর কিছু জানতে চায়নি?'

'বোটটার কেবিনে একটা মৃতদেহ দেখা গেছে, এ সম্পর্কে কিছু জানি কিনা।'

'কী বললে?'

'জানি না, আর কী? ও আর ফোন না করলে খুশি হব বলে রেখে দিলাম।'

'উচিত হয়নি। এই রিপোর্টারগুলোকে খেপিয়ে দিলে মুশকিল হবে এমন সব উল্টা পাল্টা খোঁচাখুঁচি শুরু করবে—'

'জানি। কিন্তু কী করব, আমি পারলাম না ভালভাবে কথা বলতে।'

'পারতে হবে, ম্যাক্সিম, ওরা পক্ষে থাকলে সুবিধা না হোক, অসুবিধা অনেক কম হবে আমাদের।'

'লড়তে যদি হয় শেষ পর্যন্ত, আমি একাই পারব,' গোঁয়ারের মত বলল ম্যাক্সিম। 'কোন খবরের কাগজের সমর্থন লাগবে না আমার।'

'তোমার কাছে খবর না পেলে অন্য কাউকে ফোন করবে লোকটা। কর্নেল জুলিয়ানকে, বা ক্যাপ্টেন সার্লে—'

'করুক। আমার কাছে যা জানতে পেরেছে তা-ও পারবে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লাইব্রেরীতে বসে রইলাম আমরা। ম্যাক্সিম একটা বই তুলে নিয়েছে। একটা অক্ষরও পড়তে পারছে না তবু পাতা উল্টে চলেছে। একটু পর পরই মুখ তুলে কান খাড়া করছে। সম্ভবত ফোন বাজছে কিনা শোনার চেষ্টা করছে।

অবশেষে ডিনারের সময় হলো। উপরে গিয়ে কাপড় বদলে এলাম আমরা। নিঃশব্দে খাওয়া সারলাম। তারপর আবার গিয়ে বসলাম লাইব্রেরীতে। ম্যাক্সিম সোফায়, আমি ওর পায়ের কাছে, হাঁটুতে মাথা ঠেকিয়ে। এই বিপদের মাঝেও অদ্ভুত হালকা আমার মনটা। আমাদের মাঝখানে কোন ছায়া নেই এখন। ম্যাক্সিম আমাকে ভালবাসে। এখন আর কাউকে কোন ভয় নেই আমার। আমার চেয়ে সুখী আর কে আছে পৃথিবীতে?

পরদিন সকালে সাতটার সামান্য পরে ঘুম ভাঙল আমার। ম্যাক্সিমকে দেখলাম না বিছানায়। কখন ও উঠে চলে গেছে টের পাইনি। ভোর পাঁচটায় ওর পৌছানোর কথা সাগরপাড়ে, নিশ্চয়ই তার আগেই গেছে।

আমি উঠে গোসল করে কাপড় পরে নাশতা করতে নামলাম রোজকার মত সকাল ন'টায়। ব্রেকফাস্ট সেরে গিয়ে বসলাম মর্নিং-রুমে। জানালাগুলো সব বন্ধ। ঘরটা গুমোট হয়ে আছে। একে একে খুলে দিলাম সবগুলো জানালা। নির্ভয়ে, নির্দ্বিধায়। এঘর এখন আমার। কোনদিন হয়তো রেবেকার ছিল, এখন আর নেই। ম্যানটলপীসের ওপর ফুলদানীতে শুকিয়ে আছে গতকাল বা আরও আগে দেয়া ফুলগুলো। আজ কোন ফুল দেয়া হয়নি এঘরে। দেখে ভীষণ বিরক্ত হলাম আমি। ঘণ্টা বাজাতেই এক চাকরানী এল।

'আজ সকালে এ ঘরে কেউ হাত দেয়নি,' উষ্মা প্রকাশ পেল আমার কণ্ঠে। 'জানালাগুলো পর্যন্ত খোলা হয়নি, ফুলগুলো মরে আছে। দয়া করে ওগুলো বাইরে নিয়ে ফেলে দেবে?'

একটু যেন সন্ত্রস্ত দেখাল মেয়েটাকে। 'দুঃখিত, ম্যাডাম,' বলল সে। ম্যানটলপীসের ওপর থেকে ফুলদানীটা নিয়ে রওনা হলো দরজার দিকে।

'আর কখনও যেন এমন না হয়,' পেছন থেকে আমি বললাম।

'জি, ম্যাডাম।' বেরিয়ে গেল মেয়েটা।

রাইটিং ডেস্কের ওপর থেকে লাঞ্চের মেন্যুটা তুলে নিলাম। চোখ বুলাতেই মেজাজ খিঁচড়ে গেল। পরশু দিনের পার্টির বেঁচে যাওয়া খাবার আজও পরিবেশন করা হবে। কালও হয়েছিল, যদিও আমি খাইনি। ঘণ্টা বাজিয়ে রবার্টকে ডাকলাম। মেন্যুটা ওর হাতে দিয়ে বললাম:

'মিসেস ড্যানভারসকে বলো, গরম কিছুর ব্যবস্থা করে যেন লাঞ্চের জন্যে।'

চলে গেল রবার্ট। আমিও বেরোলাম। ফ্লাওয়ার-রুম থেকে একটা কাঁচি নিয়ে চলে গেলাম গোলাপ বাগানে। বেছে বেছে কয়েকটা ফুল তুলে নিয়ে ফিরে এলাম মর্নিং-রুমে। ফুলদানীতে সাজিয়ে রাখছি, এ সময় নক হলো দরজায়।

'এসো,' আমি বললাম।

মিসেস ড্যানভারস ঢুকল শুকনো মুখে। হাতে ধরা মেন্যুটা।

'গুড মর্নিং, মিসেস ড্যানভারস,' আমি বললাম।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'বুঝতে পারছি না, আপনি রবার্টকে দিয়ে খবর পাঠালেন কেন,' বলল সে।

চোখ তুলে তাকালাম আমি তার দিকে। 'ওই কাটলেট আর স্যামন কালও দিয়েছিলে, আজ আর চলবে না। আজ গরম কিছু চাই। রান্নাঘরের ওরা যদি ঠাণ্ডাগুলো খেতে না পারে যেন ফেলে দেয়। প্রত্যেক দিন তো কম খাবার নষ্ট হয় না এ বাড়িতে, আজ একটু বেশি হবে, তাতে এমন কিছু ক্ষতি হবে না।'

নিষ্পলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে রইল মিসেস ড্যানভারস। আমি ফুল সাজাতে লাগলাম।

'কী? গরম কী দেয়া যায় ভেবে পাচ্ছ না?' একটু পরে জিজ্ঞেস করলাম।

'না, আমি ভাবছি, আপনি রবার্টকে দিয়ে খবর পাঠালেন কেন? মিসেস ডি উইনটার কোন প্রয়োজন হলে সরাসরি ফোনে বলতেন আমাকে।'

'দেখ, মিসেস ডি উইনটার কী করত না করত তাতে আমার কিছু আসে যায় না। আমি এখনকার মিসেস ডি উইনটার; রবার্টকে দিয়ে খবর পাঠানো আমার পছন্দ, তা-ই আমি পাঠাব।'

মিসেস ড্যানভারস-এর চেহারা যা হলো সে দেখার মত। যেন তেতো ওষুধ খাওয়ানো হয়েছে। ধীরে ধীরে ওর দৃষ্টিতে ফুটে উঠল আগুন। এক পলক দেখে আমি আমার কাজ করতে লাগলাম। বেশ কিছুক্ষণ পর শুনতে পেলাম ওর শান্ত গলা:

'আপনার ইচ্ছে মতই হবে লাঞ্চ।'

আমি কিছু বললাম না। বেরিয়ে গেল মিসেস ড্যানভারস।

প্রায় সাড়ে এগারোটার সময় ম্যাক্সিম ফোন করে জানাল, ফ্র্যাঙ্ক আর কর্নেল জুলিয়ান আমাদের সাথে লাঞ্চ করবেন। একটার সময় ওদের নিয়ে আসবে সে। আমি জিজ্ঞেস না করতেই জানাল, বোটটা ওঠানো গেছে। আর কিছু বলল না ও। আমিও জিজ্ঞেস করলাম না।

একটা বাজতে পাঁচ মিনিটের সময় এল ওরা। ম্যাক্সিম, ফ্র্যাঙ্ক আর লম্বা ছিপছিপে এক লোক; মাথার চুল সব পেকে সাদা হয়ে গেছে, মুখটা লাল; চেহারায় সৈনিক সৈনিক ভাব—কর্নেল জুলিয়ান। ওঁর সাথে পরিচয় করিয়ে দিল আমার ম্যাক্সিম। তারপর বলল:

'ফ্রিথকে ডেকে বলো, কর্নেলকে শেরি দিক, আমি একটু হাত মুখ ধুয়ে আসি।'

'আমিও একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হব,' বলে ম্যাক্সিমের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল ফ্র্যাঙ্ক।

আমি ঘণ্টা বাজানোর আগেই ফ্রিথ এল শেরি নিয়ে। কিন্তু কর্নেল জুলিয়ান নিলেন না শেরি। আমি নিলাম—পান করার জন্যে নয়, কিছু একটা ধরে থাকার জন্যে। তাতে একটুখানি হলেও বল পাব বুকে।

'কেমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল, মিসেস ডি উইনটার,' বললেন কর্নেল। 'আমি সত্যিই আপনার আর আপনার স্বামীর জন্যে ফিল করছি।'

'থ্যাঙ্ক ইউ,' বলে শেরিতে চুমুক দিলাম আমি।

'আসলে মুশকিলটা হয়েছে কী,' বলে চললেন কর্নেল জুলিয়ান, 'এক বছর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আগে আপনার স্বামী এজকুম্ব-এ একটা দেহ শনাক্ত করেছিলেন আগের মিসেস ডি উইনটার বলে।'

'তাতে মুশকিলটা কোথায়, আমি ঠিক বুঝতে পারছি না,' জবাব দিলাম আমি।

'সকালে আমরা কী আবিষ্কার করেছি আপনি তাহলে শোনেননি?'

'না, আমি শুধু শুনেছি বোটটার কেবিনে একটা দেহ দেখেছে ডুবুরী।'

'দেহ ঠিক না, দেহাবশেষ। ওটা মিসেস ডি উইনটারের। আপনার স্বামী এবং ডা. ফিলিপস দু'জনেই নিশ্চিত এ ব্যাপারে।'

ম্যাক্সিম আর ফ্র্যাঙ্ক ফিরে এল।

'লাঞ্চ দেয়া হয়েছে। চলুন যাওয়া যাক,' বলল ম্যাক্সিম।

লাঞ্চের সময় এ নিয়ে আর কোন আলাপ হলো না। লাঞ্চের পর কফি খেতে খেতে আবার কথা তুললেন কর্নেল জুলিয়ান।

'লাঞ্চের আগে আপনার স্ত্রীকে বলছিলাম,' ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে তিনি শুরু করলেন, 'দুঃখজনক ব্যাপারটার সবচেয়ে বিচ্ছিরি অংশ হচ্ছে, আপনি প্রথম দেহটা শনাক্ত করেছিলেন মিসেস ডি উইনটারের বলে।'

'আমার মনে হয় ভুলটা খুবই স্বাভাবিক,' বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'এজকুম্বের কর্তৃপক্ষ, চিঠি লিখে জানিয়েছিল, দেহটাকে ওঁরা মিসেস ডি উইনটারের বলে সন্দেহ করছেন। তাছাড়া মিস্টার ডি উইনটার সেসময়ে ঠিক সুস্থ ছিলেন না—মানসিক শারীরিক দুভাবেই। ভুল হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক ছিল তাঁর পক্ষে।'

'কী আবোল তাবোল বলছ!' উষ্মা প্রকাশ পেল ম্যাক্সিমের কণ্ঠে। 'আমি তখন পুরো স্বাভাবিক ছিলাম।'

'ঠিক আছে,' বললেন কর্নেল। 'পুরোনো কাসুন্দি ঘেঁটে আর লাভ নেই। মিস্টার ডি উইনটারকে এখন স্বীকার করতে হবে, প্রথমবার শনাক্ত করার সময় তিনি ভুল করেছিলেন, তাহলেই আর কোন সমস্যা হবে না, আমার মনে হয়। একটা শুনানি হবে অবশ্য, তাতে খুব একটা সময় লাগবে না। মিস্টার ডি উইনটার শপথ করে বলবেন, প্রথমবার তিনি ভুল করেছিলেন, পানির নিচে বোটে পাওয়া দেহটাই আসলে মিসেস ডি উইনটারের। এছাড়া ট্যাব—মানে বোটটা যে তৈরি করেছিল সে একটা বিবৃতি দেবে, বোটটা সাগরে চলাচলের উপযোগী ছিল, আর শেষবার যখন সে ওটা মেরামত করে তখন ঠিক মতই করেছিল। এসব নিয়ে কোন সমস্যা হবে বলে মনে হয় না, সমস্যা হবে খবরের কাগজওয়ালাদের নিয়ে। এমন একটা হৈ-চৈ বাধিয়ে বসবে ওরা! খুবই বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হবে আপনাদের স্বামী স্ত্রীকে।'

'ওটুকু বোধহয় আমরা সহ্য করে নিতে পারব,' বলল ম্যাক্সিম।

'এমনই কপাল জাহাজটা ওখানেই আটকাল। পুরো ব্যাপারটা দিব্বি চাপা পড়ে গেছিল। তবে একটা ভাল ব্যাপার জানা গেল: আমরা যেমন ভেবেছিলাম, তেমন দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু ঘটেনি মিসেস ডি উইনটারের। আমরা তো ভেবেছিলাম, ঝড়ের রাতে সাঁতরে তীরে আসার চেষ্টা করতে গিয়ে তিলে তিলে মারা গেছেন উনি, তাই না?'

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'হ্যাঁ।'

'নিশ্চয়ই উনি কিছু আনতে কেবিনে নেমেছিলেন, সেই সময় দরজা বন্ধ হয়ে গেছিল বাতাসে বা অন্য কোন কারণে, তারপর হয়তো ঝড়ের ধাক্কায় উল্টে গেছিল বোট। এরকমই কিছু ঘটেছিল বলে আমার মনে হয়, তোমার কী মনে হয়, ক্রলি?'

'আপনার সাথে একমত আমি, কর্নেল।'

ম্যাক্সিমের দিকে তাকাল ফ্র্যাঙ্ক। সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য মুখ ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু তার ভেতরেই আমি পড়ে ফেলতে পেরেছি ওর দৃষ্টি। কোন সন্দেহ নেই ফ্র্যাঙ্ক জানে। অথচ, ম্যাক্সিম জানে ও জানে না। চামচ তুলে নিয়ে কফি নাড়তে লাগলাম আমি।

'আমরা সবাই ভুল করি কখনও না কখনও,' বলে চললেন কর্নেল। 'ঝড়ের রাতে বহুবার বোট নিয়ে বেরিয়েছেন মিসেস ডি উইনটার। কখনও ভুল করেননি চালানোর সময়। সেদিন করেছিলেন, এবং তার মূল্য দিয়েছেন প্রাণ দিয়ে।'

'হ্যাঁ, দুর্ঘটনা যে কখন কী ভাবে ঘটবে কে বলতে পারে?' বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'অভিজ্ঞ লোকরাও তার শিকার হতে পারে। না হলে আর তাকে দুর্ঘটনা বলা কেন?'

'ঠিক তাই,' বললেন কর্নেল। 'সে রাতে যদি মিসেস ডি উইনটার কেবিনে না নামতেন, হয়তো সুস্থ শরীরে ফিরে আসতেন বাড়িতে। সত্যি কথা বলতে কি, অবাকই লাগছে আমার। অমন ঝড়ের ভেতরে ডেক ছেড়ে নড়ার কথা একমাত্র আনকোরা লোকই ভাবতে পারে। মিসেস ডি উইনটার তো আনকোরা ছিলেন না, সেইলিং-এ রীতিমত এক্সপার্ট ছিলেন তিনি!'

'সেরাতে কেমন ঝড় ছিল, আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে,' বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'পালের কোন অংশ বা কোন দড়ি হয়তো কোনভাবে আটকে গেছিল কোথাও, সেটা ছাড়ানোর জন্যে ছুরি আনতে নেমেছিলেন হয়তো।'

'হতে পারে, আবার অন্য কিছুও হতে পারে। মোটকথা আমরা কোনদিন জানতে পারব না। তবু একটা শুনানি হবে। নিয়ম রক্ষা আর কি। ওটা বন্ধ করার ব্যবস্থা করতে পারলে খুব ভাল হত, কিন্তু তা সম্ভব নয়। চেষ্টা করব মঙ্গলবার সকালেই যথাসম্ভব সংক্ষেপে যেন সেরে ফেলা যায়। কিন্তু রিপোর্টারদের আমরা এড়াতে পারব বলে মনে হয় না।'

সবাই চুপ। আমার মনে হলো, এখনই সময় উঠে দাঁড়ানোর। বললাম:

'বাগানে গেলে কেমন হয়?'

'খুব ভাল,' বললেন কর্নেল।

বিব্রতকর ব্যাপারটা নিয়ে আর কোন কথা হলো না। বাগানে কিছুক্ষণ হেঁটে বেড়ালাম আমরা। তারপর বিদায় নিলেন কর্নেল। ফ্র্যাঙ্কও চলে গেল তাঁর সঙ্গে।

কর্নেল চলে যাওয়ার পর বেশ আশাবাদী মনে হলো ম্যাক্সিমকে।

'সব ঠিক হয়ে যাবে,' বলল ও। 'কর্নেল জুলিয়ান কী বললেন শুনলে তো। শুনানিটা হবে নিছক নিয়ম রক্ষার জন্যে। আমি বলছি, দেখো, সব ঠিক হয়ে যাবে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি কিছু বললাম না। শক্ত করে ওর হাত ধরে রইলাম শুধু।

'দেহটার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই,' আবার বলল ও। 'ডা. ফিলিপস শনাক্ত করেছেন। আমিও দেখেই চিনেছি। আঙুলের আঙটিটা তেমনি আছে এখনও। গুলির কোন চিহ্ন পওয়া যায়নি। হাড়ে লাগেনি।...কর্নেলের কথা শুনেছ তো, কেবিনে নেমে আটকা পড়েছিল। শুনানির সময় জুরীরাও নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবে একথা।'

থামল ম্যাক্সিম। কী যেন ভাবল এক মুহূর্ত। তারপর আবার বলল:

'আমার কথা আমি ভাবছি না। রেবেকাকে হত্যা করেছি বলে কোন অনুশোচনা নেই আমার মনে। আমি ভাবছি তোমার কথা। দুদিনেই এত বদলে গেছ তুমি! যে ছেলেমানুষী চেহারা দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম, কোথায় হারিয়ে গেছে তা! আর কোনদিন তা ফিরে আসবে না। এখানেই আমার দুঃখ। তুমি বড় হয়ে গেছ...'

পরদিন সকালের সংবাদপত্রে ছাপা হল খবরটা। প্রথম পাতায়। বড় বড় হরফে শিরোনাম। ছবিও ছাপা হয়েছে। ম্যানডারলের, ম্যাক্সিমের, রেবেকার, আমার। যে-ই লিখে থাকুক রীতিমত হৈ-চৈ বাধিয়ে দেয়ার মত করে লিখেছে রিপোর্টটা। ব্রেকফাস্টের সময় পড়তে পড়তে ফ্যাকাসে হয়ে উঠল ম্যাক্সিমের মুখ। পড়া শেষ করে অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল ও। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে উচ্চারণ করল:

'মরে না কেন বদমাশের বাচ্চাগুলো!'

ব্রেকফাস্টের একটু পরে ফ্র্যাঙ্ক এল। রাত জাগার চিহ্ন চোখে মুখে। রিপোর্টটা ও দেখেছে মনে হলো। বলল:

'এক্সচেঞ্জকে বলে দিয়েছি, ম্যানডারলেতে কোন টেলিফোন কল আসলে আগে যেন আমার অফিসে লাইন দেয়া হয়। রিপোর্টারগুলো যদি আবার ফোন করে আগে আমি কথা বলব ওদের সাথে।'

'জাহান্নামে যাক বদমাশগুলো,' বলল ম্যাক্সিম।

'এর ভেতরেই আমাদের কেরিথ-এর কয়েকজন ফোন করেছিল। আমি বলে দিয়েছি, মিস্টার এবং মিসেস ডি উইনটার এখন কারও সাথে কথা বলার মত মেজাজে নেই। সময় হলে আমিই তাদের জানাব যা জানানোর। ও, হ্যাঁ, মিসেস ল্যাসি ফোন করেছিলেন, এই সাড়ে আটটার দিকে। এখুনি রওনা হয়ে আসতে চাইছিলেন। আমি বারণ করেছি। বলেছি, উনি এসে কিছু করতে পারবেন না। আপনি মিসেস ডি উইনটার ছাড়া আর কারও সাথে দেখা করছেন না; আমার সাথেও না; আমার সাথে যা আলাপ হচ্ছে ফোনে হচ্ছে। মনে হলো, উনি বুঝেছেন আমার কথা।'

বিট্রিস আসছে না শুনে ম্যাক্সিমের চেয়ে আমি স্বস্তি পেলাম বেশি। ওহ্! ও এলে ওর কৌতূহলী প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে প্রাণ বেরিয়ে যেত সবার। আর অত প্রশ্নের মুখে কী থেকে কী বলে ফেলতাম কে জানে?

'শুনানির সময় কী বলবেন, ভেবে ঠিক করেছেন?' ম্যাক্সিমকে জিজ্ঞেস করল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্র্যাঙ্ক।

'হ্যাঁ।'

'ভাল। তবে করোনার হরিজ-এর কথা ভুলে যাবেন না। বুড়ো বড় ঘোড়েল লোক। নিজের যোগ্যতা প্রমাণের জন্যে এমন সব প্রশ্ন করে—ঘাবড়ে যাবেন না যেন।'

'ঘাবড়াব! কেন, ঘাবড়াব কেন? ঘাবড়ানোর আছেটা কী?'

'কিছুই নেই তবু প্রস্তুত থাকা আর কি। কী ধরনের প্রশ্ন হতে পারে আমরা জানি, তার বাইরেও তো দু'একটা হতে পারে। আরেকটা কথা, কিছুতেই কিন্তু মেজাজ হারাবেন না।'

'ঠিকই বলেছে ফ্র্যাঙ্ক,' আমি বললাম। 'তুমি যদি শান্ত থাকো সব কিছু সুন্দর ভাবে চলবে, তাড়াতাড়িই শেষ হয়ে যাবে শুনানি। মেজাজ গরম করলেই মুশকিল। শুনানিটা একবার শেষ হলে আর চিন্তা কী? সবাই ভুলে যাবে সব তাই না, ফ্র্যাঙ্ক?'

'নিশ্চয়ই।'

ফ্র্যাঙ্কের দিকে তাকালাম না আমি, তবু বুঝতে পারলাম, সত্যি কথাটা জানে ও। ওর গলার স্বরে তার প্রমাণ পেয়েছি। প্রথম থেকেই ও জানে রেবেকার মৃত্যুরহস্য।

AMARBOI.COM

ষোলো

মঙ্গলবার মানে শুনানির দিন সকালে বেশ শান্ত দেখা গেল ম্যাক্সিমকে। আমরা যখন রওনা হলাম কেরিথ-এর পথে তখনও ও শান্তই রইল। শান্ত তবে নিরুদ্বেগ নয়। যেন অপারেশনের রোগী হাসপাতালে চলেছে, যার অপারেশন সাকসেসফুল হতেও পারে না-ও হতে পারে। আমিও ওপরে ওপরে শান্ত ভাব দেখানোর চেষ্টা করছি, কিন্তু বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা ধুক ধুক করছে ভয়ানক ভাবে।

শুনানি যেখানে অনুষ্ঠিত হবে, অর্থাৎ কেরিথ-এর ছ'মাইল দূরে ল্যানিয়ন শহরের আদালত ভবনের সামনে ম্যাক্সিম আর ফ্র্যাঙ্ক নেমে গেল। আমি কেবল বসে রইলাম গাড়িতে।

'আমি এখানেই অপেক্ষা করি,' বললাম আমি।

'ঠিক আছে,' বলল ম্যাক্সিম! 'দুশ্চিন্তা কোরো না। সব ঠিক হয়ে যাবে।'

'বেশিক্ষণ লাগবে না শেষ হতে,' বলল ফ্র্যাঙ্ক।

ঢুকে গেল ওরা আদালত ভবনে। আমি গাড়িতে বসে দেখতে লাগলাম মানুষজনের যাওয়া আসা। দিনটা বেশ গরম। গাড়ির ভেতর আরও বেশি করে অনুভব করতে লাগলাম তা। একটা দুটো করে মিনিট কেটে যেতে লাগল। বসে বসে কল্পনা করার চেষ্টা করছি, কী করছে ওরা এখন—করোনার, ফ্র্যাঙ্ক, ম্যাক্সিম, কর্নেল জুলিয়ান। আরও কিছুক্ষণ পর গরম অসহ্য মনে হলো। গাড়ি থেকে নেমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পায়চারি করতে লাগলাম আদালত ভবনের সামনে রাস্তায়। তারপর কখন যে পা পা করে এগিয়ে আদালত ভবনে ঢুকেছি এবং প্যাসেজে পায়চারি করতে শুরু করেছি নিজেও টের পেলাম না। হঠাৎ কোত্থেকে যেন হাজির হলো এক পুলিস।

'এখানে হাঁটাহাঁটি করা নিষেধ, ম্যাডাম,' বলল লোকটা।

'ও, দুঃখিত,' জবাব দিয়ে বেরোনোর পথের দিকে পা বাড়ালাম আমি।

এক সেকেণ্ড পরেই ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে এল পুলিসটা। বলল:

'মাপ করবেন, ম্যাডাম, আমি চিনতে পারিনি, আপনি মিসেস ডি উইনটার। আপনি ইচ্ছে করলে সামনের ওই ঘরে অপেক্ষা করতে পারেন।' প্যাসেজের এক পাশে ছোট্ট একটা ঘরের দিকে ইশারা করল লোকটা।

'ধন্যবাদ।'

ছোট্ট ঘরটা দেখতে অনেকটা রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমের মত। খটখটে একটা চেয়ারে বসলাম আমি। কিন্তু এক মিনিট যেতে না যেতেই আবার অস্থির হয়ে উঠলাম। গাড়িতে বসে থাকার চেয়ে খারাপ এখানে বসে থাকা। উঠে প্যাসেজে বেরিয়ে এলাম। পুলিসটা দাঁড়িয়ে আছে সেখানে।

'আর কতক্ষণ লাগবে শুনানি শেষ হতে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ঠিক জানি না, ম্যাডাম। আপনি চাইলে দেখে আসতে পারি।'

'প্লীজ, একটু যদি কষ্ট করেন আমার জন্যে।'

চলে গেল লোকটা। প্যাসেজের অন্য প্রান্তে গিয়ে একটা দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। একটু পরেই বেরিয়ে আমার সামনে এসে দাঁড়াল।

'আর বেশিক্ষণ লাগবে না ম্যাডাম,' বলল সে। 'মিস্টার ডি উইনটারের জবানবন্দী দেয়া হয়ে গেছে। ক্যাপ্টেন সার্লে এবং ডুবুরীটারও হয়ে গেছে। আর মাত্র একজন সাক্ষী বাকি আছে—মিস্টার ট্যাব, বোটটা যিনি তৈরি করেছেন।'

'তার মানে প্রায় শেষ?'

'জি, ম্যাডাম। আপনি কি ভেতরে গিয়ে শুনতে চান শেষটুকু? দরজার পাশে একটা চেয়ার খালি আছে। ইচ্ছে করলে গিয়ে বসতে পারেন।'

'ধন্যবাদ। যাব।'

পুলিসটার সাথে সেই দরজাটার সামনে গেলাম। দরজা খুলে দিল পুলিস। নিঃশব্দে ঢুকে দরজার পাশের চেয়ারটায় বসলাম। যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে অনেক ছোট ঘরটা। জানালাগুলো সব বন্ধ। মানুষে ভর্তি। বেশির ভাগই আমার অচেনা। গরম এখানে বেশি বাইরের চেয়ে। ঘামতে লাগলাম আমি। একেবারে সামনের সারির দুটো চেয়ারে মিসেস ড্যানভারস আর ফ্যাভেলকে বসে থাকতে দেখলাম পাশাপাশি। বোটের নির্মাতা জেমস ট্যাব দাঁড়িয়ে আছে সাক্ষীর কাঠগড়ায়। করোনারের প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে।

'আপনি শপথ করে বলতে পারেন, বোটটা সাগরে চলাচলের উপযোগী ছিল?' জিজ্ঞেস করলেন করোনার।

'ছিল,' জবাব দিল ট্যাব। 'অন্তত গত বছর এপ্রিলে যখন আমার ইয়ার্ড থেকে বেরোয় তখন পর্যন্ত। অক্টোবরে উনি বোটটা দিয়ে যান আমার ইয়ার্ডে। মেরামত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেষে মার্চ নাগাদ ওটা ফেরত দিতে পারব বলে আমি জানাই। কিন্তু উনি ডেলিভারি নেন এপ্রিলে।'

'বোটটা আর কখনও উল্টেছিল?'

'না, স্যার। তেমন কিছু হলে মিসেস ডি উইনটার আমাকে জানাতেন। বরং আমি যতটুকু জানি ওটা নিয়ে খুশি ছিলেন উনি। ওঁর সঙ্গে বিভিন্ন সময় আলাপে তা-ই মনে হয়েছে আমার।'

'বোটটা চালনোর সময় বেশ সাবধান থাকতে হত বোধহয়?' জিজ্ঞেস করলেন করোনার।

'দেখুন, স্যার, যে কোন বোট চালানোর সময়ই সাবধান থাকতে হয়। ওই বোটটা সম্পর্কে বলতে পারি, খুবই মজবুত ছিল। সাগরে যাওয়ার উপযোগী তো বটেই, খুব খারাপ আবহাওয়া সহ্য করার মত করেও তৈরি করেছিলাম। সে রাতের চেয়ে অনেক খারাপ আবহাওয়ায় ওটা চালিয়েছেন মিসেস ডি উইনটার। সে রাতে দমকা বাতাস ছিল, তবে ঝড় বলতে যা বোঝায় তা ঠিক ছিল না। আমার কাছে এখনও এ এক বিরাট ধাঁধা, অমন সামান্য ঝড়ে কী করে ওটা ডুবল!'

'কিন্তু কোন কারণে, ধরুন, কোট বা ওই জাতীয় কিছু আনার জন্যে কেবিনে নেমেছিলেন মিসেস ডি উইনটার, সে সময় হঠাৎ দমকা বাতাস আসে, তাতে কি উল্টে যেতে পারে না বোটটা?'

মাথা নাড়ল নির্মাতা। 'না আমার মনে হয় না তা সম্ভব।'

'কিন্তু মনে হচ্ছে তা-ই ঘটেছিল। আপনাকে দোষ দেয়া হচ্ছে, ভাববেন না, মিস্টার ট্যাব। আপনি বলছেন বোটটা যথেষ্ট মজবুত আর সাগরে যাওয়ার উপযোগী ছিল। ব্যস, আর কিছু দরকার নেই, এটুকুই আমাদের জানার ছিল। যতদূর বোঝা যাচ্ছে, মুহূর্তের জন্যে হলেও অসাবধান হয়েছিলেন মিসেস ডি উইনটার, আর সেই অসাবধানতার মূল্য দিতে হয়েছে তাঁকে প্রাণ দিয়ে। এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম নয়, সম্ভবত শেষও নয়। আপনাকে কেউ দোষ দিচ্ছে না, মিস্টার ট্যাব।'

'কিন্তু, স্যার,' বলল ট্যাব, 'আমার ধারণা আরও কিছু আছে এর ভেতর। অনুমতি পেলে আমি একটা বিবৃতি দিতে চাই এ সম্পর্কে।'

'বেশ, অনুমতি দেয়া গেল।'

'ব্যাপারটা এরকম, স্যারঃ গত বছর দুর্ঘটনাটা ঘটার পর কেরিথ-এর অনেককেই বলাবলি করতে শুনেছি, আমার জন্যেই ওটা ঘটেছে। আমি ঠিক মত বোটটা মেরামত করিনি তাই মৌসুমের শুরুতেই অমন একটা দুর্ঘটনা ঘটতে পেরেছে। এই রটনার ফলে আমি বেশ কিছু খদ্দের হারাই। কিন্তু আমি জানি বোটটা পুরোপুরি ভাল অবস্থায় আমার ইয়ার্ড ছেড়েছিল। তার পরেও ওটা ডুবেছে। তাই মানুষের কথার জবাবে কিছু বলতে পারিনি। কিন্তু প্রথম থেকেই ব্যাপারটা আমার কাছে বড় একটা রহস্য হয়ে ছিল। অনেকটা এই রহস্যের মীমাংসা করার আশাতেই—মানে দোষটা আমার না মিসেস ডি উইনটারের বা তাঁর ভাগ্যের জানার জন্যে পানি থেকে ওঠানোর পর বোটটা আমি দেখতে যাই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাপ্টেন সার্লের অনুমতি নিয়ে।'

'বেশ, মিস্টার ট্যাব,' বললেন করোনার। 'কী দেখলেন? নিশ্চয় আপনি সন্তুষ্ট যা দেখেছেন তাতে?'

'জি, স্যার। আমার কোন ত্রুটি যে ছিল না সে ব্যাপারে আমি নিশ্চিত। আমি ওর প্রতিটা ইঞ্চি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। তবে একটা ব্যাপার অদ্ভুত মনে হয়েছে আমার, খুবই অদ্ভুত। বোটটা ডুবেছিল বালির ওপর—ডুবুরী তা-ই বলেছে—কোন পাথরের আঘাত লাগেনি তলীতে। সবচেয়ে কাছে যে পাথর দেখা গেছে সেটা অন্তত পাঁচ ফুট দূরে ছিল। পাথরের একটা আঁচড়ও লাগেনি ওটার গায়ে…' থেমে গেল নির্মাতা।

'হ্যাঁ, বলে যান।'

'তা সত্ত্বেও তিন তিনটে ফাটল হয়েছে তলীতে। আমার প্রশ্ন: কী ভাবে হলো ফাটলগুলো? পাথরের আঘাতে হয়নি। পাথরের আঘাতে যে ধরনের ফাটল হয় ওগুলো তেমন নয়। সূঁচাল কোন অস্ত্র বাধিয়ে চাঁড় দিয়ে করা হয়েছে। তার মানে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে করেছে কেউ। কে?'

হঠাৎই ঘরটায় বাতাসের অভাব মনে হলো আমার। প্রচণ্ড গরম। দু'একটা জানালা খুলে দিচ্ছে না কেন ওরা? কথাও বলছে না কেউ। কেন সবাই এমন চুপ করে আছে?

অবশেষে, অনেক দূর থেকে যেন, ভেসে এল করোনারের গলা: 'কী বলছেন আপনি? কোন ফাটলের কথা বলছেন?'

'বোটটার তলী পরীক্ষা করলেই দেখতে পাবেন যে কেউ,' বলে চলল ট্যাব। 'একটা সামনের দিকে চেইন লকারের কাছে স্টারবোর্ড প্ল্যাঙ্কিং-এর ওপরে; বাকি দুটো মাঝখানে ফ্লোরবোর্ডের নিচে। এতগুলো ফাটল দিয়ে পানি উঠলে বোটটার পক্ষে দশ মিনিটের বেশি ভেসে থাকা সম্ভব নয়। শুধু এ-ই নয়, সী-ককটাও খোলা। এমনি এমনি ওটা খুলতে পারে না, কেউ খুলেছে। কিন্তু কে? আমার ধারণা, স্যার, বোটটা কখনোই ডোবেনি, ওটাকে ডুবিয়ে দেয়া হয়েছে।'

ওহ্, এক বিন্দু বাতাস নেই ঘরে! আমার শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে! এত গরম! বাইরে যেতে না পারলে জ্ঞান হারাব আমি!…কিন্তু—কিন্তু ম্যাক্সিমকে ডাকছে যেন কেউ!

হ্যাঁ, ম্যাক্সিম উঠে গিয়ে দাঁড়াল কাঠগড়ায়। করোনারের ধীর শান্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এল:

'মিস্টার ডি উইনটার, মিস্টার জেমস ট্যাব-এর বক্তব্য শুনলেন। এখন বলুন, তলীর ওই ফাটলগুলো সম্পর্কে কিছু জানেন আপনি?'

'না।'

'কেন ফাটলগুলো হতে পারে সে সম্পর্কে কোন ধারণাই নেই আপনার?'

'না, কোন ধারণাই নেই।'

'এই প্রথম আপনি শুনলেন ওগুলোর কথা?'

'হ্যাঁ।'

'খুব খারাপ লাগছে নিশ্চয়ই?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'দেখুন, যখন জেনেছি বারো মাস আগে যাকে স্ত্রী বলে শনাক্ত করেছি সে আসলে আমার স্ত্রী নয় তখন থেকেই আমার ভেতরটা ক্ষত বিক্ষত হচ্ছে। তার ওপর এখন শুনছি আমার স্ত্রীকে উদ্দেশ্যমূলক ভাবে ডুবিয়ে মারা হয়েছে, খারাপ লাগবে না?' রুক্ষ শোনাল ম্যাক্সিমের কণ্ঠস্বর।

'মিস্টার ডি উইনটার, দয়া করে ধৈর্যহারা হবেন না,' বললেন করোনার। 'আমরা এখানে যারা উপস্থিত আছি সবাই আপনার মানসিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন, আমরা সবাই আপনার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন। এই সহানুভূতি থেকেই আমরা বের করতে চাইছি আপনার স্ত্রীর মৃত্যুর সঠিক কারণ। মিস্টার জেমস ট্যাব এই মাত্র তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, তিনি বোটটার তলায় তিনটে অস্বাভাবিক ফাটল দেখতে পেয়েছেন। আপনার কি সন্দেহ হয় তাঁর কথায়?'

'নিশ্চয়ই না। বোট তৈরির ব্যাপারে দক্ষ মিস্টার জেমস ট্যাব। নিশ্চয়ই যা বলেছেন উনি বুঝে শুনে বলেছেন।'

'মিসেস ডি উইনটারের বোটটা দেখাশোনা করত কে?'

'ও নিজেই।'

'কোন লোক ছিল না?'

'না।'

'ম্যানডারলেতে আপনাদের যে প্রাইভেট পোতাশ্রয় আছে ওখানেই রাখা হত ওটা?'

'হ্যাঁ।'

'ওখানে কোন পাহারার ব্যবস্থা আছে?'

'না।'

'যে কেউ ইচ্ছে করলেই লুকিয়ে চলে যেতে পারে ওখানে?'

'হ্যাঁ।'

'জেমস ট্যাব তাঁর বিবৃতিতে বলেছেন, অতগুলো ফাটল দিয়ে পানি ঢুকলে দশ মিনিটের বেশি ভেসে থাকার কথা নয় বোটটার।'

'হ্যাঁ।'

'তার মানে মিসেস ডি উইনটার বোট নিয়ে রওনা হওয়ার আগে তৈরি করা হয়নি ফাটলগুলো। হলে তীরের কাছেই ওটা ডুবত।'

'নিঃসন্দেহে।'

'তারমানে ধরে নেয়া যায় সে রাতে বোট নিয়ে যিনি বা যাঁরা রওনা হয়েছিলেন তিনি বা তাঁরাই তলীতে ফাটলগুলো তৈরি করেছিলেন?'

'হ্যাঁ।'

'আপনি জবানবন্দীতে বলেছেনঃ বোট ওঠানোর পর দেখেছেন, কেবিনের দরজা বন্ধ; জানালাও; এবং আপনার স্ত্রীর দেহাবশেষ পড়ে আছে কেবিনের মেঝেতে। ডা. ফিলিপস এবং ক্যাপ্টেন সার্লেও তা-ই বলেছেন।'

'হ্যাঁ।'

'এবং তার পরেই মিস্টার জেমস ট্যাবের বিবৃতি থেকে জানা যাচ্ছে, বোটটার তলীতে ধারাল কোন অস্ত্র দিয়ে ফাটল তৈরি করা হয়েছে কয়েকটা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশ্চর্য মনে হচ্ছে না আপনার?'

'হচ্ছে।'

'কী করে হলো ওগুলো সে সম্পর্কে কোন আলোকপাত করা সম্ভব আপনার পক্ষে?'

'না।'

'মিস্টার, ডি উইনটার, একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করব, কিছু মনে করবেন না, আপনাদের দাম্পত্য জীবন কি সুখের ছিল?'

ওহ্, কী প্রচণ্ড গরম এঘরে! এক বিন্দু বাতাস নেই। চারপাশের মানুষগুলো চেপে আসছে কেন আমার দিকে! মেঝেটা উঠে আসছে! দরজাটা কই? ঘুরতে শুরু করেছে কেন ঘরটা?

এই সময় শুনতে পেলাম ম্যাক্সিমের গলা:

'অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছে আমার স্ত্রী! ওকে কেউ বাইরে নিয়ে যান দয়া করে!'

•

রেল স্টেশনের ওয়েটিং রুমের মত দেখতে সেই ছোট্ট ঘরটায় ফিরে এসেছি আমি। কী ভাবে এসেছি, কী ভাবে বসেছি জানি না। জ্ঞান ফিরতে দেখলাম সেই পুলিসটা ঝুঁকে এক গ্লাস পানি এগিয়ে দিয়েছে আমার ঠোঁটের কাছে। আমার বাহু ধরে আছে কেউ। ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ফ্র্যাঙ্ক। এখনও মাথার ভেতর চক্কর দিচ্ছে আমার। ধীরে ধীরে থামল তা।

'দুঃখিত,' আমি বললাম। 'কী যাচ্ছেতাই কাণ্ড করলাম একটা! এমন গরম ঘরটায়।'

'তাছাড়া বাতাসেরও অভাব,' বলল পুলিসটা। 'অতজন মানুষ, জানালাগুলো সব বন্ধ।'

'এখন একটু ভাল বোধ করছেন?' জিজ্ঞেস করল ফ্র্যাঙ্ক।

'হ্যাঁ, অনেক ভাল। এখুনি ঠিক হয়ে যাব। আমার সাথে থাকার দরকার নেই, আপনি যান।'

'আমি আপনাকে ম্যানডারলেতে নিয়ে যাচ্ছি।'

'না।'

'হ্যাঁ। ম্যাক্সিম বলেছে নিয়ে যেতে।'

'কেন? ও আসুক, এক সঙ্গে যাব।'

'ওঁর বোধহয় দেরি হবে।'

কেন? এ কথা বলল কেন ফ্র্যাঙ্ক? কেন আমার দিকে তাকাচ্ছে না ও? হাত ধরে আমাকে ওঠাল ফ্র্যাঙ্ক। আস্তে আস্তে হাঁটিয়ে নিয়ে গেল গাড়ির কাছে। আমাকে আগে গাড়িতে বসিয়ে ও উঠল ড্রাইভিং সীটে। ছেড়ে দিল গাড়ি। নিঃশব্দে কিছুদূর যাওয়ার পর আমি জিজ্ঞেস করলাম:

'দেরি হবে কেন ম্যাক্সিমের? কী করবে ওরা ওকে নিয়ে?'

'নতুন করে শুনানি শুরু হবে সম্ভবত।'

'কেন? নতুন কী আর জানতে পারবে ওরা? জানার আছেটা কী?'

'ট্যাবের বিবৃতি সব ওলট পালট করে দিয়েছে। এবার হয়তো অন্য দৃষ্টিকোণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে বিচার বিশ্লেষণ করা হবে সব ঘটনা।'

'কী রকম?'

'তলীর ফাটলগুলো সম্পর্কে ট্যাব কী বলেছে শুনেছেন তো? এখন সম্ভবত ব্যাপারটাকে ওরা আর স্রেফ দুর্ঘটনা হিসেবে দেখতে পারছে না।'

'কী আশ্চর্য! তাহলে আর কী হিসেবে দেখবে? ট্যাবের কথায় এত গুরুত্ব দেয়ার কী আছে? আপনিই বলুন, মিস্টার ক্রলি? এই এতগুলো মাস পরে ও কী করে অমন নিশ্চিত করে বলে কী ভাবে হয়েছে ফাটলগুলো?'

'জানি না।'

'কী হবে এখন কে জানে? ওই করোনার লোকটা একের পর এক প্রশ্ন করে যাবে। বেশিক্ষণ ধৈর্য রাখতে পারবে বলে মনে হয় না ম্যাক্সিম। তারপর কী থেকে কী বলে বসবে!'

ফ্র্যাঙ্ক কোন জবাব দিল না। এক মনে গাড়ি চালিয়ে চলল। দুশ্চিন্তার ছাপ ওর মুখে।

'সেই লোকটাকেও দেখলাম ওখানে,' বললাম আমি, 'সেই লোকটা—মিসেস ড্যানভারস-এর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল একদিন।'

'ফ্যাভেলের কথা বলছেন?' জবাব দিল ফ্র্যাঙ্ক। 'হ্যাঁ, দেখেছি আমিও।'

'মিসেস ড্যানভারস-এর পাশে বসে ছিল।'

'জানি।'

'ও কী করছে ওখানে? কোন অধিকারে ওকে উপস্থিত থাকতে দেয়া হয়েছে?'

'ও মিসেস ডি উইনটার—মানে আগের মিসেস ডি উইনটারের চাচাতো ভাই।'

'তাতে কী? চাচাতো ভাই হলেই ওখানে থাকার অধিকার পাবে ও? এক ফোঁটা বিশ্বাস করি না আমি ওকে, মিস্টার ক্রলি। মিসেস ড্যানভারসকেও না। নিশ্চয়ই কোন ঝামেলা পাকাবে ওরা।'

এবারও কোন জবাব দিল না ফ্র্যাঙ্ক। আমার মনে হলো, ও ম্যাক্সিমের প্রতি বিশ্বস্ততা দেখাচ্ছে। এতখানি বিশ্বস্ততা যে এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে পর্যন্ত আলাপ করতে অনাগ্রহী। তাছাড়া এমনও হতে পারে আমি যতটা জানি ও ততটা জানে না।

বাকি পথে আর কোন কথা হলো না আমাদের। নিঃশব্দে গাড়ি চালিয়ে গেল ফ্র্যাঙ্ক। আমি বসে রইলাম। অবশেষে পৌছালাম ম্যানডারলেতে। আমাকে নামিয়ে দিয়েই ও রওনা হয়ে গেল আবার কেরিথ-এর পথে।

সতেরো

ম্যানডারলেতে ফিরে সোজা শোয়ার ঘরে গেলাম আমি। কাপড় চোপড় না খুলেই শুয়ে পড়লাম। একেবারে বিধ্বস্ত লাগছে। শরীরটাকে একটু বিশ্রাম না দিলেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নয়।

শরীরকে বিশ্রাম চাইলেই দেয়া যায়। কিন্তু মনকে? অত সহজ নয় ব্যাপারটা। শুয়ে আছি হাত পা ছেড়ে দিয়ে কিন্তু মাথার ভেতর চিন্তা চলছে। ভাবছি, ম্যাক্সিমকে নতুন আর কী জিজ্ঞেস করা হবে। ফ্র্যাঙ্ককেও কি জিজ্ঞাসাবাদ করবে? এক বছর আগের সেই রাতের কথা যদি জিজ্ঞেস করে? যদি জিজ্ঞেস করে কখন ম্যাক্সিম ওর বাসা থেকে বেরিয়েছিল, কী জবাব দেবে ফ্র্যাঙ্ক? মিসেস ড্যানভারসকে প্রশ্ন করবে না? কতক্ষণ মেজাজ ঠিক রাখতে পারবে ম্যাক্সিম?···

ভাবতে ভাবতে নিশ্চয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বাজ পড়ার শব্দে জেগে উঠলাম। না, বাজ নয়; ঢং ঢং শব্দে পাঁচটা বাজছে ঘড়িতে। বিশ্রী গুমোট ঘরের ভেতর। বাতাস নেই একটুও। জানালার কাছে গিয়ে দেখলাম, গাছের পাতারা সব স্থির, অচঞ্চল; মেঘ জমেছে আকাশে। ঝড় বাদল হবে বোধহয়।

নিচে নেমে লাইব্রেরীতে গিয়ে বসলাম। সাড়ে পাঁচটার সময় ফ্রিথ ঢুকল।

'এসে গেছেন, ম্যাডাম,' বলল ও।

'কে?'

'মিস্টার ডি উইনটার।'

'একা?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম।'

'নিজে গাড়ি চালিয়ে এসেছে?'

'হ্যাঁ।'

আমি উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু মনে হলো, পা দুটো আমার ভার রাখতে পারবে না। তাড়াতাড়ি চেয়ার ধরে তাল সামলালাম। লাইব্রেরীতে ঢুকল ম্যাক্সিম। গলার ভেতরটা ভীষণ শুকনো মনে হলো আমার। কোন কথা বলতে পারলাম না। কেমন ক্লান্ত আর বুড়োটে দেখাচ্ছে ওকে! সর্বনাশ কি ঘটে গেছে?

'সব শেষ,' বলল ম্যাক্সিম।

ধক্ করে উঠল বুকের ভেতর। সব শেষ! কী? ঝামেলা না আশা? কোন স্বর বেরোল না আমার গলা দিয়ে। ওর দিকে যে একটু এগোব তা-ও পারলাম না।

'হয়ে গেছে রায়,' আবার বলল ম্যাক্সিম। 'আত্মহত্যা করেছে ও। কেন জানা যায়নি, ব্যস।'

'আত্মহত্যা করেছে?' বসে পড়লাম আমি ধপাস করে।

'হ্যাঁ। বুড়ো হরিজ এমন সব বোকার মত প্রশ্ন করছিল! রেবেকার টাকা পয়সার সমস্যা ছিল কিনা। দাম্পত্য জীবনে অসুখী ছিল কিনা। যত্ত সব!'

খোলা জানালাটার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ও। সবুজ লনের দিকে তাকিয়ে লম্বা করে শ্বাস টানল কয়েকবার। 'বৃষ্টি হবে মনে হচ্ছে। ওহ্, বৃষ্টি অবশেষে!'

'আর কী জিজ্ঞেস করলেন মিস্টার হরিজ? এত সময় লাগল!'

'হ্যাঁ। একই বিষয় নিয়ে প্যাঁচ কষছিল,' অস্থির কণ্ঠে জবাব দিল ম্যাক্সিম। 'আমার তো মেজাজ বিগড়ে যাচ্ছিল আরেকটু হলে। তোমার জ্ঞান হারানোর দৃশ্য মনে করে সামলে নিয়েছি। পুরোটা সময় মনে হয়েছে, আর কিছু না হোক, অন্তত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমার কথা ভেবে আমাকে শান্ত থাকতে হবে। এক বারের জন্যেও হরিজের দিক থেকে চোখ সরাইনি। বুড়োর চেহারা মরার দিন পর্যন্ত আমার মনে থাকবে!'

জানালার কাছ থেকে সরে এসে সোফায় বসল ও আরাম করে। 'ওহ্, এমন ক্লান্ত লাগছে! বোধ বুদ্ধি সব ভোঁতা হয়ে গেছে মনে হচ্ছে।'

দু'হাতে মুখ ঢাকল ম্যাক্সিম। আমি উঠে গিয়ে বসলাম ওর পাশে। জিজ্ঞেস করলাম:

'ফ্র্যাঙ্ক কই?'

'চার্চে গেছে। আমারও যাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু মনে হলো, আগে তোমাকে সব জানিয়ে যাই।'

'চার্চে কেন?'

'সন্ধ্যায় একটা কাজ করতে হবে ওখানে।'

বুঝতে পারলাম কাজটা কী। রেবেকাকে কবর দেবে ওরা—আসল রেবেকাকে।

'সাড়ে ছ'টায় সময় ঠিক হয়েছে,' বলল ম্যাক্সিম। 'ফ্র্যাঙ্ক, কর্নেল জুলিয়ান, পুরোহিত আর আমি ছাড়া কেউ থাকবে না।'

কী ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে ওকে!

'তুমি আর এখন বেরিও না, ম্যাক্সিম,' আমি বললাম, 'ফ্র্যাঙ্কই সামলাতে পারবে—'

'না, ব্যাপারটা খারাপ দেখাবে। বেশিক্ষণ লাগবে না।'

'আমিও তাহলে যাব তোমার সাথে।'

'না,' বলল ও। 'না, আমি চাই না তুমি আসো।'

চা দিয়ে গেল রবার্ট, সাথে নাশতা। খাওয়ার ইচ্ছে না থাকলেও জোর করে সামান্য খেলাম। ছ'টা বাজার কয়েক মিনিট পরে বেরিয়ে গেল ম্যাক্সিম। ড্রাইভওয়েতে যতক্ষণ ওর গাড়ির শব্দ শোনা গেল ততক্ষণ আমি কান খাড়া করে রইলাম। তারপর গিয়ে দাঁড়ালাম খোলা জানালার সামনে।

সাতটার ঠিক আগে আগে নামল বৃষ্টি। প্রথমে বড় বড় ফোঁটায়, তারপর মুষলধারে। খোলা জানালা দিয়ে ছাঁট আসতে লাগল ঘরে, তবু বন্ধ করলাম না জানালা। যেমন ছিলাম তেমনি দাঁড়িয়ে থেকে বুক ভরে নিতে লাগলাম বৃষ্টি ধোয়া তাজা বাতাসে। কখন যে ফ্রিথ ঢুকল টের পেলাম না।

'মিস্টার ডি উইনটার কখন ফিরবেন জানেন, ম্যাডাম?' জিজ্ঞেস করল ও। 'দেরি হবে?'

'না, খুব বেশি দেরি হবে না।'

'এক ভদ্রলোক এসেছেন ওঁর সঙ্গে দেখা করতে।' এক মুহূর্ত ইতস্তত করল ফ্রিথ। 'কী বলব ওঁকে বুঝতে পারছি না। বলছেন মিস্টার ডি উইনটারের সাথে দেখা না করে যাবেন না।'

'কে লোকটা, ফ্রিথ? চেনা কেউ?'

বিব্রত দেখাল ফ্রিথকে। একটু কেশে বলল, 'আঁ...হ্যাঁ, ম্যাডাম। আগে—মানে মিসেস ডি উইনটার যখন বেঁচে ছিলেন, প্রায়ই আসতেন। ভদ্রলোকের নাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যাক ফ্যাভেল।'

ঘুরে দাঁড়িয়ে জানালাটা বন্ধ করে দিলাম; ঘরের মেঝে অনেকখানি ভিজে গেছে। ফ্রিথের দিকে তাকিয়ে বললাম:

'নিয়ে এসো মিস্টার ফ্যাভেলকে। আমিই কথা বলব ওর সাথে।'

'জি, ম্যাডাম।'

বুঝতে পারছি না কেন এসেছে ফ্যাভেল। নিশ্চয়ই ঝামেলা পাকাতে। ম্যাক্সিম আসার আগেই ওকে বিদায় করতে হবে। নইলে কী তুলকালাম কাণ্ড যে ঘটবে কে জানে।

মিনিট দুয়েকের মধ্যে ফ্রিথ নিয়ে এল লোকটাকে। চেহারা দেখে মনে হলো মদ খেয়ে চুর হয়ে আছে। মুখটা লাল, ফোলা ফোলা। হাঁটার সময় সামান্য টলছেও যেন। আমার সামনে এসে দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল। চোখে সেই দুর্বিনীত চাউনি। মুখ থেকে ভক ভক করে গন্ধ বেরোচ্ছে মদের। আগের দিনের মত সন্ত্রস্ত বোধ করলাম না আমি। শীতল কণ্ঠে বললাম:

'ম্যাক্সিম বাড়িতে নেই। কখন আসবে জানি না। কাল সকালে ওর অফিসে ফোন করলেই বোধহয় ভাল করবেন আপনি।'

'না, না, অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই আমার,' জবাব দিল লোকটা। 'আপনার মত মহিলার সান্নিধ্যে থাকতে পারাও তো সৌভাগ্যের ব্যাপার।' ঘোর লাগা চোখে হাসল একটু সে। 'সত্যি কথা বলতে কি, আমার মনে হয় না খুব বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে। আসার সময় দেখলাম ডাইনিং রুমে খাবার দেয়া হয়েছে দু'জনের।'

'ওরা জানে না তাই দিয়েছে,' আমি বললাম। ম্যাক্সিম কখন ফিরবে কোন ঠিক নেই। অনেক রাতও হতে পারে।'

'তার মানে অত রাত পর্যন্ত আপনি একা থাকবেন! তাহলে তো এসে ভালই করেছি, আপনাকে সঙ্গ দিতে পারব।'

সারা শরীর আমার জ্বলে উঠল রাগে। কড়া কিছু একটা বলতে যাব এই সময় আবার সে বলল:

'এখন একটু ভাল বোধ করছেন তো? দুপুরে যখন অজ্ঞান হয়ে গেলেন, ভাবছিলাম আমি যাব আপনাকে ধরতে, কিন্তু তার আগেই এক বীর পুঙ্গব আমার আশার গুড়ে বালি ঢেলে দিল। বাজি ধরে বলতে পারি আপনাকে সাহায্য করতে পেরে ফ্র্যাঙ্ক খুবই আনন্দিত হয়েছে। ম্যানডারলের কর্ত্রীকে পাশে বসিয়ে গাড়িতে করে বাড়ি পৌঁছে দেয়া যেমন তেমন সৌভাগ্য!'

'ম্যাক্সিমের সাথে আপনার কী দরকার এখন?' ওর কথায় কান না দিয়ে আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'সিগারেট খেলে কিছু মনে করবেন না তো?' পকেট থেকে সিগারেট বের করতে করতে ও বলল। এবং আমি কিছু বলার আগেই একটা ধরিয়ে টানতে শুরু করল। কী করে ধৈর্য ধরে রইলাম সে শুধু আমিই জানি।

'দেখুন, মিস্টার ফ্যাভেল,' বললাম, 'আপনার সাথে আমি খারাপ ব্যবহার করতে চাই না; ভীষণ ক্লান্ত আমি। ম্যাক্সিমও। ওর কাছে কী দরকার আমাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে না চাইলে আপনি আসতে পারেন, আজ রাতে ওর সাথে আপনার দেখা হবে না। খুব জরুরী কিছু হলে কাল সকালে ফোন করবেন।' বলে আমি এগোলাম দরজার দিকে।

'না, না,' মাতালের মত জড়িত স্বরে বলল ফ্যাভেল, 'পালাবেন না, মিসেস ডি উইনটার। আমি নিরীহ মানুষ। আপনাদের কোন ক্ষতি করব না—'

এই সময় দরজায় দেখতে পেলাম ম্যাক্সিমকে। ওর ঠিক পেছনে ফ্র্যাঙ্ক। ঘরে ঢুকেই ফ্যাভেলকে দেখল ম্যাক্সিম। সঙ্গে সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল। হতভম্ব হয়ে গেছে যেন। পর মুহূর্তে গর্জে উঠল ও:

'তুমি! কী করছ এখানে?'

তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে ওর মুখোমুখি হলো ফ্যাভেল।

'সত্যি কথা বলতে কী, ম্যাক্স, আমি এসেছি তোমাকে অভিনন্দন জানাতে।'

'বেরোও!' ভয়ঙ্কর স্বরে চিৎকার করল ম্যাক্সিম। 'বেরোও এক্ষুণি, নইলে চাকর দিয়ে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব!'

'এক মিনিট দাঁড়াও, এক মিনিট, অত ব্যস্ত হয়ো না,' সোফার হাতলে বসতে বসতে বলল ফ্যাভেল। কৌতুকের সুর ওর গলায়। 'অত্যন্ত গোপনীয় একটা ব্যাপারে আলাপ করতে এসেছি আমি। নিশ্চয়ই চাও না ফ্রিথ শুনে ফেলুক কথাটা? দরজা বন্ধ না করলে কিন্তু ও শুনে ফেলবে।'

ম্যাক্সিম ওর জায়গা থেকে এক চুল নড়ল না। ফ্র্যাঙ্ক এগিয়ে গিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা।

'এবার তাহলে শোনো, ম্যাক্স,' বলল ফ্যাভেল। 'দারুণ এক বাউলি কেটে বেরিয়ে এসেছ। কপাল ভাল তোমার। শুনানির কথা বলছি। আমি ছিলাম ওখানে—নিশ্চয়ই খেয়াল করেছ—প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত। সেই ক্রিটিক্যাল মুহূর্তে তোমার স্ত্রীর জ্ঞান হারানোও দেখেছি। ওঁকে অবশ্য দোষ দেয়া যায় না—বাচ্চা মানুষ! কিন্তু সুযোগটা তুমি পেয়ে গেছ ওখানেই। পুরো ব্যাপারটা ঘুরে গেল। নিশ্চয়ই স্বীকার করবে, যে পথে এগোচ্ছিল করোনারের প্রশ্ন, আরেকটু হলেই ভয়ানক বিপদে পড়ে যেতে তুমি। ভাগ্য ভাল তাই বেঁচে গেছ। কিন্তু একটা কথা কী জানো?—আমি ইচ্ছে করলেই তোমার ভাল ভাগ্যটা খারাপ করে দিতে পারতাম। এখনও যে পারি না তা নয়—'

ফ্যাভেলের চোখে চোখে তাকিয়ে আছে ম্যাক্সিম।

'আচ্ছা!' ব্যঙ্গের সুরে বলল ও, 'শোনাও দেখি কী ভাবে আমার ভাগ্যটা খারাপ করে দিতে তুমি!'

'বলছি শোনো: রেবেকার সঙ্গে আমার একটা সম্পর্ক ছিল তুমি জানতে, তাই না? চাচাতো ভাই বোনের সম্পর্ক না, আরও বড় কিছু, বেশি কিছু। আমরা ভালবাসতাম একজন আরেক জনকে। এটা হলো ভূমিকা, এবার আসল কথায় আসছি। আর দশজন গর্দভের মত এতদিন আমিও বিশ্বাস করে এসেছি, রেবেকা ঝড়ের রাতে নৌকা চালানোর সময় ডুবে মরেছিল, এবং বেশ কয়েক সপ্তাহ পর ওর মৃতদেহ পাওয়া গেছিল এজকুম্ব-এ।'

থামল ফ্যাভেল। আমাদের ওপর তার কথার প্রতিক্রিয়া লক্ষ করল এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহূর্ত। তারপর বলে চলল:

'কয়েক দিন আগে খবরের কাগজে দেখলাম রেবেকার বোট পাওয়া গেছে এবং তার কেবিনে রয়েছে একটা মৃতদেহ। আশ্চর্য হলাম আমি, কার মৃতদেহ ওটা যদি রেবেকার না হয়? রেবেকার মৃতদেহ হতে পারে না, কারণ আগেই ওটা পাওয়া গেছে। মস্ত এক ধাঁধায় পড়ে গেলাম আমি। মিসেস ড্যানভারস-এর সাথে যোগাযোগ করলাম। ও বলল, সত্যিই ওটা রেবেকার দেহ। শুনে আমি ভাবলাম, সবাই যেমন ভেবেছে, কোন কারণে কেবিনে নেমে আটকা পড়েছিল ও; এজকুম্ব-এ পাওয়া দেহটা শনাক্ত করার সময় ভুল করেছিলে তুমি। তারপর আজ সকালে কৌতূহলবশত গেলাম শুনানি শুনতে। সবকিছুই চমৎকার চলছিল, তাই না, ম্যাক্স?—ট্যাবের বিবৃতিটাই সব তালগোল পাকিয়ে দিল। ট্যাবের মত আমারও প্রশ্ন: কী করে হলো ওই ফাটলগুলো? কোন ধারণা আছে তোমার, ম্যাক্স?'

'সারাদিন এ নিয়ে যথেষ্ট কথা বলেছি,' ধীরে ধীরে বলল ম্যাক্সিম; 'তারপর কী করে ভাবছ এখন আবার বক বক করব? আমার যা বলার শুনানির সময়ই বলেছি, তাতে সন্তুষ্ট হওনি তুমি?'

'না। ওরা বলছে রেবেকা আত্মহত্যা করেছে। অসম্ভব! আর যা-ই হোক আত্মহত্যা করার মানুষ ছিল না রেবেকা—তুমিও জানো তা। শোনো, ম্যাক্স, আমার কাছে একটা ছোট্ট চিঠি আছে। এতদিন আমি ওটা রেখে দিয়েছি কারণ ওটাই ওর শেষ লেখা আমার কাছে। পড়ছি শোনো। তোমার কাছে বেশ ইন্টারেস্টিং মনে হবে।'

পকেট থেকে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ বের করে ভাঁজ খুলে পড়তে শুরু করল ফ্যাভেল:

'ফ্ল্যাট থেকে ফোন করেছিলাম তোমাকে, কোন সাড়া পেলাম না। এখন সোজা ম্যানডারলেতে যাচ্ছি। রাতে কটেজে থাকব। এ চিঠি পাওয়া মাত্র তুমি চলে আসবে। আমি অপেক্ষা করব তোমার জন্যে। দরজা খোলাই থাকবে। তোমার সাথে জরুরী কথা আছে আমার।

'তোমারই রেবেকা।'

কাগজটা ভাঁজ করে আবার পকেটে রেখে দিল ফ্যাভেল।

'বলো, আত্মহত্যা করার আগে কেউ এ ধরনের চিঠি লেখে?' জিজ্ঞেস করল সে। 'না। তার মানে কী? ওর আত্মহত্যা করার কোন ইচ্ছা ছিল না। দুঃখের ব্যাপার, চিঠিটা আমি পাই পরদিন ভোর চারটেয়; রাতে একটা পার্টি ছিল, সেখান থেকে ফিরে। তক্ষুণি রওনা হয়ে আসলেও এখানে পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা দশটা হয়ে যেত। তাই ওসময় আর না বেরিয়ে শুয়ে পড়েছিলাম। ঘুম থেকে উঠে ফোন করেছিলাম, মিসেস ড্যানভারস বলল ও ডুবে মারা গেছে বলে সন্দেহ করা হচ্ছে। লাশ তখনও পাওয়া যায়নি।'

ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে হাসল ফ্যাভেল। 'এই চিঠি যদি বিকেলে শুনানির সময় উপস্থিত করতাম কেমন হত? এখন এত নিশ্চিন্ত মনে থাকতে পারতে না নিশ্চয়ই।'

AMARBOI.COM
দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'কেন করোনি?' ভয়ঙ্কর ক্রোধে ফেটে পড়ল ম্যাক্সিম।

'থামো থামো! অত রেগে যেও না, আমার কথা শেষ হয়নি এখনও। দেখ, ম্যাক্স, তুমি কখনোই আমার বন্ধু ছিলে না—অবশ্য তোমার বন্ধুত্ব চাইওনি আমি—তুমি ঈর্ষা করতে আমাকে। অবশ্য সেজন্যে তোমাকে দোষ দেই না, সুন্দরী স্ত্রী থাকলে যে কোন পুরুষ মানুষই একটু ঈর্ষাকাতর হয়।' হাসল আবার ফ্যাভেল। 'যাক সে কথা, ম্যাক্স, আমার সব তাস তোমাকে দেখিয়েছি। এখন বলো কোন চুক্তিতে আসা সম্ভব আমাদের পক্ষে? তোমার প্রচুর টাকা, আর আমার ভীষণ টাকার অভাব। আমার জন্যে যদি একটা ভাতার ব্যবস্থা করো—এই ধরো বছরে দু' বা তিন হাজার পাউণ্ড করে সারা জীবন—আমি চুপ হয়ে যাব। প্রতিশ্রুতি দিতে পারি জীবনে আর কখনও তোমাকে বিরক্ত করব না।'

'আগেও একবার তোমাকে বলেছি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে,' আশ্চর্য শান্ত শোনাল ম্যাক্সিমের কণ্ঠস্বর, 'এখন আবার বলছি। ওই যে তোমার পেছনে দরজা, খুলে বেরিয়ে যাও। নইলে কপালে দুঃখ—'

'আচ্ছা!' ব্যঙ্গ করল যেন ফ্যাভেল।

'তোমার দাবি না মানলে তুমি ঝামেলা পাকাবে তাই না?' বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'আমার মনে হয় চুক্তি হতে পারে। কত টাকা তুমি—'

'ফ্র্যাঙ্ক, তুমি এর ভেতর আসছ কেন?' গর্জে উঠল ম্যাক্সিম। 'এটা তোমার ব্যাপার নয়। চুপ করে থাকো।' ফ্যাভেলের দিকে ফিরল ও। 'শোনো বদমাশ, ভয় দেখিয়ে আমার কাছ থেকে টাকা আদায় করবে যদি ভেবে থাকো, ভুল ভেবেছ। আরেকবার সুযোগ দিচ্ছি তোমাকে, চুপচাপ কেটে পড়ো। না হলে আমি কর্নেল জুলিয়ানকে ডাকব। উনি এ এলাকার ম্যাজিস্ট্রেট জানো তো?'

হো-হো করে হাসল ফ্যাভেল। 'ভয় দেখাচ্ছ? জানো এই চিঠি তোমাকে ফাঁসিতে ঝোলাতে পারে?'

একটা কথাও বলল না ম্যাক্সিম। পেছনের ছোট্ট ঘরটার দিকে এগিয়ে গেল।

'থামান ওকে, মিস্টার ক্রলি!' চিৎকার করলাম আমি। 'থামান দয়া করে! ঈশ্বরের দোহাই!'

ফ্র্যাঙ্ক দ্রুত এগিয়ে গেল ম্যাক্সিমের পেছন পেছন। কিন্তু লাভ হলো না। রিসিভার তোলার শব্দ প্রথমে তারপর ম্যাক্সিমের শান্ত গলা ভেসে এল:

'হ্যালো, অপারেটর? কেরিথ ১৭তে একটু লাইন দেবেন, প্লীজ?' তারপর, 'তোমাকে বললাম এর ভেতর নাক গলিও না!' কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা। তারপর আবার ম্যাক্সিমের গলা:

'হ্যালো, কর্নেল জুলিয়ান? ডি উইনটার বলছি।...হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি জানি। আপনি এক্ষুণি একটু ম্যানডারলেতে আসতে পারবেন? খুব জরুরী।...ফোনে বলা যাবে না, এসেই শুনবেন।...এই বৃষ্টি বাদলের ভেতর আপনাকে ঘর থেকে টেনে বের করতে হচ্ছে বলে দুঃখিত। হ্যাঁ, থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ, কর্নেল। রাখি।'

লাইব্রেরীতে ফিরে এল ও।

'কর্নেল জুলিয়ান আসছেন এক্ষুণি।'

'আসুক। টের পাবে তুমি,' চিবিয়ে চিবিয়ে বলল ফ্যাভেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোন জবাব না দিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল ম্যাক্সিম। বাইরে এখনও বৃষ্টি হচ্ছে। তবু একটা কপাট খুলে দিল ও। ওখানেই দাঁড়িয়ে রইল আমাদের দিকে পেছন ফিরে। কেউ কোন কথা বলছে না। বৃষ্টির ঝর ঝর ছাড়া আর কোন শব্দ নেই কোথাও।

কর্নেল জুলিয়ানের পৌঁছুতে আধ ঘণ্টাও লাগল না। ফ্রিথ-এর পেছন পেছন তিনি এলেন লাইব্রেরীতে। শুকনো হাসি হেসে তাঁকে অভ্যর্থনা জানালাম আমরা।

'কী ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল, 'কী এমন জরুরী দরকার পড়ল এই রাতে?'

'সত্যিই জরুরী, কর্নেল,' বলল ম্যাক্সিম, 'না হলে এই আবহাওয়ায় আপনাকে বাড়ি থেকে বের করে আনতাম না। এ হচ্ছে জ্যাক ফ্যাভেল। আমার প্রথম স্ত্রীর চাচাতো ভাই। ও-ই বলবে কারণটা।'

আবার জানালার সামনে গিয়ে দাঁড়াল ম্যাক্সিম।

উঠে দাঁড়াল ফ্যাভেল। হাসি মিলিয়ে গেছে মুখ থেকে। একটু যেন অস্বস্তি বোধ করছে। আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনার জন্যে কাশল একবার। তারপর শুরু করল:

'দেখুন, কর্নেল, ভূমিকা না করে সরাসরি আমি আসল কথায় আসছি। বিকেলে শুনানি শেষে যে রায় দেয়া হয়েছে তাতে আমি সন্তুষ্ট নই, সে কারণেই আমি এখন এখানে।'

'ও!' বললেন কর্নেল। 'কিন্তু তাতে মিস্টার ডি উইনটারের কী করার আছে?'

'জানি নেই, তবু নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন আমার অধিকার আছে কথা বলার, শুধু রেবেকার চাচাতো ভাই হিসেবে নয়, ওর প্রেমিক হিসেবেও। আর কিছু দিন বেঁচে থাকলে ও বিয়ে করত আমাকে।'

'আচ্ছা! আচ্ছা!' বললেন কর্নেল। স্পষ্ট বিস্ময় ওঁর কণ্ঠে। 'কথাটা সত্যি, মিস্টার ডি উইনটার?'

'সত্যি কিনা জানি না,' বলল ম্যাক্সিম, 'তবে এ ধরনের কথা এই প্রথম শুনলাম আমি।'

হতভম্ব ভঙ্গিতে একবার ম্যাক্সিমের দিকে একবার ফ্যাভেলের দিকে তাকাতে লাগলেন কর্নেল। অবশেষে বললেন:

'মিস্টার ফ্যাভেল, ঠিক করে বলুন তো, আসলে আপনার মতলবটা কী?'

কয়েক মুহূর্ত ওঁর দিকে তাকিয়ে রইল ফ্যাভেল। মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিল যেন। তারপর পকেটে হাত ঢুকিয়ে বের করে আনল রেবেকার চিঠিটা।

'মারা যাওয়ার—আপনাদের ভাষায় আত্মহত্যা করার কয়েক ঘণ্টা আগে এটা আমার কাছে লিখেছিল রেবেকা। পড়ে দেখুন তারপর বলুন আত্মহত্যা করবে বলে ঠিক করেছে এমন কারও পক্ষে এ ধরনের চিঠি লেখা সম্ভব কিনা।'

চিঠিটা পড়ে ফ্যাভেলকে ফিরিয়ে দিলেন কর্নেল জুলিয়ান।

'না,' বললেন তিনি। 'মনে হয় না। কিন্তু আসলে কী বলা হয়েছে চিঠিটায়, কিছু বুঝতে পারলাম না। হয়তো আপনি বা—বা মিস্টার ডি উইনটার পারবেন—'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'রেবেকা আমাকে দেখা করতে বলেছিল ওর সাথে,' কর্নেলকে শেষ করতে না দিয়ে বলল ফ্যাভেল। 'আমাকে কিছু বলতে চেয়েছিল। সেজন্যে রাতে কটেজে থাকবে বলে ঠিক করেছিল, যাতে গোপনে আমি দেখা করতে পারি। কিছু মনে করবেন না, ম্যানডারলেতে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ এমনিভাবেই হত।'

'ভাল কথা, তারপর?'

'রাতে আমার একটা পার্টি ছিল বলে চিঠিটা আমি পাই পরদিন সকালে। ফলে আমি সে রাতে দেখা করতে যেতে পারিনি ওর সাথে। পরদিন সকালে ফোন করে মিসেস ড্যানভারস-এর কাছে শুনলাম ও নাকি ডুবে গেছে বোটসুদ্ধ। এখন কী বলবেন আপনারা?—এমন একটা চিঠি লেখার পর ও বোটের তলে ফাটল তৈরি করে ভেসে পড়েছিল?' উত্তেজিত হয়ে উঠল ফ্যাভেলের কণ্ঠস্বর। মুখ লাল। অস্থির কণ্ঠে চিৎকার করল সে, 'তা কী সম্ভব, কর্নেল? বলুন, আপনিই বলুন!'

বিরক্ত ভঙ্গিতে ওর দিকে তাকালেন কর্নেল। 'মিস্টার ফ্যাভেল, দয়া করে রাগ দেখাবেন না, বিশেষ করে আমার সঙ্গে। বুঝতে পারছি, আপনার চাচাতো বোন আত্মহত্যা করেছেন, এটা আপনি বিশ্বাস করতে পারছেন না। ভাল কথা। বোটটা যে বানিয়েছে তার বক্তব্য তো শুনেছেন। ওই ফাটলগুলো আপনাআপনি হয়নি, কেউ করেছে। আপনার চাচাতো বোন যদি না করে থাকেন তাহলে আর কে করেছে?'

স্থির চোখে ম্যাক্সিমের দিকে তাকাল ফ্যাভেল। তারপর মাতালের মত জড়িত কণ্ঠে বলল:

'রেবেকা কক্ষনো ফাটলগুলো তৈরি করেনি। আত্মহত্যা করার মেয়ে ও ছিল না। ওকে খুন করা হয়েছে। কে করেছে যদি জানতে চান, তাহলে ওই দেখুন, ও দাঁড়িয়ে আছে, ওই জানালার সামনে। ও যদি খুনই না করবে, এক বছরও ধৈর্য ধরতে পারল না কেন? কেন আরেকটা বিয়ে করল? ও-ই আপনার খুনী, কর্নেল, ম্যাক্সিমিলিয়ান ডি উইনটার! ভাল করে তাকান ওর চোখের দিকে, খুনীর দৃষ্টি দেখতে পাবেন।'

হাসতে শুরু করল ফ্যাভেল, মাতালের হাসি।

আঠারো

ভাগ্য ভাল অমন করে হাসল ফ্যাভেল। কর্নেল জুলিয়ান ধরে নিলেন বদ্ধ মাতাল হয়ে এসেছে সে। বিরক্তির সঙ্গে ওর দিকে একবার তাকিয়ে তিনি মন্তব্য করলেন:

'এ তো মাতাল! কী বলছে নিজেই জানে না।'

'আমি মাতাল!' হিংস্রকণ্ঠে চিৎকার করল ফ্যাভেল। 'যদি হইও তাতে আপনার কী? হতে পারেন আপনি ম্যাজিস্ট্রেট···এই কাউন্টিতে আরও ম্যাজিস্ট্রেট আছে যাদের মাথায় ঘিলু আছে, যারা সেনাবাহিনীর চাকরি খুইয়ে ম্যাজিস্ট্রেট হয়নি, মাথায় ঘিলু আছে বলে হয়েছে। ওদের কাছে গিয়ে বলব আমার কথা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি প্রমাণ করে ছাড়ব, ম্যাক্সিম ডি উইনটার খুন করেছে রেবেকাকে।'

'একটু ধীরে, মিস্টার ফ্যাভেল,' শান্ত কণ্ঠে বললেন কর্নেল, 'বিকেলে শুনানির সময় আপনি উপস্থিত ছিলেন, সে সময় কেন আদালতের সামনে হাজির করলেন না চিঠি?'

তাচ্ছিল্যের হাসি হাসল ফ্যাভেল। 'ইচ্ছে হয়নি তাই। পরে একা ওই বদমাশটার মোকাবিলা করাই যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছিল আমার কাছে।'

'আর সে কারণেই আপনাকে এখানে আসতে বলেছি,' বলল ম্যাক্সিম। 'আমিও ওকে এই একই প্রশ্ন করেছিলাম। ও জবাব দিয়েছিল, ওর খুব টাকার অভাব, আমি যদি আজীবন বছরে দুই বা তিন হাজার পাউণ্ড করে দিয়ে যাই তাহলে আর ও কোন ঝামেলা করবে না। ফ্র্যাঙ্ক শুনেছে ওর জবাব, আমার স্ত্রী শুনেছে, ওদের আপনি জিজ্ঞেস করে দেখতে পারেন।'

'হ্যাঁ, সত্যি কর্নেল,' বলল ফ্র্যাঙ্ক।

'এ ধরনের ব্যাপার প্রায়ই ঘটে এসব ক্ষেত্রে,' চিন্তিত কণ্ঠে বললেন কর্নেল। ফ্যাভেলের দিকে ফিরলেন তিনি। 'গুরুতর এক অপরাধের অভিযোগ এনেছেন আপনি মিস্টার ডি উইনটারের বিরুদ্ধে। কোন প্রমাণ আছে আপনার?'

'প্রমাণ!' জবাব দিল ফ্যাভেল। 'আর কী প্রমাণ চান? ওই ফাটলগুলোই কি যথেষ্ট প্রমাণ নয়?'

'না। আপনাকে অন্তত একজন সাক্ষী হাজির করতে হবে যে দেখেছে মিস্টার ডি উইনটার ওই ফাটলগুলো তৈরি করেছেন। কোথায় আপনার সাক্ষী, মিস্টার ফ্যাভেল?'

'সাক্ষী! ও ছাড়া আর কে খুন করবে রেবেকাকে? আমি বলছি, ও-ই খুন করেছে। আমার সাথে রেবেকার প্রেমের সম্পর্ক ছিল তাই ও ঈর্ষায় পাগল হয়ে খুন করেছে রেবেকাকে। তারপর মৃতদেহ বোটে তুলে বোট ডুবিয়ে দিয়েছে।'

'চমৎকার গল্প যা হোক,' বললেন কর্নেল জুলিয়ান, 'কিন্তু প্রমাণ কই আপনার? সাক্ষী কই? বললাম যে, অন্তত একজন সাক্ষী থাকতে হবে আপনার পক্ষে।'

'এক মিনিট দাঁড়ান!' উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ফ্যাভেলের মুখ। 'এক মিনিট! সাক্ষী বোধহয় একজন পাওয়া যাবে যে সে রাতে ওকে দেখেছে রেবেকাকে খুন করতে।'

কার কথা বলছে বুঝতে অসুবিধা হলো না। বেন। পর মুহূর্তে বিদ্যুৎচমকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠল বেন-এর সেই কথাগুলোর অর্থ: 'ও ডুবে গেছে, তাই না?' 'আর কখনও ফিরে আসবে না ও।' 'আমি কাউকে বলব না।' 'মাছেরা ওকে খেয়ে ফেলেছে।' 'আর কখনও ফিরে আসবে না ও।'

'এ এলাকারই এক লোক আছে,' বলে চলল ফ্যাভেল, বীচে থাকে সারাদিন, রাতে বনের ভেতর গাছের নিচে ঘুমায়। ও অনেকবার রেবেকার সাথে দেখেছে আমাকে। আমার মনে হয় সে রাতেও কিছু দেখে থাকবে।'

'নিশ্চয়ই বেন-এর কথা বলছে,' বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'এস্টেটেরই এক শ্রমিকের ছেলে। পাগল। মাঝে মাঝে কী করে, কী বলে ও নিজেও জানে না।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তাতে কী?' বলল ফ্যাভেল। 'ওর চোখ আছে না? যা দেখেছে তা-ই বলবে। শুধু যদি হ্যাঁ বা না বলতে পারে তাহলেই তো হয়ে যায়।'

'লোকটাকে আনানো যায়?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল।

'নিশ্চয়ই,' বলল ম্যাক্সিম। 'ফ্র্যাঙ্ক, যাও তো, বেনকে নিয়ে এসো। এই বৃষ্টিতে বীচে না পেলে ওর মা-র কুটিরে খোঁজ করবে। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এই ঝামেলা আমি চুকিয়ে দিতে চাই।'

চলে গেল ফ্র্যাঙ্ক। মিনিট বিশেকের মধ্যেই ফিরল বেনকে নিয়ে। বেচারা একেবারে জড়সড় হয়ে আছে। পিট পিট করে তাকাচ্ছে। বুদ্ধির বিন্দুমাত্র ছাপ নেই চেহারায়। ফ্যাভেল এগিয়ে গেল ওর দিকে।

'কেমন আছ?' জিজ্ঞেস করল সে। 'আমাকে চিনতে পেরেছ নিশ্চয়ই?'

জবাব দিল না বেন। তাকিয়ে রইল ওর দিকে। পরিচয়ের কোন চিহ্ন ফুটল না মুখে।

'হ্যাঁ, বলো,' বলল ফ্যাভেল, 'তুমি জানো আমি কে, তাই না?'

'অ্যাঁ?'

'আমাকে চেনো না তুমি?' চিৎকার করল ফ্যাভেল, যেন কানে কম শোনে বেন।

কর্নেল জুলিয়ান এগিয়ে গিয়ে আলতো করে হাত রাখলেন ওর কাঁধে। বললেন:

'ভয় কী? বলো। কেউ কিছু বলবে না। এক্ষুণি আবার মায়ের কাছে দিয়ে আসব তোমাকে। বলো, মিস্টার ফ্যাভেলকে চেনো তুমি?'

মাথা নাড়ল বেন। 'কোন দিন দেখিনি।'

'মিথ্যে কথা বলবি না,' চেঁচাল ফ্যাভেল। 'অনেকবার আমাকে দেখেছিস তুই, বীচের কটেজে ঢোকার সময়, বেরোনোর সময়। বল, দেখিসনি?'

'না,' বলল বেন। 'আমি কাউকে দেখিনি।'

'খুব একটা কাজের সাক্ষী না, কী বলেন, মিস্টার ফ্যাভেল?' বললেন কর্নেল জুলিয়ান।

'কেউ পয়সা খাইয়েছে ওকে যাতে না বলে,' আগের মতই চেঁচাল ফ্যাভেল। 'আমি বলছি, ও বহুবার দেখেছে আমাকে ওই কটেজে ঢুকতে বেরোতে।'

'না দেখিনি,' ফ্র্যাঙ্কের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কাতর স্বরে বলল বেন। 'আমাকে পাগলা-গারদে নিয়ে যাবে! ওকে ঠেকান! আমি কোথাও যাব না। আমি কিছুই করিনি!'

'ঠিক আছে, বেন, ঠিক আছে,' সস্নেহে বললেন কর্নেল। 'কেউ তোমাকে কোথাও নিয়ে যাবে না। তুমি বাড়িতেই থাকবে। এখন বলো তো, সেই যে মহিলা, রাতে বোট নিয়ে বেরোতেন, তাঁর কথা তোমার মনে আছে?'

'ও চলে গেছে।'

'হ্যাঁ, জানি। একা একা বোট চালাতেন উনি, তাই না? শেষ বার যখন উনি বোট নিয়ে বেরোন তখন তুমি বীচে ছিলে?—যেবার উনি আর ফিরে এলেন না?'

'অ্যাঁ?'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'তুই ছিলি!' খেঁকিয়ে উঠল ফ্যাভেল। 'ওকে কটেজে ঢুকতে দেখেছিলি, তারপর মিস্টার ডি উইনটারকেও ঢুকতে দেখেছিলি। তারপর কী হয়েছিল, বল। বল, কী হয়েছিল?'

ফ্র্যাঙ্কের আরেকটু কাছে চেপে গেল বেন। আঁকড়ে ধরল হাত। 'আমি দেখিনি! কিচ্ছু দেখিনি! আমি বাড়ি থাকতে চাই! ও আমাকে নিয়ে যাবে। ওকে কোনদিন দেখিনি! কোনদিন না!' বলতে বলতে কেঁদে ফেলল বেন।

'আপনার এ সাক্ষী কোন কাজে আসবে বলে মনে হচ্ছে না,' ফ্যাভেলকে বললেন কর্নেল।

'ওকে পয়সা খাওয়ানো হয়েছে, বললাম না?'

ফ্র্যাঙ্ক বেরিয়ে গেল বেনকে নিয়ে।

'কেমন যেন সন্ত্রস্ত দেখলাম লোকটাকে,' ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে বললেন কর্নেল। 'কখনও মারপিট করা হয়েছে নাকি?'

'না, না,' বলল ম্যাক্সিম। 'এমনিতেই ও এমন।'

'উঁহুঁ। এমনি এমনি এমন হতে পারে না। কখনও না কখনও কেউ ওর সাথে নিষ্ঠুর আচরণ করেছে। চোখের সাদা বেরিয়ে যাচ্ছিল বারবার, চাবুক খাওয়ার আগ মুহূর্তে কুকুরের যেমন হয়।'

'সুযোগ পেলে আমি ওকে চাবকাতাম,' বলল ফ্যাভেল। 'চাবকালেই সুবোধ বালকের মত পেট থেকে বেরিয়ে আসত সত্যি কথা।'

'মনে হয় না,' বললেন কর্নেল। 'যা হোক, এবার আপনার অন্য কাহিনীটা সম্পর্কে বলুন। মিসেস ডি উইনটার আপনাকে বিয়ে করতে যাচ্ছিলেন, গোপনে আপনারা কটেজে দেখা সাক্ষাৎ করতেন—এসবের কোন প্রমাণ বা সাক্ষী আছে?'

'নিশ্চয়ই আছে।' ফায়ার প্লেসের কাছে চলে গেল ফ্যাভেল। ঘণ্টা বাজাল।

এবার কী ঘটবে আমি জানি। বুকের ভেতরটা দুর দুর করছে। চিকন ঘাম দেখা দিচ্ছে ভুরুতে, কপালে।

ফ্রিথ এল ঘণ্টা শুনে।

'মিসেস ড্যানভারসকে বলো এখানে আসতে,' হুকুম করল ফ্যাভেল।

চলে গেল ফ্রিথ।

'মিসেস ড্যানভারস মানে হাউস কীপার?' বললেন কর্নেল।

'হ্যাঁ, রেবেকার বন্ধুও,' বলল ফ্যাভেল। 'বিয়ের অনেক আগে থেকে আছে রেবেকার সাথে। রেবেকাই ওকে এনেছিল ম্যানডারলেতে। ওর কথা শুনলে বুঝতে পারবেন আমি সত্যি বলছি কিনা।'

নিঃশব্দে বসে আছি সবাই দরজার দিকে তাকিয়ে। খুলে গেল দরজা। মিসেস ড্যানভারস ঢুকল।

'গুড ইভনিং, মিসেস ড্যানভারস,' বললেন কর্নেল জুলিয়ান।

'গুড ইভনিং।'

'একটা প্রশ্ন করতে চাই তোমাকে।'

'বলুন।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মিসেস ডি উইনটার আর মিস্টার ফ্যাভেলের ভেতর যে একটা সম্পর্ক ছিল তা তুমি জানতে?'

'হ্যাঁ, ওঁরা চাচাতো ভাই বোন।'

'এই সম্পর্কের কথা বলছি না,' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললেন কর্নেল, 'আরও ঘনিষ্ঠ কিছু।'

'আমি ঠিক বুঝতে পারছি না, স্যার, আপনি কী বলতে চাইছেন।'

'ও হো, ড্যানি, উনি কী বলতে চাইছেন তুমি জানো,' ফ্যাভেল বলল। 'রেবেকা আর আমি বহুদিন একসাথে থেকেছি। ও আমাকে ভালবাসত, ঠিক না?'

'না।'

'কী বলছ তুমি, ড্যানি—,' সবিস্ময়ে শুরু করল ফ্যাভেল। মিসেস ড্যানভারস তাকে থামিয়ে দিয়ে বলল:

'না, উনি আপনাকে ভালবাসতেন না। মিস্টার ডি উইনটারকেও নয়। কাউকেই, কোন পুরুষকেই উনি ভালবাসতেন না। সত্যি কথা বলতে কী, পুরুষ জাতটাকে উনি ঘৃণা করতেন।'

'এই শোনো!' রাগে আগুন হয়ে চিৎকার করল ফ্যাভেল। 'রাতের পর রাত ও আসত না কটেজে আমার সাথে দেখা করার জন্যে? উইক এণ্ডগুলো লণ্ডনে কাটাত না আমার সাথে?'

'হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে?' নিরাসক্ত কণ্ঠে বলল মিসেস ড্যানভারস। 'এক সাথে রাত কাটানোর অর্থ ভালবাসা এ কথা কে বলেছে আপনাকে? উনি উপভোগ করতেন জীবনটাকে। প্রেমের অভিনয় করা ছিল তাঁর অতি প্রিয় খেলা। উনি নিজে আমাকে বলেছেন। লণ্ডন থেকে ফিরে কী রকম হাসতে হাসতে উনি গড়িয়ে পড়তেন বিছানায়, আমি দেখেছি। পুরুষরা তাঁর কাছে খেলার পুতুল ছাড়া আর কিছু ছিল না।'

চুপ করল মিসেস ড্যানভারস। বাকি সবাইও চুপ। বৃষ্টির শব্দ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই চরাচরে।

'মিসেস ড্যানভারস,' অবশেষে নীরবতা ভাঙলেন কর্নেল জুলিয়ান, 'কী কারণে মিসেস ডি উইনটার আত্মহত্যা করতে পারেন, কোন ধারণা আছে আপনার?'

মাথা নাড়ল মিসেস ড্যানভারস। 'না।'

'দেখেছেন,' খুশিতে চিৎকার করে উঠল ফ্যাভেল। 'অসম্ভব ব্যাপারটা। ড্যানিও জানে।'

'থামুন আপনি,' ধমক দিলেন কর্নেল, 'মিসেস ড্যানভারসকে আগে ভাববার সময় দিন। আপনার চিঠিটা দেখান তো ওকে।'

ফ্যাভেল দিল চিঠিটা। মিসেস ড্যানভারস ওটা পড়ে ফিরিয়ে দিতে দিতে বলল:

'কী বলতে চেয়েছেন কিছু বুঝলাম না। জরুরী কিছু হলে আগে আমাকে বলতেন। আমাকে সব কথা বলতেন উনি।'

'সেই শেষ দিনটায় উনি কী করেছিলেন লণ্ডনে কেউ জানেন?' একবার ফ্যাভেল একবার মিসেস ড্যানভারস-এর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জুলিয়ান।

'আমি যেটুকু জানি,' বলল ফ্যাভেল, 'বিকেল তিনটের সময় আমার ফ্ল্যাটে চিঠিটা রেখে আসে। সে সময় আমার চাকরের সাথে কথাও হয়েছিল রেবেকার। তার পরই সম্ভবত রওনা হয়ে আসে এখানে।'

'ওই দিন হেয়ার ড্রেসারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছিল মিসেস ডি উইনটারের,' বলল মিসেস ড্যানভারস। 'আমি নিজে ফোনে সময় ঠিক করেছিলাম। বারোটা থেকে দেড়টা পর্যন্ত। তারপর ক্লাবে গিয়ে লাঞ্চ করার কথা। আমার সামনে ফোনে ক্লাবকে জানিয়েছিলেন উনি।'

'ধরা যাক আধ ঘণ্টা লেগেছিল লাঞ্চ সারতে,' বললেন কর্নেল। 'এখন প্রশ্ন, দুটো থেকে তিনটে পর্যন্ত উনি কোথায় ছিলেন বা কী করেছিলেন?'

'যা-ই করে থাকুক, তা দিয়ে আমাদের কী?' ফেটে পড়ল ফ্যাভেল। 'ও আত্মহত্যা করেনি এটাই সবচেয়ে বড় কথা, তাই না?'

'ওঁর এনগেজমেন্ট ডায়েরীটা আছে আমার কাছে,' বলল মিসেস ড্যানভারস। 'ওটা দেখলে হয়তো জানা যাবে কিছু। দিনের সব অ্যাপয়েন্টমেন্ট-এর কথা ওই ডায়েরীতে লিখে রাখতেন উনি। একটা কাজ শেষ হয়ে গেলে সেটার পাশে ক্রস চিহ্ন দিয়ে দিতেন। আপনারা চাইলে আমি এনে দেখাতে পারি।'

ম্যাক্সিমের দিকে তাকালেন কর্নেল। অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটায় একটু যেন সন্দেহ মাখা। 'দেখতে পারি আমরা ডায়েরীটা?'

'নিশ্চয়ই। না কেন?'

মিসেস ড্যানভারস নিয়ে এল ডায়েরীটা। 'হ্যাঁ, সেদিনের অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো লেখা আছে,' বলে ওটা এগিয়ে দিল কর্নেল জুলিয়ানের দিকে।

এক এক করে পাতা ওল্টাতে লাগলেন কর্নেল। আর আমরা অপেক্ষা করে রইলাম রুদ্ধশ্বাসে। ভীষণ উৎকণ্ঠা বোধ করছি আমি। ম্যাক্সিমের দিকে তাকানোর সাহস হচ্ছে না।

ঠিক পৃষ্ঠাটায় এসে থামলেন জুলিয়ান। 'পেয়েছি!'

আমার মনে হলো ভয়ঙ্কর কিছু ঘটতে যাচ্ছে এবার। মনে মনে বললাম, 'ঈশ্বর বাঁচাও আমাকে, ম্যাক্সিমকে।'

'হ্যাঁ,' বলে চললেন কর্নেল, 'মিসেস ড্যানভারস যেমন বলেছে তেমনি করে লেখা রয়েছে। "হেয়ার ড্রেসার: বারোটায়" পাশে ক্রসচিহ্ন। তারপর "বেকার: দু'টায়"। এটার পাশেও ক্রস চিহ্ন। এর মানে কী? বেকার কে?'

ম্যাক্সিমের দিকে তাকালেন কর্নেল জুলিয়ান। ম্যাক্সিম মাথা নাড়ল। মিসেস ড্যানভারস-এর দিকে তাকালেন।

'বেকার?' বলল মিসেস ড্যানভারস। 'এ নামের কাউকে চিনি বলে তো মনে পড়ছে না। মিসেস ডি উইনটারকে কোন দিন বলতেও শুনিনি নামটা।'

'তবু এখানে লেখা রয়েছে।' ডায়েরীটা মিসেস ড্যানভারসকে ফিরিয়ে দিলেন কর্নেল। 'পাশের ক্রস চিহ্নটা এত বড়, আর চেপে লেখা!—পেন্সিলটা যেন ভেঙে ফেলতে চেয়েছিলেন। কে এই বেকার? যে-ই হোক তার সাথে দেখা করেছিলেন মিসেস ডি উইনটার।' থেমে এক মুহূর্ত চিন্তা করলেন কর্নেল। 'এই লোকটা কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানা গেলে, আমার মনে হয়, মিসেস ডি উইনটারের মৃত্যুরহস্যের চাবি এসে যাবে আমাদের হাতে। হ্যাঁ, এই বেকারের সাথে কথা বলতে হবে আমাদের।'

এরপর কর্নেল মিসেস ড্যানভারসকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন শত্রু ছিল মিসেস ডি উইনটারের?'

'আমার জানা নেই।'

'কেউ কখনও ভয় দেখিয়েছে ওঁকে, বা উনি ভয় পেতেন এমন কেউ আছে?'

'ভয়!' বলল মিসেস ড্যানভারস, 'না, ভয় পেতেন না, উনি। দুনিয়ার কাউকে না, কোন কিছুকে না।'

'কিন্তু এসব দিয়ে আমাদের কী দরকার?' অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলল ফ্যাভেল। 'আমরা আসল বিষয় থেকে দূরে সরে আসছি না?'

ওর কথায় কেউ কান দিল না। কর্নেল জুলিয়ান চিন্তা করছেন। ম্যাক্সিম তাকিয়ে আছে ছাদের দিকে। ফ্র্যাঙ্ক দেখছে কর্নেলকে। আর আমি দেখছি মিসেস ড্যানভারসকে। ডায়েরীটার পৃষ্ঠা ওল্টাচ্ছে সে ব্যস্ত ভঙ্গিতে। হঠাৎ ও চেঁচিয়ে উঠল:

'এই যে পেয়েছি! টেলিফোন নাম্বারের ভেতর লেখা আছে নামটা। বেকার: ০৪৮৮। কিন্তু এক্সচেঞ্জের নাম তো নেই।'

'তাহলে আর লাভ কী হলো?' হতাশ কণ্ঠে বললেন কর্নেল। 'কেন এক্সচেঞ্জের নাম লেখেননি?'

'লণ্ডনের সব এক্সচেঞ্জে চেষ্টা করুন,' লাফিয়ে উঠে বলল ফ্যাভেল। 'সারা রাত লাগলেও কিছু এসে যায় না। ম্যাক্স হয়তো একটু সময় পাবে, আর কী ক্ষতি হবে?'

মিসেস ড্যানভারস-এর কাছ থেকে ডায়েরীটা আবার নিয়ে তীক্ষ্ণ চোখে দেখছেন কর্নেল। একটু পরে বললেন:

'দেখ তো, মিসেস ড্যানভারস, নাম্বারের পাশে এটা কী লেখা?—এম না?'

মিসেস ড্যানভারস দেখে বলল; 'তা-ই তো মনে হচ্ছে। উনি যেমন করে এম লিখতেন তেমন না অবশ্য। কিন্তু, কে জানে, তাড়াহুড়োয় লিখেছিলেন হয়তো।'

'তাহলে এবার শুরু করা যাক,' বলল ম্যাক্সিম। 'ফ্র্যাঙ্ক, যাও, মে-ফেয়ার এক্সচেঞ্জে ফোন করে ০৪৮৮ চেয়ে দেখ।'

আমার দিকে তাকাল না ম্যাক্সিম। ভুল করেও না। আমি যে এঘরে আছি যেন ভুলে গেছে ও। এদিকে আমার অবস্থা আবার জ্ঞান হারানোর মত।

ফ্র্যাঙ্ককে ইতস্তত করতে দেখে তাড়া লাগাল ম্যাক্সিম, 'কই, যাও!'

পেছনের ছোট্ট ঘরটায় ঢুকল ফ্র্যাঙ্ক। দরজা খোলাই রইল। ওর কথা শুনতে পেলাম পরিষ্কার:

'হ্যালো, মে-ফেয়ার ০৪৮৮?···আচ্ছা এখানে বেকার নামের কেউ আছেন?···ও, দুঃখিত···কিছু মনে করবেন না, আমাকে বোধহয় ভুল নাম্বার দেয়া হয়েছে।'

ফিরে এল ফ্র্যাঙ্ক। 'লেডি ইর্স্টলেহ্ নামের এক মহিলা থাকেন মেফেয়ার ০৪৮৮ এ। বেকার নামের কাউকে চেনেন না উনি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হি-হি করে হাসতে লাগল ফ্যাভেল। 'চালিয়ে যাও,' বলল সে। 'এম দিয়ে আর কোন এক্সচেঞ্জ আছে?'

'মিউজিয়াম,' বলল মিসেস ড্যানভারস।

ম্যাক্সিমের দিকে তাকাল ফ্র্যাঙ্ক।

'করে দেখ,' বলল ম্যাক্সিম।

আবার ফোনের কাছে গেল ফ্র্যাঙ্ক। 'হ্যালো, মিউজিয়াম ০৪৮৮?...এখানে বেকার বলে কেউ আছেন? ও আচ্ছা। আপনি কে বলছেন?...হ্যাঁ, হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি... ঠিকানাটা দিতে পারবেন?...হ্যাঁ, খুব জরুরী!' কয়েক সেকেণ্ডের নীরবতা। 'বোধহয় পেয়েছি,' আমাদের উদ্দেশ্যে চিৎকার করল ফ্র্যাঙ্ক।

'ওহ্ ঈশ্বর!' মনে মনে প্রার্থনা করছি আমি, 'ঠিকানাটা যেন ঠিক না হয়, বেকারকে যেন না পাওয়া যায়, ঈশ্বর!'

আমি বুঝতে পেরেছি কে এই বেকার। নামটা শোনা মাত্র বুঝতে পেরেছি। ফ্র্যাঙ্ককে কাত হয়ে কাগজ কলম নিতে দেখলাম। তারপর শুনলাম:

'হ্যালো...হ্যাঁ, লাইনে আছি আমি।' লিখতে শুরু করল ও। 'একটু বানান করে বলবে?... থ্যাঙ্ক ইউ। থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ। বিরক্ত করলাম এত রাতে। গুড নাইট।'

এক টুকরো কাগজ হাতে লাইব্রেরীতে ফিরল ফ্র্যাঙ্ক।

'ব্লুমসবারির এক বাসার চাকর ধরেছিল,' বলল ও। 'মিস্টার বেকার ডাক্তার। আগে ওই নাম্বারে তাঁর চেম্বার ছিল। এখন অন্য জায়গায় চলে গেছেন। ঠিকানা দিতে পেরেছে চাকর ছেলেটা।'

AMARBOI.COM

উনিশ

উহ্! অবশেষে আমার দিকে তাকাল ম্যাক্সিম! ওর চোখে হতাশা ছাড়া আর কিছু দেখতে পেলাম না আমি। দৃষ্টি দিয়ে যেন বুঝিয়ে দিতে চাইল, 'কী আর করা; চেষ্টা তো করেছিলাম তোমার কথা ভেবে, পারলাম না।'

ফ্র্যাঙ্কের দিকে ফিরে ও জিজ্ঞেস করল: 'কোথায় থাকে এখন ডাক্তার বেকার?'

'লণ্ডনের উত্তরে বারনেটের কাছে কোথাও।'

'মিসেস ড্যানভারস,' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল জুলিয়ান, 'এখন বলতে পারবে, কে এই ডাক্তার বেকার?'

মাথা নাড়ল মিসেস ড্যানভারস। 'না। ডাক্তার দেখানোর কোন প্রয়োজন কখনও পড়েনি মিসেস ডি উইনটারের। সত্যি কথা বলতে কী, ডাক্তারদের অপছন্দ করতেন উনি।'

'কে এই ডাক্তার বেকার তা দিয়ে কী দরকার আমাদের?' ফ্যাভেল বলল। 'জরুরী কেউ হলে ড্যানি জানত। রেবেকা ওর সব গোপন কথা বলত ওকে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'মিউজিয়াম ০৪৮৮-এর চাকরটা বলছিল, ভদ্রলোক বেশ নাম করা ডাক্তার। স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ,' বলল ফ্র্যাঙ্ক।

'হুম!' বললেন কর্নেল, 'তার মানে কোন অসুখ হয়েছিল মিসেস ডি উইনটারের। কিন্তু মিসেস ড্যানভারসকে বলেননি কেন?'

'আমিও তো বুঝতে পারছি না,' বলল মিসেস ড্যানভারস। 'আমাকে সব কথা বলতেন উনি।'

'হয়তো তোমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলতে চাননি,' বললেন কর্নেল, 'বা হয়তো ভেবেছিলেন ডাক্তার দেখানোর পর বলবেন।'

'হ্যাঁ তা হতে পারে। বাড়ি ফিরে হয়তো আমাকে খুঁজেছিলেন বলার জন্যে, কিন্তু সেদিন আমি কেরিথ-এ গিয়েছিলাম সন্ধ্যায়। ফিরে শুনি উনি কটেজে চলে গেছেন।...হ্যাঁ এতক্ষণে যেন বুঝতে পারছি মিস্টার ফ্যাভেলকে কেন লিখেছিলেন: "তোমার সাথে জরুরী কথা আছে।" হয়তো ওঁকেও বলতে চেয়েছিলেন।'

'ঠিক, ঠিক,' বলল ফ্যাভেল। 'তা-ই হবে। কিন্তু কী ও জানতে পেরেছিল ডাক্তারের কাছে?'

আমি জানি। আমি বুঝতে পারছি কী ও জানতে পেরেছিল এবং প্রথমেই ফ্যাভেলকে জানাতে চেয়েছিল। কিন্তু ওরা বুঝতে পারছে না। ওদের দিকে তাকানোর সাহস হচ্ছে না আমার; এমনকি নড়ার পর্যন্ত না।

'সহজেই আমরা জানতে পারি,' বলল ফ্র্যাঙ্ক। 'মিসেস ডি উইনটার কেন দেখা করেছিলেন জানতে চেয়ে চিঠি লিখতে পারি ডাক্তার বেকারকে। তাঁর কাছে হয়তো রেকর্ড থাকবে—'

'জবাব দেবে কিনা, সন্দেহ,' বললেন কর্নেল। 'ডাক্তাররা সচরাচর রোগীদের গোপনীয়তা প্রকাশ করে না। মিস্টার ডি উইনটার নিজে গিয়ে যদি সব বুঝিয়ে বলেন তাহলে হয়তো জানাতেও পারেন।'

'আপনি চাইলে আমি রাজি আছি যেতে,' বলল ম্যাক্সিম।

'সময় পেতে চাইছ হাতে?' নোংরা একটা হাসি হাসল ফ্যাভেল। 'চব্বিশ ঘণ্টার ভেতর অনেক কিছু করতে পারো তুমি—ট্রেন ধরে বা জাহাজে চড়ে বা প্লেনে করে পাড়ি জমাতে পারো বিদেশে।'

চকিতে একবার ম্যাক্সিমের দিকে তাকাল মিসেস ড্যানভারস। ফ্যাভেল যে অভিযোগ এনেছে তা ও শোনেনি, তবু আমার মনে হলো, ও বোধহয় বুঝতে শুরু করেছে এই রাত দুপুরে কেন এই তোলপাড় চলছে এ ঘরে। তবে এই ভেবে আমি স্বস্তি পেলাম পরিস্থিতি যতটা খারাপ হতে পারে হয়ে গেছে, মিসেস ড্যানভারস আর কিছু খারাপ করতে পারবে না।

'আপনি চাইলে সকালেই আমি যেতে পারি গাড়ি নিয়ে,' কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বলল ম্যাক্সিম।

'হ্যাঁ, পারে, তবে একা নয়,' ফ্যাভেল বলল। 'একা যেতে দেবেন না ওকে, কর্নেল। ভাগবে। ইন্সপেক্টর ওয়েলশকে সঙ্গে দিলে আমার কোন আপত্তি নেই ওকে যেতে দিতে।'

এক মুহূর্ত ভাবলেন কর্নেল জুলিয়ান। 'ইন্সপেক্টর ওয়েলশ-কে এর ভেতর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেনে আনার মত পরিস্থিতি এখনও হয়েছে বলে আমি মনে করি না। আমি নিজে যদি মিস্টার ডি উইনটারের সাথে যাই এবং ফিরিয়ে আনি আপনি সন্তুষ্ট হবেন?'

ভুরু কুঁচকে তাকাল ফ্যাভেল কর্নেলের দিকে। ধীরে ধীরে বলল, 'আঁ…হ্যাঁ, হতে পারে। তবে আরও বেশি নিশ্চিত হওয়ার জন্যে আমি নিজেও থাকতে চাই আপনার সাথে, যদি আপনি আপত্তি না করেন।'

'ঠিক আছে, আমার আপত্তি নেই।'

'এই ডাক্তার বেকার, মনে হচ্ছে, প্রমাণ করবে আমার কেসটা,' সবার দিকে তাকিয়ে বলল ফ্যাভেল। 'হা-হা-হা, কী দারুণ একটা কৌতুক!' ওর হাসি দেখে মনে হলো এতক্ষণে ও-ও বুঝতে শুরু করেছে রেবেকার ডাক্তারের কাছে যাওয়ার কারণ। 'ক'টায় রওনা হব আমরা?'

'ন'টায়?' প্রশ্ন করলেন কর্নেল জুলিয়ান।

'হ্যাঁ, নটায়,' বলল ম্যাক্সিম।

'রাতের ভেতরেই যে তুমি পালাবে না তার কী নিশ্চয়তা?' ক্রূর চোখে ওর দিকে তাকিয়ে বলল ফ্যাভেল। 'কিছুই করতে হবে না স্রেফ গ্যারেজে ঢুকে গাড়িতে উঠে পড়লে হলো।'

'আমার প্রতিশ্রুতি যথেষ্ট নয় আপনার জন্যে?' কর্নেলের দিকে তাকিয়ে বলল ম্যাক্সিম।

ইতস্তত করছেন কর্নেল। তাঁর চোখে স্পষ্ট অবিশ্বাস। মুখটা কালো হয়ে গেল ম্যাক্সিমের। মিসেস ড্যানভারস-এর দিকে ফিরে বলল:

'আমি আর মিসেস ডি উইনটার শোয়ার ঘরে ঢোকার পর বাইরে থেকে তালা লাগিয়ে দিও। সকাল সাতটায় খুলে দেবে আবার।'

'জি, স্যার।'

'ঠিক আছে,' সন্তুষ্ট ভঙ্গিতে বললেন কর্নেল, 'আজ রাতে আর এ নিয়ে কোন কথা নয়। মিস্টার ডি উইনটার, আমি আপনার গাড়িতেই যেতে পারব তো কাল?'

'নিশ্চয়ই।'

'আর মিস্টার ফ্যাভেল, আপনি আপনার গাড়ি নিয়ে থাকবেন পেছনে?'

'নিশ্চয়ই, কর্নেল। আপনাদের ঠিক পেছনেই থাকব আমি।'

কর্নেল জুলিয়ান বিদায় নিলেন এরপর। ফ্যাভেলও। ওর সেই দুর্বিনীত ভঙ্গিতে বলল:

'আমাকে নিশ্চয়ই খেতে ডাকছ না তোমরা?' হাসল সেই পিত্তি জ্বালানো হাসি। 'ঠিক আছে, দরকার নেই। রাতে সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন দেখ দু'জনে। কাল আবার দেখা হবে। গুড নাইট।'

ফ্যাভেলের পেছন পেছন বেরিয়ে গেল মিসেস ড্যানভারস।

'আমার আর কোন কাজ আছে?' ফ্র্যাঙ্ক জিজ্ঞেস করল।

'না, ফ্র্যাঙ্ক, বাসায় চলে যাও তুমি। খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে পড়ো,' বলল ম্যাক্সিম।

চলে গেল ফ্র্যাঙ্ক। আমি গিয়ে জড়িয়ে ধরলাম ম্যাক্সিমকে। ও-ও ধরল আমাকে। কাঁপছে ও বাতাস লাগা পাতার মত। অনেকক্ষণ দু'জনের কেউ কোন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা বলতে পারলাম না। অবশেষে নীরবতা ভাঙল ম্যাক্সিম:

'কাল তুমি যাবে আমার সাথে?'

'যাব, ডার্লিং।'

'জুলিয়ান কিছু মনে করবেন না?'

'না। কী মনে করবে?'

'তাহলে আর কী, কালকের দিনটা আছে আমাদের। সন্ধ্যার আগে—বেকারের বক্তব্য শোনার আগে ওরা গ্রেপ্তার করতে পারবে না আমাকে।'

'ম্যাক্সিম, ডার্লিং, চিন্তা কোরো না, সব ঠিক হয়ে যাবে।' আশা করার মত কিছু নেই জেনেও ওকে আশা দিতে চেষ্টা করলাম আমি।

পরদিন সকাল ন'টায় রওনা হলাম আমরা। ম্যাক্সিম গাড়ি চালাচ্ছে। আমি ওর পাশে। পেছনের সীটে কর্নেল জুলিয়ান। আমাদের ঠিক লেজে লেজে আসছে ফ্যাভেল তার সবুজ স্পোর্টস কারে করে। ফ্র্যাঙ্ক রইল বাড়িতে।

পথে বেশি কথা হলো না আমাদের। ম্যাক্সিম প্রায় পুরোটা পথ নীরবে গাড়ি চালিয়ে গেল। কর্নেল জুলিয়ান একবার শুধু আমাকে বললেন:

'আপনি না এলেই পারতেন। বড্ড ক্লান্তিকর হবে দিনটা।'

'না, না, ঠিক আছে,' আমি বললাম, 'এটুকু কষ্ট সহ্য করতে পারব আমি।'

অবশেষে আমরা পৌঁছুলাম বারনেট-এ। ম্যাক্সিম কয়েক মিনিট পর পর গাড়ি থামিয়ে রাস্তার পাশের মানুষজনকে জিজ্ঞেস করতে লাগল: '"রোজল্যাণ্ড" নামের বাড়িটা কোন দিকে বলতে পারেন? ডাক্তার বেকার নামের এক ভদ্রলোক থাকেন ওখানে। মাস ছয়েক আগে এসেছেন।'

প্রথম কয়েকজন বলতে পারল না। শেষে এক পোস্টম্যান দেখিয়ে দিল। বাড়িটার সামনে নিয়ে গাড়ি পার্ক করাল ম্যাক্সিম। ফ্যাভেলের স্পোর্টস কারও থামল আমাদের পেছনে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ আমরা বসে রইলাম গাড়িতে।

'অবশেষে আসা গেল!' বললেন কর্নেল। ঘড়ি দেখলেন তিনি। 'পাঁচটা বেজে ঠিক বারো মিনিট। ভদ্রলোককে সম্ভবত চায়ের মাঝখানে ধরব আমরা। তাহলে যাওয়া যাক, আর দেরি কেন?'

গাড়ি থেকে নামলাম আমরা। ফ্যাভেলও ওর গাড়ি থেকে নেমে এসে যোগ দিল আমাদের সাথে। লোহার গেট পেরিয়ে বাগানের পথ ধরে এগিয়ে গেলাম দরজার দিকে। কর্নেল জুলিয়ান ঘণ্টা বাজালেন। অল্প বয়েসী একটা কাজের মেয়ে দরজা খুলে দিল। আমাদের এতজনকে এক সাথে দেখে একটু বোধহয় আশ্চর্য হলো মেয়েটা।

'ডাক্তার বেকার আছেন?' জিজ্ঞেস করলেন কর্নেল।

'আছেন, স্যার। আসুন আপনারা।'

আমাদের বসার ঘরে বসিয়ে ডাক্তারকে ডাকতে চলে গেল মেয়েটা। সামান্য একটু বসেই উঠে শূন্য ফায়ার প্লেসটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন কর্নেল জুলিয়ান। ফ্যাভেলও উঠে দাঁড়াল। গভীর মনোযোগের সঙ্গে দেয়ালের ছবিগুলো নিরীক্ষণ

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করতে লাগল সে। আমি আর ম্যাক্সিম তাকিয়ে রইলাম জানালা দিয়ে বাইরে।

বেশ কিছুক্ষণ পর এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। মাঝারি গড়ন। লম্বাটে মুখ। ধূসর চুল মাথায়। ক্লিন শেভড গাল। কাজের মেয়েটার মত তিনিও একটু অবাক হলেন আমাদের এতজনকে দেখে।

'দুঃখিত আপনাদের বসিয়ে রাখার জন্যে,' বললেন তিনি। 'আমি টেনিস খেলছিলাম। আপনারা এসেছেন শুনে তাড়াতাড়ি ওপরে গিয়ে একটু হাতমুখ ধুয়ে এলাম। এখন বলুন, কী করতে পারি আপনাদের জন্যে।'

'আপনাকে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত, ডাক্তার,' বললেন কর্নেল। 'আমার নাম জুলিয়ান, কেরিথ-এর ম্যাজিস্ট্রেট। আর ইনি মিসেস ডি উইনটার, ইনি মিস্টার ডি উইনটার, আর ইনি মিস্টার ফ্যাভেল। মিস্টার ডি উইনটারের নাম গত দু'এক দিনের খবরের কাগজে দেখে থাকবেন।'

'আহ, হ্যাঁ, হ্যাঁ,' বললেন ডাক্তার বেকার। 'কী একটা শুনানি যেন হয়েছে কাল, তাই না?—আমার স্ত্রী বলছিল।'

'হ্যাঁ, জুরীরা রায় দিয়েছেন, আগের মিসেস ডি উইনটার আত্মহত্যা করেছেন,' বলল ফ্যাভেল। 'কিন্তু তা অসম্ভব। ও আমার চাচাতো বোন ছিল, ওকে আমি চিনতাম ভাল করে। আর যা-ই হোক আত্মহত্যা করার মানুষ ছিল না ও। আমরা এসেছি যেদিন মারা যায় সেদিন ও আপনার কাছে কেন এসেছিল, জানতে।'

'ফ্যাভেল, তুমি চুপ করো,' শান্ত কণ্ঠে বলল ম্যাক্সিম। 'ব্যাপারটা আমার আর কর্নেল জুলিয়ানের ওপর ছেড়ে দাও। তুমি যা বলছ সে সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ধারণা নেই ডাক্তার বেকারের।' ডাক্তারের দিকে ফিরল ও। 'আমরা আপনার কাছে এসেছি কারণ, আমার প্রথম স্ত্রীর অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকে আপনার নাম দেখেছি। যতদূর অনুমান করতে পারছি, লণ্ডনে ওর জীবনের শেষ দিন মানে গত বছরের বারোই এপ্রিল দুপুর দুটোর সময় ও আপনার কাছে এসেছিল। আপনি তখন ব্লুমসবারিতে থাকতেন। আমরা জানতে চাই ও কেন এসেছিল? পুরোনো রেকর্ড পত্র একটু দেখা সম্ভব আপনার পক্ষে?'

মাথা নাড়লেন ডাক্তার বেকার। 'দুঃখিত, আমার মনে হয় আপনাদের কোথাও ভুল হয়েছে। ডি উইনটার নামটা ভীষণই আনকমন, একবার শুনলে বহুদিন মনে থাকার কথা। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি এ নামের কোন রোগী আমার কাছে কখনও আসেনি।'

রেবেকার অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুকটা সঙ্গে এনেছিলেন কর্নেল। পকেট থেকে সেটা বের করে ডাক্তারকে দেখালেন।

'এই যে দেখুন,' বললেন তিনি, 'এখানে লেখা রয়েছে—"বেকার: দু'টায়"। পাশের এই ক্রস চিহ্নটার মানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট রক্ষা করেছিলেন উনি। আর এই যে দেখুন টেলিফোন নাম্বার—"এম ০৪৮৮"। আপনার আগের নাম্বার তো এটাই ছিল, তাই না?'

লেখাগুলো ভাল করে দেখলেন ডাক্তার বেকার।

'আশ্চর্য ব্যাপার!' বললেন তিনি। 'খুবই আশ্চর্য! নাম্বারটা সত্যি আমার—মানে আগের বাসার। কিন্তু...'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'এমনও তো হতে পারে, উনি ভুয়া নাম পরিচয়ে এসেছিলেন আপনার কাছে,' বললেন জুলিয়ান।

'হ্যাঁ, তা হতে পারে। সচরাচর এমনটা ঘটে না, তবে একেবারে অসম্ভব নয় ঘটা।'

'আপনার সব রোগীর নাম-ধাম, আসবার কারণ, দিন, ক্ষণ ইত্যাদির রেকর্ড রাখেন নিশ্চয়ই?'

'হ্যাঁ।'

'গত বছর বারোই এপ্রিল দুপুর দুটোর সময় কে এসেছিল, যদি একটু দেখেন দয়া করে আমরা সত্যিই কৃতজ্ঞ হব। আমরা সন্দেহ করছি, আপনার কাছে আসার সাথে সম্পর্ক আছে ওঁর আত্মহত্যার।'

'খুনের বলুন,' বলল ফ্যাভেল।

ভুরু তুলে ম্যাক্সিমের দিকে তাকালেন একবার ডাক্তার বেকার। 'আমি বুঝতে পারিনি ব্যাপারটা এত গুরুতর,' বললেন তিনি। 'আমার পক্ষে যতটা সম্ভব, করব। একটু দাঁড়ান, আমি দেখে আসি ফাইলটা।'

বেরিয়ে গেলেন ডাক্তার। ফিরে এলেন কয়েক মিনিট পরেই। হাতে কয়েকটা ফাইল, বাঁধানো খাতা ইত্যাদি। টেবিলের ওপর রাখলেন সেগুলো। আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন:

'গত বছরের পুরো লিস্ট নিয়ে এসেছি। বাড়ি বদলানোর পর আর এগুলোতে হাত দেয়া হয়নি। কত তারিখ বললেন? এপ্রিল বারো, দুপুর দুটো? দাঁড়ান দেখি।' একটা খাতা বেছে নিয়ে পৃষ্ঠা ওল্টাতে শুরু করলেন ডাক্তার। 'এই যে এপ্রিল। সাত···আট···এই যে বারো তারিখ। দুটো, তাই না? পেয়েছি।'

ঘরের ভেতর পিন পতন নিস্তব্ধতা। কেউ নড়ছে না। সবাই পাথর হয়ে গেছে যেন।

'বারো তারিখ দুপুর দুটোয় এসেছিলেন জনৈকা মিসেস ড্যানভারস,' বললেন ডাক্তার বেকার।

'ড্যানি!' চিৎকার করল ফ্যাভেল। 'পাগল না মাথা খারাপ! ড্যানি কেন···'

ওকে থামিয়ে দিয়ে ম্যাক্সিম বলল, 'কোন সন্দেহ নেই, ছদ্মনাম ব্যবহার করেছিল। এখন আপনি মনে করতে পারছেন, ডাক্তার, কেন এসেছিল ও?'

এবার ফাইল ঘাঁটতে শুরু করলেন ডাক্তার বেকার। ওপরে বড় করে 'ডি' লেখা এক বাণ্ডিল কাগজ বের করলেন। কয়েকটা পাতা উল্টে ধীরে ধীরে বললেন, 'হ্যাঁ···হ্যাঁ, মিসেস ড্যানভারস। মনে পড়ছে এখন।'

'লম্বা, স্লিম, কালো চুল, খুব সুন্দরী,' বললেন কর্নেল।

'হ্যাঁ, হ্যাঁ।' পুরো কাগজটা পড়লেন ডাক্তার নিঃশব্দে। তারপর তাকালেন ম্যাক্সিমের দিকে। 'দেখুন, মিস্টার ডি উইনটার, নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, রোগীদের গোপন কথা জানানো আমার পেশার নিয়ম কানুন বিরোধী। আপনার স্ত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে বললেন শুধু সে কারণে বলছি। কী জানতে চাইছিলেন যেন? আপনার স্ত্রীর আত্মহত্যা করার কারণ সম্পর্কে কোন আলোকপাত করতে পারি কিনা? মনে হয় পারি। অন্তত একটা কারণে আত্মহত্যার সিদ্ধান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিতে পারতেন তিনি। মিসেস ড্যানভারস নামের যে মহিলা আমার কাছে এসেছিলেন ভয়ানক অসুস্থ ছিলেন তিনি।'

গম্ভীর মুখে একে একে আমাদের সবার দিকে তাকালেন ডাক্তার। তারপর বলে চললেনঃ

'আমার পরিষ্কার মনে আছে। যে তারিখের কথা আপনারা বলছেন তার এক সপ্তাহ আগে আরেকবার এসেছিলেন তিনি। আমি ওঁর কয়েকটা এক্স-রে করি। এক্স-রেতে কী ধরা পড়েছে জানার জন্যে ওই বারো তারিখ দুটোর সময় তিনি এসেছিলেন। আমার মনে আছে, ওগুলো নেয়ার জন্যে হাত বাড়িয়ে তিনি বলেছিলেনঃ "আমার কাছে লুকোবেন না, ডাক্তার, কোন সান্ত্বনার কথা শোনাবেন না, যা সত্যি শুধু তা-ই বলুন দয়া করে।" '

থেমে হাতের কাগজে চোখ বুলাতে লাগলেন ডাক্তার বেকার। আমাদের সবার চোখ সেঁটে আছে তাঁর মুখের ওপর।

'হ্যাঁ,' আবার বলতে শুরু করলেন ডাক্তার, 'উনি সত্যি কথাটা জানতে চেয়েছিলেন, আমি জানিয়েছিলাম। অনেকেই কঠিন সত্যকে সহজ ভাবে নিতে পারে না, উনি নিয়েছিলেন। একটুও বিচলিত হননি। তারপর আমার ফি দিয়ে চলে গিয়েছিলেন। আর কখনও আসেননি।'

থেমে কাগজগুলো গুছিয়ে ফাইলে রাখতে লাগলেন ডাক্তার। একটু পরে বললেন, 'তখনও ব্যথা তেমন বেশি হয়নি, তা হলেও ক্যান্সারের শিকড় বেশ গভীরে চলে গিয়েছিল। তিন চার মাসের মধ্যেই ব্যথার হাত থেকে বাঁচানোর জন্যে হাই ডোজে মরফিয়া দিতে হত তাঁকে। এক্স-রেতে আরও একটা ব্যাপার ধরা পড়েছিল। ইউটেরাসের গণ্ডগোল। কখনও মা হতে পারতেন না উনি। অবশ্য এর সাথে ক্যান্সারের কোন সম্পর্ক ছিল না।'

আমার মাথার ভেতরটা, বুকের ভেতরটা যে কেমন করছে, বোঝাতে পারব না। সব শুনছি, সব দেখছি, কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না। কর্নেল ডাক্তারকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর আরও কী সব বললেন। অবশেষে যখন মাথাটা পরিষ্কার হলো শুনলাম, ডাক্তার বলছেনঃ

'রিপোর্টটা আপনার নামে পাঠাব না মিস্টার ডি উইনটারের নামে?'

'রিপোর্টের কোন দরকার হয়তো আদৌ পড়বে না,' বললেন কর্নেল জুলিয়ান। 'যদি পড়ে মিস্টার ডি উইনটার বা আমি লিখব আপনাকে। এই যে আমার কার্ড।'

'নিশ্চয়ই লিখবেন,' বললেন ডাক্তার। 'আপনাদের যে কোন দরকারে লাগতে পারলে খুশি হব আমি। এখন আপনারা লণ্ডনে ফিরবেন তো?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে ওই চার্চের ওদিক দিয়ে যাবেন। চার্চের সামনে থেকে ডান দিকে মোড় নিয়ে সোজা। তাড়াতাড়ি পৌঁছাতে পারবেন।'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে।'

ডাক্তার বেকারের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলাম আমরা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ

নিঃশব্দে হেঁটে গেলাম গাড়ির কাছে। ফ্যাভেলের লাল মুখটা বিবর্ণ। দেখেই বোঝা যাচ্ছে ভীষণ আশাহত হয়েছে সে।

'ঘুণাক্ষরেও ভাবতে পারিনি ওর কোন অসুখ ছিল,' আমাদের গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে সে বলল। 'সবার কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল, এমনকি ড্যানির কাছ থেকেও! ওহ্, কী ভয়ঙ্কর।...আপনারা কেউ কিছু পান করবেন? আমি করব। আমার মাথা ঘুরছে!'

'তাহলে আর কী,' বললেন কর্নেল জুলিয়ান, 'সোজা চলে যান ভেতরে, ডাক্তার বেকারকে বলুন। মানসিক আঘাতের চিকিৎসা বোধ হয় উনি জানেন। রাস্তার ওপর সীন ক্রিয়েট করবেন না দয়া করে।'

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।' কর্নেল আর ম্যাক্সিমের দিকে তাকাল ফ্যাভেল। 'আপনাদের উদ্দেশ্য তো সফল। আত্মহত্যার কারণ জানা গেছে। চাহিবা মাত্র প্রমাণ পত্র দাখিল করিবেন ডাক্তার বেকার; হা-হা-হা। ম্যাক্স নিশ্চয়ই ওর প্রথম বাচ্চার গড-ফাদার করবে আপনাকে।'

'আমরা কি এবার যাব?' ম্যাক্সিমের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন কর্নেল জুলিয়ান, 'না আরও কোন কাজ আছে এখানে?'

ম্যাক্সিম খুলে ধরল গাড়ির দরজা। কর্নেল উঠে বসলেন পেছনে। আমি সামনে উঠলাম। ম্যাক্সিম উঠল ড্রাইভিং সীটে। ফ্যাভেল এখনও হেলান দিয়ে আছে আমাদের গাড়ির গায়ে।

'একটা সৎ পরামর্শ দেই,' কর্নেল বললেন ওকে, 'সোজা ফ্ল্যাটে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। একটু ঘুমালে স্বাভাবিক বোধ বুদ্ধি ফিরে আসবে আপনার। গাড়ি আস্তে চালাবেন। আর একটা কথা, কেরিথ বা তার আশপাশের এলাকায় কখনও যেন আপনার চেহারা না দেখি। জানেন তো, ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে আমার কিছু ক্ষমতা আছে। আর ব্ল্যাকমেলারদের কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় তা-ও আমি জানি।'

ম্যাক্সিমকে দেখছে ফ্যাভেল। ওর গালের রঙ ফিরে এসেছে। ধীরে ধীরে নোংরা একটা হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে। চিবিয়ে চিবিয়ে বলল:

'কপালটা তোমার ভাল, ম্যাক্স। সত্যিই ভাল। তাই বলে ভেবো না, জিতে গেলে তুমি। যদি ভাবো, মারাত্মক ভুল করবে। আইন এখনও ধরতে পারে তোমাকে। আমিও।...ভেবো না, এত সহজে তোমাকে ছেড়ে দেব আমি।'

গাড়ি স্টার্ট দিল ম্যাক্সিম।

'আর কিছু বলার আছে তোমার?' জিজ্ঞেস করল সে। 'থাকলে তাড়াতাড়ি।'

'না,' সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল ফ্যাভেল। 'তোমরা যেতে পারো।'

গাড়ি ছেড়ে দিল ম্যাক্সিম। চার্চের সামনে গিয়ে মোড় নিল ডানে। মোড় নেয়ার আগ মুহূর্তে পেছন ফিরলাম আমি। কর্নেল জুলিয়ানও। তেমনি দাঁড়িয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছে ফ্যাভেল। পাগলের মত হাত নাড়ছে আর হাসছে হা-হা করে।

'ও কিছু করতে পারবে না,' বললেন কর্নেল। 'একটু দেখাচ্ছে আর কি। কোন অভিযোগই আর ও আনতে পারবে না আপনার বিরুদ্ধে। যদি আনেও ডাক্তার বেকারের সাক্ষ্য শুরুতেই তার দফা সেরে দেবে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে রইলেন কর্নেল। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আবার বললেন:

'বেচারি। কারও কাছেই বলেননি। ঘনিষ্ঠতম বান্ধবী মিসেস ড্যানভারস-এর কাছেও না। আসলেই খবরটা এমন ভয়ঙ্কর, শোনার সঙ্গে সঙ্গে যে কারও মাথা খারাপ হয়ে যেতে পারে। কতই বা বয়েস হয়েছিল?' ম্যাক্সিমের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনিও নিশ্চয়ই কিছু সন্দেহ করেননি?'

'না।'

'আজকাল অনেকেই ক্যান্সার-আতঙ্কে ভোগে, বিশেষ করে মহিলারা,' বললেন কর্নেল। 'আপনার প্রয়াত স্ত্রীর ক্ষেত্রেও তা-ই ঘটেছিল বোধহয়। দীর্ঘ যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর চেয়ে আত্মহত্যা করাই শ্রেয় মনে করেছিলেন।'

'বোধহয়,' বলল ম্যাক্সিম।

'আমি একটা কাজ করব—সবাইকে বলব, লণ্ডনের এক স্পেশালিস্ট মিসেস ডি উইনটারের আত্মহত্যার একটা সম্ভাব্য কারণ নির্দেশ করতে পেরেছেন। লোকজনের কানাঘুষা বন্ধ হবে তাতে। খবরের কাগজওয়ালারাও চুপ করে যাবে দু'এক দিনের মধ্যেই।'

'ঠিক আছে।'

সন্ধ্যা সাড়ে ছ'টার দিকে লণ্ডনে পৌঁছুলাম আমরা। ফিঞ্চলের কাছে এসে ঘড়ি দেখলেন কর্নেল।

'আপনারা এবার কী করবেন?' জিজ্ঞেস করলেন তিনি। 'আমি, সেইন্ট জনস উড-এ এক বোন আছে আমার, ভাবছি ওর ওখানে ডিনারটা সেরে নেব। তারপর প্যাডিংটন থেকে রাতের ট্রেন ধরব। আপনারাও আসবেন নাকি? খুশি হবে আমার বোন।'

ম্যাক্সিম একটু ইতস্তত করে আমার দিকে তাকাল। তারপর বলল, 'অনেক ধন্যবাদ, কর্নেল। কিন্তু আমরা যদি না আসি, আপনি কিছু মনে করবেন? কিছু টুকটাক কাজ সারব আমরা, ফ্র্যাঙ্ককে ফোন করতে হবে একবার, তারপর কোন রেস্তোরাঁয় খেয়ে নিয়ে রওনা হয়ে যাব। পথে কোন হোটেলে রাত কাটিয়ে কাল সকালে ফিরব ম্যানডারলেয়।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই,' বললেন কর্নেল। 'আমি বুঝতে পেরেছি।'

সেইন্ট জনস উড-এ কর্নেলের বোনের বাসার সামনে গাড়ি দাঁড় করাল ম্যাক্সিম।

'আজ যা করলেন আমার জন্যে,' তাঁর দিকে ফিরে ও বলল, 'কোন দিন এ ঋণ আমি শোধ করতে পারব না। আমি—আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ, কর্নেল।'

'থাক থাক, আর বলবেন না,' গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললেন জুলিয়ান।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'আপনি এবার সব ভুলে যাওয়ার চেষ্টা করুন। একটা ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, ফ্যাভেল আর কোন ঝামেলা করবে না। যদি করে আমাকে একবার জানাবেন শুধু।' গাড়ির দরজা বন্ধ করে দিলেন তিনি। আবার বললেন, 'আপনার জায়গায় আমি হলে এখন কিছুদিনের জন্যে অন্য কোথাও চলে যেতাম। দিন কতক ছুটি কাটিয়ে আসতাম।' থেমে গলা ঝাড়লেন তিনি! 'দুর্মুখেরা নানা কথা রটিয়ে বেড়াবে সন্দেহ নেই।...সেই প্রবাদ বাক্যটা জানেন তো?—চোখের আড়াল মানে মনের আড়াল। কথাটা সত্যি। আপনাদের যদি চোখের সামনে না দেখতে পায়, দু'দিন পর আপনিই সব কানঘুষা বন্ধ হয়ে যাবে। এটাই দুনিয়ার রীতি।...আসি তাহলে।'

গেট খুলে বোনের বাসার দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন কর্নেল জুলিয়ান।

সোহো-র এক রেস্তোরাঁর সামনে গাড়ি দাঁড় করাল ম্যাক্সিম।

'ভীষণ ক্লান্ত দেখাচ্ছে তোমাকে,' আমাকে বলল ও। 'চলো কিছু খেয়ে নেই। এই ফাঁকে ফ্র্যাঙ্ককে ফোনটাও করে নেব।'

ছোট্ট রেস্তোরাঁটা। বেশ ঠাণ্ডা ভেতরে। শান্ত। একজনও লোক নেই। মাত্র সাতটা বাজে। ডিনারের সময় হতে এখনও অন্তত এক ঘণ্টা দেরি। আজ সন্ধ্যায় আমরাই সম্ভবত প্রথম খদ্দের এই রেস্তোরাঁয়। কোণের একটা টেবিল দখল করে বসলাম আমরা।

ওয়েটারকে ডেকে প্রথমেই একটা করে ড্রিঙ্ক দিতে বলল ম্যাক্সিম। তারপর খাবারের অর্ডার দিল।

ড্রিঙ্ক দিয়ে গেল ওয়েটার। একটু একটু করে চুমুক দিতে লাগলাম আমি আর ম্যাক্সিম।

'ডিনার সেরেই রওনা হব আমরা,' বলল ম্যাক্সিম। 'জোরে গাড়ি চালাব না, কেমন? আস্তে আস্তে আরাম করে যাব। নটা বা দশটার ভেতর যদ্দূর যাওয়া যায় তদ্দূর। বাকি রাতটা কোন হোটেলে কাটিয়ে সকালে আবার রওনা হব ম্যানডারলের পথে।'

'হ্যাঁ,' আমি বললাম।

কিছুক্ষণ চুপচাপ দু'জনই।

'জুলিয়ান যদি টের পেতেন আসল ব্যাপারটা,' বলল ম্যাক্সিম।

আমি কিছু বললাম না।

'আমার মনে হয় টের পেয়েছে,' আবার বলল ও।

'পেলেও উনি কাউকে বলবেন, মনে হয় না,' বললাম আমি।

'হুঁ, আমারও তা-ই মনে হয়।' আরও একটা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল ম্যাক্সিম। নিঃশব্দে দু'তিনটে চুমুক দিয়ে বলল, 'এখন সব পরিষ্কার বুঝতে পারছি। ইচ্ছে করেই সে রাতে মিথ্যে কথা বলেছিল রেবেকা। ও চেয়েছিল, আমি ওকে খুন করি। সেজন্যেই বানিয়ে বানিয়ে মিথ্যে কথাগুলো বলেছিল, যাতে আমি খেপে যাই এবং রাগে অন্ধ হয়ে...। সেটাই ওর উদ্দেশ্য ছিল, এবং সফল হয়েছে ও। সেজন্যেই মরার আগ মুহূর্তেও অমন করে হাসতে পারছিল।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সব শেষ—আর কোন চিন্তা নেই, কেন বুঝতে পারছে না ম্যাক্সিম?—গেলাসে চুমুক দিতে দিতে আমি ভাবলাম। কেন এখনও এমন মনমরা হয়ে আছে ও?

'ওর সেই শেষ হাসি!...কথায় বলে শেষ মুহূর্তেও যে হাসতে পারে সে-ই সবচেয়ে ভাল হাসতে পারে...বুঝতে পারছি না, ও শেষ পর্যন্ত জয়ী হয়েই রইল কিনা।'

'কী বলছ?' অবাক হয়ে প্রশ্ন করলাম আমি। 'কী ভাবে তা সম্ভব?'

'আমি জানি না। জানি না।...আমার—আমার কেমন একটা অনুভূতি হচ্ছে, কিছু ঘটবে ম্যানডারলেতে।' বলে বাকি পানীয়টুকু এক চুমুকে শেষ করে উঠে দাঁড়াল ম্যাক্সিম। 'ফ্র্যাঙ্ককে ফোনটা করে আসি।'

বসে রইলাম আমি। ভাল লাগছে আমার। ভীষণ ভাল লাগছে। সব দুশ্চিন্তা, দুর্ভাবনা দূর হয়ে গেছে। ম্যাক্সিম এখন আমার। সব ঠিক হয়ে গেছে। কোথাও আর কারও ছায়া নেই।

ওয়েটার খাবার দিয়ে গেল। পরপরই ফিরে এল ম্যাক্সিম।

'কী খবর ফ্র্যাঙ্কের?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'ও ঠিকই আছে তবে ম্যানডারলেতে অদ্ভুত কিছু একটা ঘটছে। ফ্র্যাঙ্কের ধারণা মিসেস ড্যানভারস চলে গেছে বাড়ি ছেড়ে। ফ্রিথের কাছে শুনেছে, সারাদিন নাকি মহিলা জিনিসপত্র বাঁধাছাঁদা করেছে। সন্ধ্যায় স্টেশন থেকে এক লোক এসেছিল সেগুলো নিতে। সাড়ে ছটায় একটা ফোন আসে তার, তারপর থেকে বাড়িতে আর তাকে দেখা যায়নি। শ্রেফ হাওয়া হয়ে গেছে। যদি সত্যিই চলে গিয়ে থাকে গেছে বনের দিক দিয়ে, গেট পেরোতে দেখেনি দারোয়ানরা।'

'ভালই তো হয়েছে,' আমি বললাম, 'ওকে বিদায় করার ঝামেলা আর পোহাতে হবে না আমাদের। উহ্, কাল রাতে কেমন করে তাকাচ্ছিল তোমার দিকে!'

'একদম ভাল লাগছে না আমার,' উদ্বিগ্ন স্বরে বলল ম্যাক্সিম, 'একদম না।'

'কেন এত দুশ্চিন্তা করছ, ম্যাক্সিম? ও আর কোন ক্ষতি করতে পারবে না আমাদের। ফোনটা বোধহয় ফ্যাভেল করেছিল। ডাক্তার বেকারের কাছে যা শুনেছে, জানিয়েছে। তোমাকে ভয় দেখানো নিয়ে কর্নেল জুলিয়ান যা বলেছেন তা-ও বোধহয় বলেছে। সেজন্যেই আর ও বাড়িতে থাকার সাহস—'

'আমি ও কথা ভাবছি না।'

'তাহলে কী? কর্নেল জুলিয়ানের কথা মনে নেই, এসব ভুলে যেতে হবে আমাদের? এসো খেয়ে নেই। ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে।'

স্বপ্ন দেখতে দেখতে খেলাম আমি। মিসেস ড্যানভারস চলে গেছে শুনে অপূর্ব এক প্রশান্তি অনুভব করছি। এবার থেকে সত্যি সত্যিই কর্ত্রী হতে হবে আমাকে। কত কাজ করতে হবে। সব আমি জানি না। শিখে নেব। মানুষজন আসবে, থাকবে, আমি কখনও বিরক্ত হব না। ম্যাক্সিমের টেবিলে রোজ ফুল দেব আমি নিজে। বাচ্চা কাচ্চা হবে আমাদের। নিশ্চয়ই হবে। ওদের খিলখিল হাসিতে ভরে থাকবে ম্যানডারলের...। ম্যাক্সিমের প্রশ্ন আমার স্বপ্ন ভেঙে দিল।

'আর কিছু লাগবে তোমার?' বলল ও। 'আমার লাগবে না, কফি ছাড়া।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওয়েটারকে ডেকে বলল, 'ব্ল্যাক কফি। খুব কড়া। আর বিল।'

এত তাড়াতাড়ি এই সুন্দর শান্তির পরিবেশ ছেড়ে চলে যেতে হবে ভেবে মন খারাপ হয়ে গেল আমার। আরেকটু থাকলে কী এমন হত? বেশ ভাল লাগছিল এখানে বসে থাকতে।

'শোনো,' উদ্বিগ্ন স্বরে বলল ম্যাক্সিম, 'আমার মনে হচ্ছে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ম্যানডারলেয় ফেরা দরকার আমার। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে ওখানে—এর ভেতর ঘটে গেছে কিনা কে জানে? পেছনের সীটে শুতে অসুবিধা হবে তোমার? কম্বল দিয়ে ঢেকে দেব। এক্ষুণি রওনা হয়ে গেলে আড়াইটার মধ্যে পৌঁছে যাব আমরা।'

'ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়বে তুমি।'

'না, কিছু হবে না। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ম্যানডারলেয় পৌঁছুতে হবে আমাকে।'

'কেন? কী ঘটবে? এত দুশ্চিন্তা করছ কেন, বুঝতে পারছি না।'

জবাব দিল না ম্যাক্সিম। বিল মিটিয়ে দিয়ে আমার হাত ধরে বেরিয়ে এল রেস্তোরাঁ থেকে। আমাকে পেছনের সীটে শুইয়ে দিয়ে ছেড়ে দিল গাড়ি। চোখ বুজে রইলাম আমি। কিছুক্ষণ পর একটু তন্দ্রা মত এল। তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখতে লাগলাম। অদ্ভুত স্বপ্ন। টুকরো টুকরো ছবি ভেসে যেতে লাগল আমার চোখের সামনে দিয়ে। মিসেস ভ্যান হপারের নতুন হ্যাট,...ম্যানডারলের পশ্চিম দিকের প্রশস্ত জানালা...বেচারা বেন, সৈকতে বসে বালি খুঁচে শামুক খুঁজছে...সেই পোস্টম্যানটা, যে ডাক্তার বেকারের বাড়ি দেখিয়ে দিয়েছিল ...জ্যাসপার ছুটোছুটি করছে লনে...নাহ্, এভাবে ঘুমানো যায়? চোখ মেললাম আমি। মুখের ওপর থেকে কম্বল সরিয়ে উঠে বসলাম।

'ঘুমাতে পারছি না।'

'লম্বা ঘুম দিয়েছ তুমি,' একটু হেসে বলল ম্যাক্সিম। 'এখন রাত সোয়া দুটো। কিছুক্ষণের মধ্যে কেরিথ-এ পৌঁছে যাব।'

'যাহ্!'

'যাহ্ না, সত্যি।'

'আমি সামনে চলে আসছি।'

সীটের ওপর দিয়ে গিয়ে ওর পাশে বসলাম। হাত রাখলাম ওর হাঁটুতে।

'তুমি দেখি জমে গেছ!' বলল ম্যাক্সিম।

'হ্যাঁ।'

পাহাড়ী পথ বেয়ে উঠছি আমরা। সামনে চূড়া। মিলিয়ে গেল চূড়া। ঢাল বেয়ে নামতে লাগলাম। আবার ওঠা। আরেকটা চূড়া। তারা নিবে গেছে আকাশে। ঝড়ের গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে ম্যাক্সিম।

'কটা বাজে বললে?' জিজ্ঞেস করলাম।

'দুটো বিশ।'

'কী আশ্চর্য! এখন সকাল হচ্ছে! ওই পাহাড়টার ওপাশে দেখ, সূর্য উঠছে মনে হয়।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ভুল দিকে তাকিয়েছ তুমি। ওটা পশ্চিম।'

'পশ্চিম! তাহলে ও কিসের আলো?'

জবাব দিল না ম্যাক্সিম। পশ্চিমের আকাশটা দেখতে লাগলাম আমি। আস্তে আস্তে উজ্জ্বল হয়ে উঠছে। সূর্যোদয়ের প্রথম আলো যেন। লাল টকটকে। রহস্যটা বুঝতে পারলাম না। ম্যাক্সিমকে জিজ্ঞেস করলাম:

'শীতের সময়ই তো নর্দার্ন লাইট দেখা যায়, তাই না? এখন তো গরম—'

'নর্দার্ন লাইট নয়, ওটা ম্যানডারলে।'

'ম্যানডারলে!' ঢোক গিলে আমি বললাম। 'ম্যাক্সিম—ম্যাক্সিম, ঠিক করে বলো, কী ওটা?'

গাড়ির গতি আরেকটু বাড়াল ম্যাক্সিম। শিগগিরই উঁচু পাহাড়টার চূড়ায় পৌঁছে গেলাম। আমাদের বাঁয়ে রুপালি ফিতের মত নদী। এঁকে বেঁকে বয়ে গিয়ে সাগরে পড়েছে ছ'মাইল দূরে কেরিথ-এর কাছে। সামনের পথ সোজা চলে গেছে ম্যানডারলেয়।

চাঁদ নেই। মাথার ওপর আকাশ কালির মত কালো। কিন্তু সামনের দিগন্ত মোটেই কালো নয়। টকটকে লাল—ছিটকে ছড়িয়ে পড়া রক্তের মত। সাগরের নোনা বাতাস ছাই উড়িয়ে আনছে আমাদের দিকে।

AMARBOI.COM

***

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~